রাজা গণেশ।

(উপন্যাস)

শ্রীশচীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রণীত।

কলিকাতা, বঙ্গাব্দ ১৩১৬।

[মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক
রঘুনাথগঞ্জ হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা,
১৭ নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন,
"কালিকা যন্ত্রে"
শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ।

—*—

যাঁহার সাহায্য না পাইলে এই গ্রন্থ লেখা আমার পক্ষে সুকঠিন হইত—যিনি দিবা-যামিনী আমার পার্শ্বে থাকিয়া ছত্রে ছত্রে দোষগুণ দেখাইয়া দিয়াছেন, তাঁহাকে আমি এই গ্রন্থখানি উপহার দিলাম।

গ্রন্থকার।

দু'টা কথা।

'রাজা গণেশ' ১৩১৩ সালে লিখিয়াছিলাম। আজ ১৩১৬ সাল। এই তিন বৎসর ধরিয়া মাথার উপর কত শোক তাপ ঝঞ্ঝাবাত বহিয়া গিয়াছে,—ছাপাইবার অবকাশ পাই নাই।

রাজা গণেশ ঐতিহাসিক উপন্যাস কিনা, তাহা আমি ঠিক বলিতে পারি না। তবে গ্রন্থের মূল আখ্যানাংশ ঐতিহাসিক বলিয়া আমার বিশ্বাস। এই আখ্যানাংশ লইয়া ইতিহাসবেত্তারা নানারূপ মত প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। যেখানে যা' পাইয়াছি কুড়াইয়া দেখিয়াছি; কিন্তু দুই জনকে একমতাবলম্বী হইতে বড় একটা দেখি নাই।

আর এক কথা,—জাতি বিশেষকে বড় বা ছোট করা আমার অভিপ্রায় নয়। হিন্দুর মধ্যে যেমন কিশোরী-মোহন আছে, মুসলমানের মধ্যে তেমনই আলিম সা আছে—হিন্দুর মধ্যে যেমন গণেশনারায়ণ আছে, মুসলমানের মধ্যে তেমনই জোনাব খাঁ আছে। অতএব জাতি বিশেষের মাহাত্ম্য প্রচার, গ্রন্থের উদ্দেশ্য নয়।

উদ্দেশ্য যে কি,তাহাও আমি ঠিক জানি না। উপন্যাস-কারের যে, কোন উদ্দেশ্য থাকা উচিত, তাহা আমি স্বীকার করি না। শিক্ষা দিবার জন্য হিতোপদেশ আছে —ঐতিহাসিক ঘটনা বিবৃত করিবার জন্য ইতিহাস আছে। তবে উপন্যাসকারেরা কি করিবে ?

কি করিবে, তাহা কোন প্রখ্যাতনামা সমালোচক ইতিপূর্ব্বে বলিয়া গিয়াছেন। সে বিষয়ের উল্লেখ এক্ষণে নিষ্প্রয়োজন। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আমি তাহাতেও কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই।

কৃতকার্য্য হইবার কতকটা চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু পুস্তকের আকার এতই বাড়িয়া গিয়াছিল যে, ছাপাইতে দিয়া পুস্তকের কতকাংশ বাদ দিতে হইয়াছে। ত্যক্ত অংশ বড় কম নহে,—প্রায় একশত পৃষ্ঠা হইবে।

মুদ্রাঙ্কণে অনেক ভুল রহিয়া গেল। সেটা কা'র ত্রুটি, তা' ঠিক জানি না। আমি দূরদেশে দর্শকরূপে দণ্ডায়মান; সুতরাং নিরপরাধ।

রঘুনাথগঞ্জ।
জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬। } শ্রীশচীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

রাজা গণেশ।

প্রথম খণ্ড।

সঙ্কল্প।

রাজা গণেশ

প্রথম পরিচ্ছেদ
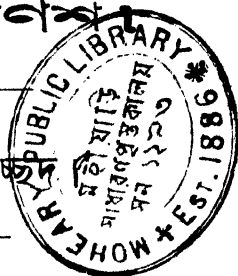
"কে কোথায় আছ, আমাকে রক্ষা কর।"

ওকি! এ কা'র আর্ত্তনাদ? কে বিপদে পড়িয়া কাতর কণ্ঠে আশ্রয় যাচ্ঞা করিতেছে? একি গৌড়ের প্রতিধ্বনি? আদিশূরের গৌড়—বল্লাল সেনের গৌড়—ভারতের গৌড়, যবন-পদতলে বিমর্দ্দিত হইয়া সকাতরে বুঝি ডাকিতেছে,—"কে কোথায় আছ, আমাকে রক্ষা কর।"

ধবল-তরঙ্গা সুরধুনীর জল উচ্ছ্বসিত করিয়া এই চীৎকার উঠিল। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। দূরে—মহানন্দার অপরপারে পাণ্ডুয়া। * নগরীর সৌধচূড়ায় অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যকিরণ তখনও জ্বলিতেছিল।

ভাগীরথী-উপকূলে †—আদিশূরের গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে জনৈক অস্ত্রধারী পুরুষ একাকী উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি গভীর চিন্তায় মগ্ন। অদূরে সজ্জিত অশ্ব দণ্ডায়মান—চারিদিক নিস্তব্ধ—জীব কোলাহলের অস্ফুট প্রতিধ্বনি মাত্র সেই নির্জ্জন প্রদেশে শ্রুত হইতেছিল। এমন সময়ে সেই সান্ধ্য নিস্তব্ধতা মথিত করিয়া চীৎকার উঠিল, "কে কোথায় আছ, আমাকে রক্ষা কর।"

অস্ত্রধারী পুরুষ চমকিয়া উঠিয়া দাড়াইলেন; ভাবিলেন, "একি বঙ্গমাতার রোদন ধ্বনি? মুসলমান-অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া কাঁদিতেছ কি, মা? তুমি কি এই ধ্বংসাবশেষ গৌড়ের মধ্যে লুকাইয়া আছ?—কাঁদিয়া

* পৌণ্ড্রপট্টন বা পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নামের অপভ্রংশ। পাণ্ডুয়া মালদহের সন্নিকটবর্ত্তী মহা সমৃদ্ধিশালী নগরী। প্রায় দেড়শত বৎসর মুসলমানের রাজধানী এইখানে ছিল।

† এই অঞ্চলে ভাগীরথী এক্ষণে কালিন্দীনামে অভিহিত হয়। আমরা কখন কালিন্দী বলিব, কখন ভাগীরথী নামে নির্দ্দেশ করিব।

তোমার হৃদয়ব্যথা আমাকে জানাইতেছ? শান্ত হও, মা—আর কাঁদিও না—আর সহ্য হয় না। আমি এই পবিত্র তীর্থ-ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া তোমার সম্মুখে তরবারি স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি,—”

আবার চীৎকার উঠিল,—“রক্ষা কর, রক্ষা কর।”

অস্ত্রধারী পুরুষের চমক ভাঙ্গিল—তিনি তীক্ষ্ণ নয়নে একবার চারিদিকে নেত্রপাত করিয়া দেখিলেন। পরে লম্ফত্যাগে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যেদিক হইতে আর্ত্তনাদ আসিতেছিল, সেই দিকে বিদ্যুদ্বেগে ধাবমান হইলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে ভাগীরথীর উপকূল-সন্নিকটস্থ একটি ভগ্ন অট্টালিকা-প্রাঙ্গণে উপনীত হইলেন। তথায় আসিয়া দেখিলেন, দুইজন সুসজ্জিত যুবাপুরুষ, জনৈকা বালিকার বস্ত্র আকর্ষণ করিয়া উলঙ্গ করিবার চেষ্টা করিতেছে—বিপন্না বালিকা, “রক্ষা কর—ওগো রক্ষা কর” বলিয়া চীৎকার করিতেছে।

দুইজনের একজন মুসলমান—দ্বিতীয় ব্যক্তি হিন্দু। দুই জনই মহামূল্য পরিচ্ছদে ভূষিত,—ললাটে হীরক-মণ্ডিত উষ্ণীষ, কটিতটে মণিমাণিক্য-বিজড়িত কোষসম্বদ্ধ তরবারি। তবে মুসলমানের বেশভূষার জাঁক জমকটা যেন আরও কিছু বেশী। এই মুসলমান যুবক বড় সামান্য

ব্যক্তি নয়। যাঁর অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া হিন্দুললনারা পর্ব্বতে, জঙ্গলে, লুকাইয়া থাকিয়া অনাহারে, উৎকণ্ঠিত অন্তরে দিবারজনী অতিবাহিত করিতেছিল, এই ব্যক্তি সেই নরশার্দ্দূল সুলতান-পুত্র আলিম সা। * সুলতান সৈয়ফ উদ্দীন পীড়িত, শয্যাগত। রাজকার্য্যের ভার উজীরের উপর ন্যস্ত—অত্যাচার করিবার ভার পালিত পুত্র আলিমসার উপর অর্পিত। কেহ অর্পণ না করিলেও আলিম সা স্বয়ং সে ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম কিশোরী মোহন। তিনি আজও পঞ্চবিংশতি বৎসর অতিক্রম করেন নাই। না করিলেও তিনি একজন দেশবিখ্যাত ধনী। ভূসম্পত্তি বড় একটা কিছু ছিল না, তবে অনেক ধন ছিল। ধন ছিল বলিয়াই তিনি সুলতানের অনুগৃহীত—সুলতান-পুত্রের সহচর।

সহচরটিও বেশ। জগতে এমন কোন পাপকার্য্য নাই, যাহাতে কিশোরী মোহনের সঙ্কোচ বা দ্বিধা জন্মিতে পারে। আলিম সারও তাই। চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকা

---

* এই আলিম সা পরে সামসউদ্দীন সানি নামে ইতিহাসে পরিচিত হইয়াছিলেন।

মন্দাকিনী পিতার সহিত পথ অতিক্রম করিয়া কুটুম্বালয়ে যাইতেছিল ; অনুচরবর্গ-পরিবেষ্টিত আলিম সা ও কিশোরীমোহন, বালিকার পিতাকে গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত করিয়া বালিকার ধর্ম্মনাশে সমুদ্যত হইল। মন্দাকিনী সকাতরে কত মিনতি করিল—কত ধর্ম্মের দোহাই দিল ; কিন্তু সে কথায় কেহ কর্ণপাত করিল না। বালিকা তখন স্তবস্তুতি ছাড়িয়া পিঞ্জরাবদ্ধা ব্যাঘ্রিণীর ন্যায় ফুলিয়া উঠিয়া কত তর্জ্জন গর্জ্জন করিল ; কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না। তখন সে অনন্যোপায় হইয়া চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল,—"কে কোথায় আছ, আমাকে রক্ষা কর।"

সেই জনশূন্য অরণ্যানী-পরিবেষ্টিত ভগ্নস্তূপ মধ্যে কে সে চীৎকার শুনিবে? শুনিয়াই বা কে সেই মহাপরাক্রান্ত আলিমসার বিপক্ষে অগ্রসর হইবে? বালিকা তবু নিরস্ত হইল না,—অবিরাম চীৎকার করিতে লাগিল। ক্রমে যখন সে দেখিল, তাহার বসনাংশ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া অঙ্গ হইতে খসিয়া পড়িতেছে, পাপিষ্ঠদ্বয় তাহাকে ভূতলে পাতিত করিয়া তাহার ধর্ম্ম অপহরণে সমুদ্যত, তখন একবার শেষ চেষ্টা করিবার উদ্দেশ্যে সকাতরে ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিল, "রক্ষা কর—ওগো, রক্ষা কর।"

বালিকার ক্ষীণ কণ্ঠ সান্ধ্য সমীরণে মিলাইতে না মিলাইতে, সেই ভগ্ন অট্টালিকা প্রতিধ্বনিত করিয়া প্রশান্ত কণ্ঠে চীৎকার হইল,—"ভয় নাই—ভয় নাই।"

তিন জনেই ফিরিয়া দেখিল। কিশোরীমোহন ও আলিম সা দেখিল, অনতিদূরে অশ্বপৃষ্ঠে কালান্তক যম-সদৃশ গণেশ নারায়ণ। গণেশ নারায়ণকে চিনিত না, এমন লোক সে অঞ্চলে ছিল না। সে পরিচয় পরে দিব। গণেশ নারায়ণকে দেখিয়া আলিম সা রুষ্ট হইল; কিন্তু গণেশ নারায়ণ তাহা গ্রাহ্য না করিয়া চকিত মধ্যে লম্ফ ত্যাগে ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করিলেন, এবং পদাঘাতে কিশোরী মোহনকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া আলিমসার কেশাকর্ষণ করিলেন। আলিমসার উষ্ণীষ ভূপৃষ্ঠে লুটাইয়া পড়িল। গণেশ নারায়ণ পদতলে সেই বহুমূল্য উষ্ণীষ বিমর্দ্দিত করিতে করিতে বলিলেন, "আজ তোমার মস্তক এইরূপে পদাঘাতে চূর্ণ করিতে পারিলে আমার ক্রোধের শান্তি হইত আলিম সা।"

আলিম সা ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "কিন্তু তাহা হইবার নয়—তোমারই মস্তক আজ পদাঘাতে চূর্ণ হইবে, গণেশ নারায়ণ।"

এই বলিয়া তিনি কণ্ঠ-বিলম্বিত ক্ষুদ্র বংশীতে ফুৎকার

দিলেন। স্বল্পকাল মধ্যে ছয়জন সশস্ত্র পাঠান ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইল। আলিম সা অঙ্গুলি সঙ্কেতে গণেশকে দেখাইয়া দিয়া আদেশ করিলেন, "এই ব্যক্তিকে ধৃত করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ কর।"

প্রহরীরা অগ্রসর হইল। গণেশ হস্ত আন্দোলনে অগ্রসর হইতে তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া বালিকার দিকে ফিরিলেন। বালিকা তখনও ভূপৃষ্ঠে লুটাইতে ছিল। গণেশ নারায়ণ বলিলেন, "আর কেন ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছ? উঠ, উঠিয়া দাঁড়াও, মা।"

বালিকা উঠিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু তাহার বসন ছিন্ন ভিন্ন—অঙ্গ ঢাকিয়াও ঢাকা পড়িল না; তখন সে লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া আবার শুইয়া পড়িল। তদ্দৃষ্টে গণেশ নারায়ণ বালিকার পরিধানার্থ স্বীয় উষ্ণীষ প্রদান করিলেন। বালিকা তদ্দারা কোন রকমে দেহ আবরণ করিয়া গণেশ নারায়ণের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল।

বালিকা অসামান্যা সুন্দরী। বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর মাত্র। রূপ যৌবন কিছুই আজও ফুটে নাই। না ফুটিলেও কমল-কোরকের ন্যায় বালিকা অতি সুন্দর। এই সৌন্দর্য্যরাশি উপভোগ করিতে পারিল না ভাবিয়া আলিম সা ক্রোধে গর্জ্জিতে লাগিল; এবং সৈনিকদের

পুনরায় আদেশ করিল, "কাফেরকে বাঁধ—হাতে পায়ে দড়া লাগাইয়া বাঁধ।"

সৈনিকেরা অগ্রসর হইল। গণেশ বলিলেন, "বাঁধ—আপত্তি নাই; কিন্তু একটু অপেক্ষা কর—আগে এই বালিকাকে নিরাপদ স্থানে রাখিয়া আসি।"

আলিম সা। পলাইবে ভাবিয়াছ? তোমাকে সে সুযোগ দিব না, গণেশ নারায়ণ!

পরে সৈন্যদের পানে ফিরিয়া আদেশ করিলেন, "কাফেরকে বাঁধ।"

গণেশ। যতক্ষণ না বালিকা নিরাপদ স্থানে রক্ষিত হয় ততক্ষণ আমাকে কেহ বাঁধিতে পারিবে না। বাঁধিবার চেষ্টা করিলে অনর্থক রক্তপাত হইবে।

আলিম সা। এত দর্প! আমাদের সকলকে পরাস্ত করিয়া পলাইবে ভাবিয়াছ? ভাল, অগ্রসর হও—তোমার বাহুতে কত শক্তি দেখা যাবে।

বলিয়া আলিম সা তরবারি উন্মুক্ত করিয়া অগ্রসর হইলেন। কিশোরী মোহনও তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিল। গণেশ নারায়ণ বলিলেন, "আলিম সা, যুদ্ধক্ষেত্র রঙ্গমহল নয়,—সরিয়া দাঁড়াও। যুদ্ধের সাধ থাকে, তরবারি ছাড়িয়া বেত্র-হস্তে বারান্তরে দেখা যাবে।"

আলিম সা। রাজবিদ্রোহী কাফের, ভাবিয়াছ তোমাকে শাস্তি না দিয়া ছাড়িয়া দিব? অগ্রসর হও।

বলিয়া তিনি গণেশ নারায়ণকে আক্রমণ করিলেন। গণেশ অবলীলাক্রমে সে আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া ব্যাঘ্রবৎ আলিম সার উপর লাফাইয়া পড়িলেন; এবং তাঁহার হস্ত হইতে তরবারি সবলে ছিন্ন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন। গণেশ নারায়ণের শক্তি ও ক্ষিপ্র-কারিতা দেখিয়া কিশোরী মোহন ভয়ে সরিয়া দাঁড়াইল। সৈনিকেরা, সুলতান-পুত্রের রক্ষার্থ উন্মুক্ত তরবারি হস্তে অগ্রসর হইল।

গণেশ নারায়ণ তখন অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বালি-কাকে দূরে সরিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। বালিকা সরিয়া গেল—আলিম সা ও কিশোরী মোহন পিছাইয়া দাঁড়াইলেন। সৈনিকেরা অগ্রসর হইয়া গণেশকে বেষ্টন করিবার উপক্রম করিল। তখন তিনি তাহাদের সম্বোধন করিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলেন,—"সুলতান বা তাঁহার সৈন্যের সহিত আমার কোন বিরোধ নাই। তবে তোমরা যদি আমাকে আক্রমণ কর, তাহা হইলে আত্মরক্ষার্থ আমি নিঃসঙ্কোচে তোমাদের রক্তপাত করিব। এ রক্তপাতের জন্য আমি দায়ী নহি।"

সৈনিকেরা সে কথা কাণে তুলিল না,—গণেশ-নারায়ণকে আক্রমণ করিল। গণেশ তখন ঘুরিয়া পিছাইয়া আসিয়া অগ্রগামী পাঠানকে লক্ষ্য করিয়া দূর হইতে শূল ত্যাগ করিলেন। পাঠান ললাটে শূলবিদ্ধ হইয়া ভূতলে লুটাইয়া পড়িল। শূল ত্যাগ করিয়াই গণেশ নারায়ণ প্রচণ্ড বেগে অগ্রসর হইয়া দ্বিতীয় পাঠানকে অসি হস্তে আক্রমণ করিলেন। তাহাকে মুহূর্ত্ত মধ্যে নিহত করিয়া তাহার হস্তস্খলিত বর্শা উঠাইয়া লইয়া চকিত মধ্যে দূরে অপসৃত হইলেন; এবং দ্বিতীয় শূলত্যাগে তৃতীয় পাঠানকে নিহত করিলেন। চতুর্থ সৈনিক অসিযুদ্ধে আহত হইল; পঞ্চম ও ষষ্ঠ পলাইয়া আত্মরক্ষা করিল।

তখন গণেশ নারায়ণ, কিশোরী মোহনের সম্মুখীন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "যুদ্ধ-সাধ আছে, কাপুরুষ?"

কিশোরীমোহন কোন উত্তর না করিয়া আলিমসার পশ্চাতে লুকাইল।

আলিম সা অগ্রসর হইয়া বলিলেন,"গণেশ নারায়ণ!"

গণেশ। কি, সুলতান পুত্র?

আলিম। মনে করিও না, এ অপমান কখন আমি ক্ষমা করিব?

গণেশ। ভাদুড়িয়া রাজবংশ কখন ক্ষমা ভিক্ষা করে না।

আলিম। স্মরণ রাখিও আজ হইতে আমি তোমার চিরশত্রু হইলাম।

গণেশ। বরাবরইত শত্রুতা সাধিয়া আসিতেছ; কিছু করিতে পারিয়াছ কি? গণেশ নারায়ণ জগতে কাহাকেও ডরায় না, তোমার সাধ্যমত করিও, আলিম সা।

আলিম। ভাল, একদিন বুঝা যাবে, গণেশ নারায়ণ!

গণেশ। গণেশ নারায়ণ সকল সময়ে প্রস্তুত। কিন্তু আমার নিতান্ত দুর্ভাগ্য যে, তুমি সুলতান পুত্র; নতুবা—

আলিম। নতুবা কি?

গণেশ। নতুবা তোমাকে এমন শাস্তি দিতাম যে, সতী-অঙ্গ স্পর্শ করিতে আর কখন সাহস করিতে না।

বলিয়া গণেশ নারায়ণ বালিকা সমভিব্যাহারে সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গণেশনারায়ণ ভাদুড়িচক্রের অধীশ্বর। ভাদুড়িচক্রকে সাধারণতঃ ভাদুড়িয়া বা ভাতুড়িয়া নামে অভিহিত করা হয়। রাজ্যের রাজধানী—সপ্তদুর্গা বা সাতগড়া। প্রসিদ্ধ হ্রদ চলন বিলের উত্তরে এই রাজধানী অবস্থিত ছিল। নগরের চারিদিকে জল; মধ্যে দ্বীপের উপর সপ্তদুর্গ-পরিবেষ্টিত রাজধানী। এক্ষণে সে মহা সমৃদ্ধিশালী নগরীর কোন চিহ্ন নাই; চলন বিলও শুকাইয়া আসিতেছে।

গণেশ নারায়ণ বিস্তীর্ণ প্রদেশের অধীশ্বর হইলেও পাঠান-সুলতানের জায়গীরদার মাত্র। তখনকার দিনে বড় বড় জমিদারদিগকে "রাজা" "মহারাজা" নামে অভিহিত করিত; ক্ষুদ্র জমিদারদিগকে "গাঁইয়া" "ভূঁইয়া" বলিয়া ডাকিত। রাজাদের অধীনে অনেক গাঁইয়া ভূঁইয়া থাকিত। মোগলের রাজত্ব কালে রাজা মহারাজারা জমীদার নামে অভিহিত হইতে থাকিলেন—গাঁইয়া ভুঁইয়ারা তালুকদার হইলেন।

গণেশনারায়ণ ব্রাহ্মণ—কুলীন—দিগ্দেশ-প্রসিদ্ধ উদয়ন আচার্য্যের বংশধর। এই বংশ 'একটাকিয়া' ভাদুড়ীবংশ

বলিয়া ইতিহাসে বিখ্যাত। গৌড়-সুলতানকে একটাকা নজরাণা দিতে হইত বলিয়া একটাকিয়া নাম হইয়াছিল। মাত্র নজরানা দিলেও গণেশ নারায়ণ, সুলতানের দাস। সুলতান, দাসকে মহাসম্মানপ্রদ "খাঁ সাহেব" * উপাধিতে ভূষিত করিয়া নিজের কাছে রাজধানীতে রাখিতেন।

রাখিবার একটু কারণও ছিল। গণেশনারায়ণের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ। দশ হাজার সুসজ্জিত সৈন্য তাঁহার আজ্ঞাধীন ছিল। তিনি মনে করিলে আরও দশ বিশ হাজার সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারেন। এদিকে সে সময় পাঠানের সংখ্যা বাঙ্গালা দেশে চল্লিশ পঞ্চাশ হাজারের বেশী হইবে না। সুতরাং সুলতানের ভয়ের একটু কারণ ছিল। দূরবর্ত্তী চাকলার মধ্যে গণেশনারায়ণ কি করিতেছেন তাহা জানিবার সুলতানের কোন উপায় ছিল না। চাক্‌লায় সুলতান নামে রাজা; জমীদারেরা সেখানে সর্ব্বময় কর্ত্তা। তাই সুলতান, গণেশনারায়ণকে দূরে না রাখিয়া নিজের চক্ষের উপর রাখিয়াছিলেন।

গণেশনারায়ণ সুপুরুষ।—তাঁহার মুখমণ্ডলে লাবণ্য,

* পাঠান রাজত্বকালে 'খাঁ', 'খাঁ সাহেব', 'সিংহ,' 'রায়' উপাধি ছিল। শুধু ভাদুড়ীচক্রের অধিপতি "খাঁ সাহেব" উপাধি পাইয়াছিলেন।

উন্নত ললাটে বুদ্ধি, উজ্জ্বল নয়নে তেজ, ওষ্ঠপ্রান্তে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা পরিব্যক্ত হইতেছিল। যে বয়সে মানুষের দেহ পরিণত ও সুন্দর হয়, গণেশনারায়ণের এক্ষণে সেই বয়স। তিনি আজও চল্লিশ বৎসর অতিক্রম করেন নাই।

গণেশনারায়ণের কিছুরই অভাব ছিল না;—গৃহে স্বদেশবৎসলা উন্নতহৃদয়া ভার্য্যা করুণাময়ী—অস্ত্রকুশলী বিংশতি বর্ষীয় পুত্র যদুনারায়ণ—লাবণ্যময়ী লক্ষ্মীস্বরূপা কন্যা গৌরী। সংসারে যাহা কিছু ঈপ্সিত সকলই তাঁহার ছিল। সকল থাকিলেও গণেশনারায়ণের প্রাণ অশান্তিময়। যখন তিনি শুনিতেন, হিন্দুর ধনসম্পত্তি লুণ্ঠিত হইতেছে—দেবালয় মসজিদে পরিণত হইতেছে, তখন তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত, তাঁহার জীবনে ও ঐশ্বর্য্যে ধিক্কার জন্মিত।

অত্যাচার, পাঠান সর্দ্দারেরা সকলেই করিত; তবে আলিম সার কিছু বাড়াবাড়ি ছিল। রমণীর সতীত্ব তাহার নিকট ক্রীড়া সামগ্রী ছিল। আজ যে ভাবে বালিকা মন্দাকিনীর উপর অত্যাচার হইয়াছিল, সেই ভাবে কুলকামিনীদের উপর নিয়তই অত্যাচার হইত। তবে মন্দাকিনী যেরূপে রক্ষা পাইয়াছিল সেরূপে রক্ষা পাওয়া সকলের অদৃষ্টে ঘটিত না।

যখন গণেশনারায়ণ, মন্দাকিনীকে লইয়া তাহার

পিতার অন্বেষণে গঙ্গাভিমুখে চলিলেন, তখন সূর্য্যাস্ত হইয়াছে। পথে যাইতে যাইতে রাজা গণেশ, বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বাড়ী কোথায় ?"

"বজ্রযোগিনী গ্রামে।"

"সেত গঙ্গার অপর পারে !"

"হাঁ।"

"তোমার নাম কি ?"

"মন্দাকিনী।"

"তুমি কোথায় যাইতেছিলে ?"

"কুটুম্বালয়ে।"

"তোমার আর কে আছে ?"

"পিতা ভিন্ন সংসারে আর কেহ নাই।"

"আমি সাধ্যমত তোমার পিতার অনুসন্ধান করিব।"

পিতার সন্ধান সহজেই মিলিল ;—কয়েকজন ধীবর মাছ ধরিতেছিল। তাহারা একটা মৃতদেহ দেখাইয়া দিয়া বলিল, "এই মানুষটা কি না দেখ।"

মন্দাকিনী তাহার পিতার দেহ চিনিল। চিনিয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়া অনেক কাঁদিল। তাহার পর সহসা চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। গণেশনারায়ণ সবিস্ময়ে দেখিলেন, বালিকার চক্ষু শুষ্ক, নয়নপ্রান্তে যেখানে

অশ্রুকণা ছিল, সেখানে অনলকণা। ভাবিলেন, বালিকার হৃদয়ে কি প্রতিহিংসা-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল?

উভয়ে যখন গঙ্গা পার হইয়া বজ্রযোগিনী গ্রামে উপস্থিত হইলেন, তখন পূর্ণিমার চাঁদ আকাশে উঠিয়াছে। সহস্র চাঁদ উঠিলেও বজ্রযোগিনী বালিকার কাছে এক্ষণে অন্ধকারময়। বালিকা শুষ্কনয়নে জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে কা'র কাছে আমি থাকিব?"

"আমি সে ব্যবস্থা করিতেছি।"

বলিয়া গণেশনারায়ণ গ্রামের মণ্ডলকে ডাকিলেন। গ্রামের অনেকেই গণেশনারায়ণকে চিনিত। তাঁহার আহ্বানে হিন্দুরা সকলেই আসিল। গণেশনারায়ণ তখন বালিকা যেরূপে অনাথা হইয়াছে তাহা তাহাদিগের নিকট বিবৃত করিলেন। শুনিয়া হিন্দুরা জ্বলিয়া উঠিল। গণেশ নারায়ণ তাহাদের শান্ত করিয়া বালিকার রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিতে তাহাদিগকে অনুরোধ করিলেন। সানন্দে সকলে স্বীকৃত হইল। রাজা তখন বালিকাকে তাহার পিতৃগৃহে স্থাপিত করিয়া, দুইজন দাসী তাহার প্রহরায় নিযুক্ত রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, "সুবিধামত বালিকাকে লইয়া গিয়া আমার গৃহে রাখিব।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—o—
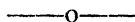
পরদিন প্রভাতে সুলতানের দরবারে গণেশনারায়ণের তলব হইল। গণেশনারায়ণ গজারোহণে যাত্রা করিলেন। সঙ্গে শত শরীররক্ষী চলিল। আমরা এই অবসরে বাঙ্গালার তাৎকালিক অবস্থার একটু পরিচয় দিতে ইচ্ছা করি।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় বাঙ্গালার সিংহাসনে সুলতান সৈয়ফ-উদ্দীন আসলতান অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি স্বাধীন নরপতি। আসলতান মসনদে বসিবার বহুপূর্ব্ব হইতেই বাঙ্গালা, দিল্লীর অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়াছিল।

প্রায় দেড় হাজার বৎসর ধরিয়া রাজধানী গৌড়ে ছিল। গৌড় একটা নয়—তিনটা। আদিশূরের গৌড়ের এক্ষণে চিহ্নমাত্র নাই; কিন্তু একদিন তাহা সম্পদ্ ও ঐশ্বর্য্যে পৃথিবী-বিখ্যাত ছিল। ভাগীরথীর (এক্ষণে কালিন্দী) উত্তরকূলে আদিশূরের গৌড়। পরপারে—দক্ষিণকূলে বল্লাল সেনের গৌড়। এক্ষণে ইহা বল্লাল বাড়ী নামে পরিচিত। বখ্‌তিয়ার খিলিজি চল্লিশ হাজার

অশ্বারোহীর সাহায্যে এই গৌড় জয় করিয়াছিলেন। এইখানে 'সাগর-দীঘী' আজও দৃষ্ট হয়। এত বড় দীর্ঘিকা ভারতে আর নাই *। পাটলা দেবীর মন্দিরের ভগ্নাবশেষ বেদী আজও তথায় দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত আর বড় একটা কিছু তথায় নাই। আর আছে—লক্ষ্মণ সেনের স্মৃতি। সব গিয়াছে, কেবল স্মৃতিটুকু যায় নাই,—বুঝি যাইবেও না।

বল্লাল বাড়ীর দক্ষিণে মুসলমানের গৌড়। এত বড় সমৃদ্ধিশালী নগরী বাঙ্গালায় কোন কালে ছিলনা। গৌড়ের ইট লইয়া মালদহ ও মুর্শিদাবাদ অলঙ্কৃত, তবু সে ইটের অর্দ্ধাংশ আজও নিঃশেষ হয় নাই।

১৩৫০ খৃষ্টাব্দে সুলতান হাজি এলায়স্, গৌড় হইতে কিছু দূরে মহানন্দার অপর পারে পাণ্ডুয়ানগরে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। হাজি এলায়সের প্রপৌত্র সুলতান সৈয়ফ্‌উদ্দীন আসলতানের সময়েও পাণ্ডুয়ায় রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। মুসলমানেরা পাণ্ডুয়াকে সচরাচর ফিরোজাবাদ নামে অভিহিত করিত।

পাণ্ডুয়ার দরবার গৃহ বিখ্যাত। আজও তাহা সম্পূর্ণ

* কানিংহাম সাহেবের উক্তি।

ধ্বংস হয় নাই। সেই সর্ব্বশোভাময় বিস্তীর্ণ দরবার গৃহে সুলতান আসলতানকে সাজিত না। তিনিও ক্বচিৎ তথায় উপবেশন করিতেন। আসলতান চিররুগ্ন ও দুর্ব্বল। রাজকার্য্য, বিষম ঝঞ্ঝাট বলিয়া তাঁহার মনে হইত। কলহ বিবাদ তিনি ভালবাসিতেন না—অত্যাচারের পক্ষপাতী ছিলেন না। কোন রকমে নির্ব্বিবাদে রাজকার্য্য চলিয়া যায়, ইহাই তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা। কিন্তু সচরাচর তাহা ঘটিয়া উঠিত না, একটা না একটা গোলে আলিমসা তাঁহাকে ফেলিত। তিনি অনেক সময়ে পালিত পুত্র আলিমসা কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেন। আজও তাহার ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া গণেশনারায়ণকে দরবার গৃহে আহ্বান করিলেন।

গণেশ নারায়ণ আসিলেন। আসিয়া যেখানে বিচারপ্রার্থীরা দাঁড়ায় সেইখানে দাঁড়াইলেন। দরবারগৃহ লোকে পরিপূর্ণ। উচ্চে সিংহাসনের উপর সুলতান্ উপবিষ্ট। সিংহাসনের পার্শ্বে—আলিমসা; নীচে দুই ধারে সারি দিয়া অমাত্যবর্গ। অমাত্যবর্গের একপার্শ্বে, বিচার-প্রার্থীর স্থান; অপর পার্শ্বে সম্ভ্রান্ত প্রজানিচয় উপবিষ্ট। প্রজার পিছনে বাম দিকে লৌহ পিঞ্জরের মধ্যে অপরাধীর নির্দ্দিষ্ট স্থান। এই পিঞ্জরের পিছনে ও পার্শ্বে সুসজ্জিত

প্রহরীনিচয়। গণেশনারায়ণ পিঞ্জরের ভিতর না দাঁড়াইয়া বিচারপ্রার্থীর আসন গ্রহণ করিলেন। সিংহাসনের পার্শ্ব হইতে আলিমসা তাহা দেখিলেন। দেখিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "গণেশনারায়ণ, বিচারপ্রার্থীর স্থান ত্যাগ করিয়া অপরাধীর স্থান গ্রহণ কর।"

গণেশ নড়িলেন না। আলিমসা পুনরায় চীৎকার করিয়া বলিলেন, "গণেশনারায়ণ অপরাধীর স্থান গ্রহণ কর।"

গণেশ। আমার অপরাধ কি ?

আলিম। রাজবিদ্রোহ।

গণেশ। রাজবিদ্রোহী আমি নয়—তুমি। তুমিই পাঠান নরপতির সুনাম, যশঃ ধ্বংস করিতে বসিয়াছ।

আলিম। তোমার অপরাধ গুরুতর,—তুমি রাজসৈন্য নিহত করিয়াছ।

গণেশ। কে আমার বিরুদ্ধে এ অভিযোগ আনিয়াছে।

আলিম। আমি।

গণেশ। তবে তুমি আগে বিচারপ্রার্থীর স্থান গ্রহণ কর।

আলিমসা নিরুত্তর, নিশ্চল। বিচারপ্রার্থীর স্থানে

এখন কোন সুলতানপুত্র দাঁড়াইয়াছে বলিয়া আলিমসার রণ হইল না। অতএব তথায় দাঁড়াইতে তিনি সম্মত ইলেন না। নীচকুলোদ্ভব পালিত পুত্র আলিমসা বৃথা র্ব্বের আশ্রয় লইয়া নীরব, নিশ্চল রহিল।

গণেশনারায়ণ, আলিমসার মনোভাব বুঝিয়া বলিলেন, আলিম সা, তুমি আজও একজন প্রজা মাত্র। যেখানে কজন প্রজা দাঁড়াইতে পারে সেখানে তুমিও দাঁড়াইতে ার। বৃথা গর্ব্বের আশ্রয় লইয়া সনাতন নিয়ম ভঙ্গ করিও া।—আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিতে চাও, এই খানে াসিয়া দাঁড়াও।"

আলিম সা উঠিল না। সে দেখিল, সকলের চক্ষু াহার উপর। এ অবস্থায় গণেশনারায়ণ কর্তৃক আদিষ্ট ইয়া বিচারপ্রার্থীর স্থান সে গ্রহণ করিতে পারে না।

গণেশনারায়ণ তখন বলিলেন, "তবে আমিও অপ-াধীর স্থান গ্রহণ করিতে পারি না।"

সুলতান এতক্ষণ নীরব ছিলেন। তিনি দেখিলেন, ণেশনারায়ণের স্পর্দ্ধা ক্রমে বাড়িয়া উঠিতেছে। তখন তনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "গণেশনারায়ণ, তুমি রাজ-বদ্রোহী ?"

গণেশ। কার্য্যতঃ নয়।

সুলতান। তুমি রাজসৈন্য নিহত করিয়াছ?

গণেশ। করিয়াছি।

সুলতান। কেন?

গণেশ। আত্মরক্ষার্থ।

সুলতান। বিনা কারণে রাজসৈন্য তোমাকে আক্রমণ করিয়াছিল?

গণেশ। আলিমসার আদেশে তাহারা আমাকে আক্রমণ করিয়াছিল।

সুল। আলিমসা অকারণ কেন এরূপ আদেশ দিবেন?

গণেশ। সেই কথা বলিতেই আমি অভিযোক্তার আসন গ্রহণ করিয়াছি। নামিয়া এস, আলিম সা— অপরাধীর আসন গ্রহণ করিবে এস।

গণেশনারায়ণের সাহস ও তেজ দেখিয়া সভাসদ্‌বৃন্দ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন। যে আলিমসা, সুলতানের উপর সুলতান, তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ! ওমরাহরা কেহ কেহ ভাবিল, গণেশনারায়ণের পতন অবশ্যম্ভাবী। যাহারা বুদ্ধিমান্, তাহারা দেখিল, রাজা অভিযোগ আনিয়া জিতিয়া গেল।

কিন্তু হার জিতের প্রতি গণেশনারায়ণের লক্ষ্য ছিল

। তিনি যখন দেখিলেন, আলিমসা নামিয়া আসিয়া অপরাধীর আসন গ্রহণ করিল না, তখন তিনি সুলতানের পানে চাহিয়া বলিলেন,"সুলতান,আমার অভিযোগ আছে।"

সুল। অপরাধী কে ?

গণেশ। সুলতান-পুত্র আলিম সা।

সুল। সুলতান-পুত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসিতে পারে না।

গণে। সুলতান, আপনি দেশের রাজা। রাজাকে আমরা দেবতা জ্ঞানে ভক্তি করিয়া থাকি। আপনি আমাদের সে ভক্তি নষ্ট করিবেন না—পাপের প্রশ্রয় দিবেন না। রাজ্য, সিংহাসন ধর্ম্মের উপর সংস্থাপিত। প্রজার ভক্তি নষ্ট করুন—পাপের প্রশ্রয় দিন, রাজ্য অচিরে ধ্বংস হইবে। কথাটা অলীক বিবেচনা করিবেন না। এই গৌড়রাজ্যে আপনার পূর্ব্বে অনেক শূর, পাল, সেন রাজত্ব করিয়াছিলেন। যখনই পাপের সঞ্চার হইয়াছে তখনই তাঁহাদের রাজ্য গিয়াছে। তাই বলিতেছিলাম, সুলতান, পাপের প্রশ্রয় দিবেন না। পাঠান বীরজাতি ; ন্যায়ের উপর রাজ্য সংস্থাপন করুন।—দেবতার ন্যায় পক্ষপাত-শূন্য হইয়া বিচার করুন, পাঠান্ সাম্রাজ্য চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় বাঙ্গালায় অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

সভাতল স্তব্ধ—সুলতান চিন্তামগ্ন। অনেকক্ষণ পরে সুলতান মাথা তুলিয়া বলিলেন, "বুঝিলাম, খাঁসাহেব, তুমি রাজ্যের হিতৈষী। যাহারা শুভ মন্ত্রণা দেয়, তাহারা মন্ত্রী-পদের যোগ্য,—তোমাকে অমাত্য পদে নিযুক্ত করিলাম।"

রাজা বলিলেন, "এ অধীনের প্রতি সুলতানের অনুগ্রহ যথেষ্ট ; কিন্তু—"

সুলতান। আরও কিছু চাও ; আচ্ছা, বারান্তরে দেখা যাইবে। আজ দরবার ভঙ্গ হইল।

ব্যাধিগ্রস্ত সুলতান কাঁপিতে কাঁপিতে দরবার গৃহ ত্যাগ করিলেন।

হিন্দু মুসলমানেরা ভাবিল, গণেশনারায়ণ জিতিয়া গেলেন। গণেশনারায়ণ হিসাব করিয়া দেখিলেন, তাঁহারই হার হইল। আলিমসার অধীনে দাসত্ব! ছি!!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—o—
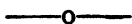
কিশোরীমোহনের পরিচয় দিবার বড় একটা আর কিছু নাই। অল্প বয়সে পিতৃহীন হওয়ায় অগাধ ঐশ্বর্য্য তাঁহার হাতে পড়িল। মাথার উপর কেহ নাই;—তিনি নির্ব্বিবাদে কুকর্ম্ম-নিরত হইলেন। বারাঙ্গনাদলে বিলাস গৃহ পরিপূর্ণ হইল—পরিত্যক্তা, পদদলিতা স্ত্রী মনোকষ্টে পিতৃগৃহে দিনপাত করিতে লাগিল।

সংসারে যাহার ধন আছে তাহারই মান আছে। ধনবান কিশোরীমোহনের সঙ্গী ও স্তাবকের অভাব হইল না। এমন কি আলিম সাও তাঁহার গৃহে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। একজনের অর্থ, অপরের ক্ষমতা। দুই প্রবল নদের সম্মিলনে দেশ অত্যাচার-প্লাবিত হইল।

রাজধানী হইতে কিছু দূরে মহানন্দার উপকূলে কিশোরীমোহনের বিলাসগৃহ। এই বিলাসগৃহে তিনি নিশিযাপন করিতেন। মধ্যাহ্ন রাজধানীতে অতিবাহিত হইত। সেখানে একটি সুরম্য অট্টালিকা ছিল। কিন্তু আলিম সা সে অট্টালিকায় পদার্পণ করিতেন না। বিলাস গৃহে উভয়ে সম্মিলিত হইতেন।

বিলাসভবন তত বড় নয়; কিন্তু দেখিতে অতি সুন্দর। লতাবিতান চারিদিক হইতে উঠিয়া গৃহপ্রাচীর জড়াইয়া ধরিয়াছে—যেন আলুলায়িত কেশরাশি একখানি সুন্দর মুখ ঢাকিয়া রাখিয়াছে। লতায় কত ফুল ফুটিয়াছে—যেন কেশের মাঝে কত অলঙ্কার দুলিতেছে। ভবনের চতুঃপার্শ্বে সুরম্য উদ্যান। উদ্যানে কত ফুল, কত পাতা। পাতা যত সুন্দর, বুঝি ফুল তত সুন্দর নয়। ফুল বাসনা জাগায়—গন্ধে বিভোর করে; পাতা নীরবে কা'র চিত্র দেখায়—প্রাণে শান্তি ঢালে। ফুল সগর্ব্বে আপনাকে দেখায়—পাতা পরের চিত্র বুকে ধরিয়া নিজে সরিয়া দাঁড়ায়। ফুল পুরুষ—পাতা রমণী; ফুল আকাশ—পাতা পৃথিবী। কোন্‌টা সুন্দর? পৃথিবী, না আকাশ? আকাশ গর্ব্বিত—পৃথিবী ধৈর্য্যময়ী; আকাশ জড়পিণ্ড মাত্র, একবার দেখিলেই সাধ মিটে—পৃথিবী চঞ্চলা, পরিবর্ত্তনশীলা, অনন্তকাল বসিয়া দেখিলেও দেখার সাধ মিটে না।

এই পুষ্প-পত্র-প্রফুল্ল উদ্যান ছাড়িয়া কিশোরী মোহন নীরবে একাকী কক্ষমধ্যে উপবিষ্ট। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। আকাশের কন্দরে কন্দরে অসংখ্য নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে—ভবনের কক্ষে কক্ষে শত শত দীপ

জ্বলিয়া উঠিয়াছে—উদ্যানে অগণ্য মল্লিকা ঘোমটা খুলিয়া চাহিয়া দেখিতেছে।

কিশোরী মোহন একা; কক্ষে আর কেহ নাই—কেবল অসংখ্য দীপ। কিন্তু একা থাকিতে তাঁহার ভাল লাগিল না;—তিনি নর্ত্তকীবৃন্দকে তলব করিলেন। নর্ত্তকীরা তখনও উপস্থিত হয় নাই। তাহাদের অনেকেই দূরে নগর মধ্যে বাস করিত—সন্ধ্যার পর আসিয়া জুটিত। নর্ত্তকীর দল তখনও আসে নাই শুনিয়া কিশোরীমোহন বিরক্ত হইলেন। এমন সময়ে জনৈক ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল যে, একটি বালক হুজুরের দর্শনাভিলাষী। মোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি চায়?

"হুজুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাসনা।"

"কেন?"

"তা জানি না।"

"তাহার নিকট অস্ত্র শস্ত্র আছে?

"না।"

"তবে লইয়া এস।"

অনতিকাল পরে একটি ক্ষুদ্র বালক আসিয়া দ্বারদেশে দাঁড়াইল। কিশোরীমোহন দেখিলেন, বালক অপূর্ব্ব সুন্দর! এই রূপ রমণীতে থাকিলে কি সুন্দর হইত!

কিশোরী পলকশূন্য নয়নে বালকের পানে চাহিয়া রহিলেন। তাহার মুখমণ্ডলে লাবণ্য ও কমনীয়তা, ওষ্ঠে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, নয়নে তেজ। তাহার অঙ্গে কাবাই, মাথায় পাগ্‌ড়ি, চরণে পাদুকা। বস্ত্রাদি নবক্রীত—পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। কিশোরী ভাবিলেন, এ বালক যদি পুরুষ না হইয়া স্ত্রী হইত! জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি চাও?"

উত্তর না করিয়া বালক জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার নাম কি কিশোরীমোহন?"

কিশো। হাঁ।

বালক। আপনার কাছে আমার প্রয়োজন আছে।

কিশো। কি প্রয়োজন?

বালক। শুনিয়াছি আপনি দয়াবান—

কিশো। ভুল শুনিয়াছ।

বালক। আপনি ধনবান—

কিশো। এটা ঠিক্ বটে।

বালক। আপনি ক্ষমতাবান—

কিশো। বাল্যকাল হইতেই তুমি অনেক কথা শিখিয়াছ দেখিতেছি।

বালক। যাহার প্রয়োজন বেশী সে-ই কথা শিখে।

কিশো। এখন তোমার প্রয়োজনটা কি বল দেখি।

বালক। আমি নিঃসম্বল।

কিশো। অর্থ চাও ?

বালক। না।

কিশো। তবে ?

বালক। আশ্রয় চাই।

কিশো। তোমার কে আছে ?

বালক। কেহ্ নাই।

কথাটা বলিতে বালকের কণ্ঠ একটু কাঁপিল।

কিশো। তোমার বাড়ী কোথায় ?

বালক। অনেক দূরে।

কিশো। তোমাকে আশ্রয় দিলাম—তুমি স্বচ্ছন্দে আমার গৃহে বাস কর।

বালক। আমি মিথ্যা শুনি নাই,—আপনি দয়াবান।

কিশো। দয়াপরবশ হইয়া আমি তোমাকে আশ্রয় দিতেছি না।

বালক। তবে কি ?

কিশো। আমার স্বার্থ আছে।

বালক। কি স্বার্থ ?

কিশো। তুমি বড় সুন্দর—তোমাকে দেখিতে আমার ভাল লাগে।

বালকের বদন লাজ-রঞ্জিত হইল। কিশোরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি, বালক?

বালক। আমার নাম?—আমার নাম মনুয়া।

কিশোরী। বেশ নামটি। তুমি সকল সময় আমার সঙ্গে থাকিবে ত?

বালক। কেবল যখন আপনি বারবিলাসিনী লইয়া ক্রীড়াসক্ত থাবিবেন তখন আপনার কাছে থাকিব না।

কিশোরী। কেন?

বালক। পূর্ব্বে একস্থানে আমি আশ্রয় লইয়াছিলাম। তথায় গৃহস্বামী আপনারই ন্যায় বেশ্যানুরক্ত ছিলেন। একদিন জনৈক নর্ত্তকী আমার রূপে মুগ্ধ হইয়া আমার প্রণয়প্রার্থী হইল। গৃহস্বামীর অবিদিত কিছুই রহিল না;—তিনি বিরক্ত হইয়া আমায় বিদায় দিলেন। তদবধি আমি রমণীসমাজ বর্জ্জন করিয়াছি।

কিশো। তুমি ত ক্ষুদ্র বালক মাত্র।

বালক। আমি বালক নই—আমার বয়স পনর বৎসর।

কিশোরীমোহন হাসিয়া বলিলেন, "তবে তুমি প্রণয়ের উপযুক্ত পাত্র হইয়া উঠিয়াছ। ভাল, তোমার ইচ্ছা-মতই কার্য্য হইবে।

বালক। আমি অনর্থক আপনার গলগ্রহ হইয়া থাকিব না—আমি গাহিতে জানি।

কিশো। গাহিতে জান? আচ্ছা, গাও দেখি, মনু।

হর্ম্ম্যতলে কতকগুলি বাদ্যযন্ত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিল। মনুয়া একটা সারঙ্গ উঠাইয়া লইয়া গান ধরিল ঃ—

জনম অবধি হাম তোহে না ডাকনু
মিছা কাজে দিন বহি গেলা।
তোহে ভজিতে নাথ, আপনা ভজিনু
আর তোহে ডাকিব কোন্ বেলা॥
সরম খোয়া'য়ে হাম চলেছি করম পথে
হৃদে ধরি আকুল পিয়াস।
লাখ লাখ জনম ঘুরি ফিরি আয়ব
যাবৎ না মিটবে তিয়াস॥

গান থামিতে না থামিতে একজন ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, দ্বারদেশে সুলতান-পুত্র আলিম সা দণ্ডায়মান। তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে কিশোরীমোহন ত্বরিত পদে কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, কক্ষে বালক নাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

—*—

আলিম সা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে গান করিতেছিল মোহন সাহেব?"

কিশোরী। একটি বালক।

আলিম। বেশ গলা—এমন মিঠা গলা আমি বহুদিন শুনি নাই। বালক কোথায় গেল?

কিশোরী। বোধ হয় আপনার নাম শুনিয়া ভয়ে পলাইয়াছে।

আলিম। কোন ভয় নাই—তাহাকে ডাক।

কিন্তু বালককে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। ভৃত্যের দল চারিদিকে ছুটাছুটি করিল—দ্বারবানেরা নদী-কূল পর্য্যন্ত অন্বেষণ করিল, কিন্তু বালকের কোথাও সাক্ষাৎ মিলিল না।

অলিম সা ও কিশোরীমোহন গজদন্ত-বিনির্ম্মিত পর্য্যঙ্কের উপর উপবেশন করিলেন। পর্য্যঙ্কোপরি বিস্তৃত সুবর্ণখচিত মখমল, হর্ম্ম্যতল পর্য্যন্ত বিলম্বিত। গৃহকোণে মর্ম্মরপ্রস্তর-নির্ম্মিত উলঙ্গ রমণীমূর্ত্তি চতুষ্টয়। প্রত্যেক মূর্ত্তির উৎক্ষিপ্ত হস্তে স্ফটিকাধার। স্ফটিকাধারে ফুলরাশি।

সুবর্ণ শৃঙ্খলে রৌপ্য দীপাধার বিলম্বিত। দীপাধার হইতে দীপাধারে ফুলমালা দুলিতেছিল। কক্ষ গন্ধময়, আলোকময়, সৌন্দর্য্যময়।

স্বল্পকাল মধ্যে নর্ত্তকীদল আসিয়া গান ধরিল। আলিম সা, কিশোরীমোহনকে মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মোহন সাহেব, গণেশ নারায়ণের কথাটা কি ভুলিয়া গেলে?"

মোহন উত্তর করিলেন, "ভুলি নাই; যত দিন না তাহাকে বাঁধিয়া আনিয়া আপনার পদপ্রান্তে হাজির করিতে পারি ততদিন ভুলিব না।"

আলি। উত্তম। তাহাকে ধরিয়া আনিবার কি ব্যবস্থা করিয়াছ?

মোহ। ভাবিতেছি, আপাততঃ তাহাকে না ধরিয়া আনিয়া তাহার কন্যা গৌরীকে ধরিয়া আনি।

আলি। গণেশের কন্যা আছে না কি?

মোহন। পরমা সুন্দরী যুবতী কন্যা।

আলি। বাহবা, বাহবা! তবে মেয়েটাকেই ধরিয়া আনিবার ব্যবস্থা আগে কর। প্রতিশোধটা বেশ হ'বে!

মোহ। কিন্তু গণেশনারায়ণ থাকিতে তাহাকে ধরিয়া আনা সহজ নয়।

আলি। কি বল? আমার রাজ্যমধ্যে আমি একটা মেয়েকে ধরিয়া আনিতে পারিব না?

মোহ। পারিয়াছিলেন কি?—যখন জঙ্গলের মধ্যে আটজনের কবল হইতে গণেশনারায়ণ মেয়েটাকে ছিনাইয়া লইয়া গেল, তখন তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিয়াছিলেন কি?

আলি। আমার সঙ্গে যাহারা ছিল, তাহারা কাপুরুষ—শৃগাল; তাই মেয়েটাকে ধরিয়া রাখিতে পারি নাই।

মোহ। শৃগাল কেহ নহে—গণেশ নারায়ণই সিংহ।

আলি। তবে এই সিংহের গুহা হইতে কিরূপে তাহার শাবককে ধরিয়া আনিব?

মোহ। সিংহকে স্থানান্তরিত করুন।

আলি। তাহাত আরও কঠিন।

মোহ। কঠিন নয়; সে এক্ষণে মন্ত্রী—আপনার ভৃত্য। রাজ্যের দূর প্রদেশ পরিদর্শন করিবার জন্য তাহাকে আদেশ করুন। আদেশ প্রতিপালন করিতে সে বাধ্য। না করে, অবাধ্যতা অপরাধে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইবে।

আলি। উত্তম পরামর্শ;—কালই পরওয়ানা দিব।

এমন সময় দুইজন নর্ত্তকী গাহিতে গাহিতে আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। তাহারা গাহিল;—

(আমি) রূপের কাঙ্গাল নহি তোমারি কাঙ্গাল,
রূপ হৃদয়ে শুধু বাড়ায় জঞ্জাল।
যেমন আছ তেমনি থেকো,
এমনি ভাবে এমনি চেয়ো,
তা হলেই মিটবে সাধ থাক্‌বে না জঞ্জাল।

গান শুনিয়া কিশোরী মোহন নর্ত্তকীদের পানের দোনা বখশিস্ করিলেন।

নর্ত্তকীরা গাহিতে গাহিতে সরিয়া গেল।

আলিম সা বলিলেন, "গণেশের কন্যাকে কবে আনিয়া দিবে?"

মোহন। আদেশ করেন ত কালই পারি।

আলি। উত্তম; গণেশনারায়ণ মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে স্থানান্তরিত হইবে।

মোহ। কিন্তু——

আলি। আবার কিন্তু কেন?

মোহ। কিন্তু কিছু ফৌজ চাই।

আলি। ফৌজ? ফৌজ কি হ'বে?

মোহ। গণেশনারায়ণের অট্টালিকা একটা দুর্গ বিশেষ। বিনা ফৌজের সাহায্যে সেখানে কিছু করিতে পারিব না।

আলি। কৌশল অবলম্বন কর।

মোহ। তাহা করিব। কিন্তু কৌশলে সেখানে যে বড় একটা কিছু করিয়া উঠিতে পারি এমন বোধ হয় না। পাছে নিরাশ হইতে হয় তাই কিছু ফৌজ সংগ্রহ করিয়া রাখিতেছি।

আলি। আমি ফৌজ কোথায় পাইব?

মোহ। আপনি কোথায় পাইবেন? বড়ই রহস্যের কথা!

আলি। রহস্য নয়, মোহন সাহেব! আজ যদি আমি ফৌজ লইয়া দস্যুর কার্য্যে লিপ্ত হই, কাল হয়ত আমাকে পিতার ও ওমরাহগণের কোপানলে পড়িয়া রাজ্য হারাইতে হইবে।

মোহ। অমূলক আশঙ্কা। কার সাধ্য আপনার ললাট হইতে রাজ-মুকুট ছিন্ন করে?

দ্বিতীয়দল নর্ত্তকী সম্মুখে আসিয়া গান ধরিল,—

কত তারা ভেসে যায় আকাশের গায়
নীল বারিধি 'পরে কুমুদের প্রায়।

তারকাও নিবে যাবে
কুমুদ শুকায়ে যাবে
স্মৃতিটুকু ভবে তার র'বে না'ক হায় ॥
মোর সুখ সাধ যত,
তারকা কুমুদ মত,
কোথা হ'তে এসে হায় কোথা ভেসে যায়,
নীরবে কতই কাঁদি কেবা ফিরে চায় ॥

"গান ভাল লাগিতেছে না—বন্ধ কর।"

আলিম সার আদেশ প্রতিপালিত হইল;—নৰ্ত্তকীরা নীরবে প্রস্থান করিল। আলিম সা চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, কক্ষে তৃতীয় ব্যক্তি নাই। তখন তিনি বলিলেন, "ফৌজ দিতে পারি, কিন্তু—"

মোহন। ফৌজ না পাইলে কৃতকাৰ্য্য হইতে পারিব না।

আলি। ফৌজ দিতে পারি, কিন্তু তাহারা সৈনিকের বেশে সজ্জিত থাকিবে না।

মোহ। প্রয়োজনও নাই।

আলি। কত ফৌজ চাই?

মোহ। অন্ততঃ পঞ্চাশ জন।

আলি। তোমার কতলোক থাকিবে?

মোহ। একশত।

আলি। ভাল, এখন পরামর্শ স্থির কর, কোথায় উভয় দল সম্মিলিত হইবে।

কিছুকাল ধরিয়া পরামর্শ চলিল। তারপর সরাপাদি পান করিয়া আলিম সা বিদায় হইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া কিশোরীমোহন দেখিলেন, বালক মন্নুয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান। মোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল তুমি কোথায় ছিলে মন্নু?"

মন্নু। বাগানে ছিলাম।

মোহ। সমস্ত রাত্রি?

মন্নু। হাঁ।

মিথ্যা কথা। যে পর্য্যঙ্কের উপর আলিম সা ও তাঁহার বন্ধু পূর্ব্ব রাত্রিতে উপবিষ্ট ছিলেন, সেই পালঙ্কের নীচে মন্নুয়া লুক্কায়িত ছিল।

মোহন বলিলেন, "আমার সঙ্গে দরবারে যাবে মন্নু?"

মনু। যাব।

মোহ। ঘোড়ায় চড়িতে পার?

মনু। পারি।

মোহ। বেশ, চল, আমরা দরবারে যাই।

ক্ষণপরে উভয়ে অশ্বারোহণে দরবার অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

মোহন একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী। তিনি দরবার গৃহে কর্ম্মচারীদের মধ্যে উপবেশন করিলেন। মনুয়া দর্শকদিগের মধ্যে স্থান গ্রহণ করিল।

সুলতান অসুস্থ, পীড়িত। তিনি আসিতে পারিলেন না। আলিম সা, সুলতানের প্রতিনিধি স্বরূপ সিংহাসননিম্নে স্থান গ্রহণ করিলেন।

অন্যান্য রাজকার্য্যের পর গণেশনারায়ণের প্রতি দেবীকোট * প্রভৃতি দুর্গ পরিদর্শন করিবার আদেশ হইল।

ক্ষণপরে দরবার ভঙ্গ হইল। গণেশনারায়ণ বিদায় হইলেন। তিনি যখন অশ্বারোহণোদ্যোগী, তখন জনৈক ভৃত্য আসিয়া একখণ্ড পত্র তাঁহার হাতে দিল। ভৃত্য গণেশের। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "পত্র কে দিল?"

* এক্ষণে ইহা দেবকোট নামে পরিচিত।

"একটা ছোঁড়া দিয়ে গেছে।"

"আমাকে দিবার জন্য?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

রাজা পত্র খুলিয়া পাঠ করিলেন। তাহাতে লেখা ছিল :——

"অদ্য রাত্রিতে আপনার কন্যাকে হরণ করিবার ষড়যন্ত্র হইয়াছে। আদিষ্ট হইলেও স্থানান্তরে যাইবেন না।"

পত্রে স্বাক্ষর নাই। লেখক কে? উক্তি কি যথার্থ? গণেশনারায়ণ চিন্তামগ্ন হইলেন। ক্ষণকাল পরে ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কতক্ষণ আগে পত্র পাইয়াছ?"

"দরবার বসিবার আগে।"

গণেশনারায়ণ বুঝিয়া দেখিলেন, পত্র লেখক প্রতারক নয়। সে যেই হউক, ষড়যন্ত্রের কথা পূর্ব্বাহ্নে সে জানিতে পারিয়াছে। নতুবা দরবার বসিবার আগে—আলিমসার আদেশ প্রচার হইবার আগে কেমন করিয়া সে ব্যক্তি জানিল, গণেশ নারায়ণকে স্থানান্তরিত করা হইবে? অতএব পত্রলেখকের উক্তি সত্য—সত্যই গণেশনারায়ণের কন্যাকে হরণ করিবার ষড়যন্ত্র হইয়াছে। রাজা রোষে ক্ষোভে জ্বলিতে জ্বলিতে গৃহাভিমুখে ফিরিলেন।

গণেশনারায়ণের অট্টালিকা নগর-উপকণ্ঠে। চারিদিকে

বিস্তীর্ণ উদ্যান; মধ্যস্থলে সাগর মধ্যে দ্বীপতুল্য বিশালকায় হর্ম্ম্য। উদ্যানের পিছনে সমুচ্চ প্রাচীর। প্রাচীরের অপর পারে ভৃত্য ও দ্বারবানের গৃহশ্রেণী। ভৃত্যদের সংখ্যা কম নয়—শতাধিক হইবে। এই গৃহ-শ্রেণীর পশ্চাতে আবার প্রাচীর। প্রাচীরগাত্রে সিংহদ্বার। এই সিংহদ্বার ব্যতীত অট্টালিকায় প্রবেশ করিবার দ্বিতীয় পথ নাই। গণেশনারায়ণ শরীররক্ষী-পরিবৃত হইয়া অট্টালিকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—*—

গণেশনারায়ণের একজন দেওয়ান ছিল। তাঁহার নাম, নরসিংহ নাড়িয়াল ওঝা।* ইনি বুদ্ধিমান্ ও বিচক্ষণ; সাহসী ও অস্ত্রকুশলী। রাজা, গৃহে ফিরিয়া দেওয়ানকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। দেওয়ান আসিলেন।

রাজা পত্রখণ্ড তাঁহাকে পড়িতে দিলেন। নরসিংহ মনোযোগ সহকারে অনেকক্ষণ ধরিয়া পত্রখানা পড়িলেন।

* ইনি অদ্বৈত প্রভুর পূর্ব্বপুরুষ। অদ্বৈত প্রকাশ।

যখন পাঠ শেষ হইল, তখন গণেশনারায়ণ জিজ্ঞাসা করি-লেন, "কি বুঝিলে?"

নরসিংহ উত্তর করিলেন, "কোন স্ত্রীলোকে পত্র লিখিয়াছে।"

গণেশ। তার পর?

নর। লেখিকা প্রতারণা করে নাই।

গণেশ। কিসে বুঝিলে?

নর। আমি সংবাদ পাইয়াছি, কিশোরীমোহন লোক সংগ্রহ করিতেছে।

গণেশ। কিশোরীমোহন?

নর। আজ্ঞে হাঁ।

গণেশ। হিন্দু হ'য়ে হিন্দুর সর্ব্বনাশে সমুদ্যত?

নর। নইলে হিন্দুর এমন দুর্দ্দশা কেন?

গণেশনারায়ণ ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিশোরীমোহন কত লোক আনিতে পারে?"

নর। দুই শতের বেশী আনিতে পারিবে বলিয়া বোধ হয় না।

গণে। কেমন করিয়া জানিলে পাঁচশত আনিবে না?

নর। আনে, আনুক—ক্ষতি কি?

গণে। তুমি কি বিবেচনা কর, আলিম সা, কিশোরী মোহনকে সাহায্য করিতেছে না?

নর। আমি এমন বিবেচনা করি না; আমার বিশ্বাস উভয়ে মিলিয়া ষড়যন্ত্র করিয়াছে।

গণে। তবে?

নর। তাই বলে কি আলিমসা ফৌজ লইয়া আপনাকে আক্রমণ করিবে?

গণে। যদি করে?

নর। আসলতন বাঁচিয়া থাকিতে তা' পারিবে না।

গণে। আমারও তাই বিশ্বাস।

নর। যদি আপনার সেই বিশ্বাসই হয়, তা' হলে আপনি নিশ্চিন্ত হৃদয়ে দেবীকোটে যাত্রা করিতে পারেন।

গণে। রাজার হুকুম অমান্য করিব না—দেবীকোটে যাইব। কিন্তু আজ যাইব না—পাপিষ্ঠদের শাস্তি দিয়া যাইব।

নর। শাস্তি দিতে আপনার ভৃত্যেরা আছে। আপনাকে আজই যাইতে হইবে—নতুবা সুলতানের আদেশ অমান্য করা হইবে।

এমন সময় পুত্র যদুনারায়ণ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার বয়স বিংশতি বর্ষমাত্র। কিন্তু এই বয়সেই সে

বীরত্ব ও সাহসে পিতার উপযুক্ত পুত্র বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। বিপদের সম্মুখীন হইতে যদুনারায়ণ কখন ডরাইত না।

যদু রূপবান; এত রূপ পুরুষে সচরাচর দৃষ্ট হয় না। সে যখন কর্ণে কুণ্ডল পরিয়া কণ্ঠে মণিময় হার দোলাইত, তখন মন্মথসীমন্তিনীও বুঝি বিশ্বাসঘাতিনী হইতেন— কন্দর্পদেব আবার পুড়িয়া মরিবার সাধ করিতেন।

কিন্তু যদুনারারণের এক্ষণে বেশভূষার কোন পারিপাট্য ছিল না। তাহার পরিধানে এক খানি ধূতি, অঙ্গে মখমলের কাবাই, পায়ে জরির জুতা।

যদু কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,"কাহাকে শাস্তি দিবে, বাবা?"

গণেশনারায়ণ উত্তর করিলেন,"কিশোরী মোহনকে।"

যদু বলিল, "সে ভার আমার উপর দাও না কেন?"

দেওয়ান বলিলেন, "সেই কথাই ভাল, সিংহকুমারের উপর সে ভার অর্পিত হউক।"

যদু। ব্যাপারটা কি আমি শুনিতে পাই না?

গণে। দুইশত ফৌজ লইয়া কিশোরীমোহন আজ রাত্রিতে আমার গৃহ আক্রমণ করিতে আসিতেছে।

যদু। দুই হাজার লইয়া আসিলেও কিছু করিতে

পারিবে না। আজ কারখানায় দুইটা নালিকা যন্ত্র * প্রস্তুত হইয়াছে।

গণে। যেমন বলিয়াছিলাম ঠিক তেমনই হইয়াছে?

যদু। হাঁ; তবে ততটা কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই।

গণে। গুলি কত দূর ছুটে?

যদু। একশত হাত।

গণে। ক্রমে উন্নতি হ'বে। যা' হউক, এক্ষণে তোমার ও দেওয়ানের উপর গৃহরক্ষার ভার ন্যস্ত করিয়া আমি দেবীকোট চলিলাম।

যদু। কেন যাইতেছ, বাবা?

গণে। সুলতানের আদেশ।

যদু। তুমি নিশ্চিন্ত থাকিও বাবা, সিংহের আলয়ে ফেরুদল প্রবেশ করিতে পারিবে না।

গণে। যে তোমার মত পুত্র, নরসিংহের মত দেওয়ান পাইয়াছে, তার আবার চিন্তা কি?

অপরাহ্নে গণেশনারায়ণ দেবীকোট অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যাইবার আগে বজ্রযোগিনী গ্রামে মন্দাকিনীর

* বন্দুক বিশেষ। যে সময়ের কথা বলা হইতেছে সে সময় দেশে বন্দুক বা কামান ছিল না। জালাল উদ্দীনের সময়ে কামান প্রথম দেখা যায়। তাঁহার নামাঙ্কিত আগ্নেয়াস্ত্র গৌড়ের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে।

একবার অনুসন্ধান লইলেন। কিন্তু তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। কয়মাস হইতে সে কোথায় গিয়াছে। কোথায় গিয়াছে, তা' গ্রামের লোকেরা কেহ বলিতে পারিল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—o—

গভীর নিশীথে কিশোরীমোহন সদলবলে অট্টালিকা আক্রমণ করিল। কিন্তু কিছু করিয়া উঠিতে পারিল না। কৌশল, বল সকলই ব্যর্থ হইল। প্রাচীরগাত্রে মই লাগাইয়া যাহারা ভিতরে পড়িয়াছিল, তাহারা কেহ জীবিত ফিরিল না। কিশোরীমোহন হতাশ হৃদয়ে ছিন্ন ভিন্ন দস্যুর দল লইয়া লোষ্ট্রাহত শৃগালের ন্যায় পলায়ন করিল।

পলায়ন কালে এক দুর্ঘটনা ঘটিল। যে পথ ধরিয়া কিশোরীমোহন অশ্বারোহণে পলায়ন করিতেছিল, সে পথের কতকটা জঙ্গলাবৃত। পলাতকের পক্ষে বনপথই প্রশস্ত; কিশোরী তাই বনপথ ধরিয়াছিল। অন্ধকার

রাত্রি—সঙ্গে কেহ নাই। অনুচরেরা কে কোথায় পলাইয়াছে। শত্রু পশ্চাদ্ধাবিত; কিশোরী ভীতচিত্তে পলায়মান।

এমন সময় অদৃশ্য হস্ত-নিক্ষিপ্ত এক শর আসিয়া অশ্ব-দেহ বিদীর্ণ করিল। অশ্ব দাঁড়াইল। আবার এক শর। এবার ঘোটকরাজ কাঁপিতে কাঁপিতে পড়িয়া গেল। কিশোরীমোহন অশ্বপৃষ্ঠ হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হইল।

নিক্ষিপ্ত হইল বটে, কিন্তু বিশেষ আহত হইল না; কিশোরীমোহন সত্বর উঠিয়া দাঁড়াইল। একবার ভীত নয়নে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। ভাবিল, শত্রুরা বুঝি আসিয়া পড়িয়াছে। অন্ধকারে বড় একটা কিছু দেখিতে পাইল না।

কিশোরীমোহনের ইচ্ছা ছিল না যে, এ নৈশ আক্রমণে সে স্বয়ং আসে। তা' সে কি করিবে? আলিমসা ছাড়ে নাই, তাহাকে পাঠাইয়া দিয়াছে। এক্ষণে নিরুপায়। কিশোরী ভাবিল, "আসিয়া কি ঝক্‌মারি করিয়াছি। তীরটা যদি ঘোড়ার উপর না পড়িয়া আমার মাথায় পড়িত? না; লড়াই-টড়াইয়ে নিজে আর কখন আসিব না। এ সব কি ভদ্রলোকের কাজ?"

কিশোরী চিন্তা করিবার বড় একটা আর অবসর

পাইল না ;—কোথা হইতে মনুয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। মনুয়া মৃদুকণ্ঠে গাহিতেছিল,—

বনে বনে ঢুঁড়নু কাঁহা মেরা পিয়ারি,
কত দেশ ঘুমনু সো মুখ সোঙারি।
পিয়ারি পিয়ারি করি, কত কাঁদনু ফুকারি,
জীবন ফুরায়ে এল না মিলল পিয়ারি।
মরিতে বসিয়ে আজু দেখিনু বিচারি,
পিয়ারি লুকায়ে ছিল হৃদয়ে হামারি॥

গান গাহিতে গাহিতে মনুয়া পথ বহিয়া চলিতেছিল। স্থির, নির্জ্জন বনের ভিতর গানটি বড় মধুর শুনাইল। কিশোরীমোহন আত্ম-অবস্থা বিস্মৃত হইয়া তন্ময়চিত্তে গান শুনিতে লাগিলেন। যখন গীত থামিল তখন তিনি ডাকিলেন, "মনু!"

"একি, এ যে আমার প্রভুর কণ্ঠ!"

"হাঁ, মনু।"

"আপনি এখানে কেন?"

"তুমিই বা এখানে কেন, মনু?"

"আমি রাত্রে স্থির হইয়া শুইতে পারি না—বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াই। কে যেন আমাকে ডাকে—কি করিতে ডাকে তাহা ঠিক বুঝিতে পারি না।"

"এ রোগ মন্দ নয়। উপস্থিত আমি এক বিপদে পড়িয়াছি।"

"দেখিতেছি আপনি অশ্বশূন্য—একটু অপেক্ষা করুন, আমি ঘোড়া আনিয়া দিতেছি।"

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া মন্থুয়া চলিয়া গেল। জঙ্গলের ভিতর একটা কৃষ্ণকায় ঘোড়া বাঁধা ছিল। মন্থুয়া সেই ঘোড়ার উপর চড়িয়া বনের ভিতর আসিয়াছিল। এক্ষণে তাহার বন্ধন মুক্ত করিয়া আবার অশ্বপৃষ্ঠে উঠিল। অশ্বিনী ধীর, শান্ত—মৃদুমন্দ গতিতে চলিতে লাগিল। তবে যে দিকে কিশোরীমোহন অপেক্ষা করিতেছে সে দিকে নয়—গণেশ নারায়ণের অট্টালিকার দিকে চলিতে লাগিল। খানিকটা পথ যাইবার পর একজন অশ্বারোহীর সহিত মন্থুয়ার সাক্ষাৎ হইল। অশ্ব ছুটিয়া আসিতেছিল—মন্থুয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। অশ্বারোহী অস্ত্রধারী। তিনি অশ্ববেগ সংযত করিয়া মন্থুয়াকে কাটিতে তরবারি উঠাইলেন। মন্থুয়া উচ্চরবে হাসিয়া উঠিল। অস্ত্রধারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাসিতেছ কেন?"

মন্থুয়া উত্তর করিল, "নিরস্ত্র বালকের সম্মুখে তোমার বীরত্ব দেখিয়া হাসিতেছি।"

অশ্বারোহী নিকটে আসিয়া দেখিল, উত্তরদাতা

যথার্থই নিরস্ত্র বালক। তখন অপ্রতিভ হইয়া তরবারি নামাইল; এবং জিজ্ঞাসা করিল, "তুই কে?"

মনু। তুমি কে আগে বল দেখি?

অস্ত্রধারী। আমি নরসিংহ নাড়িয়াল ওঝা।

মনু। আমি ঝনুলাল সোজা।

অস্ত্র। তবেত আমি সব বুঝিলাম।

মনু। তুমি আমাকে সব বুঝাইয়া দিয়াছ কি না।

অস্ত্র। আমি মহারাজ গণেশের দেওয়ান।

মনুয়ার সুর পরিবর্ত্তিত হইল। সে সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিয়া পাশে দাঁড়াইল; এবং বলিল, "আমি আপনারই অন্বেষণে চলিয়াছিলাম।"

দেওয়ান জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

মনু। যে প্রধান অপরাধী সে এখনও শাস্তি পায় নাই।

দেও। কিশোরীমোহন প্রধান অপরাধী, তাহাকেই আমি খুঁজিয়া বেড়াইতেছি।

মনু। তাহার নিকটে আপনাকে লইয়া যাইতে আমি আসিয়াছি।

দেও। সে কোথায়?

মনু। কিছুদূরে পথিমধ্যে পড়িয়া আছে।

দেও। আহতাবস্থায়?

মন্নু। সে আহত নয়—তাহার অশ্ব আহত।

দেও। এদিকে আমাদের লোক আসে নাই; তবে কে তাহার অশ্ব হনন করিল?

মন্নু। আমি করিয়াছি।

দেও। কেন?

মন্নু। যাহাতে সে পলাইতে না পারে।

দেও। তোমার তা'তে স্বার্থ কি?

মন্নু। সে পরিচয় আপনার নিকট দিতে আসি নাই।

দেও। আমি কেমন করিয়া জানিব, তুমি আমার সঙ্গে প্রতারণা করিতেছ না।

মন্নু। যদি আমার সে উদ্দেশ্য থাকিত তাহা হইলে কিশোরীমোহনের ন্যায় আপনাকেও এতক্ষণ অশ্বশূন্য করিতে পারিতাম। লক্ষ্যবেধে আমি সিদ্ধহস্ত।

দেও। তোমারত এই বয়স—লক্ষ্য-বেধ কবে শিখিলে?

মন্নু। শিখিয়াছি অনেক দিন। যে দিন দেখিলাম, তুর্কির চরণতলে হিন্দুর ধন মান ধর্ম্ম দলিত হইতেছে—আপনার মত লোকেরা হিন্দুরক্ষার্থে মুসলমানের বিরুদ্ধে

অস্ত্র ধরিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন, সেই দিন আমি লক্ষ্য-বেধ শিখিয়াছি।

দেও। মুসলমানকে দেশ হইতে উচ্ছেদ করিতে?

মনু। না; আত্মরক্ষার্থে। আর—

দেও। আর কি?

মনু। আর যাহারা নরকুল-কলঙ্ক তাহাদের সংহার করিতে।

দেও। এই বয়সে পাপকার্য্যে লিপ্ত হইয়াছ?

মনু। পাপকার্য্য? আত্মরক্ষা পাপকার্য্য?

দেও। ভাল, আর তর্কে প্রয়োজন নাই—পথ দেখাইয়া চল।

মনু। আর একটা কথা আছে। আমি অগ্রসর হইয়া আমার এই অশ্ব কিশোরীকে দিব। সে যখন অশ্বে উঠিয়া পলায়নোদ্যোগ করিবে, তখন আপনি তাহাকে আক্রমণ করিবেন। আপনি খানিকটা পিছাইয়া আসুন।

দেও। তোমার অভিপ্রায় কি?

মনু। আমি কিশোরীমোহনের আশ্রয়ে থাকি; আমার বিশ্বাসঘাতকতা তাহাকে জানিতে দেওয়া অভিপ্রায় নয়।

দেও। তুমি বিশ্বাসঘাতক!

মনু। শুধু বিশ্বাসঘাতক নই; পৃথিবীতে এমন পাপ কার্য্য নাই, যাহা আমি করিতে পারি না।

দেও। ছি!

মনু। ছি কেন? আপনিই কি বিশ্বাসঘাতক ন'ন?

দেও। আমি বিশ্বাসঘাতক?

মনু। সহস্রবার বিশ্বাসঘাতক। শুধু বিশ্বাসঘাতক কেন, আপনি রাজবিদ্রোহী।

দেও। বালক, বিস্মৃত হইতেছ, কাহার সহিত তুমি কথা কহিতেছ।

মনু। রাগ করিবেন না—আপনার ক্রোধ উদ্দীপ্ত করা আমার অভিপ্রায় নয়।

দেও। তবে প্রলাপ বকিতেছ কেন?

মনু। প্রলাপ বকি নাই—সত্য কথাই বলিতেছি। আপনি কি সুলতানের বিরুদ্ধে—আপনার দেশের রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছেন না?—গোপনে অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া হিন্দু মুসলমানকে উত্তেজিত করিতেছেন না? যে রাজবিদ্রোহী, সে কি বিশ্বাসঘাতক নয়? সে সব কথা থাক্।—এখন আমার একটি প্রার্থনা আছে।

দেও। কি?

মনু। প্রতিশ্রুত হউন, কিশোরী মোহনকে হাতে পাইলে আপনি তাহাকে প্রাণে মারিবেন না!

দেও। সে তোমার শত্রু,—তবে তাহার প্রাণভিক্ষা করিতেছ কেন?

মনু। সে আমার শত্রু বলিয়াই আমি তাহার প্রাণ-ভিক্ষা চাহিতেছি। প্রতিশ্রুত হউন, তাহাকে প্রাণে মারিবেন না?

দেও। ভাল, প্রতিশ্রুত হইলাম।

মনু। তবে আমি চলিলাম—আপনি পশ্চাতে আসুন।

মনুয়া চলিয়া গেল; এবং স্বল্পকালমধ্যে যেখানে কিশোরীমোহন অপেক্ষা করিতেছিল, সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিশোরী সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "মনু, ঘোড়া পাইয়াছ?"

মনুয়া অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া বিনীতভাবে নিবেদন করিল, "পাইয়াছি। আপনি শীঘ্র ঘোড়ায় উঠিয়া পলায়ন করুন—পিছনে যেন কে অশ্বপৃষ্ঠে ছুটিয়া আসিতেছে।"

কিশো। তুমি কেমন করিয়া যাইবে মনু?

মনু। আমি? আমি হাঁটিয়া যাইব—সেজন্য আপনি ভাবিবেন না।

কিশো। তুমি থাকিবে? তা' থাক। (চিন্তান্তে) ভাল, আমার পিছনে কেন ওঠ না?

মনু। অনর্থক সময় নষ্ট হইল, আর পলাইতে পারিলেন না।

বস্তুতই কিশোরী আর পলাইতে পারিল না।—দেওয়ান নরসিংহ আসিয়া পড়িলেন। কিশোরী ঘোড়ার উপর ছিল; নরসিংহ পদাঘাতে তাহাকে অশ্বচ্যুত করিয়া ভৈরবকণ্ঠে বলিলেন, "তুমিই না সেই হিন্দুকুল-কলঙ্ক কিশোরী মোহন? কি বলিব, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, হিন্দুরক্তে আমার তরবারি রঞ্জিত করিব না; নতুবা তোমাকে উঠিয়া দাঁড়াইবার অবকাশও দিতাম না।"

কিশোরী মোহন দেখিল, সুযোগ মন্দ নয়। নরসিংহ যদি তরবারি না ধরে তবে আমার লড়াই করিতে আপত্তি কি? অতএব কিশোরী মোহন কোষ হইতে অসি নিষ্ক্রান্ত করিয়া ভীম দর্পে দেওয়ানকে আক্রমণ করিল। দেওয়ান তখন একটা বৃক্ষশাখা ভাঙ্গিয়া আনিয়া কিশোরীর সম্মুখীন হইলেন; এবং উপর্য্যুপরি আঘাতে প্রতিদ্বন্দ্বীকে ভূপৃষ্ঠে পাতিত করিলেন। তরবারি কোথায় পড়িয়া গেল। ভূপৃষ্ঠে পড়িয়া কিশোরী সকাতরে ডাকিল, "মনু, মনু! আমাকে রক্ষা কর।"

মনুয়া বলিল, "ভয় নাই, আমি ফৌজ ডাকিয়া আনিতেছি।"

বলিতে বলিতে মনুয়া অন্তর্হিত হইল। সে বেশী দূর গেল না—নিকটে বৃক্ষান্তরালে লুকাইয়া রহিল। ক্ষণপরে সে সবিস্ময়ে দেখিল, কয়েকজন মুসলমান ফৌজ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। দেওয়ান নরসিংহ পলাইবার অবসর পাইলেন না—অচিরে বন্দী হইলেন।

কিশোরী বুঝিল, মনুয়া ফৌজ ডাকিয়া আনিয়া তাহাকে রক্ষা করিয়াছে।

নবম পরিচ্ছেদ।

তার পর কিছুদিন অতীত হইল; কিন্তু দেওয়ান নরসিংহের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। যদু নারায়ণের ধারণা, দেওয়ান জীবিত আছেন; কিন্তু কোথায়, কি অবস্থায় আছেন তাহা কিছুতেই নির্ণয় করিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি নিরুপায় হইয়া জননী করুণাময়ী সকাশে সকল কথা নিবেদন করিলেন।

করুণাময়ী বীররমণী। অসি চালনা, লক্ষ্য বেধে তিনি সিদ্ধ-হস্ত। দ্বাদশ বর্ষ বয়ক্রম কালে, যখন তিনি পিতৃগৃহ ছাড়িয়া গণেশ নারায়ণের সংসারে অধিষ্ঠান করিলেন, তখন তিনি বিলাস ভোগে উন্মত্ত না হইয়া ধনুর্ব্বাণ ও তরবারি গ্রহণ করিলেন। গণেশ নারায়ণ স্বয়ং তাঁহার শিক্ষাদাতা। দেশ যখন অত্যাচার-প্লাবিত, হিন্দুরা যখন আত্মকলহে প্রবৃত্ত—একতা শূন্য, ধর্ম্মশূন্য, তখন প্রত্যেক হিন্দু রমণীর আত্মরক্ষার্থ অস্ত্র চালনা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। গণেশ নারায়ণ তাই করুণাময়ীর হাতে সূচিকা তুলিয়া না দিয়া শাণিত কৃপাণ তুলিয়া দিয়াছিলেন—গোবৎস বা হরিণীকে শাসন করিতে না শিখাইয়া হস্তী ও অশ্বিনীকে বশীভূত করিতে শিখাইয়াছিলেন।

করুণাময়ীর বয়স এক্ষণে পঁয়ত্রিশ বৎসর। দেহ পূর্ণ আয়ত—যৌবন পূর্ণ বিকশিত। সাগর বক্ষে যেমন জলের তরঙ্গ হেলিয়া দুলিয়া নাচিয়া যায়, তেমনই তাঁহার দেহের উপর প্রতিপাদ বিক্ষেপে, প্রত্যেক অঙ্গ সঞ্চালনে—কত রূপের তরঙ্গ উঠিতেছে নামিতেছে। জ্যোৎস্নাময়ী নিশিতে হিল্লোলিত নদীবক্ষে যেমন কোটি কোটি চন্দ্র দৃষ্ট হয়, তেমনই তাঁহার সৌন্দর্য্য-সাগরে শত শত চন্দ্রমা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বিচ্ছুরিত হইতেছে। রবিকর-স্পৃষ্ট হিমানী-

মণ্ডিত শৈলশৃঙ্গ যেমন নিজের অজ্ঞাতসারে রূপ ও সৌন্দর্য্যে জগৎ আকৃষ্ট করে, তেমনই জ্যোতির্ম্ময়ী, পবিত্রতা-মণ্ডিতা করুণাময়ী পৃথিবীদুর্ল্লভ সৌন্দর্য্যচ্ছটায় সকলকে আকর্ষণ করিতেন। সে রূপ দেখিলে মনোমধ্যে লালসানল জ্বলে না,—ভক্তির উদ্রেক হয়। সে তেজের সমক্ষে মহা দাম্ভিকও সঙ্কুচিত হয়—সে পবিত্রতার সম্মুখে মহাপাপিষ্ঠও লজ্জা পায়।

করুণাময়ী পরদার অন্তরালে থাকিতেন না। তখনকার দিনে অবরোধ প্রথা বড় একটা ছিল না। * মুসলমান বিজয়ের পর হইতে দেশে ক্রমে ক্রমে পরদার সৃষ্টি হইল। হিন্দুরা শুধু যে বিজেতার দেখিয়া শিখিল, তা নয়—বাধ্য হইয়া পরদার অন্তরালে কুলবধূদের লুকাইতে হইল। যে জাতির পুরুষেরা পদে পদে অপমানিত,

* পরদা প্রথা যে ছিল না সে সম্বন্ধে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। রাজা লক্ষ্মণসেনের শ্যালক কোন বণিকপত্নীর উপর অত্যাচার করিলে সেই সম্ভ্রান্ত মহিলা রাজ-সম্বন্ধীর নামে প্রকাশ্য সভায় অভিযোগ আনয়ন করেন। সেই রাজসভায় রাজমহিষী স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। তিনি বিচার না করিয়া বণিকমহিলার কর্ণভূষণ কাড়িয়া লইয়া তাহাকে অপমান সহকারে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন।

লাঞ্ছিত, সে জাতির রমণারা কোন্ সাহসে উচ্ছৃঙ্খল-চরিত্র বিজেতার সম্মুখীন হইবে?

কিন্তু করুণাময়ীর সে সাহস ছিল। তিনি বীরকুল-চূড়ামণি গণেশ নারায়ণের শিষ্যা ও ভার্য্যা। যে সাহস ও শক্তি অনেক পুরুষের থাকে না, সে সাহস ও শক্তি করুণাময়ীতে ছিল।

যখন যদু নারায়ণ মাতৃ সকাশে সকল কথা নিবেদন করিলেন, তখন করুণাময়ী আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "এতদিন আমাকে বল নাই কেন যদু?"

যদু। তোমাকে বলিতে আমার ইচ্ছা ছিল না।

করু। কেন ইচ্ছা ছিল না?

যদু। পাছে তুমি আমাকে তিরস্কার কর, মা।

করু। তিরস্কার করিব?

যদু। হাঁ। আমার দোষেই এমনটা ঘটিয়াছে, মা। যখন দেওয়ান পলায়নপর দস্যুর পশ্চাদনুসরণ করিলেন, তখন তাঁহার সাহায্যার্থ কিছু সৈন্য প্রেরণ করা আমার উচিত ছিল।

করু। অনুতাপে কোন ফল নাই।

যদু। এখন কি করিব, মা?

করু। তোমার পিতাকে সংবাদ দিয়াছ?

যদু। না, দিই নাই। পাছে তিনি আমাকে অকর্ম্মণ্য মনে করেন, তাই ভয়ে কোন সংবাদ দিতে পারি নাই।

করু। কোন্ কোন্ স্থানে দেওয়ানের সন্ধান করিয়াছ?

যদু। পাণ্ডুয়ার চারিদিকে এক ক্রোশের মধ্যে সকল স্থানে তাঁহার সন্ধান করা হইয়াছে।

করু। মহানন্দার তীরে কিশোরীমোহনের উদ্যান বাটীতে সন্ধান করিয়াছ?

যদু। না; করি নাই।

করু। আমার বিশ্বাস দেওয়ান সেই খানে আছেন।

যদু। ঠিক বলিয়াছ মা, দেওয়ান সেইখানে আবদ্ধ আছেন। আমি সুলতানের কাছে চলিলাম।

করু। কেন?

যদু। দেওয়ানের মুক্তির জন্য।

করু। তুমি কি ভাবিয়াছ সুলতান ও আলিম সা স্বতন্ত্র?

যদু। স্বতন্ত্র বই কি মা; আলিম সা অত্যাচারী, সুলতান ন্যায়পরায়ণ।

করু। ভুল বুঝিয়াছ। যে ন্যায়পরায়ণ, সে অত্যাচার দমন করিবে—প্রশ্রয় দিবে না।

যদু। সুলতান যদি অত্যাচারী হইত, তাহা হইলে

আজ আমরা কোথায় দাঁড়াইতাম, মাঁ? আলিম সা আমাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া প্রাণে মারিত।

করু। তুমি বালক, রাজনীতি বুঝ না। তুমি বোধ হয় শুনিয়া থাকিবে, সুলতান তাহার পিতা গায়সউদ্দীনকে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়াছে; গায়সউদ্দীন আবার তাহার জনক সেকন্দরসা কে অস্ত্রাঘাতে মারিয়াছে। সুলতানের ভয় আছে, পাছে আলিম সা কোন্ দিন্ তাহাকে মারে। এই জন্য তিনি রাজ্য মধ্যে দুইটা প্রবল দল গঠিত করিয়াছেন। একদলের নেতা গণেশ নারায়ণ, অপর দলের কর্ত্তা আলিম সা। গণেশ নারায়ণ না থাকিলে আলিম সা দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিত। দুর্দ্দমনীয় আলিম সা ইচ্ছা করিলে বিদ্রোহের পতাকা উড়াইয়া সুলতানকে হত্যা করিতে পারে। তন্নিবারণের জন্য সুলতান গণেশ নারায়ণকে আশ্রয় দিয়াছেন;—দয়া ভাবিয়া নয়, নিজের স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে।

যদু। মা, এ পাঠান রাজ্য—এ পিতৃঘাতী পিশাচের রাজ্য কখন কি ধ্বংস হইবে না?

করু। কেন হইবে না? ধ্বংসই সৃষ্টির পরিণাম। কত পৃথিবী গেল—কত জম্বু, কুশ, প্লক্ষ প্রভৃতি দ্বীপ গেল, আর একটা জাতি যাবে না?

যোধ। পাঠানেরা গেলে দেশে কে রাজা হবে মা?

করু। আমরা।

যদু নিরুত্তর রহিলেন। তিনি তখন কল্পনায় দেখিতেছিলেন, যেন হিন্দুরা একত্র হইয়া অত্যাচারের বিরুদ্ধে বুক বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছে, যেন মুসলমান সুলতানের ললাট হইত রাজমুকুট বিচ্যুত হইয়া ভূপৃষ্ঠে লুণ্ঠিত হইতেছে; যেন—

"কি ভাবিতেছ, যদুনারায়ণ?"

"ভাবিতেছি, পিতা হয়ত একদিন দেশের রাজা হইবেন।"

জননী করুণাময়ী নীরবে ধীরে ধীরে অপসৃত হইয়া গবাক্ষ সন্নিধানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। গবাক্ষের নীচে বিস্তীর্ণ উদ্যান। উদ্যানে নানা বর্ণের ফুল থরে থরে ফুটিয়া রহিয়াছে। সন্ধ্যাকাল—পবন ধীরে বহিয়া যাইতেছিল; কতদূর হইতে বায়ুতরঙ্গ ছুটিয়া আসিয়া ফুলের কাণে কাণে কত আশ্বাস বাণী ঢালিয়া দিতেছিল। ফুল, সেই আশায় মাতিয়া চঞ্চল হৃদয়ে প্রতিবেশীর অঙ্গের উপর কত রঙ্গে ঢলিয়া পড়িতেছিল। কেহ হাসিতেছিল, কেহ বা অবগুণ্ঠনান্তরালে মুখ লুকাইয়া আশার কথা চুপি চুপি শুনিতেছিল। কালের প্রতাপে যা'র আশা নির্ম্মূল হইয়াছে

সে ছিন্নভিন্ন হৃদয়ে ভূপৃষ্ঠে লুটাইয়া পড়িয়া হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছিল।

মারুত ছুটিয়া আসিয়া কত আশার কথা করুণাময়ীর কাণে ঢালিয়া দিল। তিনি নিষ্পন্দ হৃদয়ে শুনিলেন, যেন কে আকাশের পরপার হইতে বলিল, "বাঙ্গালার দুর্দ্দশা অচিরে দূর হইবে—দেশে আবার সনাতন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইবে।"

করুণাময়ীর দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। এমন সময় পিছন হইতে যদুনারায়ণ ডাকিলেন, "মা!"

করুণাময়ী। কি, বাবা?

যদু। কি উপায়ে দেওয়ানকে উদ্ধার করিব?

করু। বাহুবল ছাড়া দ্বিতীয় উপায় নাই?

যদু। সুলতানের কাছে যাব না?

করু। না; পরের দ্বারে কখন ভিক্ষা চাহিও না। আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া দেওয়ানকে উদ্ধার কর।

যদু। বাহুবলে উদ্ধার করিতে পারিব কি?

করু। না পার, তখন আমি বুঝিব।

মায়ের পদধূলি মাথায় লইয়া যদুনারায়ণ বিদায় হইলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

দেওয়ান নরসিংহ সত্যই কিশোরীমোহনের গৃহে আবদ্ধ। মাটীর অনেক নীচে একটা গহ্বর মধ্যে তাঁহাকে রক্ষা করা হইয়াছে। গহ্বর প্রশস্ত, কিন্তু আলোক শূন্য ;—চারিদিকে নিবিড় অন্ধকার। এত গাঢ় অন্ধকার, নরসিংহ পূর্ব্বে কখন দেখেন নাই।

দিবসে একবার উপর হইতে কে তাঁহার আহার্য্য নামাইয়া দিত। অদৃশ্য হস্তনিক্ষিপ্ত ফল মূলাদি ভক্ষণ করিয়া তিনি জীবন ধারণ করিতেন। মনুষ্যাবয়ব তাঁহার নয়নে পড়িত না—মনুষ্য বা জীব জন্তুর কণ্ঠস্বর তাঁহার শ্রুতিগোচর হইত না। নরসিংহ ভাবিতেন, তিনি বুঝি পৃথিবী হইতে অনেক দূরে কোন অজ্ঞাত রাজ্যে নীত হইয়াছেন।

ভূগর্ভস্থ এই গহ্বর, বন্দীদিগের জন্যই সচরাচর নির্দ্দিষ্ট হইত। চারি দিকে জল, মধ্যস্থলে একখণ্ড সমুচ্চ প্রস্তর। এই প্রস্তরই নরসিংহের আসন ও শয্যা।

জল গভীর এবং পূতিগন্ধময়। তথাপি নরসিংহ জলে

নামিয়া ভিত্তিগাত্র পরীক্ষা করিতে ছাড়েন নাই। দুই দিন পরীক্ষার পর স্থির করিলেন যে, তিনি এক গভীর ও প্রশস্ত কূপের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন। মাথার উপর চাহিয়া দেখিলেন, সূর্য্যালোক দৃষ্ট হইল না। হতাশ হইয়া স্থির করিলেন, উপর, হইতে কেহ সাহায্য না করিলে তাঁহার উদ্ধারের উপায় নাই।

একদা গভীর রাত্রিতে নরসিংহ প্রস্তর-শয্যায় শয়ান রহিয়াছেন; এমন সময় সহসা তিনি শুনিলেন, উপরে যেন কি একটা শব্দ হইল। শব্দটা কি বুঝিবার অবসর পাইলেন না,—একটা ক্ষীণ আলোক রেখা দ্রুত গতিতে নীচে নামিয়া আসিল। নরসিংহ সচকিতে উঠিয়া বসিলেন।

আলোটা তাঁহারই কাছে আসিয়া থামিল। তিনি দেখিলেন, একটা প্রকাণ্ড ঝোড়ার ভিতর রৌপ্য দীপাধারে একটা আলো জ্বলিতেছে। ঝোড়ার তলায় এক খণ্ড কাগজ ছিল। নরসিংহ তাহা উঠাইয়া লইয়া নাড়িয়া দেখিলেন। কাগজে কি লেখা ছিল। নরসিংহ দীপালোকে পড়িলেন;—

"এই ঝোড়ার ভিতর নিঃসঙ্কোচে উঠিবেন,—আমি টানিয়া তুলিব। ইতি সেই বিশ্বাসঘাতক বালক।"

পত্র পড়িয়া নরসিংহ বিস্মিত হইলেন। বিস্ময়ের একটু কারণ ছিল। কয়েকদিন পূর্ব্বে গণেশনারায়ণের হাতে তিনি একখানা পত্র দেখিয়াছিলেন। পত্রে নৈশ আক্রমণের কথা লিখিয়া রাজাকে সতর্ক করা হইয়াছিল। সেই পত্রখানা আর উপস্থিত পত্রখানা, একই হাতের লেখা। যে ব্যক্তি পত্র দুইখানা লিখিয়াছে, সম্ভবতঃ সে স্ত্রীলোক। হাতের লেখা ছাড়া সন্দেহ করিবার আর কোন কারণ ছিল না। নরসিংহ ভাবিলেন, "সে রাত্রে যাহার সহিত বনপথে কথা কহিয়াছিলাম, সে কি স্ত্রীলোক? না, স্ত্রীলোক হইতে পারে না। এত সাহস এত কার্য্যতৎপরতা রমণীতে সম্ভব নয়। পুরুষের হস্তাক্ষর স্ত্রীলোকের হস্তাক্ষরের ন্যায় হওয়া বিচিত্র নয়। পত্রলেখক যেই হউক, সে নিঃসন্দেহ আমার ও আমার প্রভু রাজা গণেশের হিতৈষী।"

নরসিংহ আর দ্বিধা না করিয়া ঝোড়ায় উঠিয়া বসিলেন। কিন্তু ঝোড়া উঠিল না। তিনি বুঝিতে পারিলেন, উপর হইতে কে প্রাণপণ শক্তিতে ঝোড়া টানিতেছে। কিন্তু ঝোড়া পাথর ছাড়িয়া এক অঙ্গুলিও উঠিল না। নরসিংহের কান্না আসিল। মুক্তির পথ উন্মুক্ত হইয়াও রুদ্ধ হইয়া গেল। নরসিংহ ঝোড়ার উপর

বসিয়া উপরপানে চাহিয়া অর্দ্ধেক নিশি অতিবাহিত করিলেন।

যে ঝোড়া টানিতেছিল, সে মন্নুয়া। সে যখন দেখিল, সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়াও ঝোড়াটা টানিয়া তুলিতে পারিল না, তখন সে ছুটিয়া অশ্বশালার দিকে গেল। সেখানে অনেক ঘোড়া ছিল। তাহারই একটা ধরিয়া কূপের নিকট আনিল। পরে ঝোড়া-সংলগ্ন দড়ি ঘোড়ার গলায় বাঁধিয়া দিল। কিন্তু যাহা আশা করিয়াছিল তাহা ঘটিল না। ঘোড়া, দড়ি না টানিয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে দাড়াইয়া রহিল। তখন মন্নুয়া ঘোটকপৃষ্ঠে বেত্রাঘাত করিতে লাগিল। তাহাতে ফল অন্যরূপ দাঁড়াইল,—ঘোটক নানারূপ ভঙ্গিতে পদ চতুষ্টয় আস্ফালন করিয়া মহা চীৎকারে গগন বিদীর্ণ করিতে লাগিল।

সাতিশয় বিরক্ত হইয়া মন্নুয়া ঘোড়ার বন্ধন খুলিয়া দিল। অশ্ব তখন মহা উৎসাহে ছুটিয়া পলাইল। এমন সময় কিশোরীমোহন কয়েকজন লোক সমভিব্যাহারে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন। মন্নুয়া পলাইল না—দাড়াইয়া রহিল। কিশোরীমোহন বলিলেন, "এ কি! মন্নুয়া?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"তুমি এখানে কেন ?"

"আপনার প্রহরীরা অসতর্ক ; তাই আমি এখানে।"

কথাটা কিশোরী ঠিক বুঝিলেন না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রহরীদের কাহাকেও ত দেখিতেছি না। তাহারা কোথায় গেল ?"

মনু। তাহারা নিদ্রিত।

কিশো। তুমি নিদ্রা যাও নাই কেন ?

মনু। আমি নিদ্রিত থাকিলে বন্দী এতক্ষণ পলাইত।

কিশো। কেন কি হ'য়েছে ?

মনু। অশ্বের চীৎকার শুনিতে পান নাই কি ?

কিশো। সেই চীৎকারেই ত আমার ঘুম ভাঙ্গিয়াছে।

মনু। দুইজন লোক অশ্বপৃষ্ঠে ছুটিয়া পলাইল দেখেন নাই ?

কিশো। কতকটা দেখিয়াছি।

মনু। তাহারা বন্দীকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছিল।

কিশো। কিরূপে জানিলে ?

মনু। এই দেখুন গহ্বরের কপাট খুলিয়া ভিতরে ঝোড়া নামাইয়াছে।

কিশোরীমোহন অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, কথাটা সত্য। ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বন্দী পলায় নাই ?"

মনু। না, পারে নাই। আমার আসিতে মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব হইলে পলাইত।

কিশোরীমোহন আবেগভরে বলিলেন, "মনু—মনু, তোমার ঋণ আমি কখন পরিশোধ করিতে পারিব না। বনপথে তুমি একদিন আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলে, আজ আমার ইজ্জত রাখিলে। বন্দী পলাইলে, আলিমসাকে আর মুখ দেখাইতে পারিতাম না।"

পরদিন নিশীথে যদুনারায়ণ পঞ্চাশজন অস্ত্রধারী অনুচর লইয়া উদ্যানবাটী আক্রমণ করিলেন। কিশোরী-মোহনের লোকজন অসতর্ক ছিল। সুতরাং, তাহারা পরাভূত হইয়া পলায়নপর হইল। এই পলায়মান দলের অগ্রণী কিশোরীমোহন। তিনি মনুয়াকে ছাড়েন নাই,—পলায়নকালে সঙ্গে লইয়াছিলেন। মনুয়ার যাইবার ইচ্ছা ছিল না ; কিন্তু কি করে ? কি বলিয়া থাকিবে ? অতএব বাধ্য হইয়া যাইতে হইয়াছিল।

এদিকে যদুনারায়ণ, দেওয়ান নরসিংহকে চারিদিকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন ; কিন্তু কোথাও তাঁহাকে

পাইলেন না। উদ্যান, গৃহ তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলেন। কূপমুখে শতবার আসিলেন, কিন্তু দ্বারের অস্তিত্ব কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। অবশেষে হতাশ হইয়া অনুচরসহ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

গ্রীষ্মকাল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণপ্রায়। আধফুটন্ত চাঁদ আকাশ-পটে সমুদিত হইয়া সুলতানের উদ্যানপানে উঁকি মারিতেছে। আকাশে নক্ষত্র ফুটিয়াছে—উদ্যানে মল্লিকা ফুটিয়াছে। কিন্তু সব আধফুটন্ত। কেন না, তখনও যামিনীর যৌবন ফুটে নাই।

পৃথিবীর সৌন্দর্য্য আহৃত হইয়া সুলতানের উদ্যানে সংরক্ষিত হইয়াছে। ফুল-ফল, লতা-পাতা, প্রস্রবণ-প্রস্তর-স্তূপ কিছুরই অপ্রতুল নাই। নন্দনের প্রতিবিম্ব লইয়া যেন এ উদ্যান রচিত হইয়াছে। কিন্তু নন্দনে যা' নাই তা' এ উদ্যানে আছে।

উদ্যানমধ্যে লতাকুঞ্জের অন্তরালে শ্বেতপ্রস্তর-বিনি-

র্ম্মিত বেদীর উপর—চন্দ্রমার কণ্ঠে কমলমালা তুল্য—এক ভুবনমোহিনী বালিকা শয়ান রহিয়াছে। নন্দনের দেবী দেখি নাই, কিন্তু এ উদ্যানের দেবী দেখিয়াছি। বুঝি এত রূপ স্বর্গেও নাই। তাই বলিতেছিলাম, যা’ নন্দনে নাই তা’ এ উদ্যানে আছে।

বালিকা পঞ্চদশ বর্ষীয়া। তাহার যৌবন আজও ফুটে নাই—রূপ সম্পূর্ণ বিকসিত হয় নাই। শুক্লাষ্টমীর চাঁদের ন্যায়—নবযামিনীর নক্ষত্রের ন্যায়—সন্ধ্যাকালের মল্লিকার ন্যায় তাহার যৌবন আজও ফুটে নাই।

বালিকা, সুলতান-কন্যা—নাম, মরিয়ন নেসা। এই কন্যা ব্যতীত সুলতানের আর দ্বিতীয় সন্তান নাই। আলিমসা পোষ্যপুত্র মাত্র। সুলতানের ইচ্ছা ছিল, আলিমসার সহিত মরিয়নের বিবাহ দেন। কিন্তু মরিয়ন, আলিমসাকে বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক। তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ দেওয়া সুলতানের অভিপ্রায় নয়। তাহাকে সুখী করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। মরিয়ন তাঁহার স্নেহাধার—মরিয়ন তাঁহার সুখ ও শান্তি। বুঝি রাজ্য অপেক্ষাও সুলতান এই কন্যাকে ভালবাসিতেন।

ভালবাসিবার পাত্রীও বটে। স্বর্গে মর্ত্ত্যে যা’ কিছু সুখময় সৌন্দর্য্যময় আছে, বিধাতা তৎসমুদয় একত্র

করিয়া এই বালিকাকে গড়িয়াছেন। পাপপূর্ণ জগতে থাকিয়াও পাপ কাহাকে বলে, অধর্ম্মাচরণ কাহাকে বলে মরিয়ন তাহা জানিত না। ফুলের ন্যায় আত্মচিন্তা বিস্মৃত হইয়া পরের জন্য সংসারে ফুটিয়া থাকিত।

এই ফুলটি তুলিয়া আনিয়া সম্ভোগ করিতে আলিমসার বড় সাধ। কিন্তু সে সাধে বাদী মরিয়ন—সে সাধে বাদী সুলতান। সুতরাং আলিমসাকে নিরাশ হইতে হইল। নিরাশ হইয়াও আলিমসা আশা ছাড়িল না; সুযোগ ও সুবিধা খুঁজিতে লাগিল। সে বুঝিয়াছিল, মরিয়ন আর কাহাকে হৃদয় দান করিয়াছে। কিন্তু সে যে কে, আলিমসা তাহা শত শত গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়াও জানিতে পারিল না।

অন্তঃপুর উদ্যানমধ্যে কোন পুরুষের, এমন কি আলিমসারও প্রবেশাধিকার নাই। চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর—প্রাচীরদ্বারে কড়া প্রহরা। এই উদ্যান মধ্যে, লতাবিতানতলে, মর্ম্মর-বিনির্ম্মিত বেদীর উপর সুলতান-কন্যা শয়ান রহিয়াছেন। চারিদিক হইতে পাতালতা হেলিয়া মরিয়নের অঙ্গোপরি পড়িয়াছে। মরিয়ন সেই পত্ররাশির মধ্যে কুসুমস্তবক তুল্য পড়িয়া রহিয়াছেন।

একজন বাঁদী—সে বয়সে যুবতী—পদতলে বসিয়া

গান করিতেছে। সুলতান-নন্দিনী আকাশপানে চাহিয়া গান শুনিতেছেন। বৃক্ষপত্রের ছিদ্র মধ্য হইতে চন্দ্র দেখা যাইতেছিল। মরিয়ন সেই সন্ধ্যাকাশের আধ ফুটন্ত চাঁদের পানে চাহিয়াছিলেন। চাঁদও দাঁড়াইয়া সেই সুন্দর মুখখানি দেখিতেছিল।

উভয়ের মধ্যে কে সুন্দর তা' জানি না। রমণী, না চাঁদ? আমার বিবেচনায় সৌন্দর্য্য বস্তুগত নয়—সৌন্দর্য্য নয়নে। শৈশবে চাঁদকে সুন্দর দেখিতাম—যৌবনে রমণীকে সুন্দর দেখিলাম। এখন এই জীবনের সন্ধ্যাকালে কাহাকেও আর সুন্দর দেখি না। আমার নয়নে যে সৌন্দর্য্য লাগিয়াছিল, সে সৌন্দর্য্য বয়সের সঙ্গে কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে। এখন চাঁদে আর কবিত্ব দেখি না—শুধু স্মৃতির ছায়া দেখি। রমণী-বদন আর সে মাদকতা আনে না—শুধু তৃপ্তি আনে। তৃপ্তি লইয়া কি হইবে, আমার সে মাদকতা কই? নির্ব্বাণ লইয়া কি করিব; আমার সে জীবন কই?

আমার জীবন থাক্ বা না থাক্, চাঁদের জীবন ছিল,—সে অনিমেষনয়নে মরিয়নের পানে চাহিয়া রহিল। মরিয়ন বাঁদীকে জিজ্ঞাসা করিল, "চাঁদ রোজ উঠে না কেন, লতি?"

বাঁদীর নাম লতিফন্। সে শিক্ষিতা ও সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভবা। সুলতান-কন্যা তাহাকে লতি বলিয়া ডাকিতেন। লতি উত্তর করিল, "তুমি কেন রোজ বাগানে এস না, সুলতান-পুত্রি?"

মরি। দূর!

লতি। দূর নয়—ঠিক একই কথা। আকাশে যেমন অসংখ্য নক্ষত্র আছে, এই উদ্যানে তেমনি অসংখ্য ফুল আছে। সেখানে যেমন চাঁদ উঠে, এখানেও তেমনি তুমি উদয় হও। কোন্‌টা সুন্দর?—ঐ নক্ষত্র-বেষ্টিত চাঁদ সুন্দর, না এই পুষ্পবেষ্টিত তুমি সুন্দর?

মরি। চাঁদের সঙ্গে আমার তুলনা! ছি!

লতি। বড় ছি নয়। চাঁদের রূপে মানুষ ভুলে না; কিন্তু তোমার রূপে মানুষ আত্মহারা হয়। চাঁদ কাহারও অনিষ্ট করে না; কিন্তু তুমি লোকের সর্ব্বনাশ কর।

মরি। আমি লোকের সর্ব্বনাশ করি? তুই বলিস কি, লতি?

লতি। আমি ঠিক বলিয়াছি। চাঁদ অনিষ্ট করিতে পারে না, তাই তার বদন অবগুণ্ঠনমুক্ত। রমণী সর্ব্বনাশ করে, তাই তার বদন অবগুণ্ঠনাবৃত। তোমাকে যে দেখিবে তাহারই সর্ব্বনাশ হইবে।

মরি। তুই কেন আমাকে ভয় দেখাইতেছিস্? আমি কা'র কি করেছি?

লতি। তোমাকে দুই জন দেখেছে, দুই জনেরই সর্ব্বনাশ হ'য়েছে।

মরি। দুইজন! তারা কে?

লতি। এক আলিম সা, দ্বিতীয় কুমার যদুনারায়ণ। আলিমসার হৃদয়ে বাসনানল জ্বলিয়াছে, সে একদিন ছলে বলে তোমাকে হস্তগত করিবে। কুমারের হৃদয়ে লালসা জাগে নাই বটে; কিন্তু সে আত্মহারা হইয়া তোমাকে ভালবাসিয়াছে। একদিন এই ভালবাসার অনলে হতাশ হৃদয়ে সে পুড়িয়া মরিবে।

মরি। হতাশ কেন হইবেন? আমি ত তাঁহারই দাসী।

লতি। তোমার এই ভালবাসাই তাঁহার কাল হইবে। তুমি কি ভাবিয়াছ, তোমাদের মিলনের কোন সম্ভাবনা আছে?

মরি। কেন নাই?

লতি। কাফেরের সহিত ইসলাম-ধর্ম্মাবলম্বী সুলতান-পুত্রীর কি বিবাহ হইতে পারে? কখনই নয়।

মরি। হৃদয় যাহা চায় তাহাই ধর্ম্ম। তা' ছাড়া আবার ধর্ম্ম কি?

লতি। তোমার হৃদয় রাখিয়া দেও—এখন কাজের কথা শুন। যদি কুমারের মঙ্গল চাও তাহা হইলে তাঁহার সহিত আর সাক্ষাৎ করিও না।

মরি। কেন?

লতি। আলিমসার চর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—অলক্ষ্যে তোমার উপর নজর রাখিতেছে। কে বলিতে পারে উদ্যান মধ্যে তাহারা লুকাইয়া নাই?

মরি। এই উদ্যানে?

লতি। হাঁ; এই উদ্যানে।

মরি। থাকে থাকুক—তাহারা কুমারের কি করিবে? তিনি এখানে ত কখন আসেন না।

লতি। কেমন করিয়া জানিলে তিনি তোমাকে দেখিতে কখন এখানে আসিবেন না?

মরি। কি করিয়া আসিবেন? চারি দিকে উচ্চ প্রাচীর—দ্বারে অসংখ্য প্রহরী। এখানে একটা মাছিও আসিতে পারে না।

লতি। যেখানে মাছি আসিতে পারে না, সেখানে প্রেমিক আসিতে পারে।

আনন্দে মরিয়ন উঠিয়া বসিল; এবং বলিল, "সত্যই তিনি আমার জন্য সব করিতে পারেন।"

শেষ নাই, সুলতান-পুত্রি! কুমারকে ছাড়িয়া দেও—তাঁহাকে মারিও না।"

মরিয়ন। কে তাঁহাকে মারে? আমি পিতার কাছে বলিব, যদুনারায়ণ আমার স্বামী—যদুনারায়ণ ছাড়া আমি আর কাহাকেও বিবাহ করিব না। আলিমসা কি করিবে?

বাঁদী। আলিমসাকে কিছু করিতে হইবে না, তোমার পিতাই কুমারের প্রাণসংহার করিবেন।

যদুনারায়ণ বলিলেন, "মরিয়ন, আমার জন্য পিতার বিরাগভাজন হইও না। একদিন সুসময় আসিবে, তখন আলিমসার ভয় থাকিবে না। এখন চলিলাম; কিন্তু আবার কবে দেখা হইবে?"

মরিয়ন উত্তর করিল, "যেদিন পিতার অনুমতি পাইব সেই দিন নৌকাবিহারে যাইব। মহানন্দার উপর তোমাতে আমাতে আবার সাক্ষাৎ হইবে।"

কুমার চলিয়া গেলেন। তা'র অল্পকাল পরেই প্রাচীরমূলে একটা গোল উঠিল। বাঁদী সংবাদ লইয়া জানিল যে, কুমার, আলিমসার অনুচরবর্গ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছেন। কিন্তু সহজে কেহ তাঁহাকে ধরিতে পারে নাই—পাঁচ ছয় জনকে প্রাণ দিতে হইয়াছিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

———*———

রাত্রি দেড় প্রহর অতীত হইয়াছে। কিশোরীমোহনের বিলাস-মন্দিরে নৃত্যগীত তখনও চলিতেছে। বিশাল কক্ষ সুরতরঙ্গে উচ্ছ্বসিত—অলঙ্কার-শিঞ্জিতে প্রতিধ্বনিত—অসংখ্য দীপালোকে উদ্ভাসিত—পুষ্পসৌরভে আমোদিত।

আজ আলিমসা কিছু প্রফুল্ল। প্রফুল্লতার একটু কারণও ছিল। সুলতানের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইতেছে। তিনি রাজকার্য্য বড় একটা আর পরিদর্শন করিয়া উঠিতে পারেন না। অগত্যা আলিমসার উপর কার্য্যভার অর্পিত হইয়াছে। দরবারে বসিয়া সুলতান আজ আলিমসাকে প্রতিনিধিপদে বরণ করিয়াছেন। তাই আলিমসা কিছু প্রফুল্ল।

নর্ত্তকীরা যথা সময়ে প্রস্থান করিলে কিশোরীমোহন আলিমসাকে বলিলেন, "আজ আপনি দেশের রাজা—"

আলিমসা গম্ভীর বদনে উত্তর করিলেন, "কার্য্যতঃ বটে।"

কিশো। আপনার নিকট আমার এক নালিশ আছে।

আলি। তোমার গৃহে বসিয়া তোমার নালিশ শুনিব?

কিশো। তবে কোথায় শুনিবেন?

আলি। দরবারে।

কিশো। উত্তম—সেইখানেই যাব। উপস্থিত আমাকে একটা পরামর্শ দিন।

আলি। কি পরামর্শ চাও?

কিশো। যদুনারায়ণ যদি পুনরায় আমার গৃহ আক্রমণ করে তাহা হইলে আমি কি করিব?

আলি। যাহাতে আক্রমণ করিতে না পারে, আমি তাহার ব্যবস্থা করিতেছি।

কিশো। ভাল, আমার গৃহে একজন বন্দী আছে, তাহার উপায় কি করিব?

আলি। যেখানে আছে আপাততঃ সেইখানে থাক্।

এমন সময়ে দূরে অশ্বপদশব্দ শ্রুত হইল। আলিমসা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে আসিতেছে? যদু নয় ত?"

ক্ষণপরে একজন অস্ত্রধারী পুরুষ দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইল। এ ব্যক্তি আলিমসার একজন বিশ্বাসী সৈনিক কর্ম্মচারী। তাহাকে দেখিয়া আলিমসা আশ্বস্ত হইলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সংবাদ, মিনা?"

"হুজুর, যদুনারায়ণ ধরা পড়িয়াছে।"

আলিমসা বলিলেন, "তাহাকে ধরা ত কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। আমি এখন দেশের রাজা,—ইচ্ছা করিলে এখনি তাহাকে ধরিতে পারি। কিন্তু—"

মিনা। জাঁহাপনা, এ সে রকম ধরা নয়।

আলি। তবে আবার কি রকম?

মিনা। অন্তঃপুরের উদ্যান—

আলি। থামিলে কেন? বলিয়া যাও—কিশোরী-মোহনের নিকট আমার কোন কথা গোপন নাই।

মিনা। অন্তঃপুরের উদ্যান মধ্যে যদু নারায়ণ প্রবেশ করিয়াছিল। যখন সে ফিরিয়া যাইতেছিল তখন তাহাকে আমার লোকেরা ধরিয়াছে।

আলিম সা চিন্তামগ্ন হইলেন। মনে মনে বলিলেন, "এত দিনে বুঝিলাম, মরিয়ন কাহাকে ভাল বাসিয়াছিল; যদু নারায়ণ সামান্য প্রজা মাত্র—আমার তুলনায় কীটানু-কীট; আমাকে ছাড়িয়া তা'কে ভালবাসা? এইবার মরিয়ন, তোমার দর্প চূর্ণ করিব; তোমার সম্মুখে যদুকে জীবন্ত কবর দিব।" তার পর মিনাকে সম্বোধন করিয়া প্রকাশ্যে বলিলেন, "তোমার সংবাদে সুখী হইলাম কুমারকে কোথায় রাখা হইয়াছে?"

মিনা। দুর্গের ভিতর।

আলি। সেখানে কেন?

মিনা। নগররক্ষকের আদেশে দুর্গমধ্যে তাহাকে আবদ্ধ রাখা হইয়াছে।

আলি। দুর্গ, সম্মানিত ব্যক্তির জন্য—চোরের জন্য নয়।

মিনা। জাঁহাপনার আদেশ কি?

আলি। সাধারণ কারাগারে তাহাকে লইয়া যাও। চোরের বিচার সাধারণ বিচারালয়ে চোরের সঙ্গে হ'বে।

মিনা। যদি পলায়?

আলি। তা'তে ক্ষতি নাই। তখন—যেখানেই থাকুক না কেন—টানিয়া হিঁচড়াইয়া আনিতে পারিব।

মিনা বিদায় হইল। আলিম সা হাস্যমুখে কিশোরী-মোহনের পানে ফিরিয়া বলিলেন, "এইবার কিশোরী মোহন, তোমার শত্রু নিপাত হইয়াছে। আর তোমার ভয় কি?"

কিশোরী মোহন উত্তর করিলেন, "এখনও গণেশ নারায়ণ আছে।"

আলি। এইবার তা'র পালা! নরসিংহ গেল, যদু-নারায়ণ গেল—এইবার গণেশ নারায়ণের সঙ্গে বুঝা পড়া।

কিশো। সে বড় সহজ লোক নয়।

আলি। যত বড়ই লোক হো'ক, মাটীর ভাঁড়ের ন্যায় তা'কে চূর্ণ করিব। আলিমসার সঙ্গে বিবাদ!

কিশো। কোন মতলব স্থির করিয়াছেন কি?

আলি। মতলব! মতলব স্থির করিতে কতক্ষণ লাগে? গণেশ যেখানেই থাকুক তাহার আর রক্ষা নাই।

এমন সময় দ্বারান্তরাল হইতে কে বলিল, "গণেশকে কিছুতেই মারিতে পারিবে না।"

উভয়ে চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এবং দ্রুতপদে গৃহ বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, দ্বারদেশে একজন ফকীর দণ্ডায়মান। তখনকার দিনে ফকীর সন্ন্যাসীকে সকলেই সম্মান করিত। আলিম সা অভিবাদন করিয়া ফকীরকে সসম্মানে গৃহমধ্যে আহ্বান করিলেন। ফকীর আসিলেন; কিন্তু বসিলেন না—দণ্ডায়মান রহিলেন। সুতরাং আলিমসা বা কিশোরীমোহন কেহই বসিতে পারিলেন না। আলিম সা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার আস্তানা কোথায়?"

ফকীর। খোদার দুয়ারে।

আলি। আপনার নাম কি?

ফকীর। কুতুবউল আলম। *

* ইনি সেই ইতিহাস-বিখ্যাত নুর কুতুব উল আলম। মুসলমান

বিখ্যাত ফকীর কুতুব-উল-আলমের নাম কে না শুনিয়াছে? আলিম খাঁ পুনরায় তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন।

ফকীর হাসিয়া বলিলেন, "তোমার কোন ভয় নাই—খোদা আপাততঃ তোমার প্রতি প্রসন্ন।"

আলি। আমি কখন সিংহাসনে বসিব কি?

ফকী। বসিবে; কিন্তু গণেশ নারায়ণ বাঁচিয়া থাকিতে তোমার কল্যাণ নাই।

আলি। আমি তা' বুঝিয়াছি।

ফকী। শুধু বুঝিলে হইবে না—তাহাকে ধ্বংস করিতে হইবে।

আলি। ধ্বংস করিবারই পরামর্শ করিতেছিলাম।

ফকী। কি পরামর্শ স্থির করিয়াছ?

আলি। গণেশ নারায়ণকে বন্দী করিব।

ফকী। বিনা অপরাধে?

আলি। যদি তাই করি?

ফকী। তাহা হইলে দেশে আগুন জ্বলিয়া উঠিবে—শুশুং, সাঁতোড় প্রভৃতির রাজারা তোমার পক্ষ ত্যাগ

সম্প্রদায়ের উপর ইঁহার ক্ষমতা অসীম ছিল। এই ফকীরের আদেশে জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম-ই-সরকী লক্ষাধিক সৈন্য লইয়া ১৪০৯ খ্রীষ্টাব্দে গণেশকে আক্রমণ করিয়াছিলেন।

করিয়া গণেশের সঙ্গে যোগ দিবে—তুমি আচিরে রাজ্য ভ্রষ্ট হইয়া প্রাণ হারাইবে।—এমন কাজ করিও না।

আলি। তবে কি করিব?

ফকী। গণেশ নারায়ণ এক্ষণে দেবীকোটে আছে। সেখানকার মহামায়ার মন্দির হিন্দুদিগের প্রসিদ্ধ তীর্থ-স্থান। এই মন্দির ভাঙ্গিবার আদেশ প্রচার কর।

আলি। তা' হলে ত হিন্দুরা জ্বলিয়া উঠিবে।

ফকী। হিন্দুরা সকলে জ্বলিবে না; তা' ছাড়া মুসলমান ওমরাহেরা তোমার সহায় থাকিবে।

আলি। আপনার আদেশ মত না হয় মন্দির ভাঙ্গিলাম; কিন্তু গণেশ নারায়ণের তা'তে কি ক্ষতি হইল?

ফকী। যখন তোমার লোকেরা মন্দির ভাঙ্গিবে—দেবী প্রতিমা চূর্ণ করিবে, তখন সেখানকার হিন্দুরা নীরব থাকিবে না, গণেশ নারায়ণও নিশ্চেষ্ট থাকিবেন না,—মন্দির রক্ষা করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন।

আলি। আমাদের ফৌজের বিরুদ্ধে গণেশ অস্ত্র ধরিবে?

ফকী। নিশ্চয় ধরিবে। সেই সংঘর্ষে গণেশ যদি প্রাণে রক্ষা পায়, তাহা হইলে রাজবিদ্রোহ অপরাধে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইবে।

আলি। অতি উত্তম পরামর্শ। আপনার আদেশানুযায়ী কালই মন্দির ভাঙ্গিতে হুকুম পাঠাইব।

ফকী। শুধু হুকুম পাঠাইলে হইবে না—উপযুক্ত সৈন্য পাঠাইতে হইবে।

আলি। দেবীকোট দুর্গে আমাদের যথেষ্ট সৈন্য আছে; তবু কিছু পাঠাইব।

ফকী। বেশ; আমি এক্ষণে চলিলাম।

আলি। আবার কবে দেখা পাইব?

ফকী। যখন কার্য্যকাল উপস্থিত হইবে।

ফকীর বিদায় হইলেন।

তখন আলিম সা আসন গ্রহণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিশোরীমোহন, শুনিলে?"

কিশোরীমোহন উত্তর করিলেন, "শুনিলাম।"

আলি। কিরূপ বুঝিতেছ?

কিশো। যুক্তি অতি সুন্দর।

আলি। তুমি কি মনে কর গণেশ ফাঁদে পা দিবে?

কিশো। আমি হ'লে ত দিতাম না।

আলি। কেন?

কিশো। কে কোথায় মন্দির ভাঙ্গিতেছে তা'র জন্য আমি কেন জান্ দিব?

আলি। তুমি না দিতে পার কিন্তু গণেশ দিবে।

কিশো। গণেশ কি এত বড় নির্ব্বোধ ?

আলি। নির্ব্বোধ নয়—সে হিন্দু ধর্ম্মের রক্ষক। দেখিলে না ? সেই জঙ্গলের ভিতর একটা সামান্য বালিকাকে রক্ষা করিতে আমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিয়া দাঁড়াইল ?

কিশো। যদি ফাঁদে পা দেয় তবে এইবার গণেশের শেষ। কিন্তু—কিন্তু—

আলি। কিন্তু আবার কি ?

কিশো। কিন্তু গণেশ গেলেও একজন থাকিবে।

আলি। আবার কে ?

কিশো। সিংহী—গণেশের স্ত্রী।

আলি। তুমি স্ত্রীলোককে ভয় কর ?

কিশো। সিংহীকে কে না ভয় করে ?

আলি। ছি !

কিশো। আপনি তবে তাহাকে চিনেন না। যখন সে শুনিবে যে, তাহার শাবক হৃত হইয়াছে—সিংহ পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়াছে, তখন সে দেশে বিদ্রোহাগ্নি জ্বালিবে।

আলি। তবে সে সিংহীকেও পিঞ্জরাবদ্ধ করিব।

কিশো। কিরূপে করিবেন ?

আলি। ইতিপূর্ব্বে তুমি একটা নালিশের কথা

বলিতেছিলে। অভিযোগ অবশ্য যদুনারায়ণের বিরুদ্ধে। যদু তোমাকে আক্রমণ করিয়া তোমার লোক জনকে মারিয়াছে। কথাটা দরবারে উঠিলে ওমরাহেরা বুঝিবে, যদুনারায়ণ তোমার উপর অকারণ অত্যাচার করিয়াছে। আমি তখন শাস্তিস্বরূপ যদুনারায়ণের অট্টালিকার চতুর্দ্দিকে প্রহরী বসাইব—অট্টালিকা হইতে জনপ্রাণী নিষ্ক্রান্ত হইতে দিব না। প্রকারান্তরে গণেশের স্ত্রীকে আবদ্ধ রাখিব, তার পর তাহার কন্যাকেও হস্তগত করিব।

কিশো। বাঃ বাঃ! আপনি একদিন দিল্লীর সম্রাট হইবেন।

আলিম সা প্রীত হইলেন। তিনি হাসিয়া বলিলেন, "দেখ. কিশোরীমোহন, তোমার জন্য আমি সব করিতে পারি। কিন্তু আমাকে কিছু অর্থ সাহায্য করিতে হইবে।"

কিশো। আমার অর্থ ত আপনারই।

আলি। তোমার উপর আমি সন্তুষ্ট হইলাম। মন্ত্রি-পদ তোমার জন্য রাখিয়াছি; আমাকে অকৃতজ্ঞ ভাবিও না। আপাততঃ তুমি কিছু সৈন্য ও পরওয়ানা লইয়া দেবীকোটে যাও। মন্দির ভাঙ্গিয়া সমতল কর—গণেশকে বন্দী বা সংহার কর।

কিশো। আমি—আমি মন্দির ভাঙ্গিব ?

আলি। হাঁ, তুমিই ভাঙ্গিবে। এরূপ কার্য্যে তোমার মত বন্ধু সাহায্য না করিলে আমি কা'র কাছে সাহায্য যাচিব ? কাকেই বা এতটা বিশ্বাস করিতে পারি ?

কিশো। আপনার আদেশ শিরোধার্য্য ;—আমি মন্দির ভাঙ্গিব।

আলি। শুধু মন্দির ভাঙ্গিলেই কার্য্য সমাধা হইল না, গণেশকে বন্দী করিতে হইবে। মন্দিরের ভিতর হইতে প্রতিমা টানিয়া আনিয়া গণেশের সম্মুখে—সমবেত হিন্দুর সম্মুখে চূর্ণ বিচূর্ণ করিবে। গণেশ নীরবে দাঁড়াইয়া দেখিবে না—কার্য্যে বাধা দিবে। তখন——

কিশো। তখন কি করিতে হইবে তা' আর আমাকে শিখাইতে হইবে না। জীবিত বা মৃত গণেশকে আনিয়া হাজির করিব।

আলি। তোমার উপর আমার সে বিশ্বাস আছে। যদি একা না পারিয়া উঠ, তাহা হইলে দুর্গাধ্যক্ষের সাহায্য লইবে। তাহার উপর পরওয়ানা দিব। তোমার কোন ভয় নাই—গণেশের হাতে তরবারি দেখিয়া পিছাইও না।

কিশো। কবে যাত্রা করিব ?

আলি। কাল অপরাহ্ণে। প্রাতে দরবার বসিবে; সেইখানে তোমার অভিযোগ গৃহীত হইবে।

সভা ভঙ্গ হইল। উভয়ে কক্ষ ত্যাগ করিলেন। তখন পালঙ্ক নিম্ন হইতে একটি মনুষ্যমূর্ত্তি নির্গত হইল। বলা অনাবশ্যক যে, এ মূর্ত্তি মন্নুয়ার।

রাজা গণেশ।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রতিমা।

রাজা গণেশ।
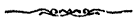
প্রথম পরিচ্ছেদ।
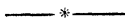
রাত্রি তৃতীয় প্রহরের সময় একটি বালিকা গণেশের প্রাসাদ-দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। দ্বার-রক্ষক জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি জন্য এসেছ ?"

বালিকা উত্তর করিল, "রাণী করুণাময়ীর সহিত, সাক্ষাৎ অভিলাষে।"

প্রহরী। কেন বল দেখি ?

বালিকা। কিছু ভিক্ষা আছে।

প্র। ভিক্ষা ? এত রাত্রিতে ভিক্ষা ?

বা। আমি বড় বিপন্ন, তাই এসেছি।

প্র। তোমার বিপদ তা' আমাদের কি? আমি দ্বার খুঁল্‌ব না।

বা। তুমি হিন্দু হ'য়ে হিন্দুকে আশ্রয় দিবে না?

প্র। আরে বাবা, আশ্রয়-টাশ্রয় দিতে গেলে কি চলে? এখনি ফৌজ আস্‌বে—জেলখানা আস্‌বে—শূল, মশান আসবে। কেন তোমার জন্য বিপদ ডেকে আনি বল দেখি? তাই বল্‌ছি আর দিক্‌ করো না—সরে পড়।

বা। দেখ, আমি সময় নষ্ট করিতে পারিতেছি না। কুমার যদুনারায়ণ আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তুমি যদি আমাকে বাধা দেও, তাহা হইলে তিনি তোমাকে শাস্তি দিবেন।

প্র। কুমার তোমাকে পাঠাইয়াছেন? তাই বলিলেই ত সকল গোল চুকিয়া যায়।

প্রহরী পথ ছাড়িয়া দিল—বালিকা প্রবেশ করিল। কিন্তু পথ তাহার জানা নাই—চন্দ্রও ডুবিয়া গিয়াছে। সে অন্ধকারে ঘুরিয়া ফিরিয়া কোন রকমে প্রাসাদতলে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রাসাদের সকল দ্বার বন্ধ—প্রবেশ করিবার কোন উপায় নাই। তখন বালিকা কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া ডাকিল, "এখানে কে আছ?"

কোন উত্তর আসিল না। কিন্তু বালিকা দেখিল, সম্মুখে দূরে একটি রমণীমূর্ত্তি দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সে ক্রমে নিকটতর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি চাও?"

"আমি জননী করুণাময়ীর দর্শনাভিলাষী।"

"কেন?"

"ক্ষমা করিবেন—সে কথা আমি তাঁহাকেই বলিব।"

"আমিই করুণাময়ী।"

"আপনি রাণী করুণাময়ী?"

"হাঁ।"

"আপনি কি কুমারের প্রতীক্ষায় এখানে দণ্ডায়মান আছেন?"

অন্ধকারের মধ্যে রাণী ভ্রুকুটি করিয়া ঈষৎ ক্রুদ্ধস্বরে উত্তর করিলেন, "সে কথা শুনিবার তোমার প্রয়োজন নাই। তুমি কি জন্য আসিয়াছ তাই বল।"

"এই খানে দাঁড়াইয়া বলিব?"

"গোপনীয় কথা আছে কি?"

"হাঁ।"

"তবে ঘরের ভিতর এস।"

উভয়ে ভবন মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

উজ্জ্বল দীপালোকে বালিকার মুখ উত্তমরূপে নিরীক্ষণ

করিতে করিতে রাণী করুণাময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি ?"

বালিকা রাণীকে প্রণাম করিয়া বলিল, "ক্ষমা করিবেন —এক্ষণে কোন পরিচয় দিব না।"

রাণী। তবে কি জন্য আসিয়াছ ?

বালিকা। আপনার কথা—আপনার বিপদের কথা বলিতে আসিয়াছি।

রাণী। আমার বিপদ! সহস্র বিপদে আমাকে ঘিরিলেও যাহার পরিচয় আমি অনবগত, তাহার মুখে কোন কথা শুনি না।

বালি। আমার পরিচয়ের মধ্যে এক্ষণে এই জানিবেন যে, রাজা গণেশ আমার পিতা—রাণী করুণাময়ী আমার জননী।

রাণী। যে আমার কন্যা হইবে সে পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইবে না।

বালি। একটু কুণ্ঠা আছে, মা। ভয় হয় পাছে আমার জীবনের ইতিহাস শুনিলে আপনি আমাকে ঘৃণা করেন।

রাণী। আমার ঘৃণায় তোমার ক্ষতি বৃদ্ধি কি ?

বালি। আপনাদের চরণে আমার জীবন বিক্রীত।

রাণী। আমিত জ্ঞানতঃ কখন তোমার উপকার করি নাই।

বালি। আপনি না করিয়া থাকুন, রাজা গণেশ করিয়াছেন।—আমার নাম মন্দাকিনী।

রাণী। কোন পরিচয়ই পাইলাম না।

বালি। একদা আমি পিতার সহিত গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিলাম। পথিমধ্যে পাপিষ্ঠ আলিম সা ও ততোধিক পাপিষ্ঠ কিশোরীমোহন, আমার পিতাকে কালিন্দী জলে অকারণ নিমজ্জিত করিয়া মারিল। (বলিতে বলিতে বালিকার নয়ন জ্বলিয়া উঠিল) পাপিষ্ঠেরা একটা অপরাধ করিয়া ক্ষান্ত হইল না;—আমাকেও ধরিল। রাজা গণেশ নারায়ণ তথায় উপস্থিত হইয়া নরাধমদের কবল হইতে আমাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন; নইলে আজ আমাকে ধর্ম্মহতা হইয়া উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতে হইত।

রাণীর নয়নও জ্বলিয়া উঠিল। তিনি ক্রোধ-কম্পিত স্বরে বলিলেন, "জানিনা কত দিনে পাপিষ্ঠেরা বাঙ্গালা হইতে দূরীভূত হইবে।"

মন্দা। দূরীভূত করিবার ভার আমি স্বহস্তে লইয়াছি।

রাণী। তুমি ক্ষুদ্র বালিকা মাত্র,—কা'র কি করিতে পার?

মন্দা। কি করিতে পারি না, মা? স্ত্রীলোকে কি করিতে পারে না মা? যদি চন্দ্র সূর্য্য নিবিয়া না যায়, তাহা হইলে দেখিবেন, একদিন এই ক্ষুদ্র বালিকা, আলিম সা ও কিশোরী মোহনের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে।

রাণী। আলিম সা ও কিশোরীমোহন মরিলেই কার্য্য শেষ হইল না। দেশে কতশত কিশোরীমোহন, কত সহস্র আলিম সা নিয়ত অত্যাচার করিতেছে তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না। কে তাহাদের দূরীভূত করিবে?

মন্দা। তাহারা দূরীভূত হউক বা না হউক তাহাতে আমার ক্ষতি বৃদ্ধি কি? আলিম সা ও কিশোরীমোহনের ভার আমি লইয়াছি;—দেশের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নাই।

রাণী। সম্বন্ধ নাই! তুমি কি হিন্দু নও?

মন্দা। বুঝি আমি হিন্দু নই।

রাণী। মিথ্যা কথা। তোমার অধঃপতনে আমার বিশ্বাস হয় না।

মন্দা। কেন হয় না মা?

রাণী। যা'র হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা আছে সে কখন হিন্দুত্ব, মনুষ্যত্ব বর্জ্জিত হইতে পারে না।

মন্দা। শুনিয়াছি মা, হিন্দুরা দেশের পূজা করে, আমি কিন্তু করি না।

রাণী। তুমি তবে কা'র পূজা কর ?

মন্দা। প্রতিহিংসার।

রাণী। এ বহ্নি নিবাইয়া ফেল—দেশের সেবায় ব্রতী হও।

মন্দা। জীবন না নিবিলে এ আগুন কিছুতেই নিবিবে না।

করুণাময়ী দেখিলেন, বালিকার হৃদয় হইতে প্রতি-হিংসা বৃত্তি উৎপাটিত করা সহজ নয়। তখন তিনি সে কথা ছাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কে আছে ?"

মন্দা। আমার কোন কালে কেহ নাই। একজন ছিল, সে আমাকে বিবাহও করিত; কিন্তু আলিম সা আমাকে স্পর্শ করিয়া আমার বাগ্‌দত্ত স্বামীর সহিত চির-বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছে।

রাণী। গৃহে একা থাক ?

মন্দা। আমি গৃহে থাকি না—গৃহত্যাগ করিয়াছি।

রাণী। গৃহত্যাগ করিয়াছ? তবে কোথায় থাক?

মন্দা। কিশোরীমোহনের আশ্রয়ে—তাহার উদ্যান বাটীতে।

রাণী। বুঝিয়াছি, তুমি পাপে ডুবিয়াছ।

মন্দা। পাপে ডুবি নাই, মা। যে ধর্ম্মের জন্য এতটা করিয়াছি সে ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিই নাই।

রাণী। চরিত্রহীন কিশোরীমোহনের গৃহে তোমার ন্যায় রূপবতী কিশোরীর ধর্ম্মরক্ষা অসম্ভব।

মন্দা। আমি সেখানে এ বেশে থাকি না—বালক বেশে থাকি।

রাণী। উদ্দেশ্য?

মন্দা। আলিম সা ও কিশোরীমোহনের সর্ব্বনাশ। তাহাদের এক্ষণে প্রাণে মারিব না; সে উদ্দেশ্য থাকিলে অনেক দিন পূর্ব্বে কার্য্য শেষ করিতে পারিতাম; এক্ষণে তাঁহাদের প্রত্যেক কার্য্যে বাধা দিয়া, তাহাদের হৃদয়ে নিরাশানল জ্বালাইয়া একটু একটু করিয়া পুড়াইয়া মারিব।

বালিকার নয়ন আবার জ্বলিয়া উঠিল। রাণী দেখিলেন, এ পিশাচী। তাঁহার মনে ঘৃণার উদয় হইল। বালিকা তাহা লক্ষ্য করিল; বলিল, "পূর্ব্বেইত বলিয়াছি

মা, আমার পরিচয় শুনিলে আপনি আমাকে ঘৃণা করিবেন।”

রাণী। শুধু ঘৃণার পাত্রী নও—তুমি দয়ার পাত্রী।

মন্দাকিনী উঠিয়া দাঁড়াইল। উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, “আমি কাহারও নিকট দয়াপ্রার্থী নই, রাণী করুণাময়ি! আমি যেমন আছি, চিরদিন তেমনি থাকিব। পৃথিবী শত ধিক্কার দিক্—নরক অনন্ত যন্ত্রণার ভয় দেখাক্, আমি আমার সঙ্কল্প কিছুতেই ছাড়িব না।

রাণী। এই তেজ, এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যদি দেশ হিত-ব্রতে নিয়োজিত করিতে তাহা হইলে কি সুখের হইত!

মন্দা। তোমার সুখ চাই না, তোমার দেশ চাইনা,—অতল জলে সব ডুবিয়া যাক্। তুমি কি বুঝিবে, রাণী, আমার হৃদয়ে কি আগুন জ্বলিতেছে?—যা’র সকল আশা সকল স্নেহের বন্ধন নিমেষের মধ্যে পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়াছে, তা’র মনোব্যথা, সকল সম্পদের অধিকারিণী রাণী করুণাময়ী কি বুঝিবেন? আজ তুমি যদি শুনিতে রাণী, তোমার পুত্র কুমার যদুনারায়ণ কারারুদ্ধ হইয়াছেন—তোমার স্বামী রাজা গণেশ নারায়ণ গুপ্ত ঘাতকের হস্তে নিহত হইয়াছেন—তোমার কন্যা গৌরী ধৃত হইয়া পাপিষ্ঠদের বিলাসমন্দিরে নীত হইয়াছেন—তোমাকে

পিঞ্জরাবদ্ধ করিতে দস্যুদল ছুটিয়া আসিতেছে, তাহা হইলে তোমার হৃদয়ে কি আগুন জ্বলিত না?

রাণী। জ্বলিত বটে, কিন্তু সে আগুনে শত্রুকে পুড়াইতাম—নিজে পুড়িতাম না।

এমন সময় একজন প্রহরী আসিয়া দ্বারদেশে দাঁড়াইল। রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সংবাদ?"

"কুমার অবরুদ্ধ হইয়াছেন।"

রাণী বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন; এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে কুমারকে বন্দী করিল?"

প্রহরী। সুলতান স্বয়ং।

রাণী। কোন্ অপরাধে?

প্রহরী। তা' জানি না।

প্রহরী বিদায় হইল। রাণী ঘুরিয়া মন্দাকিনীর সম্মুখীন হইলেন; এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি এই সংবাদ আমাকে দিতে আসিয়াছ?"

মন্দা। শুধু এই সংবাদ নয়, আরও কিছু বলিতে আসিয়াছি।

রাণী। আর কি বলিবে, বল।

মন্দা। দেবীকোটে রাজা গণেশকে নিহত করিবার ষড়যন্ত্র হইয়াছে।

রাণী। আর কিছু বলিবার আছে?

মন্দা। আপনাকে পিঞ্জরাবদ্ধ করা হইবে—গৌরীকে বিলাস মন্দিরে—

রাণী। আর শুনিতে চাই না—ক্ষান্ত হও।

রাণীর উত্তেজিত ভাব দেখিয়া মন্দাকিনী নিবৃত্ত হইল। ক্ষণপরে বিদায় চাহিয়া কহিল, "রাণী মা, কতকগুলি সংবাদ আপনাকে দিতে আসিয়াছিলাম; কিন্তু সকল কথা বলা হ'ল না।"

রাণী। আর কি বলিতে চাও?

মন্দা। দেওয়ান নরসিংহ কিশোরীর উদ্যান বাটীতে কূপমধ্যে আবদ্ধ আছেন। আলিম সার চক্রান্তে কুমার যদুনারায়ণ সাধারণ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন। রজনী প্রভাতে—মধ্যাহ্নে রাজ-সৈন্য আসিয়া আপনার প্রাসাদ অবরোধ করিবে। অপরাহ্নে সৈন্যসামন্ত লইয়া কিশোরী মোহন, রাজাকে হত্যা করিতে দেবীকোট অভিমুখে যাত্রা করিবে।

রাণী। উত্তম।

পরে একটু চিন্তান্তে বলিলেন, "বুঝিলাম তুমি আমাদের ও বাঙ্গালার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী।"

মন্দা। ভুল বুঝিয়াছেন,—আমি কাহারও মঙ্গলা-

কাঙ্ক্ষিণী নই,—আপনাদের উপকার করিয়া আমি নিজে-রই মঙ্গল সাধন করিতেছি। আপনারা নিরাপদে বাঁচিয়া থাকিলে আলিম সা ও কিশোরী মোহনের প্রবল শত্রু জগতে রহিল এই টুকুই আমার লাভ। তা' ছাড়া——

রাণী। তা'ছাড়া আর কি ?

মন্দা। তা'ছাড়া রাজা গণেশ আমার পিতা ; তাঁহার বিপদ দেখিলে আমি স্থির থাকিতে পারি না।

বলিয়া বালিকা বিদায় হইল তখন সূর্য্যোদয়ের বড় একটা বিলম্ব নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কিশোরী মোহন দুইশত অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া অপরাহ্নে যাত্রা করিলেন। সে দিন দেবীকোটে পৌঁছিতে পারিলেন না—পথমধ্যে শিবির সংস্থাপন করিয়া নিশি-যাপন করিলেন।

কিশোরী মোহন পরদিন প্রভাতে শিবির উঠাইয়া যখন যাত্রা করিবেন, তখন সবিস্ময়ে দেখিলেন যে,

কতকগুলি অশ্ব অকর্ম্মণ্য হইয়াছে। এ অকর্ম্মণ্যতা স্বাভাবিকরূপে সংঘটিত হয় নাই। কে রাত্রির অন্ধকারে লুকাইয়া ঘোড়ার পায়ের শির কাটিয়া দিয়াছে। ঘোড়াগুলা একরূপে একস্থানে আহত হইয়াছে। কিশোরীমোহন প্রমাদ গণিলেন।

মন্নুয়া সঙ্গে ছিল। সে কাঁপিতে কাঁপিতে জিজ্ঞাসা করিল, "গণেশ নারায়ণ নিকটে লুকাইয়া নাই ত?"

গণেশ নারায়ণের নামে কিশোরী মোহনের আতঙ্ক জন্মিল। চারিদিকে চর পাঠাইয়া অনুসন্ধান লইলেন, কিন্তু গণেশ নারায়ণের কোনও সংবাদ পাওয়া গেল না।

মন্নুয়া মনে মনে হাসিল; আপন মনে বলিল, "যা ধরিব তা করিয়া ছাড়িব। আজ ঘোড়া মারিলাম—প্রয়োজন হয়, কাল মানুষ মারিব। যেমন করিয়া পারি কিশোরী মোহনকে দুই দিন পথে আটক রাখিব। এই দুই দিনের মধ্যে রাণী করুণাময়ী কি রাজা গণেশকে কোন সাহায্য করিয়া উঠিতে পারিবেন না? দেখি কি হয়।"

ঘোড়ার অভাবে কিশোরীমোহন আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। রাজধানীতে আবার লোক পাঠাইতে হইল। আলিম সা যখন শুনিলেন যে, কিশোরীমোহন

পথিমধ্যে আটক রহিয়াছেন, তখন তিনি বড়ই বিরক্ত হইলেন। কিন্তু উপায় নাই—আবার ঘোড়া পাঠাইতে হইল। ঘোড়া পৌঁছিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। কিশোরী মোহন সে দিন আর নড়িতে পারিলেন না—পরদিন প্রভাতে যাত্রা করিলেন। এইরূপে পথমধ্যে কিশোরী মোহনের দুইদিন কাটিয়া গেল। তৃতীয় দিবস মধ্যাহ্নে তিনি দেবীকোটে পৌঁছিলেন।

দেবীকোট অতি প্রাচীন স্থান। পূর্ব্বে ইহার নাম কোটীবর্ষ ছিল; এক্ষণে দেবকোট হইয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বা পৌণ্ড্র পট্টন রাজ্য স্থাপিত হইবার পূর্ব্বেও দেবীকোট প্রসিদ্ধ ছিল। এই পৌণ্ড বর্দ্ধন রাজ্যের উল্লেখ মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, মহাভারত কালের পূর্ব্বেও দেবীকোট বর্ত্তমান ছিল।

তারপর খিলিজি রাজাগণের সময়ে দেবীকোট মুসলমানের রাজধানীতে পরিণত হইল। গিয়াসুদ্দীনের রাজত্ব কালে রাজধানী, গৌড়ে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। দেবীকোট, খিলিজিগণের প্রথম ও প্রধান আড্ডা। এই খানেই বক্তিয়ার খিলিজি, কিল্লাদার আলী মর্দ্দন খিলিজি কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। এইখানেই বীরশ্রেষ্ঠ

মহম্মদ শেরানের সহিত কৃতঘ্ন আলীমর্দ্দনের শক্তি পরীক্ষা হয়। আত্রেয়ী তীরে শেরান নিহত হইলেন। রুমীর সাহায্যে নরকুলকলঙ্ক আলী মর্দ্দন দেবীকোটের সিংহাসনে বসিল। দিল্লীর সেনাদল আসিয়া দেবীকোট অবরোধ করিল। আলীমর্দ্দন নিহত হইল—বিশ্বাসঘাতক হাসা-উদ্দীন, গিয়াসুদ্দীন নাম গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিল। এইরূপে বারম্বার আক্রান্ত হওয়ায় দেবীকোট, ঐশ্বর্য্য ও সমৃদ্ধিভ্রষ্ট হইল। এক্ষণে দেবীকোটের সে সৌধমালা নাই, সে ঐশ্বর্য্য নাই। সকলই লোপ পাইয়া এখন শুধু ইতিহাসে স্থান পাইয়াছে।

নগরের একপ্রান্তে দুর্গ। অপর প্রান্তে দেশবিখ্যাত দেবীর মন্দির। মন্দিরের পিছনে ঘন বৃক্ষশ্রেণী—দক্ষিণে বিস্তীর্ণ জলাশয়—বামে সুরম্য পুষ্পোদ্যান—সম্মুখে উন্মুক্ত প্রান্তর। প্রান্তরের অপরধারে নগর।

নগরে হিন্দুর সংখ্যাই বেশী। মুসলমানও বড় কম ছিল না। নগরের স্থানে স্থানে মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়া তাহারা ঈশ্বরকে ডাকিত। হিন্দুরা নগরপ্রান্তে আসিয়া মহামায়ার চরণে ফুল চন্দন দিত। হিন্দু বা মুসলমান কেহ কাহারও হিংসা বা দ্বেষ করিত না। সকলেই বেশ মিলিয়া মিশিয়া প্রফুল্ল অন্তরে দিন অতিবাহিত করিতেছিল।

এমন সময় কিশোরীমোহন মন্দির ভাঙ্গিতে এবং গণেশ নারায়ণকে ধ্বংস করিতে সসৈন্যে দেবীকোটে উপস্থিত হইলেন।

দেবীকোটে গণেশনারায়ণের এক অট্টালিকা ছিল। তথায় তিনি এক্ষণে অবস্থান করিতেছিলেন। সকল সময়ে থাকিতেন না,—মাঝে মাঝে দুর্গরক্ষকের সহিত আলাপ করিতে দুর্গে যাইতেন। দেবীকোটে থাকিবার তাঁহার কোনই প্রয়োজন ছিল না। দুর্গ-সংস্কার অথবা রাজস্ব সংগ্রহ তিনি না থাকিলেও অনায়াসে চলিতে পারিত।

গণেশ নারায়ণ, পুত্র কন্যার জন্য বড়ই উদ্বিগ্ন থাকিতেন—পাছে আলিম সা অযথা অত্যাচার করে। রাণী করুণাময়ী প্রতিনিয়তই সংবাদ দিতেন। সংবাদ সুখের না হইলেও তত ভয়প্রদ নয়। যাহা হউক গণেশ নারায়ণ, ভগবানের চরণে সকল ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হৃদয়ে দুর্গেশ্বরের সহিত আমোদ প্রমোদে কালাতিপাত করিতেন।

দুর্গেশ্বর জোনাব খাঁ, মনুষ্যকুলের অলঙ্কার। বাহু-বলে এবং হৃদয় বলে তিনি পাঠানের গৌরব স্থল। হিন্দু মুসলমান প্রাণ ঢালিয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিত।

যাঁ'র হৃদয় আছে, তা'র পায়ে কে না প্রাণ ঢালে ? তা'তে হিন্দুরা আবার একটুতেই গলিয়া যায়।

তিনি হিন্দু-মুসলমানকে সমান চক্ষে দেখিতেন। খৃষ্ট বা কৃষ্ণে, মহম্মদ বা মহামায়ায় প্রভেদ করিতেন না। এই জন্য রাজা গণেশ, জোনাব খাঁকে সাতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। একদিন তিনি বলিয়াছিলেন, "খাঁ সাহেব, তুমি কেন দেশের রাজা হও না ?"

জোনাব খাঁ উত্তর করিয়াছিলেন, "সুলতানকে মারিয়া ? ছি ছি !"

গণেশ। সুলতানকে মারিয়া নয়—আলিম সাকে মারিয়া। বাঙ্গালার মসনদ অচিরে শূন্য হইবে; অল্প আয়াসে তোমাকে সিংহাসনে বসাইতে পারি।

জোনাব। স্বয়ং পয়গম্বর আদেশ করিলেও আমি রাজবিদ্রোহিতা করিয়া পৃথিবীর সিংহাসনে বসিব না।

গণেশ। বাঙ্গালার সিংহাসনে বসিবার কেহ যদি উপযুক্ত থাকে তাহা হইলে সে তুমি। চারিদিকে নেত্রপাত করিয়া তোমার মত কাহাকেও দেখিতে পাই না।

জোনাব। হিন্দুর কাছে আমি ? আমার মত কত শত জোনাব খাঁ হিন্দুর ঘরে ঘরে গড়াগড়ি যাইতেছে।

গণেশ। আমি কখন কাহারও নিকট মস্তক নমিত

করি নাই—আজ তোমার কাছে করিলাম।—তুমি মনুষ্যকুলের শ্রেষ্ঠ।

এ সম্বন্ধে আর কোন কথাবার্ত্তা হয় নাই। কিন্তু তদবধি উভয়ে উভয়কে সহোদর জ্ঞানে স্নেহ করিতেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কিশোরীমোহন বিশ্রামান্তে জোনাব খাঁর সহিত নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিলেন। পরস্পরের অভিবাদন বিনিময় শেষ হইলে কিশোরীমোহন বলিলেন, "গৌড়াধিপতি সুলতান সৈয়ফ উদ্দীন আসলতান আপনার নিকট আমাকে পাঠাইয়াছেন।"

জোনাব খাঁ উত্তর করিলেন, "আমি সুলতানের চিরানুগত ভৃত্য।"

কিশো। সুলতান তাহা সবিশেষ অবগত আছেন। তাই আজ পাঠান রাজ্য নিষ্কণ্টক করিবার ভার আপনার উপর অর্পণ করিয়াছেন।

জোনা। তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিতে এ দাস সকল সময়ে প্রস্তুত।

কিশো। উত্তম ; আপনি গণেশ নারায়ণকে চিনেন ?

জোনা। রাজা গণেশের কথা বলিতেছেন ?

কিশো। হাঁ।

জোনা। বেশ চিনি। তাঁহাকে কে না চিনে ?

কিশো। সম্ভবত তিনি এই নগরেই আছেন ?

জোনা। হাঁ।

কিশো। সুলতান বিবেচনা করেন, এই গণেশ নারায়ণ তাঁহার রাজ্যের প্রধান কণ্টক।

জোনা। আমার বিবেচনায় রাজা গণেশের মত ব্যক্তি, রাজ্যের স্তম্ভ স্বরূপ।

কিশো। আপনার বিবেচনার কথা হইতেছে না।

জোনা। না হইলেও, বিবেচনা করিবার আমার অধিকার আছে।

কিশো। ভৃত্যের বুঝি তাহাও নাই।

জোনা। কি বলিতেছিলেন বলিয়া যান—আপনার সহিত তর্ক করিবার ইচ্ছা নাই।

কিশো। গণেশ নারায়ণকে নিহত করিয়া কণ্টকোদ্ধার করিতে হইবে।

জোনাব খাঁ আসন ত্যাগ করিয়া বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া দাড়াইলেন ; এবং উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "কাহাকে নিহত করিবার কথা বলিতেছ, সর্দ্দার কিশোরী মোহন ?"

কিশো। গণেশ নারায়ণ বাঁচিয়া থাকিতে পাঠান রাজ্যের কল্যাণ নাই। অতএব গোপনে গুপ্ত ঘাতকের দ্বারা তাহাকে হত্যা করিতে হইবে।

জোনাব খাঁ গর্জ্জিয়া উঠিলেন। তাঁহার বলিষ্ঠ দীর্ঘায়ত দেহ কাঁপিয়া উঠিল—সিংহের কেশর তুল্য আবক্ষ-বিলম্বিত শ্মশ্রু ক্রোধে ফুলিয়া উঠিল। তিনি গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে বলিলেন, "কি বলিব তুমি সুলতানের প্রতিনিধি, নতুবা জোনাব খাঁর নিকট এরূপ প্রস্তাব করিয়া জীবিত ফিরিতে না।"

কিশো। অকারণ ক্রোধ প্রকাশে কোন ফল নাই,—সুলতানের আদেশ প্রতিপালন কর।

জোনা। জোনাব খাঁ বাঁচিয়া থাকিতে রাজা গণেশের অঙ্গে এখানে কেহ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না।

কিশো। সুলতানের আদেশ অমান্য করিবে ?

জোনা। তাঁহার কোন আদেশ আমি পাই নাই।

কিশো। পরওয়ানা গ্রহণ কর।

জোনা। গ্রহণ করিতে চাই না—পরওয়ানা জাল।

কিশো। আমি জাল করিয়াছি বলিতে চাও?

জোনা। তোমার ইচ্ছামত অর্থ করিয়া লইতে পার।

কিশো। জোনাব খাঁ!

জোনা। কিশোরী মোহন!

কিশো। তুমি সত্বর পদচ্যুত হইবে।

জোনা। সুলতান বাঁচিয়া থাকিতে নয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, সুলতান কখন রাজা গণেশকে হত্যা করিতে জোনাব খাঁকে আদেশ করিবেন না।

কিশো। তোমার বিশ্বাস ভুল,—পরওয়ানা দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারিবে।

কিশোরী মোহন পরওয়ানা বাহির করিয়া জোনাব খাঁর হাতে দিলেন। জোনাব খাঁ তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া বলিলেন, "পূর্ব্বেই বলিয়াছি পরওয়ানা জাল।"

কিশো। উত্তম—সুলতানকে গিয়া বলিব, কিরূপে তুমি তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিয়াছ।

জোনা। স্বচ্ছন্দে বলিও।

কিশোরী মোহন অধোমুখে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "সুলতানের দ্বিতীয় আদেশ আছে।"

জোনা। কি আদেশ?

কিশো। আমাকে সাহায্য করিতে।

জোনা। কোন্ কার্য্যে?

কিশো। মহামায়ার মন্দির ভাঙ্গিতে।

জোনাব খাঁ কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া বলিলেন, "তোবা, তোবা! এ কথা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি না।"

কিশোরীমোহন বলিলেন, "আপনি সাহায্য করিবেন কি না তাহাই বলুন।"

জোনাব খাঁ সে কথার কোন উত্তর না দিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন, "ইব্রাহিম, ইব্রাহিম!"

ইব্রাহিম, জোনাব খাঁর সহকারী। বীরত্ব ও সাহসে, বুদ্ধি ও শক্তিতে সে কাহারও অপেক্ষা ন্যূন নহে। আলিমসার চিত্তরঞ্জন করিয়া ইব্রাহিম বর্ত্তমান উচ্চপদে উন্নীত হইয়াছে। কোন ধর্ম্মে তাহার অনুরাগ বা আস্থা নাই; তথাপি সে হিন্দুর নামে জ্বলিয়া উঠিত। কেন জ্বলিত, তা' সে জানে না; অথচ সে হিন্দুর নিকট শত উপকারে আবদ্ধ।

যুবক ইব্রাহিম, প্রৌঢ় জোনাব খাঁর সম্মুখে বিনীতভাবে আসিয়া দাঁড়াইল। জোনাব খাঁ বলিলেন, "ইব্রাহিম, আমার তরবারি গ্রহণ কর—আমি তোমার বন্দী।"

ইব্রাহিম বিস্মিত হইল। সে বলিল, "আপনি বন্দী! তা'ও কি কখন হ'তে পারে?"

জোনাব খাঁ ইব্রাহিমের হাতে তরবারি দিয়া বলিলেন, "সত্যই ইব্রাহিম, আমি তোমার বন্দী। আমি সুলতানের আদেশ অমান্য করিয়াছি।"

ইব্রা। আপনি সুলতানের আদেশ অমান্য করিবেন, তাহা ত বিশ্বাস হয় না।

জোনা। (কিশোরীমোহনকে দেখাইয়া) এই লোক-টাকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবে।

ইব্রাহিম, কিশোরীমোহনের দিকে ফিরিল। কিশোরী তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমি বুঝিতে পারিতেছি না এক্ষণে দুর্গাধিপতি কে; আর আমিই বা কাহার সহিত কথা কহিব।"

জোনাব খাঁ বলিলেন, "ইব্রাহিম খাঁ এক্ষণে দুর্গাধিপতি—তাঁহার সহিত তুমি কথা কহিবে। তোমার মত শূকরের সহিত আমার আর কোন সম্বন্ধ নাই। কি বলিব তুমি সুলতানের প্রতিনিধি হইয়া আসিয়াছ, নতুবা যে হিন্দু হ'য়ে হিন্দুর মন্দির ভাঙ্গিতে আসে, তা'র মস্তক আজ পদাঘাতে চূর্ণ করিতাম।"

বলিয়া তিনি সবেগে কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

"প্রহরি !"

"কে তুই ?"

"একবার কপাট খোল না !"

"তোর হুকুমেই খুল্‌ব কিনা !"

"তুমি যা' চাও তোমাকে তাই দেব।"

"তুই ভারিত মানুষ, তাই আমাকে সব দিবি।"

গভীর নিশীথে রাজধানীর সাধারণ কারাগার-দ্বারে দাড়াইয়া একটি মলিনবসনা বালিকা, প্রহরীকে কপাট খুলিয়া দিতে অনুরোধ করিতেছে। প্রহরী কিছুতেই দ্বার খুলিতেছে না। বালিকা বলিল, "তুমি চেয়ে দেখ।"

প্রহরী। আমি যা' চাইব তাই দিবি ?

বালিকা। দেব।

প্র। দেখ্, দশ খান্ মোহর পেলেই আমার বিবাহ হয়; তুই আমাকে তা' দিতে পারিস ?

বালিকা। পারি।

প্রহরী। দে দেখি।

বালিকা অগ্রসর হইয়া দশ খান মোহর প্রহরীর হাতে গণিয়া দিল। প্রহরী বিস্ময়াভিভূত হইয়া বালিকার মুখ পানে চাহিল; কিন্তু মুখ দেখিতে পাইল না,—অবগুণ্ঠনে আচ্ছন্ন ছিল।

প্রহরী জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এত মোহর কোথা পেলে?"

বালিকা উত্তর করিল, "আমার মা দিয়াছেন।"

প্রহরী তখন আর কোন আপত্তি না করিয়া কপাট খুলিয়া দিল। এবং জিজ্ঞাসা করিল, "কখন ফিরবে?"

"বেশী দেরী হবে না—তখন তোমাকে আরও কিছু দিব।" বলিয়া বালিকা দ্বারপথে আসিয়া দাঁড়াইল। ভিতরে ঘনীভূত অন্ধকার—পথও অজ্ঞাত। বালিকা অন্ধকারের ভিতর কাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইবে? একটু চিন্তিত হইয়া বালিকা বলিল, "আমি যে পথ চিনি না।"

প্র। তুমি কা'র কাছে যেতে চাও?

বা। একজন—একজন বন্দীর কাছে।

প্র। বন্দীর নাম কি?

বা। কুমার যদুনারায়ণ।

প্র। সেখানে যাওয়া বড় কঠিন।

বা। তুমি আমাকে নিয়ে চল না।

প্র। আমি দ্বার ছেড়ে কেমন করে যাব ?

বা। তবে তুমি কোন ব্যবস্থা কর।

প্র। আর দশখান মোহর দিতে পারবে ?

বা। পার্‌ব।

প্রহরী তখন দ্বার তালাবদ্ধ করিয়া বালিকাকে সঙ্গে লইয়া চলিল। অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া অবশেষে এক কক্ষ দ্বারের নিকট উভয়ে আসিয়া দাঁড়াইল। সেখানে একজন সশস্ত্র প্রহরী দণ্ডায়মান ছিল। তাহার কাণে কাণে প্রথম প্রহরী কি বলিল, এবং এক খান মোহরও দীপালোকে দেখাইল। দ্বিতীয় প্রহরী তখন বিনা বাক্যব্যয়ে কক্ষদ্বার খুলিয়া দিল ;—বালিকা ভিতরে প্রবেশ করিল। পিছনে কপাট পড়িয়া গেল।

কক্ষটি ক্ষুদ্র। একধারে মৃণ্ময় পাত্রে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছিল। বালিকা দেখিল, প্রস্তরনির্ম্মিত হর্ম্ম্যতলে দ্বারের দিকে পিছন করিয়া কে একজন শয়ান রহিয়াছে। সে নিদ্রিত বলিয়া বালিকা অনুমান করিল। দীপ হস্তে ঘুরিয়া সম্মুখে আসিল। তখন বালিকা তাহাকে চিনিল ; সে যদু নারায়ণ।

পাদতলে দাঁড়াইয়া বালিকা মৃদুকণ্ঠে ডাকিল "কুমার !"

সে ডাক কর্ণে প্রবেশ করিল কি না জানি না, কিন্তু

কুমার ঘুমঘোরে একটু হাসিল। সে হাসি অতি সুন্দর; সাদা মেঘের ছিদ্র মধ্য হইতে চাঁদ যেমন হাসে—পাতার অন্তরাল হইতে মল্লিকা যেমন হাসে, কুমার তেমনই হাসিল। বালিকা ভাবিল, "এত সৌন্দর্য্য কেমন করিয়া এত টুকুর ভিতর লুকাইয়া থাকে!"

বালিকা অবগুণ্ঠন দূর করিয়া অনিমেষনয়নে যদুনারায়ণকে দেখিতে লাগিল। ভাবিল, "এমন করিয়া কখনত দেখিতে পাই না; আজ প্রাণ ভরিয়া দেখি। কিন্তু যদুর নয়ন না দেখিলে কিছুইত দেখা হ'ল না! ঘুম ভাঙ্গাই—বিকশিত নীলপদ্ম বারেক দেখি।"

বালিকা ডাকিল, "কুমার!"

যদু ধীরে ধীরে চাহিয়া দেখিল। দেখিল সম্মুখে ঊষা সমুদিত। ঊষার মুখ আছে, সে মুখ মরিয়নের মুখের মত। যদু ডাকিল, "মরিয়ন!"

"কি কুমার?"

"সত্যই তুমি মরিয়ন?"

"আমি যদু নারায়ণের দাসানুদাসী মরিয়ন।"

"তুমি যদি মরিয়ন, তবে আমি এ কোথায় রয়েছি?"

"কারাগারে।"

যদু নারায়ণ ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল; হস্ত প্রসারণ

করিয়া মরিয়নের চরণ স্পর্শ করিল। দেখিল, এ স্বপ্ন নয়। তখন বলিল, "মরিয়ন, তুমি কেন এ জঘন্য স্থানে আসিলে ?"

মরি। যে স্থানে আমার হৃদয়েশ্বর আছেন, সে স্থান জঘন্য নয়—স্বর্গ তুল্য পবিত্র।

যদু। তুমি কি আমাকে কারামুক্ত করিতে আসিয়াছ ?

মরি। না, সে ক্ষমতা আমার নাই।

যদু। কথাটা শুনিয়া সুখী হইলাম, মরিয়ন।

মরি। কেন ?

যদু। তোমাকে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট দেখিলে আমি বড় ব্যথা পাই। আমি তোমার পিতার আদেশে বন্দী হইয়াছি। তুমি যদি এখন তাঁহাকে না জানাইয়া, তাঁহার অনুমতি না লইয়া গোপনে আমাকে মুক্ত কর, তাহা হইলে তুমি পিতৃদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতিনী। যে স্নেহময় পিতার নিকট বিশ্বাসহন্তা হইতে পারে সে স্বামীর কাছে বিশ্বাসহন্তা হইবে না, কে বলিতে পারে ?

মরি। আমার স্বামী ? আমার স্বামী কে কুমার ?

যদু। আমি তোমার স্বামী—তুমি আমার স্ত্রী।

মরি। তোমার স্ত্রী হওয়া বুঝি আমার কপালে নাই।

যদু। কেন নাই মরিয়ন ! যদি বাঁচিয়া থাকি তবে

নিশ্চয় তোমাকে বিবাহ করিব। বল তুমি অ তাহার জও যে হ'বে ?

মরিয়ন একটু হাসিল মাত্র—কোন উত্তর ক:

কুমার একটু ব্যগ্রভাবে, একটু উত্তেজিত কণ্ঠে লেন, "বল, বল মরিয়ন, তুমি আমার হবে ?"

কুমারের মুখপানে চাহিয়া স্মিতবদনে মরিয়ন বলিল, "তোমার স্ত্রী হ'তে কি আমার অসাধ, কুমার ?"

যদু। তবে আর কি ! কারাগার হইতে মুক্ত হইলে তোমার হাত ধরিয়া পিতামাতার চরণে উপস্থিত করিব। বল—আর একবার বল, মরিয়ন তুমি আমাকে পতিত্বে বরণ করিবে ?

মরি। বলিয়াছি ত তোমার স্ত্রী হ'তে কি আমার অসাধ ? কিন্তু—কিন্তু বিবাহ যে হবার নয় কুমার !

যদু। কেন হবার নয়, মরিয়ন ?

মরি। সে কথা আর এক দিন বলিব।

যদু। তবে প্রতিজ্ঞা কর, আমাকে ছাড়া তুমি আর কাহাকেও বিবাহ কবিবে না ?

মরি। আমাকে অবিশ্বাস করিতেছ ?

যদু। না মরিয়ন, তা' মনে করিও না ; তোমার প্রতিজ্ঞা শুনিলে আমার মন অনেকটা আশ্বস্ত হয়।

করিয়া ম। যদি তাই তোমার উদ্দেশ্য হয়, তবে আমি তখন বা ক সাক্ষী করিয়া শপথ করিতেছি, তোমাকে ছাড়া আসিলে হাকেও বিবাহ করিব না।

ই। আমিও আমার পিতা মাতাকে স্মরণ করিয়া শপথ করিতেছি, তোমাকে ছাড়া আর কাহাকেও বিবাহ করিব না।

তার ক্ষণকাল পরে মরিয়ন কারা-গৃহ ত্যাগ করিল। বাহিরে বাঁদী লতিফন অপেক্ষা করিতেছিল। তাহার সহিত সুলতান-কন্যা প্রাসাদে প্রত্যাগমন করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মন্দাকিনী চলিয়া গেল। রাণী করুণাময়ী চিন্তাক্ষুব্ধ হৃদয়ে গবাক্ষ সন্নিধানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রজনী তখনও প্রভাত হয় নাই—পূর্ব্বাকাশ তখনও রক্তিমাভ হয় নাই। তবে অন্ধকারের আর তত গাঢ়তা নাই—তারকার আর সে রূপ নাই।

চিন্তান্তে রাণী ডাকিলেন, "গোবিন্দ!"

গোবিন্দ একজন বৃদ্ধ সৈনিক। সে আজ চল্লিশ

বৎসর এই সংসারে সৈনিকের কার্য্য করিতেছে। তাহার বয়স এক্ষণে ষাট বৎসর হইলেও তাহার বাহুতে আজও যে শক্তি আছে, তাহা অনেক যুবকের নাই।

গোবিন্দ আসিয়া নিকটে দাঁড়াইল। রাণী বলিলেন, "গোবিন্দ, আমরা সাতগড়া যাব।"

গোবিন্দ জিজ্ঞাসা করিল, "কবে?"

রাণী। আজ—এখনি।

গো। সঙ্গে কে কে যাবে?

রাণী। পঁচিশজন অস্ত্রধারী যোদ্ধা।

গো। নৌকায় যাবেন?

রাণী। না, ছিপে। আজই আমায় সাতগড়ায় পৌঁছিতে হইবে।

গো। মা!

রাণী। কি গোবিন্দ?

গো। কুমার নাকি বন্দী হয়েছেন?

রাণী। হাঁ।

গো। তবে শত্রুর হাতে তাঁকে সমর্পণ করে কেন আমরা দূরে চলে যাই?

রাণী। উপায় নাই গোবিন্দ; আমাদের যাইতেই হইবে।

গো। কেন, কি হ'য়েছে মা ?

রাণী। দেবীকোটে রাজা বিপদ্‌গ্রস্ত।

গো। রাজার বিপদ্‌! চল মা—এখনি চল।

রাণী। কিন্তু আমরা এখন দেবীকোটে যাব না—সাতগড়ায় যাব।

গো। কোথায় গিয়ে কি করিতে হইবে তুমি ভাল জান মা। আর সময় নষ্ট করিব না—ছিপ প্রস্তুত করিতে চলিলাম।

রাণী। আর এক কথা;—তোমার এখন যাওয়া ঘটিবে না—আপাততঃ তোমাকে এখানে থাকিতে হইবে।

গো। কেন, মা! কি কাজের জন্য থাকিব ?

রাণী। দেওয়ানকে উদ্ধার করিবার জন্য! সে বিষয় আমি পরে উপদেশ দিতেছি।

গোবিন্দ প্রস্থান করিল; এবং মহানন্দায় ছিপ প্রস্তুত রাখিতে অশ্বারোহণে ছুটিয়া গেল।

তখনকার দিনে ছিপ বড় দ্রুত চলিত। কেন না, তখন ছিপের উন্নতির দিকে রাজাদের ও জনসাধারণের লক্ষ্য ছিল। এখন ছিপ কাহাকে বলে তাই লোকে জানে না। ছিপের অস্তিত্বও লোপ পাইয়াছে। তখন মাঝিরাও ক্ষিপ্র ও কৌশলী ছিল। কথিত আছে,বাঙ্গালার নৃপতিশ্রেষ্ঠ

বল্লাল সেন যখন গঙ্গাতীরে কানসাটে মৃত্যুশয্যায় শায়িত, তখন তাঁহার পৌত্র মধু সেনকে জনৈক ধীবর রাঢ় ভূমি হইতে কানসাটে এক রাত্রির মধ্যে লইয়া আসিয়াছিল। এখনকার ষ্টিমারও তত দ্রুত চলিতে পারে না। আজকাল যেমন নদনদী শুকাইয়া আসিতেছে, তেমনই মাঝি মাল্লাদেরও অবনতি হইতেছে। তখনকার বড়লোকেরা ছিপ রাখিত, এখনকার ধনীরা বজরা রাখে। তখন মাঝিদের উপজীবিকা নৌকা ছিল, এখন উপজীবিকা মাছধরা হইয়াছে। ফলে এখন নৌকার অবনতি হইয়াছে; মৎস্যকুলও নির্ব্বংশ হইতে বসিয়াছে।

সে কথা এখন যাক্। সূর্য্যোদয়ের অনতিকাল পরে রাণী করুণাময়ী কন্যাকে লইয়া ছিপে উঠিলেন। আর এক খানা ছিপে পঁচিশজন সশস্ত্র যোদ্ধা উঠিল। গোবিন্দ রাণীকে উঠাইয়া দিয়া নগরে ফিরিল।

মহানন্দা বাহিয়া চলনবিলে যাইতে হইলে অনেকটা ঘুরিয়া যাইতে হয়। চলন বিল একটা বিস্তীর্ণ হ্রদ বিশেষ। কত নদ নদী এই চলন বিলে পড়িয়াছে; আবার কত স্রোতস্বতী এই চলন বিল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই বিস্তীর্ণ হ্রদ অতিক্রম করিয়া রাজধানী সাতগড়ায়

পৌঁছিতে রাত্রি হইয়া গেল। সে রাত্রিতে রাণী আর কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া রাণী করুণাময়ী প্রধান কর্ম্ম-চারীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "আমার পাঁচ হাজার সৈন্য প্রয়োজন—আজই চাই।"

কর্ম্মচারী বিনীত ভাবে নিবেদন করিল, "পাঁচ হাজার সৈন্য একদিনে প্রস্তুত হইয়া উঠিতে পারে না।"

রাণী। কত দিনে হইয়া উঠিতে পারে?

কর্ম্মচারী। দশ দিনে।

রাণী। আগামী কল্য সন্ধ্যার মধ্যে কত সৈন্য প্রস্তুত হইতে পারে?

কর্ম্ম। পাঁচ শত।

রাণী। ভাল, এই পাঁচশত সৈন্যকে প্রস্তুত হইতে আদেশ করা হউক। আর——

কর্ম্ম। আর কি আদেশ, মা?

রাণী। আর কিছু লাঠিয়াল চাই।

কর্ম্ম। কত?

রাণী। পাঁচ সাত হাজার।

কর্ম্ম। কেন মা?

রাণী। তীর্থ দর্শনে যাব।

কর্ম্মচারী আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না। আদেশ প্রতিপালন করিতে চলিয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

"সেনাপতি ইব্রাহিম খাঁ!"

"কে, সর্দ্দার সাহেব?"

"হাঁ, আমি কিশোরীমোহন।"

"ভিতরে আসুন।"

কিশোরীমোহন কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এটা ইব্রাহিম খাঁর সজ্জা-গৃহ। ভিত্তিগাত্রে নানাবিধ অস্ত্র ঝুলিতেছিল। টাঙ্গী, তরবারি, ছোরা—ঢাল, বর্শা, বর্ম্ম চারিদিকে সাজান রহিয়াছে। মধ্যে বৃহদায়তন দর্পণ। ইব্রাহিম দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া শ্মশ্রুরাশি দুই ভাগে বিভক্ত করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সংবাদ, সর্দ্দার সাহেব?"

কিশোরী। রাত্রি প্রভাত হইয়াছে।

ইব্রা। আমিও প্রস্তুত হইয়াছি।

কিশো। একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি,— মন্দির ভাঙ্গিবে কে?

ইব্রা। তা' আপনি জানেন। আমার কাজ লড়াই করা; তা'তে কোন ক্রটি হ'বে না।

কিশো। সৈন্যেরা ত মন্দির ভাঙ্গিবে না।

ইব্রা। নিশ্চই নয়; তা'রা কেন মজুরের কাজ করিবে?

কিশো। তা' হলেই ত মজুর চাই। হিন্দুরা ভাঙ্গিবে না; মুসলমান—

ইব্রা। হিন্দুরা ভাঙ্গিবে না কেন? আপনার মত লোকও ত আছে।

কিশোরী মোহনের মুখ লাল হইল; কিন্তু তিনি মনোভাব গোপন রাখিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আমার মত রাজভক্ত কয়টা লোক আছে, খাঁ সাহেব?"

খাঁ সাহেব তিন সেলাম দিয়া বলিলেন, "সে কথা ঠিক।"

কিশোরীমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার অধীনে কত সৈন্য আছে, সেনাপতি সাহেব?"

ইব্রা। সাত শত।

কিশো। আমার সঙ্গে দুই শত আসিয়াছে। এই নয় শত সৈন্য লইয়া আপনি কত হিন্দু বিমুখ করিতে পারেন?

ইব্রা। নয় হাজার।

কিশো। উত্তম। কিন্তু স্মরণ রাখিবেন, আমাদের প্রধান লক্ষ্য কি?

ইব্রা। গণেশ নারায়ণকে বন্দী করা? সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকিবেন।

কিশো। তবে আর কি? আমি এখন চলিলাম, আপনি পশ্চাতে আসুন।

ইব্রা। যাইতেছেন ত, কিন্তু মজুরের কি উপায় হবে?

কিশো। আমি এখনি নগরে ঢোল দিয়া মজুর চাহিয়া বেড়াইব। তাহাতে দুই কাজ সিদ্ধ হইবে;—মজুরও মিলিবে, আর গণেশ নারায়ণ প্রমুখ হিন্দুরাও সংবাদ পাইবে যে, আমরা মন্দির ভাঙ্গিতে যাইতেছি।

এমন সময়ে জোনাব খাঁ ধীর পাদবিক্ষেপে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মনুয়াও তাঁহার পিছনে পিছনে আসিল।

জোনাব খাঁর কোষে অসি নাই—তাঁহার সৈনিকের সে বেশ নাই—শিরে সেনাপতির তাজ নাই। নীল

পরিচ্ছদে আপাদমস্তক আচ্ছাদন করিয়া গম্ভীর জলদ-খণ্ডের ন্যায় তিনি কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ইব্রাহিম সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল—কিশোরীমোহন জোনাব খাঁর সংসর্গ পছন্দ না করিয়া অবিলম্বে কক্ষ ত্যাগ করিল। জোনাব খাঁ বলিলেন, "ইব্রাহিম সাহেব, তোমার নিকট আমার একটি প্রার্থনা আছে।"

ইব্রা। ও কথা বলিবেন না; আমি আপনার তাঁবেদার।

জো। না, ইব্রাহিম, তুমি আর তাঁবেদার নও।

ইব্রা। আপনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক পদত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া কি আমি আজ আপনার তাঁবেদার নই? কে বলিতে পারে কাল আপনি বাঙ্গালার সেনাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন না?

জো। তরবারি ধরিবার আর ইচ্ছা নাই; সুলতানের অনুমতি লইয়া মক্কা যাইব স্থির করিয়াছি।

মনুয়া বলিল, "আপনি চলিয়া গেলে আমাদের কি থাকিবে? গণেশ নারায়ণের আক্রমণ হইতে কে এই পাঠান রাজ্য রক্ষা করিবে?"

জোনাব খাঁ অন্যমনস্ক ছিলেন; তিনি ঠিক বুঝিলেন না কথাটা কে বলিল। তিনি ইব্রাহিম খাঁকে লক্ষ্য

করিয়া উত্তর করিলেন, "কেহ আর রক্ষা করিতে পারিবে না ইব্রাহিম;—হিন্দু ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া উঠিতেছে।"

ইব্রাহিম বলিলেন, "এত সৈন্য লইয়াও নির্জীব অশিক্ষিত বাঙ্গালীকে পদতলে চাপিয়া রাখিতে পারিব না? একজন পাঠান কি দশ জন হিন্দুর সমকক্ষ নয়?"

জো। কেমন করিয়া বলিব সমকক্ষ? তুমিই ত অত্যাচার করিয়া তোমার শক্তি অপচয় করিতেছ—তুমিই ত পীড়ন করিয়া হিন্দুর বাহুতে শক্তি প্রদান করিতেছ!

ইব্রা। কথাটা বুঝিলাম না।

জো। বুঝিতেও পারিবে না; তুমি এখন মোহান্ধ; যতদিন না তোমার মোহ ঘুচিবে—যতদিন না তুমি হিন্দুকে মিত্রভাবে গ্রহণ করিতে শিখিবে, ততদিন তুমি বুঝিবে না, প্রজার সন্তোষে রাজার শক্তি—প্রজার অসন্তোষে রাজার দুর্ব্বলতা।

ইব্রা। হিন্দু আমাদের মিত্র! যাহারা নিশিদিন আমাদের সর্ব্বনাশ কামনা করে তাহারা আমাদের মিত্র!

জো। কে তোমায় বলিল, হিন্দু আমাদের সর্ব্বনাশ কামনা করে?

ইব্রা। তাহাদের কার্য্য দেখিয়া বুঝিয়াছি।

জো। ভুল বুঝিয়াছ। বাঙ্গালী জানে, আজ আমরা যদি চলিয়া যাই তাহা হইলে কাল অন্য জাতি আসিয়া বাঙ্গালা নিষ্পেষিত করিবে,—ঐক্যহীন, স্বার্থপরায়ণ বাঙ্গালী দীর্ঘকাল কখন আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না।

ইব্রা। তবে কি বাঙ্গালী স্বাধীনতা-প্রয়াসী নয়?

জো। কোন্ জাতি নয়? কিন্তু বাঙ্গালী বুঝি তাও নয়। তাহারা স্ত্রীপুত্র ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিতে পারে, কিন্তু দেশের জন্য এক ফোঁটা চোখের জলও বিসর্জ্জন দিতে পারে না। যখন ধৈর্য্যচ্যুত হয় তখনই কেবল অস্ত্র ধরিয়া দাঁড়ায়। তাই বলিতেছি, আজ যদি বাঙ্গালী স্বাধীন হয়, কাল আবার পরাধীন হইবে। গণেশনারায়ণ সে কথা জানেন; জানেন বলিয়াই তিনি নিজে রাজা না হইয়া আমাকে সিংহাসন দিতে চাহিয়াছিলেন।

ইব্রা। সিংহাসন দিবার সে কে?

জো। সেই সব। গণেশনারায়ণের ক্ষমতা আছে, কিন্তু আত্মসংযম করিয়া চলিতেছে। নরকঙ্কালের উপর সিংহাসন বিছাইয়া সে রাজা সাজিতে চায় না—শুধু শান্তি চায়। তুমি তাহাকে ভালবাস, সে আজীবন তোমার গোলাম হইয়া থাকিবে—তাহাকে পীড়ন কর, সে অস্ত্র ধরিয়া দাঁড়াইবে—তোমাকে——

ইব্রা। আমি চিরদিনই জানি, গণেশনারায়ণ পাঠান রাজ্যের প্রবল শত্রু। গণেশ বাঙ্গালীকে জাগাইয়া তুলিতেছে—বাঙ্গালীকে অস্ত্রে সজ্জিত করিতেছে—পাঠানরাজ্য উচ্ছেদ করিয়া হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিতেছে। গণেশ ভিন্ন পাঠানের আর শত্রু নাই। সেই শত্রু—সেই কণ্টক আজ উদ্ধার করিব; আর বিলম্ব করিব না—চলিলাম।

জো। আমার একটা কথা আছে, ইব্রাহিম সাহেব।

ইব্রা। বিস্মৃত হইয়াছিলাম; কথাটা কি বলুন।

জো। সুলতানের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইব বাসনা করিয়াছি। আমি এক্ষণে বন্দী, তোমার বিনানুমতিতে স্থানান্তরে যাইতে পারি না। আমি তরবারি চাই না—শুধু তোমার অনুমতি চাই।

ইব্রা। আপনার যেখানে ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে যাইতে পারেন, কেহ আপনাকে বাধা দিবে না।

বলিয়া ইব্রাহিম কক্ষত্যাগ করিলেন। মনুয়াও সেই সঙ্গে বাহিরে আসিল। ইব্রাহিম তাহাকে দেখিয়া ঘুরিয়া দাড়াইল, এবং জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?"

মনুয়া উত্তর করিল, "আমি সর্দ্দার কিশোরীমোহনের অনুচর।"

ইব্রা। আমার কাছে কি চাও?

ম। দুই গাড়ী বর্শা।

ইব্রা। কেন?

ম। সর্দ্দার সাহেবের প্রয়োজন।

ইব্রা। তোমার সর্দ্দার সাহেব এতক্ষণ আমার কাছে ছিলেন, কই তিনি ত কিছু বলিলেন না?

ম। সম্ভবতঃ বিস্মৃত হইয়া থাকিবেন।

ইব্রা। কথাটা বিশ্বাস হইতেছে না।

ম। সর্দ্দার সাহেবের হাতের অঙ্গুরীয় দেখিলে বিশ্বাস হইবে?

ইব্রা। হাঁ।

ম। তবে এই অঙ্গুরীয় দেখুন।

বলিয়া মনুয়া একটা আংটি দেখাইল। আংটিতে কিশোরীমোহনের নাম উর্দ্দু অক্ষরে লেখা ছিল। ইব্রাহিম তাহা পাঠ করিয়া বলিল, "আর তোমাকে অবিশ্বাস নাই, কিন্তু আমার লোক সঙ্গে দিয়া বর্শা পাঠাইব।"

মনুয়া বলিল, "আমারও তাই ইচ্ছা। কেননা, স্থানান্তরে আমার অন্য কাজ আছে।"

মনুয়া দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রজনী প্রভাতে গণেশ নারায়ণ, প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যান মধ্যে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। নিকটে কেহ নাই—চারিদিকে শুধু ফুল। তাঁহার হাতে একখানি পত্র ছিল. তাহাই তিনি পাঠ করিতেছিলেন। পত্রখানি রাণীর লিখিত। গণেশ নারায়ণ পড়িলেন ;—

"আমি গৌরীকে লইয়া সাতপাড়ায় আসিয়াছি। কেন, জানিতে চাও ? বলিবার ইচ্ছা ছিল না ; কিন্তু না বলিলে তোমার তেজ যে জাগিয়া উঠে না। তবে শুন, রাজা—তোমার নয়নানন্দ কুমার যদুনারায়ণ কারাগারে আবদ্ধ—তোমার দেওয়ান কূপমধ্যে নিক্ষিপ্ত। আর শুনিতে চাও ? তোমার প্রাসাদ, রাজসৈন্য কর্তৃক লুণ্ঠিত—তোমার জীবন বিপদাপন্ন।

কিশোরী মোহন কেন দেবীকোটে আসিয়াছে জান ? মহামায়ার মন্দির ভাঙ্গিতে। শুধু মন্দির ভাঙ্গিতে নয়, তোমাকেও সংহার করিবে।

আমি সত্বর দেবীকোটে যাইতেছি। যতক্ষণ না পৌঁছিতে পারি, ততক্ষণ যেন মহামায়ার মন্দির বিধ্বস্ত না হয়।

করুণাময়ী।”

পত্রপাঠ করিতে করিতে গণেশ নারায়ণ জ্বলিয়া উঠিলেন। দশনে দশন স্থাপিত করিয়া ক্রোধরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, “মনে করিয়াছ কি আলিম সা, কখন এ অপমান ভুলিব? এত করিয়াও সন্তুষ্ট নও, আবার হিন্দুর সর্ব্বস্বধন মহামায়ার মন্দির বিধ্বস্ত করিতে চাও? দূর হউক ধৈর্য্য, ক্ষমা—এইবার অস্ত্র ধরিব—আত্মরক্ষার্থ, হিন্দুর ধর্ম্মরক্ষার্থ এইবার অস্ত্র ধরিব।”

এমন সময় একজন ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, জনৈক সন্ন্যাসী দ্বারে দণ্ডায়মান—মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ-অভিলাষী। গণেশ নারায়ণ তাঁহাকে উদ্যানে আনিতে আদেশ করিলেন।

অবিলম্বে একজন সন্ন্যাসী আসিয়া রাজার সম্মুখে দাঁড়াইল। সন্ন্যাসীর জটাজুট-বিমণ্ডিত মস্তক, দীর্ঘাকার দেহ, বিভূতি-বিলেপিত জ্যোতির্ম্ময় দেহ, আবক্ষবিলম্বিত শুভ্র শ্মশ্রুভার দেখিয়া রাজার মনে ভক্তির সঞ্চার হইল। তিনি সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “প্রভুর কি আদেশ?”

সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন, "মুসলমান মহামায়ার মন্দির ভাঙ্গিতে গিয়াছে, তুমি এখনও নিশ্চিন্ত হৃদয়ে বসিয়া আছ?"

গণে। আমি জানিতাম না, মুসলমান আজই মন্দির ভাঙ্গিবে। কিন্তু—কিন্তু দেবতা সহায় না হইলে আমি একা কি করিব?

স। কিছু করিতে না পার, মন্দির দ্বারে প্রাণও ত দিতে পারিবে? যাও, মন্দির রক্ষা করগে—জগৎকে দেখাও হিন্দু, ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিতে আজও ভুলে নাই।

গণে। আপনার আদেশ শিরোধার্য্য—আমি চলিলাম।

স। যাও—যে বেশে আছ সেই বেশে যাও—বর্ম্ম, অস্ত্রের কোন প্রয়োজন নাই—আমার আশীর্ব্বাদে তোমার কার্য্যসিদ্ধি হইবে।

গণে। আপনি কে প্রভু? আঃ, এতক্ষণে চিনিয়াছি। সেলাম ফকির সাহেব! অপরাধ লইবেন না—কি করিয়া জানিব, ভারতবিখ্যাত ধার্ম্মিকচুড়ামণি নুর কুতুবউল আলম আমার গৃহে পদার্পণ করিবেন?

ফকির সাহেব তখন একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "গণেশ নারায়ণ, তোমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেখিয়া প্রীত হইলাম।"

গণে। ফকির সাহেবের আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ। এক্ষণে কি উদ্দেশ্যে এখানে আগমন হয়েছে ?

ফকির। তোমাকে জানাইতে, মুসলমানেরা মন্দির ভাঙ্গিতে গিয়াছে।

গণে। অথবা মৃত্যুমুখে আমাকে আহ্বান করিতে। যাহা হউক গণেশ নারায়ণ তাহাতে ডরায় না। ধর্ম্মের নামে যে আমাকে ডাকিবে—সে হিন্দু হউক বা মুসলমান হউক—তাহার আদেশ আমি শিরোধার্য্য করিব।

ফকির। সাধু গণেশ নারায়ণ, সাধু। তোমাকে আমি চিরদিন মনুষ্যকুলের অলঙ্কার বলিয়া জানি।

গণে। অথবা পাঠানকুলের কণ্টক বলিয়া জান। দেখ, ফকির সাহেব, এত দিন আমি অস্ত্র ধরি নাই—সুলতানের জীবদ্দশায় অস্ত্র ধরিব, এরূপ বাসনাও ছিল না; কিন্তু তুমি আজ আমাকে অস্ত্র ধরাইলে। এ নর-শোণিত পাতের অপরাধ তোমার।

ফকি। আমার? আমি কি করিলাম? যুদ্ধবিগ্রহে আমাকে লিপ্ত কর কেন ?

গণে। ফকির সাহেব, আমি বালক নই। আমি বুঝিয়াছি, কে এই ষড়যন্ত্র-জাল আমার চারিদিকে বিস্তার করিয়াছে। আলিমসার ক্ষুদ্র মস্তিস্কে এতটা কূটবুদ্ধি

কখন সম্ভব নয়। ফকির সাহেব, আমি হাসিতে হাসিতে জান দিতে পারি, কিন্তু দেবী প্রতিমা ভাঙ্গিতে দিতে পারি না। বল সাহেব, আমাকে পাইলেই কি তোমরা নিরস্ত হও?

ফকি। সে কথা আমি বলিতে পারি না—কিশোরী মোহন বলিতে পারে।

গণে। তুমিই তা' বলিতে পার, ফকির—তুমি যেরূপ উপদেশ দিবে, কিশোরীমোহন সেইরূপ করিবে। যাহা হউক মন্দির সম্মুখে এ কথা তোমাদের আর একবার জিজ্ঞাসা করিব। এখন যাও।

মহামান্য ফকির এরূপ ভাবে কখন কাহারও নিকট অভ্যর্থিত হন নাই। তিনি হয়ত ভাবিতেছিলেন, গণেশ নারায়ণের কাছে আসিয়া ভাল করি নাই। যাহা হউক তিনি অপ্রসন্ন মনে নীরবে প্রস্থান করিলেন।

তখন গণেশ নারায়ণ গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া বর্ম্ম অস্ত্র গ্রহণ করিলেন; এবং অনুচরবর্গকে অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত করিলেন। কয়জনই বা তাঁহার অনুচর ছিল। পঞ্চাশ জন মাত্র শরীররক্ষী তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিল। এই পঞ্চাশজন বাঙ্গালী লইয়া গণেশ নারায়ণ সহস্র পাঠানের সম্মুখীন হইতে যাত্রা করিলেন।

রাজপথে আসিয়া দেখিলেন, একজন হিন্দুবালক ঘোড়ায় চড়িয়া দ্বারে দ্বারে চীৎকার করিয়া ডাকিতেছে, "কে কোথায় হিন্দু আছ, ছুটিয়া এস—মুসলমান তোমার দেবীপ্রতিমা ভাঙ্গিতেছে।" সে ডাক যাহার কাণে যাইতেছে, সে ছুটিয়া রাজপথে আসিতেছে। রাজপথ লোকে লোকারণ্য। বালক ক্ষুদ্র হস্ত উত্তোলন করিয়া মন্দিরের পথ দেখাইয়া বলিতেছে, "যাও—মহামায়ার মন্দিরে যাও—দেশের নামে, ধর্ম্মের নামে আমি তোমাদের আহ্বান করিতেছি।"

গণেশ নারায়ণ নিকটস্থ হইয়া বলিলেন, "কে তুমি বালক, পথে পথে আগুনকণা ছড়াইয়া বেড়াইতেছ?"

বালক ফিরিয়া দেখিল; এবং মুহূর্ত্তে তাঁহাকে চিনিল। তখন সে ঘোড়া হইতে লাফাইয়া পড়িয়া গণেশ নারায়ণের পাদদেশে জানু পাতিয়া বসিল। রাজা অশ্বোপরি ছিলেন; তাঁহার চরণে মস্তক স্থাপন করিয়া বালক বলিল, "পিতা, আমি আপনার কাছে যাইতে-ছিলাম।"

রাজা সাতিশয় বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, কে তুমি?"

"অন্তরালে চলুন, পরিচয় দিব।"

উভয়ে একটু দূরে সরিয়া আসিলেন। তখন বালক বলিল, "আমাকে চিনিতে পারিতেছেন না, পিতা ?"

গণে। এইবার চিনিয়াছি,—তুমি মন্দাকিনী। কিন্তু এ বেশে এখানে কেন ?"

মন্দাকিনী উত্তর করিল, "সে অনেক কথা, এক্ষণে বলিবার অবসর নাই।"

গণে। তবে আমার কাছে যাইতেছিলে কেন ?

মন্দা। আপনাকে সতর্ক করিতে। মুসলমান আপনাকে ধরিবার জন্য চারিদিকে জাল বিস্তার করিয়াছে। পলায়ন করিলে হয় না ?

গণে। তুমি এ কথা বলিতেছ ? যে বালিকা একদিন আলিমসার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছিল, সে বালিকার মুখে এ প্রস্তাব শোভা পায় না।

মন্দা। সে প্রস্তাব আপনার কাছে করিতেও আসি নাই। আমার যদি সে উদ্দেশ্য থাকিত তাহা হইলে আপনার সাহায্যার্থে—মন্দির রক্ষার্থে লোক সংগ্রহ করিয়া বেড়াইতাম না।

গণে। লোক সংগ্রহ করিয়া কি হইবে, মন্দাকিনী ? আমাদের যে অস্ত্র নাই।

মন্দা। অস্ত্রও সংগ্রহ করিয়াছি। একটু দূরে

গিয়া দেখিবেন, দুইখানা গাড়ী, অস্ত্র বোঝাই হইয়া মন্দিরের দিকে যাইতেছে। সঙ্গে দুই চারিজন পাঠান প্রহরীও আছে। তাহাদের মারিয়া অস্ত্র কাড়িয়া লউন—নিরস্ত্র বাঙ্গালীকে অস্ত্রে সজ্জিত করুন।

মন্দাকিনী সেখানে আর দাঁড়াইল না,—কার্য্যসিদ্ধি করিয়া মন্দিরের দিকে ফিরিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

তখন বেলা এক প্রহর অতীত প্রায়। মহামায়ার মন্দিরের আশে পাশে কিশোরী মোহনের ফৌজ ছড়াইয়া রহিয়াছে। তাহারা মন্দির বেষ্টন করে নাই,—সম্মুখ উন্মুক্ত রাখিয়াছে। উন্মুক্ত রাখিবার একটু উদ্দেশ্য ছিল। কিশোরীমোহনের অভিপ্রায়, যতক্ষণ না গণেশ নারায়ণ আসে, ততক্ষণ এই পথ খোলা থাকিবে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, মন্দিরের সম্মুখে বিস্তীর্ণ প্রান্তর। এই প্রান্তরে দুই চারি-জন কৌতূহলী নাগরিক ছাড়া আর কেহ ছিল না।

মন্দির প্রস্তর-গঠিত—দ্বারও প্রস্তর নির্ম্মিত। ভাঙ্গা বড় সহজ নয়। কিশোরীমোহনও তাহা বুঝিয়াছেন। ভীমকায় কপাট ভিতর হইতে রুদ্ধ ছিল। সম্ভবতঃ পুরোহিতেরা ভীত হইয়া দ্বার বন্ধ করিয়া থাকিবেন। কিশোরীমোহন অনেক ঠেলাঠেলি করিলেন, কিন্তু দ্বার খুলিল না। তখন তিনি উপযুক্ত যন্ত্রাদি আনিতে নগরে লোক পাঠাইলেন।

মন্দিরের পিছনে ঘনবিন্যস্ত বৃক্ষশ্রেণী। সেই বৃক্ষ-শ্রেণীর অন্তরালে কিশোরীমোহন তাঁহার অধিকাংশ ফৌজ লুক্কায়িত রাখিলেন। কয়েকজন মাত্র মন্দিরের দক্ষিণে বামে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তখনও ইব্রাহিম সাহেব তাঁহার সাত শত ফৌজ লইয়া আইসেন নাই। আসিবার কোন প্রয়োজনও ছিল না।

মন্দিরটি অনেক দিনের—বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত বলিয়া লোকের ধারণা। প্রতিমা কত দিনের তাহা কেহ বলিতে পারে না। দু'একজন লোক বলিয়া থাকে, শুম্ভ নিশুম্ভ বধকালে দেবী এইখানে আসিয়া বিশ্রাম করিয়াছিলেন। সে কথাটা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু এটা সত্য যে, দেবীর নাম হইতে নগরের নামকরণ হইয়াছিল।

মন্দিরটি বড় ক্ষুদ্র নয়,—আশে পাশে অনেকগুলি ঘর। কোনটায় ভোগ রান্না হয়, কোনটায় বা পুরোহিতেরা থাকে। মধ্যে মহামায়ার ঘর। এই ঘরের সম্মুখে একটী বৃহদায়তন কক্ষ। তা'র পর সঙ্কীর্ণ পথ। পথের মুখে ভীমকায় দ্বার। এই দ্বার ভিন্ন মন্দির প্রবেশের অন্য পথ নাই।

বাহিরে, মন্দির সম্মুখে নাট্‌মন্দির। তার পিছনে যূপকাষ্ঠ। কিশোরীমোহন এই যূপকাষ্ঠের সন্নিকটে পাদচারণ করিতে করিতে ভাবিতেছিলেন, "আজ এই যূপকাষ্ঠে কাহার মাথা যাইবে? আমার, না গণেশ-নারায়ণের?"

এমন সময় প্রান্তরে অশ্বপদ শব্দ হইল। কিশোরী-মোহন ফিরিয়া দেখিলেন; দেখিলেন, মন্নুয়া ছুটিয়া আসিতেছে। নিকটস্থ হইলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করি-লেন, "এতক্ষণ কোথায় ছিলে, মন্নুয়া?"

মন্নুয়া উত্তর করিল, "নগরে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম।"

কিশো। কেন?

ম। হিন্দুদের সংবাদ দিতেছিলাম।

কিশো। প্রযোজন ছিল না;—ঢুলিরাই সংবাদ দিয়াছে।

ম। ঢুলিরা ভয়ে হিন্দু পাড়ায় যায় নাই।

কিশো। তা' হলেই ত গোল ; গণেশনারায়ণ কিরূপে সংবাদ পাইবে ?

পিছন হইতে একজন বলিল, "আমি তাহাকে সংবাদ দিয়া আসিয়াছি। গণেশ আসিতেছে।"

কিশোরীমোহন ফিরিয়া দেখিলেন, পিছনে ফকির সাহেব। তখন তিনি সসম্ভ্রমে অগ্রসর হইয়া সেলাম করিলেন। ফকির সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া বলিলেন, "গণেশ ধরা দিতে চায়।"

কিশোরীমোহন বলিলেন, "তা হলেই ত সকল গোল মিটিয়া যায়।"

ফকির। মিটিয়া যায় না, সর্দ্দার। গণেশকে আমরা কি বলিয়া ধরিব ? তা'ছাড়া যখন আমরা মন্দির ভাঙ্গিতে আসিয়াছি তখন মন্দির না ভাঙ্গিয়া পিছাইব না। পিছাইলে, হিন্দু মুসলমান ভাবিবে, আমরা গণেশের ভয়ে পিছাইলাম। আমার বাসনা মন্দির ভাঙ্গিয়া এইখানে মসজিদ তুলি।"

কিশো। আপনার আদেশ প্রতিপালন করিতে গোলাম সকল সময়ে প্রস্তুত।

ফকির। সম্মুখে চাহিয়া দেখ, নগর ভাঙ্গিয়া হিন্দুরা

এ দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। মুসলমান অধিবাসীদের সংবাদ দিতে আমি চলিলাম।

কিশো। সংবাদ দিবার কোন প্রয়োজন নাই। নয় শত সৈন্য লইয়া নয় হাজার হিন্দুকে আমরা পরাস্ত করিতে পারিব।

ফকি। যদি বিশ হাজার হিন্দু আসে?

কিশো। তা'তেই বা ক্ষতি কি?—তাহারা নিরস্ত্র।

ফকি। গণেশকে বিশ্বাস নাই,—সে মনে করিলে বিশ হাজার বাঙ্গালীকে মুহূর্ত্তে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করিতে পারে।

বলিয়া ফকির নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তখন মনুয়া অগ্রসর হইয়া বলিল, "আমি আপনার জন্য কিছু অস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছি, তদ্দ্বারা মুসলমান অধিবাসীদিগকে সজ্জিত করা যাইতে পারিবে।"

কিশোরী। কেমন করিয়া সংগ্রহ করিলে?

মনু। ইব্রাহিম খাঁকে আপনার আংটি দেখাইয়া অস্ত্র চাহিয়া লইয়াছি। তাঁহার সৈন্যেরা গাড়ী বোঝাই দিয়া অস্ত্র আনিতেছে।

কিশো। আমার আংটি কোথায় পাইলে?

মনু। কিছুদিন আগে আপনি যে আমাকে একটা আংটি বখ্‌শিস করেছিলেন।

কিশোরীমোহন নীরবে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "মনুয়া, তোমার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দেখিয়া সময়ে সময়ে আমি বিস্মিত হই। কিন্তু একটা কথা আমি ঠিক বুঝিতে পারি না। বল দেখি মনুয়া, তুমি হিন্দু হ'য়ে কেন হিন্দুর সর্ব্বনাশে সমুদ্যত?"

মনুয়া উত্তর করিল, "আমি হিন্দু মুসলমান জানি না, শুধু আপনাকেই জানি। আপনি যে পক্ষ অবলম্বন করিবেন, আমি সেই পক্ষে থাকিয়া কাজ করিব।"

কিশোরী। তোমার উত্তরে বড়ই প্রীত হইলাম। তুমি যেমন আমাকে ভালবাস, আমিও তোমাকে তেমনি ভালবাসি, মনুয়া।"

মনু। গোলামের প্রতি আপনার অনুগ্রহ যথেষ্ট। কিন্তু—অপরাধ লইবেন না—একটা কথা আমাকে বুঝাইয়া দিন্, আপনি কেন হিন্দু হ'য়ে হিন্দুর বিপক্ষে দাঁড়াইয়াছেন?

কিশোরী। যে দিকে আমার স্বার্থ, আমিও সে দিকে। আলিম সা আমাকে উজীরের পদ দিতে পারে, কিন্তু গণেশ নারায়ণ কিছুই দিতে পারে না। আলিম সা ইচ্ছা করিলে আমাকে একটা চাকলা দান করিতে পারে, কিন্তু গণেশ নারায়ণ আমার যাহা আছে তাহার

বেশী কিছুই দিতে পারে না। তবে কেন আমি গণেশ নারায়ণের পক্ষে থাকিব?

মনু। অতি সুন্দর যুক্তি। আমার এখন বিশ্বাস হইতেছে যে, আপনার উন্নতির সঙ্গে আমারও কপাল ফিরিবে। কিন্তু আমার একটা আশঙ্কা হইতেছে।

কিশো। কি আশঙ্কা, মনুয়া?

মনু। পাছে আপনি ধর্ম্মের ফাঁদে পড়িয়া মন্দির ভাঙ্গিতে ইতস্ততঃ করেন।

কিশো। ধর্ম্ম আবার কি? ধর্ম্ম দুর্ব্বল হৃদয়ের কল্পনা মাত্র। কিশোরীমোহন জগতের কোন ধর্ম্ম মানে না— কোন ঠাকুর দেবতাকে চেনে না।

মনু। দেখিবেন আলিম সা যেন রুষ্ট না হয়।

কিশো। আর কথা কহিবার অবকাশ নাই মনুয়া। সম্মুখে চাহিয়া দেখ, কাতারে কাতারে হিন্দু আসিয়া প্রান্তর পূর্ণ করিতেছে। একজন ঘোড়ার উপর আছে। সেই বুঝি গণেশ নারায়ণ।

নবম পরিচ্ছেদ।

—*—

সত্যই সে গণেশ নারায়ণ। তিনি যখন দূর হইতে দেখিলেন, মুসলমানেরা মন্দির ভাঙ্গিতেছে না, আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে মাত্র, তখন তিনি আর অগ্রসর হইলেন না—প্রান্তর মধ্যে বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

তাঁহার সঙ্গে অনেক হিন্দু—পাঁচ ছয় হাজার হইবে। সকলেরই হাতে বর্শা। কিশোরীমোহন ভাবিলেন, "বাঙ্গালীরা এত বর্শা কোথায় পাইল?" মন্নুয়া আপনাকে বাহবা দিয়া বলিল, "ধন্য আমি! আলিমসার অস্ত্র কাড়িয়া লইয়া গণেশ নারায়ণকে দিয়াছি।"

কিশোরীমোহন বুঝিলেন, গণেশ নারায়ণ কেন অগ্রসর না হইয়া অদূরে দণ্ডায়মান রহিলেন। বুঝিয়া তিনি মন্দির ভাঙ্গিবার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সময় নগর হইতে যন্ত্রাদিও আসিয়া পৌঁছিল।

যন্ত্রাদি নানারূপ। একটা ভীমকায় গোলাকার

প্রস্তর দুইখানা প্রকাণ্ড চাকার উপর বসান ছিল। প্রস্তরের পিছনে লৌহদণ্ড। এই দণ্ড ধারণ করিয়া এক শত ব্যক্তি এক সময়ে প্রস্তর খণ্ড তাড়না করিতে পারে। কিশোরীমোহন এই রকম একটা যন্ত্র লইয়া দ্বারের উপর বসাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

তখন গণেশ নারায়ণ অগ্রসর হইয়া নাট মন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইলেন; এবং চীৎকার করিয়া বলিলেন, "তোমরা কেন মন্দিরের সম্মুখে গোলযোগ করিতেছ?"

কিশোরীমোহন অগ্রসর হইয়া উত্তর করিলেন, "আমরা মন্দির ভাঙ্গিতে আসিয়াছি।"

গণে। কা'র সম্পত্তি তুমি নষ্ট করিতে আসিয়াছ?

কিশো। কা'র সম্পত্তি? সম্ভবতঃ সুলতানের।

গণে। না, সুলতানের নয়—হিন্দুর সম্পত্তি। আমি হিন্দু, আমি আমার সম্পত্তি নষ্ট করিতে দিব না।

কিশো। সাধ্য থাকে রক্ষা কর।

গণে। প্রয়োজন হয় রক্ষা করিব। তা'র আগে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি,—কা'র আদেশে তুমি মন্দির ভাঙ্গিতে আসিয়াছ?

কিশো। সুলতানের।

গণে। মিথ্যা কথা। সুলতান কোন আদেশ দেন

নাই। তাঁহার স্বাক্ষর দেখাও; আমি মস্তক অবনত করিয়া পথ ছাড়িয়া দিব।

কিশো। সুলতান স্বয়ং কোন আদেশ দেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার প্রতিনিধি দিয়াছেন।

গণে। প্রতিনিধির আদেশ আমি মানি না।

কিশো। তুমি না মান, আমি মানি।

গণে। কিশোরীমোহন, তুমি কি হিন্দু নও?

কিশো। না, আমি হিন্দু নই—আমি ভৃত্য।

গণে। আমিও সুলতানের ভৃত্য; তাই ব'লে আমি হিন্দুত্বে জলাঞ্জলি দিই নাই। কিশোরীমোহন, তুই দিন অপেক্ষা করিতে পার?

কিশো। কেন?

গণে। তুই দিনের জন্য নিরস্ত হও; আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তুই দিনের মধ্যে সুলতানের স্বাক্ষরিত আদেশ আনিয়া তোমাকে দেখাইব।

কিশো। আমি অপেক্ষা করিতে পারিব না, আমার প্রতি সেরূপ উপদেশ নাই।

গণেশ নারায়ণ নিরুত্তর রহিলেন। মন্দিরচূড়ায় একটি পাখী বসিয়াছিল, তিনি একদৃষ্টে তাহাই দেখিতে লাগিলেন। ক্ষণপরে পাখীটি উড়িয়া কোথায় চলিয়া

গেল। পথের পাখী, দেশ-বিজেতার ন্যায় একস্থানে কতক্ষণ থাকে? গণেশ নারায়ণ আকাশ হইতে চক্ষু নামাইয়া সম্মুখে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, পাঠান-সৈন্যেরা বন ছাড়িয়া কিশোরীমোহনের পশ্চাতে সারি দিয়া দাঁড়াইতেছে। গণেশ নারায়ণ ধীরে ধীরে বলিলেন. "কিশোরীমোহন, তুমি কেন আজ সসৈন্যে এখানে সমুপস্থিত হইয়াছ তাহা আমি অবগত আছি; তোমার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে এ ধ্বংস কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইতে প্রস্তুত আছ কি?"

কিশো। মন্দির ধ্বংস করা ছাড়া আমার আর কোন উদ্দেশ্য নাই।

গণে। মিথ্যা কথা! তুমি আমাকে ধরিতে আসিয়াছ। তোমরা জান যে, গণেশ নারায়ণ মন্দির দ্বারে তবু প্রতিমা স্পর্শ করিতে দিবে না; তাই তোমরা চক্রান্ত করিয়া আমাকে নিহত করিতে আসিয়াছ। কিশোরীমোহন, আমি ধরা দিতেছি—আমাকে কারাগারে লইয়া চল—আমাকে প্রাণে মার, কিন্তু এ পৈশাচিক কার্য্য হইতে ক্ষান্ত হও।

কি উত্তর দিবেন কিশোরীমোহন সহসা স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। চারিদিকে নেত্রপাত করিয়া

একবার ফকিরকে খুঁজিলেন। কিন্তু কোথাও তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সৈন্যদের পানে চাহিলেন। সৈন্যেরা কে কি বলিবে? তাহারা নীরব রহিল। কিন্তু তাহাদের অন্তরালে থাকিয়া এক ব্যক্তি বলিল, "আমরা মন্দির ভাঙ্গিতে আসিয়াছি, মন্দির ভাঙ্গিব।"

কথাটা যে বলিল, সে মনুয়া। সে বুঝিয়া দেখিল—রাজা, আলিমসার বন্দী হইলে আর তাঁহার রক্ষা নাই। মন্দির রসাতলে যাউক—দেশে যত দেবালয় আছে সব বিধ্বস্ত হউক, রাজাকে রক্ষা করিতেই হইবে।

মুহূর্ত্ত মধ্যে সকল কথা চিন্তা করিয়া লইয়া মনুয়া, সৈন্যশ্রেণীর অন্তরালে থাকিয়া বলিল, "আমরা মন্দির ভাঙ্গিতে আসিয়াছি, মন্দির ভাঙ্গিব।"

কিশোরীমোহনও সেই কথার প্রতিধ্বনি উঠাইয়া বলিলেন, "আমরা মন্দির ভাঙ্গিতে আসিয়াছি, মন্দির ভাঙ্গিব।"

গণেশ। কিছুতেই ক্ষান্ত হইবে না?

কিশোরী। কিছুতেই নয়।

গণে। আমার প্রাণ বিনিময়েও নয়?

কিশো। না।

গণে। তবে সাধ্য থাকে অগ্রসর হও।

বলিয়া গণেশ নারায়ণ তরবারি হস্তে অশ্বপৃষ্ঠে মন্দির দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। হিন্দুরাও পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিল। কিন্তু তাহারা দু'দশজন নয়—পাঁচ ছয় হাজার। অগত্যা কিশোরীমোহনকে পিছাইয়া যাইতে হইল। তিনি দুই শত মাত্র সৈন্য লইয়া পাঁচ হাজার সশস্ত্র হিন্দুকে আক্রমণ করিতে সাহস করিলেন না,—ইব্রাহিম খাঁর অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

—*—

ফকির সাহেব না থাকিলে পাঠানের রক্ষা ছিল না। তিনি যখন দেখিলেন যে, সশস্ত্র হিন্দুরা গণেশ নারায়ণের সঙ্গে মন্দির রক্ষা করিতে ছুটিয়া আসিতেছে, তখন তিনি প্রমাদ গণিলেন। গণেশ নারায়ণ আজ যদি পাঠান মারিয়া জিতিয়া যান তাহা হইলে পাঠান নামে কলঙ্ক হইবে। অতএব গণেশ নারায়ণকে একা ফেলিতে

হইবে—হিন্দু-অধিবাসীদের মন্দির সান্নিধ্য হইতে অপসারিত করিতে হইবে।

এই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া ফকির সাহেব নগরমধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন; এবং পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়া ধর্ম্মের নামে মুসলমানদের আহ্বান করিতে লাগিলেন। দেশবিখ্যাত নুর কুতুব-উল-আলমের নাম কোন্ মুসলমান না শুনিয়াছে? তাঁহাকে দেখিতে সকলেই ছুটিয়া আসিল। যখন তিনি জনতার মধ্যে দাঁড়াইয়া গম্ভীর কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "যদি বেহেস্ত চাও, ইসলাম ধর্ম্ম জগতে প্রচার করিতে বাসনা কর, তবে কাফের মার—তাহাদের গৃহ লুঠ কর—পৌত্তলিক ধর্ম্মের উচ্ছেদ কর।" তখন চঞ্চলমতি পাঠানের দল "মার মার্—হিন্দু মার্" রবে চীৎকার করিতে করিতে হিন্দুপল্লী অভিমুখে ধাবিত হইল।

অস্ত্রধারণক্ষম অধিকাংশ হিন্দুরা নগর ছাড়িয়া মন্দির-প্রাঙ্গণে সমবেত হইয়াছিল। যাহারা নগরে ছিল তাহারাও অসতর্ক। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ইতিপূর্ব্বে কোন কলহ বিবাদ ছিল না। কে জানিত যে, সহসা আগুন জ্বলিয়া উঠিয়া সকল প্রীতিবন্ধন ভস্মীভূত করিবে? কে জানিত যে, যাহাদের 'চাচা' 'দাদা' বলিয়া নিয়ত সম্ভাষণ

করা যায় ,তাহারা বিনা কারণে মাথা ফাটাইতে লাঠি লইয়া অগ্রসর হইবে ?

হিন্দুদের গৃহ অরক্ষিত ছিল, তাহারাও নিশ্চিন্ত ও অসতর্ক ছিল। যখন পাঠানেরা মার্ মার্ শব্দে চীৎকার করিতে করিতে তাহাদের গৃহ আক্রমণ করিল, তখন হিন্দুরা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অনেক গৃহে আবার পুরুষমাত্রেই ছিল না—মন্দিররক্ষার্থ গিয়াছিল। তাহাদের গৃহ মুহূর্ত্তে লুণ্ঠিত হইল।

রমণীরাও নিষ্কৃতি পাইল না ;—পাঠানের হস্তে অশেষ লাঞ্ছনা ও নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইল। একটি ব্রাহ্মণ বিধবা দ্বিতলোপরি বসিয়া শিবপূজা করিতেছিল ; এমন সময় জনৈক পাঠান আসিয়া তাহার কেশাকর্ষণ করিল। তেজোদৃপ্তা ব্রাহ্মণকন্যা চকিত মধ্যে পার্শ্বস্থিত পিত্তলের ঘটী তুলিয়া লইয়া পাঠানের ললাটে সজোরে আঘাত করিল। পাঠান চৈতন্য হারাইয়া ভূপৃষ্ঠে লুটাইয়া পড়িল। বিধবা উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিল।

কিন্তু সকল ক্ষেত্রে রমণীরা আত্মরক্ষা করিয়া উঠিতে পারিল না। কেহ বা পতি-অঙ্ক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ধর্ম্ম হারাইল ; কেহ বা প্রহৃত পিতার শিথিল বাহুপাশ হইতে অপহৃত হইয়া জাতি ও ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হইল।

মূল্যবান দ্রব্যনিচয় অপহৃত হইল। গৃহস্বামী জীবন ভোর পরিশ্রম করিয়া যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছিল তাহা মুহূর্ত্তে লুণ্ঠিত হইল। চাল ডাল, সিন্দুক পেটরা যাহা পাঠানেরা লইয়া যাইতে পারিল না, তাহা অগ্নি সংযোগে ধ্বংস করিল।

শালগ্রাম শিলার দুর্গতির শেষ রহিল না। বিজাতীয় পাঠানের চক্ষে শিলাখণ্ডের মূল্য নাই; কিন্তু হিন্দুর চক্ষে তাহা অমূল্য। সেই অমূল্য শিলাখণ্ড পাঠান-পদতলে বিমর্দ্দিত হইয়া চূর্ণীকৃত হইল। হিন্দুদের গৃহে হাহাকার উঠিল।

তখন নিরুপায় হইয়া হিন্দুরা কেহ কেহ পিতৃস্থানীয় জোনাব খাঁকে সংবাদ দিতে ছুটিল—কেহ কেহ বা হিন্দুর মাথা রাজা গণেশ নারায়ণের কাছে ছুটিল।

গণেশ নারায়ণ তখন মন্দিরদ্বারে উলঙ্গ কৃপাণ হস্তে দণ্ডায়মান। হিন্দুদের বিপদ শুনিয়া তিনি বড়ই চিন্তিত হইলেন। কিন্তু উপায় নাই—মন্দির ছাড়িয়া যাইতে পারেন না। ফকির সাহেবের উদ্দেশ্যও বুঝিলেন; কিন্তু বুঝিলে কি হইবে?—নগরবাসীদের না পাঠাইয়া থাকিতে পারেন না। তিনি তখন সমবেত হিন্দুদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমরা নগরে ফিরিয়া যাও—গৃহ রক্ষা কর;—হিন্দুদের রক্ষা কর।"

একজন জিজ্ঞাসা করিল, "গৃহ রক্ষা করিতে হইলে মুসলমানকে মারিতে হইবে, তাহা করিব কি ?"

গণেশ নারায়ণ বলিলেন, "করিবে—নিঃশঙ্কচিত্তে করিবে। আত্মরক্ষা করিতে যাহা কিছু প্রয়োজন হয় তাহা করিবে। স্মরণ রাখিও, যে হিন্দু, মুসলমানের হাতে রমণী ও শালগ্রাম সমর্পণ করিয়া শৃগালের ন্যায় পলায়ন করিবে আমার হাতে তাহার নিস্তার নাই।"

একজন জিজ্ঞাসা করিল, "আপনাকে একা রাখিয়া যাইব ?"

গণেশ নারায়ণ উত্তর করিলেন, "দুই শত ব্যক্তি মন্দির রক্ষার্থ এখানে থাক; অপর সকলে নগরে যাও।"

পাঁচ ছয় হাজার হিন্দু তখন নগর অভিমুখে ছুটিল।

যাহারা জোনাব খাঁর অন্বেষণে গিয়াছিল, তাহারা নগরপ্রান্তে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইল। তিনি দুর্গ ত্যাগ করিয়া রাজধানী অভিমুখে অশ্বারোহণে যাইতেছিলেন। নগর-বাসীরা তাঁহাকে পথিমধ্যে ধরিয়া বিপদের কথা জানাইল। তিনি বলিলেন, "বাবা, আমি কি করিব ? আমি যে এখন কেহ নই।"

জনৈক নগরবাসী বলিল, "আপনি আমাদের পিতা—

আপনি আমাদের শাসনকর্ত্তা। আপনি রক্ষা না করিলে আমরা কোথায় দাঁড়াইব?"

জোনাব। আর আমি শাসনকর্ত্তা নই; তোমাদেরই মত এখন আমি সামান্য প্রজা মাত্র।

ন-বা। অত-শত কথা বুঝি না—আমরা আমাদের পিতার কাছে বিপদের বার্ত্তা লইয়া আসিয়াছি।

জোনাব। চল তবে। প্রাণ দিয়া যদি তোমাদের একজনকেও রক্ষা করিতে পারি তবে তাহাও করিব।

অশ্বের গতি ফিরাইয়া জোনাব খাঁ নগর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। নগরে তখন বিষম গোলযোগ। উন্মত্ত পাঠানেরা 'মার্ মার্' শব্দে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। কাহারও হাতে বাঁশ, কাহারও হাতে বা লাঠি। কেহ বা লুণ্ঠিত দ্রব্য বহিয়া লইয়া গৃহাভিমুখে ছুটিয়াছে; কেহ বা কোন হিন্দুরমণীকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। পথে হিন্দু নাই—সকলই মুসলমান। জোনাব খাঁ সেই মুসলমান-সমুদ্রের মধ্যে আসিয়া পড়িলেন। এবং জনপ্রবাহে বাহিত হইয়া অচিরে হিন্দুপল্লীতে উপনীত হইলেন।

সেখানকার দৃশ্য অবর্ণনীয়। কোন গৃহ হইতে ধূম উঠিতেছে—কোন গৃহ হইতে ক্রন্দনের রোল উত্থিত হইতেছে। কোন গৃহের দ্বার-জানালা ভগ্ন—কোন গৃহের

সম্মুখে প্রহৃত মুমূর্ষু গৃহস্বামী শয়ান রহিয়াছে। কোন স্থান হইতে রমণীর সকাতর চীৎকার উঠিতেছে—কোথাও বা শিশুর ক্রন্দনে কর্ণ বধির হইতেছে। চারিদিকে ঘোর কোলাহল, অশান্তি। পাঠানেরা সেই অশান্তির মধ্যে দৈত্যদলের ন্যায় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে।

জোনাব খাঁ দেখিলেন, একদল পাঠান একটি হিন্দু রমণীকে হরণ করিয়া লইয়া পলাইতেছে। তিনি তাহাদের সম্মুখীন হইয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন; এবং বলিলেন, "কিছু পূর্ব্বে যাহাদের ভগ্নী ও মাতা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছ, তাহাদের উপর কেন অত্যাচার করিতেছ?"

জোনাব খাঁকে অনেকেই চিনিল। দেশপূজ্য শাসনকর্ত্তা ও দুর্গাধ্যক্ষকে কে না চিনিত? তাঁহাকে দেখিয়া পাঠানেরা লজ্জিত হইল; এবং রমণীকে ছাড়িয়া দিয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

জোনাব খাঁ দেখিলেন, দ্বিতীয় দল পাঠান একজন ধনবান্ হিন্দুর রুদ্ধ গৃহদ্বারে কুঠারাঘাত করিতেছে। জোনাব খাঁ তাহাদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "পাঠানগণ, ইসলাম ধর্ম্ম বিস্মৃত হইতেছ কেন?"

জোনাব খাঁকে দেখিয়া পাঠানেরা নিবৃত্ত হইল। এমন

সময় দূর হইতে সাগরগর্জ্জনতুল্য গম্ভীরকণ্ঠে একজন বলিল, "মুসলমানগণ, যদি বেহেস্ত চাও, তবে কাফের মার।"

বক্তা—স্বয়ং ফকির সাহেব। পাঠানেরা তাঁহার কণ্ঠস্বর চিনিল। তখন তাহারা কি করিবে বুঝিয়া উঠিতে না পারিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। জোনাব খাঁ অগ্রসর হইয়া ফকির সাহেবকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিলেন; এবং বলিলেন, "ফকির সাহেব, কাফের মারিলে কি বেহেস্ত পাওয়া যায়?"

ফকির সাহেব উত্তর করিলেন, "হাঁ; যাহারা পুতুল পূজা করিয়া জগতে নাস্তিকতা প্রচার করিতেছে, তাহাদের মারিলে বেহেস্ত পাওয়া যায়।"

জোনাব। ফকির সাহেব, আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবেন—একই খোদা কি হিন্দু ও মুসলমান উভয়কে সৃষ্টি করেন নাই? তাহারা কি পরস্পর ভাই নয়? হিন্দু ধর্ম্ম ও ইসলাম ধর্ম্ম কি একই জিনিষ নয়?

ফকির। কখনই নয়। খোদা, সিংহ ও ছাগ দুই-ই সৃষ্টি করিয়াছেন। একজন অপরকে সংহার করিবে ইহাই তাঁহার নিয়ম। সিংহ ও ছাগের ধর্ম্ম কখন এক হইতে পারে না।

জোনাব। আপনার বিশ্বাস কি তাই?

ফকির। খোদা সাক্ষী, আমার বিশ্বাস তাই। যদি ইসলাম ধর্ম্মের কল্যাণ ব্যতীত অপর কোন চিন্তা আমার হৃদয়ে স্থান পাইয়া থাকে—যদি আমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ইসলামধর্ম্মাবলম্বীদের কখন বিপথে লইয়া গিয়া থাকি, তাহা হইলে জাহান্নমে যেন আমার স্থান হয়।

এমন সময়ে নগর মধ্যে ভয়ানক একটা কলরব উঠিল। ফকির সাহেব ও জোনাব খাঁ সেই দিকে ছুটিলেন। কিছু দূর অগ্রসর হইয়া উভয়ে দেখিলেন, অসংখ্য হিন্দু জল-প্রপাতের ন্যায় নগর মধ্যে প্রবেশ করিতেছে; এবং মুসলমানদিগকে ছিন্ন পত্রতুল্য স্রোতমুখে ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছে। হিন্দুর হাতে বর্শা—মুসলমানের হাতে ছোট লাঠী বা কুঠার। অস্ত্রধারী হিন্দুর সম্মুখে নিরস্ত্র মুসল-মানেরা তিষ্টিতে পারিল না;—যে যেদিকে পারিল পলায়ন করিল। কিন্তু ক্ষণকাল পরে মুসলমানেরা দ্বিগুণ সংখ্যায় লাঠী হস্তে হিন্দুপল্লী আক্রমণ করিল।

ফকির সাহেব ভাবিলেন, "এখানকার কার্য্য আমার শেষ হইয়াছে; এবার গণেশ নারায়ণ, তোমায় একা ফেলি-য়াছি; দেখিব, কে তোমায় এখন রক্ষা করে। তুমি বাঁচিয়া থাকিতে পাঠান রাজ্যের বা ইস্‌লাম ধর্ম্মের কল্যাণ নাই।"

একাদশ পরিচ্ছেদ।

কিশোরীমোহন যখন দেখিলেন, হিন্দুরা গণেশ নারায়ণকে ছাড়িয়া নগরাভিমুখে ছুটিল, তখন তিনি সাহস সহকারে অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "এইবার রাজা ?"

গণেশনারায়ণ উত্তর করিলেন, "এইবার কি ?"

কিশো। এইবার কে তোমাকে রক্ষা করে ?

গণে। গণেশ নারায়ণের যদি আত্মরক্ষা চিন্তা থাকিত, তাহা হইলে সে এখানে আসিত না, অথবা তোমার নিকট আত্মসমর্পণ করিতে চাহিত না।

কিশো। তুমি যদি আজ এখানে না আসিতে তাহা হইলে লোকে বলিত, গণেশ নারায়ণ প্রাণের ভয়ে মন্দির রক্ষা করিতে আসিল না। তুমি কি সহজে আসিয়াছ ?

গণে। আমি কি ভাব হৃদয়ে ধরিয়া এখানে আসিয়াছি তাহা তুমি ধর্ম্মদ্রোহী, স্বদেশদ্রোহী কি বুঝিবে ?

কিশো। যে ব্যক্তি প্রভুর বিরুদ্ধে হস্তোত্তোলন করে, সে কি বিশ্বাসঘাতক ধর্ম্মদ্রোহী নয় ?

গণে। প্রভুর বিরুদ্ধে হস্তোত্তোলন করি নাই; পাপিষ্ঠ আলিমসার বিরুদ্ধে তরবারি ধরিয়াছি।

কিশো। আলিমসা তোমার প্রভু নয়? ভাল, আজ তোমার অঙ্গের উপর তরবারি মুখে লিখিয়া দিব, কে তোমার প্রভু। তখনত মনিবকে চিনিবে?

এই বলিয়া তিনি সৈন্যদের ইঙ্গিত করিলেন। তাহারা হিন্দুদের আক্রমণ করিল। গণেশ নারায়ণ দ্বারপথে অর্দ্ধ-চন্দ্রাকৃতি ব্যূহ রচনা করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। আক্রমণের বেগটা তাঁহারই উপর পড়িল। কিন্তু তিনি কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইলেন না। কিশোরীমোহন পিছন হইতে ফৌজদের উত্তেজিত করিয়া বলিতে লাগিলেন, "মার, রাজা গণেশকে মার।" কিন্তু গণেশ নারায়ণের কেশাগ্র কেহ স্পর্শ করিতে পারিল না; তিনিও হটিলেন না। ক্ষণকাল যুদ্ধের পর পাঠানেরা হতাশ হইয়া পড়িল।

এমন সময় দূরে দেখা গেল, ইব্রাহিম খাঁ অশ্বারোহণে পদাতিক সৈন্যদলসহ মন্দিরাভিমুখে আসিতেছেন। তাঁহার সঙ্গে সাতশত পাঠান। দুর্গ অরক্ষিত অবস্থায় ফেলিয়া প্রায় সমস্ত সৈন্য সঙ্গে আনিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু তিনি যখন শুনিলেন যে, হিন্দুরা দুই

গাড়ী অস্ত্র লুঠিয়া লইয়া দল বাঁধিয়া মন্দিররক্ষার্থ দাড়াইয়াছে, তখন তিনি সমস্ত সৈন্য সঙ্গে আনাই যুক্তি-সঙ্গত বিবেচনা করিলেন।

কিন্তু এত সৈন্যের ঘুরিবার ফিরিবার স্থান সেখানে ছিল না। মন্দির সম্মুখেই নাট্ মন্দির। মধ্যে বিশহাত প্রশস্ত ভূমি। এই বিশহাত, গণেশনারায়ণ দখল করিয়া সেনা রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার একদিকে মন্দির-প্রাচীর—অপর দিকে নাটমন্দির। এই নাটমন্দির নীচু ও অপ্রশস্ত। সেখানে দাঁড়াইয়া তরবারি ঘুরাইবার অথবা সেনা রচনা করিবার সুবিধা ছিল না। কিশোরী-মোহন সেটা বুঝেন নাই। না বুঝিয়া তিনি নাটমন্দিরের ভিতর আশ্রয় লইয়া গণেশনারায়ণকে আক্রমণ করিয়াছিলেন।

ইব্রাহিম খাঁ আসিয়া কিশোরীমোহনের সে ভ্রম দেখিলেন। তখন তিনি সম্মুখ ছাড়িয়া গণেশনারায়ণের পার্শ্বদ্বয় আক্রমণ করিলেন। রাজা বুঝিলেন, এইবার বিচক্ষণ সেনাপতির সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। তখন তিনি অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ব্যূহ ছাড়িয়া ত্রিকোণ আকারে ব্যূহ রচনা করিলেন। মন্দির গাত্রে পৃষ্ঠ রহিল—কোণ-চূড়া নাটমন্দিরে গিয়া ঠেকিল।

তা'ছাড়া রাজা একটু কৌশল অবলম্বন করিলেন। যে সকল প্রকাণ্ডাকার যন্ত্র, মন্দিরদ্বার ভাঙ্গিবার জন্য আনীত হইয়াছিল, সে সকল যন্ত্র, দ্বার সন্নিকটেই পড়িয়া-ছিল। গণেশনারায়ণ তাহারই কয়েকটা ঠেলিয়া আনিয়া ত্রিকোণ ভুজের একপার্শ্বে স্থাপন করিলেন। যন্ত্রনিচয়, প্রাচীরের উদ্দেশ্য সম্পন্ন করিল। অপর পার্শ্ব অরক্ষিত; গণেশনারায়ণ সেইদিকে অসি হস্তে দাঁড়াইলেন।

হিন্দুদের অধিকাংশই অশিক্ষিত। তবে তাহারা যে একেবারে অস্ত্র ধরিতে জানে না, তা' নয়; বাঙ্গালী তখনও অস্ত্র ধরিতে ভুলে নাই। বাঙ্গালীর হাত হইতে গৌড় বাদশা অস্ত্র কাড়িয়া লয়েন নাই। তাহাদের হাতে অস্ত্র তুলিয়া দিয়া পাঠান নরপতি তাহাদিগকে সেনাপতি পদে, মন্ত্রীপদে বরণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীরা তখন দুর্ব্বল ছিল না; বিশ্বাসঘাতক রাজদ্রোহীও ছিল না। এই প্রভুভক্ত বীর্য্যবান্ বাঙ্গালী সেনা অবলম্বন করিয়াই গৌড়াধিপতি সাম্‌সুদ্দীন, দিল্লীর অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, গণেশনারায়ণের সঙ্গে পঞ্চাশজন অনুচর পাণ্ডুয়া হইতে আসিয়াছিল। তাহারা শিক্ষিত ও অস্ত্রকুশলী। বিপদে আপদে গণেশনারায়ণের সঙ্গে বহুকাল

হইতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এক্ষণে তাহারাই গণেশ নারায়ণের প্রধান সহায় ও সম্বল। রাজা তাহাদের বাছিয়া বাছিয়া উপযুক্ত স্থানে সন্নিবেশিত করিলেন।

যেদিকে রাজা, ইব্রাহিম খাঁ ঘুরিয়া সেইদিকে আসিলেন। পাঠান সেনাপতি আজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি স্থির করিয়াছিলেন, গণেশনারায়ণকে মারিয়া আজ পাঠান রাজ্যের কণ্টকোদ্ধার করিবেন। শুধু যে সে উদ্দেশ্য ছিল, তা নয়। তিনি জানিতেন, গণেশ নারায়ণকে মারিতে পারিলে ভাগ্য ও যশঃ তাঁহাকে বরণ করিবে। গণেশনারায়ণকে মারাও কিছু কঠিন নয়—দুইশত দুর্ব্বল, অশিক্ষিত বাঙ্গালীমাত্র তাঁহার সহায়। আর ইব্রাহিমের আশে পাশে নয় শত শিক্ষিত দুর্দ্ধর্ষ পাঠান যোদ্ধা।

কিন্তু এই নয়শতের মধ্যে একশতের বেশী তিনি যুদ্ধে এককালে নিয়োজিত করিতে পারিলেন না। কেন না, স্থান অপ্রশস্ত। ইব্রাহিম খাঁর ইচ্ছা ছিল, নাট্‌মন্দির ভাঙ্গিয়া সম্মুখের স্থান প্রশস্ত করিয়া লয়েন—একটু চেষ্টাও করিয়াছিলেন। কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই—নাট্‌মন্দির প্রস্তর-নির্ম্মিত। ইব্রাহিম খাঁ তখন বিরক্ত হইয়া গণেশনারায়ণকে আক্রমণ করিলেন।

যথা৮ সূর্য্যদেব মধ্য গগন ছাড়িয়া পশ্চিম গগনে

হেলিয়া পড়িলেন, তখন গণেশ নারায়ণের ব্যূহ ভাঙ্গিয়া গেল। হিন্দুরা ক্লান্ত, অবসন্ন। পাঠানের একদল ক্লান্ত হইয়া পড়ে, অপর দল তাহার স্থান গ্রহণ করে। হিন্দুদের সে উপায় নাই। যাহাদের অবসন্ন হস্ত হইতে অস্ত্র খসিয়া পড়িতেছে তাহাদের দাঁড়াইয়া প্রাণ দিতে হইতেছে। এইরূপে প্রায় একশত হিন্দু মরিল। যাহারা অবশিষ্ট রহিল, তাহারা পাঠানের আক্রমণ আর সহ্য করিতে পারিল না। অবশেষে ব্যূহ ভাঙ্গিয়া গেল।

পাঠানেরা তখন 'আল্লা' 'আল্লা' রবে দিগন্ত প্রকম্পিত করিয়া প্রাচীর তুল্য যন্ত্রনিচয় টানিয়া ফেলিয়া দিল ; এবং গণেশনারায়ণকে তিন দিক হইতে আক্রমণ করিল। রাজা বুঝিলেন, আর রক্ষা নাই। তখন তিনি মনে মনে মহামায়াকে ডাকিয়া বলিলেন, "অসুরদলনী মা ! এক দিনের জন্য আমার ভুজে মত্তহস্তীর বল দেও—তোমার অবমাননাকারীকে শাস্তি দিবার শক্তি দেও; তারপর গণেশনারায়ণের নাম জগৎ হ'তে চিরদিনের জন্য মুছে দিও মা।"

ইব্রাহিম খাঁ তরবারি হস্তে গণেশনারায়ণকে আক্রমণ করিলেন। রাজা আঘাত প্রতিহত করিয়া বলিলেন, "সেনাপতি সাহেব, আমাকে পাইলে কি আপনারা নিরস্ত হ'ন ?"

ইব্রাহিম উত্তর করিলেন, "প্রাণের কি এতই ভয় হইয়াছে, রাজা সাহেব?"

গণে। প্রাণের ভয় থাকিলে মহাঅত্যাচারী হিন্দুদ্বেষী আলিমসার নিকট আত্মসমর্পণ করিতে চাহিতাম না।

ইব্রা। সুলতান-পুত্রের নিন্দা?—পাঠানের নিন্দা? নরাধম কাফের, তোমার নাম,—হিন্দুর নাম দেশ হইতে সত্বর মুছিয়া ফেলিব।

গণে। কোটী ইব্রাহিম খাঁ একত্র হইলেও তা' পারিবে না। স্থির জানিও খাঁ সাহেব, হিন্দুর দেশে হিন্দুর নাম লোপ পাওয়া অসম্ভব। কত ঘোরি, কত খিলিজি, কত যুগ যুগান্তর চলিয়া যাইবে, কিন্তু অযুত বৎসর ধরিয়া যে হিন্দুরা পৃথিবীময় জ্ঞানালোক বিকীর্ণ করিয়া আসিতেছে, তাহারা খদ্যোৎ-উৎপন্ন অনলে কখন ভস্মীভূত হইবে না।

ইব্রা। আমরা খদ্যোৎ? এত স্পর্দ্ধা!

গণে। স্পর্দ্ধা নয় পাঠান, হিন্দু-গৌরব-রবির তুলনায় সত্যই তোমরা খদ্যোৎ। তোমরা যদি শত শত বৎসর ধরিয়া অত্যাচার ও পীড়নে হিন্দুর নাম নির্ম্মূল করিবার প্রয়াস পাও তাহা হইলেও দেখিবে, হিন্দু আজ যেমন আছে তখনও তেমনি থাকিবে। কত মশক, কত পিপীলিকা

দেশ দেশান্তর হ'তে আসে যায়, কিন্তু মাতঙ্গ তাহা গ্রাহ্য করে না—দুই দিনের জন্য দংশনের জ্বালা দেয় মাত্র।

ইব্রা। যে জাতি দুই শত বর্ষ ধরিয়া পরপদলেহন করিতেছে তাহারা মাতঙ্গ! আর যে জাতি তোমাদের মস্তক পদতলে দলন করিতেছে তাহারা মশক! দেখিতেছি, মৃত্যুর পূর্ব্বে গণেশ নারায়ণের মতিভ্রম ঘটিয়াছে।

গণে। মতিভ্রম ঘটে নাই, খাঁ সাহেব; হিন্দুস্থানে হিন্দুরা সত্যই মাতঙ্গ। ছয় শত বর্ষ ধরিয়া কত ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছে—কত ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম, হিন্দুধর্ম্মের উপর কত অত্যাচার করিয়াছে, কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুজাতির কেহ কিছুই করিতে পারে নাই; অচল অটল ভূধরের ন্যায় হিন্দুরা নীরবে সহ্য করিয়াছে।

ইব্রা। সহ্য না করিয়া করিবে কি? হিন্দুর বাহুতে কি শক্তি আছে?

গণে। শক্তি আছে, খাঁ সাহেব, কিন্তু সহজে সে শক্তি উদ্দীপ্ত হয় না। তুমি তাহার স্ত্রী কন্যার ধর্ম্ম অপহরণ কর,…দেবালয় চূর্ণীকৃত কর, তখন দেখিবে নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে এই দুর্ব্বল গোলামের দল মাতঙ্গের শক্তি ভুজে ধরিয়া তোমাদের বিদূরিত করিতেছে।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

ইব্রা। যেমন তোমরা আজ আমাদোগ করিতেছ।

গণে। রহস্য নয় ইব্রাহিম খাঁ। তুমি না, দুই শত অশিক্ষিত বাঙ্গালী কেবল মাত্র নয় শত শিক্ষিত সশস্ত্র পাঠান যোদ্ধাকে প্রহরেক দূরে রাখিয়াছে? দেখিয়াও কি বুঝিতেছ না, ক্রে গোলামের দল ইচ্ছা করিলে তোমাদের বাঙ্গালা হইতে তাড়াইতে পারে?

ইব্রা। তবে দয়া করে তাড়াও না কেন?

গণে। হিন্দু, রাজ্যাভিলাষী নয়—তাহারা শান্তি ও ধর্ম্মের আকাঙ্ক্ষী। যদি রাজ্য গঠনে তাহাদের বাসনা থাকিত, তাহা হইলে আজ আলিম সা বা ইব্রাহিম খাঁ ভারতে পদার্পণ করিতে পারিত না।

ইব্রা। যখন পদার্পণ করিয়াছে তখন হিন্দুর আর নিস্তার নাই। বাঙ্গালার ঘরে ঘরে আগুণ জ্বালাইব—তোমাদের স্ত্রী কন্যা ধরিয়া আনিয়া বাঁদী করিব—মন্দির ভাঙ্গিয়া ধূলিসাৎ করিব—শালগ্রাম চূর্ণ করিয়া মসজিদের মশলা প্রস্তুত করিব। সাধ্য থাকে রক্ষা কর।

গণেশ নারায়ণের নয়ন জ্বলিয়া উঠিল। তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন, "রক্ষা করিব—শত শত আলিম সা, সহস্র

দেশ দেশান্তর খাঁর শিরশ্ছেদ করিতে হয় তাও করিব।
করে না—দুইণ বাঁচিয়া থাকিতে হিন্দু দেবদেবীর

ইব্রা। ৫

করিতেছে 'তুমি আর কতক্ষণ বাঁচিবে, হিন্দু?

মস্তক.েণ। আমি এই মন্দির-দ্বারে দাঁড়াইয়া শপথ দেরিতেছি, তোমাকে না মারিয়া আমি মরিব না।

ইব্রা। ভাল দেখা যাক্ কে কা'কে মারে।

উভয়ের মধ্যে তুমুল লড়াই বাধিল। স্বল্পকাল মধ্যেই ইব্রাহিম খাঁ বুঝিলেন, গণেশ নারায়ণ সামান্য প্রতিদ্বন্দ্বী নহেন। তাঁহাকে আক্রমণ করিবার সুযোগ পাওয়া দূরে থাক্, আত্মরক্ষা করিতেই ইব্রাহিম খাঁর সমস্ত শক্তি ও কৌশল নিয়োজিত হইল। আত্মরক্ষাও বুঝি আর হয় না। ক্ষণকাল মধ্যেই ইব্রাহিম খাঁর তরবারি হস্তবিচ্যুত হইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইল। তখন গণেশ নারায়ণ চীৎকার করিয়া বলিলেন, "এইবার ইব্রাহিম খাঁ, কে তোমাকে রক্ষা করে?"

"দয়া চাই না, তোমার যথাসাধ্য কর।"

পাঠানেরা দেখিল, তাহাদের সেনাপতি বিপদাপন্ন। তখন কয়েকজন ত্বরিতপদে অগ্রসর হইয়া গণেশ নারায়ণকে আক্রমণ করিল। ইব্রাহিম খাঁ সেই অবসরে

দ্বিতীয় অস্ত্র গ্রহণ করিয়া সেই আক্রমণে যোগ দিলেন। গণেশ নারায়ণের সমূহ বিপদ দেখিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে হিন্দুরা চারিদিক হইতে ছুটিয়া আসিল। কিন্তু তাহারা ক্লান্ত, অবসন্ন,—অস্ত্রচালনার ক্ষমতাও আর তাহাদের নাই। মন্দির দ্বারে গণেশ নারায়ণের আশে পাশে দাঁড়াইয়া তাহারা একে একে প্রাণ দিতে লাগিল।

চারিদিকে শবস্তূপ,—মধ্যে অশ্বপৃষ্ঠে গণেশ নারায়ণ। তাঁহার কবচ ছিন্ন,—অঙ্গ রক্তাক্ত। তাঁহার অসিমুষ্টি শিথিল হইয়া পড়িতেছে—পদদ্বয় কাঁপিতেছে। তিনি ক্ষুব্ধ অন্তরে একবার চারিদিকে নেত্রপাত করিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, তখনও পঞ্চাশ ষাট জন হিন্দু, শত্রুর সহিত সাধ্যমত যুঝিতেছে। কিন্তু কতক্ষণ আর যুঝিবে? গণেশ নারায়ণ বুঝিলেন, অবিলম্বে যুদ্ধের শেষ হইবে। তখন তিনি প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া ইব্রাহিম খাঁকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। পাঠান সেনাপতি, সে আহ্বান সাহ্লাদে গ্রহণ করিলেন। তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন, রাজা গণেশের অসিমুষ্টি শিথিল হইয়া আসিতেছে। এ অবস্থায় গণেশ নারায়ণের সহিত দ্বন্দ্ব যুদ্ধে কেন না আগ্রহ জন্মিবে?—পাঠান সেনাপতি পূর্ব্ব

পরাজয়ের প্রতিশোধ লইতে অশ্বারোহণে অগ্রসর হইলেন।

গণেশ নারায়ণ বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার আর বেশী সময় নাই—মৃত্যু সন্নিকট। মৃত্যুর পূর্ব্বে কি প্রতিজ্ঞা পালন করিতে পারিবেন না? ভগবন্, ক্ষণকাল আর বাঁচিতে দেও—ক্ষণকালের জন্য বাহুতে আর একটু শক্তি দেও। এই পবিত্র স্থানে দাঁড়াইয়া যে প্রতিজ্ঞা করেছি, সে প্রতিজ্ঞা পালন না করিয়া মরিলে আমাকে অনন্তকাল নরক ভোগ করিতে হইবে। একি ভগবন্! অসি চালনার শক্তিও যে আমার লোপ পাইল!

গণেশ নারায়ণ সত্বর পরাস্ত হইলেন, তাঁহার শিথিল হস্ত হইতে তরবারি খসিয়া পড়িল। তখন ইব্রাহিম খাঁ উল্লাসে গর্জ্জন করিতে করিতে গণেশ নারায়ণের ললাট লক্ষ্য করিয়া শূল উঠাইলেন। কিন্তু শূল নিক্ষিপ্ত হইবার পূর্ব্বে একজন ছুটিয়া আসিয়া গণেশ নারায়ণের সম্মুখে দাঁড়াইল। যে ব্যক্তি ছুটিয়া আসিল, সে জোনাব খাঁ। তিনি স্বীয় দীর্ঘাকার দেহ দ্বারা রাজার দেহ আবৃত করিয়া ইব্রাহিম খাঁর সম্মুখে দাঁড়াইলেন। ইব্রাহিম খাঁ দেখিলেন, জোনাবকে না মারিয়া গণেশকে মারা অসম্ভব। তখন তিনি ধীরে ধীরে শূল নামাইলেন।

ক্ষণকালের জন্য উভয় পক্ষে যুদ্ধ বন্ধ হইল। গণেশ নারায়ণ সেই অবসরে তরবারি উঠাইয়া লইলেন ; এবং ছিন্ন কবচ বাঁধিয়া পরিলেন।

জোনাব খাঁকে দেখিয়া হিন্দুরা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল ; কিন্তু মুসলমানেরা নীরব রহিল। তাহারা শুনি-য়াছিল, জোনাব খাঁ পদত্যাগ করিয়াছেন। তখন এ অবস্থায় সৈন্যেরা তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিতে পারে না। বিশেষতঃ যখন তিনি হিন্দুপক্ষ অবলম্বন করি-য়াছেন, তখন তিনি পাঠানের শত্রু। ইব্রাহিম খাঁ চকিত মধ্যে সৈন্যদের মনোভাব বুঝিয়া লইয়া জোনাব খাঁকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “খাঁ সাহেব, আপনি রাজ-ধানীতে যাইবার জন্য অনুমতি লইয়াছিলেন।”

জোনাব খাঁ উত্তর করিলেন, “আমি রাজধানীতেই যাইতেছিলাম।”

ইব্রা। তবে এখানে কেন ?

জোনা। পথিমধ্যে শুনিলাম, নগরের মুসলমানেরা সহসা উত্তেজিত হইয়া হিন্দুদের গৃহ লুঠ করিতেছে। তাই একবার নগরে গিয়াছিলাম। সেখান হইতে ফিরিয়া এই পথ দিয়া রাজধানী যাইতেছিলাম।' এখানে আসিয়া দেখিলাম—

ইব্রা। যাহাই কেন দেখুন না,—যে বন্দী, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তাহার এখানে আসা উচিত হয় নাই।

জোনা। পাঠান-সাম্রাজ্যমূলে তোমরা খড়গাঘাত করিলে প্রাণে বড় ব্যথা পাই; তাই উচিতানুচিত না ভাবিয়া এখানে ছুটিয়া আসিয়াছি।

ইব্রা। আমরা পাঠান রাজ্য ধ্বংস করিতেছি না— আপনিই পাঠানের সর্ব্বনাশ করিতেছেন। কি বলিব, আপনি প্রবীণ সেনাপতি, সুলতানের প্রিয়পাত্র, নতুবা—

জোনা। আমার উপর দয়া করিবার কোন প্রয়োজন নাই সেনাপতি সাহেব, তোমার যাহা ইচ্ছা কর। কিন্তু আমার একটা কথার উত্তর দেও; তুমি কি মনে কর, এই ধর্ম্মমন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলিলে, এই দুর্ব্বল হিন্দু কয়টাকে মারিয়া ফেলিলে পাঠান রাজ্য রক্ষা পাইল? রাজ্য ধ্বংসের আশঙ্কা দূরীভূত হইল?

ইব্রা। আমি তা' মনে করি। বিদ্রোহীকে সংহার করিলে কেন সে আশঙ্কা দূর হইবে না?

জোনা। দেশের যদি সকলেই বিদ্রোহী হয় তুমি সকলকেই কি নিপাত করিবে?

ইব্রা। করিব।

জোনা। তখন কা'কে লইয়া রাজ্য করিবে?

ইব্রা। যিনি রাজা তিনি সে কথা বিবেচনা করিবেন। তাই বলিয়া উদ্যানের গাছ শুকাইয়া গেলে আমরা কি তাহা তুলিয়া ফেলিব না?

জোনা। যাহাতে না শুকায় তাহার চেষ্টা কর না কেন?

ইব্রা। কিরূপে করিব?

জোনা। গাছের গোড়ায় জল না ঢালিয়া আগুন জ্বালাও কেন? যে তোমারই মুখাপেক্ষী, তাহাকে স্নেহ না দিয়া দগ্ধ কর কেন? বাঙ্গালার মন্দির, শালগ্রাম ভাঙ্গিয়া এত দিন দেখিলেত, কোন ফল পাইয়াছ কি? নিজের শয্যা কণ্টকে পূর্ণ করিয়াছ বই শান্তি পাও নাই। তোমরা যত অত্যাচার করিবে—বাঙ্গালার ঘরে ঘরে যত আগুন জ্বালাইবে, ততই তোমরা অশান্তি পাইবে—ততই তোমার উদ্যানের গাছ শুকাইয়া তোমার জঙ্গাল বাড়াইবে। তাই বলি, সময় থাকিতে নিরস্ত হও।

ইব্রা। আপনি কি আমাকে সুলতানের আদেশ অমান্য করিতে বলেন?

জোনা। না, আমি তা বলিতেছি না। দুই দিন মাত্র অপেক্ষা করিতে বলিতেছি। সুলতানকে বুঝাইয়া দেখিব, তিনি যদি আদেশ প্রত্যাহার না করেন, তখন তোমাকে আর বাধা দিতে আসিব না।

ইব্রা। বাধা দিয়া কোন ফল নাই। আপনি সরিয়া দাঁড়ান—আমার কর্ত্তব্য সম্পন্ন করি।

জোনা। আমি সরিব না—তোমার কর্ত্তব্য তুমি কর।

ইব্রা। দেখিতেছি আপনি বিদ্রোহী?

জোনা। আমি বিদ্রোহী? খোদা জানেন, আমার চেয়ে পাঠানরাজ্যের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী কেহ আছে কি না।

ইব্রা। এখনও বলিতেছি আপনি সরিয়া দাঁড়ান।

জোনা। আমি সরিতে আসি নাই ইব্রাহিম সাহেব —আমি প্রাণ দিতে আসিয়াছি।

ইব্রা। তবে আর আমার অপরাধ নাই। আল্লা, আমাকে ক্ষমা কর, পাঠান হ'য়ে আজ পাঠানের প্রাণ নিতে হ'ল।

বলিয়া ইব্রাহিম খাঁ শূল উঠাইলেন।

জোনাব খাঁ প্রশস্ত বক্ষের উপর বাহুদ্বয় বিন্যস্ত করিয়া প্রশান্ত বদনে বলিলেন, "মার, সেনাপতি সাহেব, আমার শেষ করিয়া দেও,—পাঠানরাজ্য ধ্বংস আমি চো'খের উপর দেখিতে পারিব না। আমার জীবনান্তে লোকে বলিবে, জোনাব খাঁ হিন্দুর মন্দির রক্ষা করিতে প্রাণ দিল; কিন্তু তা' নয় খাঁ সাহেব, আমি পাঠান রাজ্য রক্ষা করিতে

প্রাণ দিলাম। আমার প্রাণ লইয়া তৃপ্ত হও—রাজা গণেশকে আর মারিও না। গণেশ মরিলে পাঠান রাজ্য আর কিছুতেই টিকিবে না।"

ইব্রা। বিদ্রোহী বন্দীর মুখে কোন কথা আমি শুনিতে চাই না।

জোনা। আর শুনাইতে আসিব না ইব্রাহিম সাহেব, আমার যাহা বলিবার ছিল তাহা তোমাকে বলিলাম। এখন শূল উঠাও—আমি নিরস্ত্র, অনাবৃত বক্ষে তোমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছি—আমাকে নিপাত কর। আমি মরিয়া গেলে আমার হৃদ্‌পিণ্ডটা ছিঁড়িয়া দেখিও, তাহাতে বাঙ্গালার মানচিত্র লেখা আছে কি না—শিরায় শিরায় আল্লার নাম, পাঠানের নাম ঝঙ্কৃত হইতেছে কি না।

ইব্রাহিম খাঁ, জোনাবের বক্ষ লক্ষ্য করিয়া শূল উঠাইলেন। কিন্তু শূল নিক্ষিপ্ত হইবার পূর্ব্বে গণেশ নারায়ণ চকিত মধ্যে স্থূল ও দীর্ঘাকার জোনাব খাঁকে তৃণের ন্যায় ভূমি হইতে উঠাইয়া হিন্দুদের মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন; এবং তরবারি হস্তে ছুটিয়া আসিয়া ইব্রাহিম খাঁর উপর বিদ্যুদ্বেগে পড়িলেন। পাঠানের শূল নিক্ষিপ্ত হইল; কিন্তু গণেশ নারায়ণ ক্ষিপ্রপদে শূলমুখ হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়া বাম হস্তে তাহা ধারণ করিলেন; এবং দক্ষিণ করে খড়্গ

উঠাইলেন। তখন সেনাপতিকে রক্ষা করিতে চারিদিক হইতে পাঠান ছুটিয়া আসিল। গণেশনারায়ণ হিন্দুদল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন। পাঠানেরা মহা উল্লাসে চারিদিক হইতে তাঁহাকে আক্রমণ করিল। এমন সময়ে এক বিপর্য্যয় কাণ্ড সংঘটিত হইল। ইব্রাহিম খাঁ দেখিলেন, কোথা হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে সহস্র সহস্র তীর আসিয়া মুসলমান সৈন্য মধ্যে পড়িতেছে। পাঠানদের মধ্যে মহা কোলাহল পড়িয়া গেল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

যাহারা তীর মারিতেছিল তাহারা ভাদুড়িয়ার সেনা। রাণী করুণাময়ী তাহাদের পরিচালিকা। মন্দিরের পিছনে একটা ঘন জঙ্গলের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিয়া রাণী, হস্তী-পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলেন; এবং তীরন্দাজ সৈন্যকে পুরোভাগে স্থাপন করিয়া সেনা রচনা করিলেন। হিন্দু মুসলমানেরা যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিল, কেহ কিছু দেখিল না। কিন্তু একজন দেখিল; সে

মন্নুয়া। মন্নুয়া রাণীর অপেক্ষা করিতেছিল। সে ছুটিয়া জঙ্গলের ভিতর আসিল এবং রাণীর চরণে প্রণাম করিল। রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজা নিরস্ত্র হ'ন নাই?"

মন্নুয়া উত্তর করিল, "না—মন্দিরও নষ্ট হয় নাই।"

রাণী সগর্ব্বে বলিলেন, "রাজার হাতে অস্ত্র থাকিতে মন্দির বিনষ্ট হইতে পারে না।"

বলিয়া তিনি ধনুর্দ্ধারী বাঙ্গালী যোদ্ধাদিগকে ইঙ্গিত করিলেন। তাহারা ধনুকে শর যোজনা করিয়া পাঠান সেনা বিধ্বস্ত করিতে লাগিল। রাণী তখন সমবেত প্রজা-বৃন্দকে সম্বোধন করিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "সম্মুখে চাহিয়া দেখ—গাছের ফাঁক দিয়া মহামায়ার মন্দির পানে চাহিয়া দেখ। সুলতানের সৈন্য মন্দির ভাঙ্গিতে আসিয়াছে—কয়েকজন মাত্র নিরস্ত্র বাঙ্গালী মন্দির রক্ষা করিতে পাঠা-নের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। হিন্দুরা সকলেই মরিয়াছে, কয়েকজন মাত্র রক্তাক্ত কলেবরে শবস্তূপের উপর দাঁড়াইয়া আছে। ঐ দেখ, তোমাদের রাজা অসংখ্য পাঠানের সহিত একাকী যুঝিতেছেন। দেখিয়া তোমরা নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে চাও? প্রাণভয়ে কাতর হইয়া পলাইতে চাও? যাহারা সুলতানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিতে ভয় পাও, তাহারা গৃহে ফিরিয়া যাও; আর যাহারা

বাঙ্গালীর ধর্ম্ম, মান রক্ষা করিতে অভিলাষ কর, তাহারা আমার সহিত অগ্রসর হও।”

বলিয়া রাণী হস্তিপৃষ্ঠে উঠিলেন। জঙ্গলে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে রাণী গজ-পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে গজোপরি আরোহণ করিয়া জঙ্গলের বাহিরে মুক্তস্থানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার পিছনে প্রজারন্দ লাঠি হস্তে সারি দিয়া দাঁড়াইল। কেহই গৃহাভিমুখে ফিরিল না, সকলেই অগ্রসর হইল। রাণী তখন সোৎসাহে তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,“পুত্রগণ, তীর্থক্ষেত্র দেখিতে বাসনা কর? চাহিয়া দেখ, সম্মুখে বাঙ্গালার পুণ্যময় তীর্থ-স্থান। তোমাদের তীর্থ-ক্ষেত্রে আনিতে প্রতিশ্রুত ছিলাম, তীর্থক্ষেত্রেই আনিয়াছি। এমন পবিত্র ধাম বাঙ্গালায় কোথাও দেখিতে পাইবে না। যে স্থানে বাঙ্গালী ধর্ম্মের জন্য বুকের রক্ত ঢালিয়া দিয়াছে সেই স্থানই বাঙ্গালীর তীর্থ ধাম।”

রাণী হস্তি-পৃষ্ঠে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দূর হইতে হিন্দুরা দেখিল, যেন কোন সর্ব্বশোভাময়ী জীবন্ত দেবী প্রতিমা হিন্দুদের পরিত্রাণ করিতে গজারোহণে আসিতেছেন। মাতঙ্গপৃষ্ঠে রৌপ্য বিনির্ম্মিত হাওদা, তাহাতে মুক্তার ঝালর। হাওদার মাথায় মণিমুক্তা-খচিত সোণার

কলস। হাতির গলায় পদ্মের মালা—অঙ্গে নানাবিধ স্বর্ণাভরণ। রাণীও আভরণশূন্য ছিলেন না, তাঁহার প্রকোষ্ঠে কঙ্কণ, বাহুতে কেয়ুর, কণ্ঠে মতির হার—নাসিকায় বেসর—কর্ণে কুণ্ডল—ললাটে হীরকমণ্ডিত ক্ষুদ্র মুকুট। পরিধানে ঘাগরা, * বক্ষে কাঁচুলি। পদতল অলক্তকরঞ্জিত, ললাট, সিন্দুর-শোভিত। হিন্দুরা তাঁহাকে দেবী ভাবিয়া দূর হইতে প্রণাম করিল, মুসলমানেরা বিস্ময়বিহ্বলনেত্রে সেই লোকাতীত সৌন্দর্য্য পানে চাহিয়া রহিল। ক্ষণকালের জন্য যুদ্ধের বিরাম হইল।

হাতী আসিয়া রাজার অদূরে দাঁড়াইল। রাণী নামিলেন না। শুধু মাথা নামাইয়া মন্দির-অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে ও রাজা গণেশকে প্রণাম করিলেন। অন্য কোন দিকে চাহিলেন না। লজ্জা বা সঙ্কোচ কোথাও দৃষ্ট হইতেছিল না—তেজ ও নির্ভীকতা নয়নকোণে ব্যক্ত হইতেছিল। গণেশকে সম্বোধন করিয়া রাণী বলিলেন, "রাজা, আপনার

* পাল, সেন রাজাদের সময়ে রমণীরা ঘাগরা পরিধান করিত। পাঠান কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের পর দেশ যত দরিদ্র হইয়া পড়িতে লাগিল, ততই স্ত্রীলোকেরা ঘাগরা ছাড়িয়া, পাটের পাছড়া পরিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু সম্ভ্রান্তবংশীয়া রমণীরা তখনও রেশমের প্রস্তুত ঘাগরা পরিতেন।

প্রজা ও অনুচরদিগকে আপনার নিকট পৌঁছাইয়া দিতে আসিয়াছি। পথে কুক্কুর ও দস্যুর ভয়, একা আসা আপনার উচিত হয় নাই। এক্ষণে আমার কার্য্য শেষ হইল, আমি ফিরিয়া চলিলাম।"

রাজা হর্ষোৎফুল্লকণ্ঠে বলিলেন, "যে তোমার মত সহায় ও সহধর্ম্মিণী পাইয়াছে, তাহার বিপদ কোথায়, রাণী?"

রাণী ধীরে ধীরে রণক্ষেত্র হইতে অপসৃত হইলেন। প্রজা ও অনুচরেরা বিস্তীর্ণ প্রান্তরে দল বাঁধিয়া দাঁড়াইল। একজন মণ্ডল * অগ্রসর হইয়া রাজাকে বলিল, "অনুমতি হয়ত এই দস্যুগুলাকে তাড়াইয়া দিই।"

যে দিকে রাণী গিয়াছেন, রাজা সে দিকে চাহিতে চাহিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা সকলে এখানে রহিলে, রাণীর সঙ্গে কে গেল?"

মণ্ডল উত্তর করিল, "বনের ভিতর এখনও দুই তিন হাজার প্রজা লাঠি হস্তে লুক্কায়িত আছে। রাণী মা সম্ভবতঃ এখন বনের ভিতরেই থাকিবেন।"

* পাল ও সেন রাজাদের সময়ে এক একজন মণ্ডল এক এক ভুক্তির (আধুনিক ডিবিজন) শাসনকর্ত্তা ছিল। পাঠানের আমলে মণ্ডল, গ্রামের কর্ত্তায় পরিণত হয়।

জোনাব খাঁ যখন দেখিলেন, হিন্দুরা দলে দলে আসিয়া মন্দিরের আশে পাশে দাঁড়াইল, তখন তিনি রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া নিজের গন্তব্য পথ ধরিলেন।

এদিকে গণেশ নারায়ণ, ইব্রাহিম খাঁর সম্মুখীন হইয়া বলিলেন, "পাঠান সেনাপতি, আমরা নরহত্যা বাসনা করি না—শুধু মন্দির রক্ষা করিতে চাই। পথ ছাড়িয়া দিতেছি—পলাইয়া আত্মরক্ষা কর।"

ইব্রাহিম খাঁ গর্জ্জিয়া বলিলেন, "পাঠান পলায়ন করে না—বিদ্রোহীকে শাস্তি দেয়।"

গণে। শাস্তি দিতে হয়, পরে দিও। এখন প্রাণ দান করিতেছি—পলায়ন কর।

ইব্রা। প্রাণ ভিক্ষা! হিন্দুর মত পাঠানেরা দ্বারে দ্বারে প্রাণ ভিক্ষা করিয়া বেড়ায় না। স্মরণ রাখিও গণেশ নারায়ণ, আজ যদি আমি রক্ষা পাই, তবে কাল সহস্র সহস্র ফৌজ আনিয়া মন্দির সমতল করিব।—তখন দেখিব কে আমাকে বাধা দেয়।

গণে। বটে? তবে আজ তোমরা একজনও ফিরিবে না।

কিশোরীমোহন, ইব্রাহিম খাঁর পিছনে থাকিয়া সকল কথা শুনিতেছিল। সে, সেনাপতিকে একটু দূরে

লইয়া গিয়া বলিল, "খাঁ সাহেব, পলায়নই আমাদের কর্ত্তব্য।"

ইব্রা। আপনি কি বলিতেছেন?

কিশো। সময় থাকিতে আসুন আমরা পলায়ন করি।

ইব্রা। পলাইব! কখনই নয়।

কিশো। পলাইব না ত' কি জান্ দিব?

ইব্রা। জান্ দিতে হয় সেও ভাল, তবু পাঠানকুলে কলঙ্ক ঢালিব না।

কিশো। জান দিতে হয় আপনি থাকুন, আমি এখানে আর দাঁড়াইতেছি না।

ইব্রা। আপনি রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলে আমাদের কোন ক্ষতি হইবে না; কিন্তু আপনার সঙ্গে যে দুই শত সৈন্য আসিয়াছে তাহাদের রাখিয়া যাইতে হইবে।

কিশো। আমি তা' পারিব না—আমি অনর্থক সৈন্যক্ষয়ের পক্ষপাতী নই।

ইব্রা। অনর্থক নয় মোহন সাহেব! এখনও আমাদের প্রায় আট শত সৈন্য আছে। এই আট শত সৈন্য লইয়া আট হাজার হিন্দু তাড়াইতে পারিব।

কিশো। তা' পারিবেন না। লাঠির সম্মুখে আপনারা

কি করিবেন? আর আমি দাঁড়াইতে পারিতেছি না—হিন্দুরা আমাদের ঘিরিয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছে।

কিশোরীমোহন তাঁহার ফৌজ সংগ্রহ করিয়া পলায়নের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না,—হিন্দুরা তাঁহার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। তিনি ভীত চিত্তে, শুষ্ক কণ্ঠে মনুয়াকে বলিলেন, "কি হ'ল মনু! কেমন করে এ যাত্রা রক্ষা পাই?"

মনুয়া উত্তর করিল, "ভয় কি? আমরা ঘোড়ায় আছি—কোন রকমে পলাইয়া রক্ষা পাইব।"

রক্ষাও পাইল; কিন্তু ফৌজেরা কেহ পলাইতে পারিল না, অথবা ইচ্ছা করিয়া পলাইল না। কিশোরীমোহন, মনুয়ার পাশে পাশে অশ্ব ছুটাইতে ছুটাইতে বলিলেন, "মনু, তোমারই কৌশলে আজ রক্ষা পাইলাম।"

মনুয়া উত্তর করিল, "আমি আর কি করিয়াছি।"

কিশোরী। তুমি যদি 'জয় রাজা গণেশ নারায়ণের জয়' বলিয়া চীৎকার না করিতে, তাহা হইলে গুণ্ডার দলেরা আমাদের ছাড়িয়া দিত না। মনু, কি শুভক্ষণেই তোমাকে পাইয়াছিলাম—তুমি বার বার আমার জীবন ও মান রক্ষা করিয়াছ।

মনুয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, "একদিন বুঝিবে, তুমি আমাকে কি কুক্ষণেই পাইয়াছিলে। তোমাকে ধরাইয়া দিতাম ; কিন্তু আজ ধরা পড়িলে, হিন্দুরা তোমাকে ছিঁড়িয়া খাইত। তোমার প্রাণ লইবার সময় এখনও সমুপস্থিত হয় নাই।"

এদিকে ইব্রাহিম খাঁ বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার চারিদিকে হিন্দু। তিনি অদ্ভুত কৌশলে চক্রাকারে ব্যূহ রচনা করিয়া হিন্দুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু লাঠির কাছে তরবারি কি করিবে? তিনি দেখিলেন, প্রতিমুহূর্ত্তে বড় বড় লাঠির আঘাতে পাঠানের হাত হইতে তরবারি খসিয়া পড়িতেছে। অথচ পাঠানেরা হিন্দুর কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। ঘূর্ণ্যমান লাঠীর সম্মুখে কাহার সাধ্য অগ্রসর হয়? ইব্রাহিম বুঝিলেন, বর্ব্বর হিন্দুর হাতে আজ রক্ষা নাই।

তখন তিনি জঙ্গলের দিকে পলাইবার ভাণ করিলেন। হিন্দুরা বুঝিল না যে, বিপরীত দিক তাঁহার লক্ষ্য; তাহারা সহস্রে সহস্রে দলে দলে আসিয়া ইব্রাহিম খাঁ ও জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়াইল। পাঠান সেনাপতির উদ্দেশ্য আর কেহ বুঝুক বা না বুঝুক, গণেশ নারায়ণ বুঝিলেন।

বুঝিয়া তিনি জঙ্গলের বিপরীত দিকে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার সঙ্গে কয়েক জন মাত্র অনুচর ছিল। অপরাপর লোকজনদের ডাকিয়া যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিবার পূর্ব্বেই ইব্রাহিম খাঁ ঘুরিয়া গণেশ নারায়ণের উপর পড়িলেন। পাঠানের সংখ্যায় অনেক হইলেও গণেশ নারায়ণকে সহজে তাহারা অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিল না। ইব্রাহিম খাঁ সভয়ে দেখিলেন, হিন্দুরা জঙ্গলের সান্নিধ্য ছাড়িয়া রাজার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইতেছে। তিনি বুঝিলেন, মুহূর্ত্তমাত্র আর বিলম্ব হইলে একজন পাঠানও রক্ষা পাইবে না। তখন তিনি ক্ষিপ্রহস্তে শূল উঠাইয়া গণেশনারায়ণকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহার পার্শ্বস্থিত আরও দুইজন পাঠান রাজাকে লক্ষ্য করিয়া শূল উঠাইল। শূলত্রয় এক সময়ে নিক্ষিপ্ত হইল। গণেশ নারায়ণ দুইটা শূল নিবারণ করিলেন, কিন্তু একটা পারিলেন না। তৃতীয় শূল তাঁহার বাম উরু বিদ্ধ করিয়া অশ্বপৃষ্ঠ বিদীর্ণ করিল। গণেশ নারায়ণ চৈতন্য হারাইয়া অশ্বসহ ভূপৃষ্ঠে পতিত হইলেন।

ইব্রাহিম খাঁ তৎক্ষণাৎ অশ্ব হইতে লাফাইয়া পড়িলেন ; এবং রাজার দেহ বাহুমধ্যে ধারণ করিয়া এক লম্ফে

আবার অশ্বপৃষ্ঠে উঠিলেন। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হিন্দুরা কিছু বুঝিবার পূর্ব্বেই ইব্রাহিম খাঁ, গণেশনারায়ণকে লইয়া দুর্গাভিমুখে সবেগে অশ্ব ছুটাইলেন। তখন হিন্দুদের চমক ভাঙ্গিল,—তাহারা হাহাকার করিয়া উঠিল।

রাজা গণেশ।

তৃতীয় খণ্ড।

যজ্ঞকাষ্ঠ।

রাজা গণেশ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সরকার হইতে পাণ্ডুয়ার নামকরণ হইয়াছিল—ফিরোজাবাদ। কিন্তু সে নামে রাজধানী সাধারণ লোকের নিকট পরিচিত ছিল না। তাহারা পূর্ব্বাপর যেমন ডাকিয়া আসিতেছে, তেমনই পাণ্ডুয়া বলিয়া ডাকিত।

পাণ্ডুয়ার ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া ইতিহাসবেত্তারা অনুমান করিয়াছেন যে, পাণ্ডুয়া উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত ছিল। মধ্যে সুপ্রশস্ত রাজপথ। পথের দুইধারে অট্টালিকা-নিচয়। উত্তর প্রান্তে দুর্গ। দুর্গের সন্নিকটে রাজপ্রাসাদ।

রাজপ্রাসাদ বিস্তৃত ও সৌন্দর্য্যময়। তখনকার দিনে যেমন শিল্পী ছিল এখন আর তেমন নাই। এখন গির্জ্জা গড়িতে পারে; কিন্তু আদিনা মসজিদ গড়িতে পারে না। এখন সমালোচনা করিতে পারে, কিন্তু তখনকার মত ইট গড়িতে পারে না—পাথর কাটিতে পারে না। এখন শ্রীক্ষেত্র ও কণারকের মন্দিরের ছবি তুলিতে পারে, কিন্তু শত চেষ্টাতেও একখানা স্থানচ্যুত পাথর বসাইতে পারে না।

প্রাসাদের এক দিকে সদর, অপরদিকে অন্দর। উভয় খণ্ডের মধ্যে কতকগুলি সুসজ্জিত কক্ষ আছে। সুলতান তথায় বাস করেন।

দ্বিতলোপরি দীপমালা-উদ্ভাসিত, কুসুমসৌরভ-প্রফুল্ল বৃহদায়তন কক্ষ মধ্যে সুবর্ণ-বিনির্ম্মিত পর্য্যঙ্কোপরি, সুলতান সৈয়ফ উদ্দীন আসলতান্ শয়ান রহিয়াছেন। পার্শ্বে হাকিম স্বতন্ত্র আসনে উপবিষ্ট। পদতলে দুইজন বিশ্বস্ত ভৃত্য দণ্ডায়মান। সুলতান জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, "হাকিম, আর কত দিন বাঁচিব?"

হাকিম উত্তর করিল, "সে কথার উত্তর খোদা দিতে পারেন।"

সুল। তুমি দিতে পার না? তবে তুমি কিসের হাকিম?

হাকি। আমি চিকিৎসা করিতে পারি—জীবন, মৃত্যুর কথা বলিতে পারি না।

সুল। আমি চিকিৎসার কথাই জিজ্ঞাসা করিতেছি,—তুমি আমায় রোগমুক্ত করিতে পারিবে?

হাকি। হুজুর, খোদাবন্দ—আমি সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছি।

সুল। বাঁচাইতে পারিবে কি?

হাকি। জাঁহাপনা—

সুল। সত্য কথা বল—প্রতারণা করিও না।

হাকি। রোগ বড় কঠিন—আমার সাধ্যাতীত।

সুলতান দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত দিন আর বাঁচিতে পারি?"

হাকি। তা' ঠিক বলা যায় না—দশদিন হ'তে পারে, এক মাসও হ'তে পারে।

সুল। কাল পরশুও হ'তে পারে—কেমন?

হাকি। জাঁহাপনা বুদ্ধিমান—তাঁহাকে আমি কি বুঝা'ব?

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া সুলতান বলিলেন, "আমাকে রাজ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে—তুমি যাও।"

হাকিম বিদায় হইল। সুলতান তখন তাঁহার আদরের

কন্যা মরিয়নকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ক্ষণপরে মরিয়ন আসিয়া হর্ম্ম্যতলে দাঁড়াইল। ভৃত্যেরা বিদায় হইল।

সুলতান সস্নেহে ডাকিলেন,—"মা!"

"কি, বাবা?"

"আমার কাছে বসো।"

মরিয়ন পিতার পার্শ্বে শয্যার উপর বসিল। পিতা যে দিন হইতে শয্যা লইয়াছেন, সে দিন হইতে সে আর কেশ বাঁধে না—ফুলের মালা কবরী বা কণ্ঠে জড়ায় না। সে বেশের পারিপাট্য, সে অলঙ্কারের ঘটা আর নাই। সব ছাড়িয়া মরিয়ন পিতার মঙ্গল কামনায় খোদাতালার উদ্দেশে দিবানিশি মাথা কুটিতেছে।

মরিয়ন ভাবিতেছিল, খোদা কি তাহার সকাতর প্রার্থনা শুনিবেন না? পিতাকে কি তিনি রক্ষা করিবেন না? আল্লাকে এত ডাকিলাম—পিতাকে রক্ষা কর বলিয়া কত কাঁদিলাম—পিতার ইষ্ট কামনায় দেশের মোল্লা আনিয়া লক্ষি মসজিদে একত্র করিলাম, তবু কি ভগবানের দয়া হ'বে না?—পিতাকে কি অকাল মৃত্যু হ'তে রক্ষা করিবেন না?

"মরিয়ন—"

মরিয়ন চমকিয়া উঠিল।

"মরিয়ন, আমি আর বেশী দিন বাঁচিব না।"

মরিয়ন কান্না চাপিয়া বলিল, "বাঁচিবে বই কি, বাবা!"

"না মরিয়ন, আমি আর বাঁচিব না। হাকিম বলিয়া গিয়াছেন—মৃত্যু সন্নিকট।"

মরিয়নের বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল। সে ভাবিল, "তবে কি ভগবান নাই? এ বিশ্বরাজ্যের অধিপতি কি দয়াময় ঈশ্বর ন'ন? সন্তানের কান্না দেখিলে বিশ্বপিতার প্রাণ কি ফাটে না? তাঁহার হৃদয়ে কি দয়া নাই—মায়া নাই?"

"মরিয়ন, তোমাকে একটা কথা বলিতে ইচ্ছা করি—আর হয়ত বলিবার ক্ষমতা থাকিবে না—"

মরিয়ন এবার কাঁদিয়া ফেলিল। মনে মনে ঈশ্বরকে ডাকিয়া বলিল, "ভগবান, আমার জীবনের বিনিময়ে পিতার জীবন দেও—আমার পরমায়ু লয়ে পিতাকে রক্ষা কর। তা' কি তুমি পার না? আ—বুঝেছি, তোমার কোন ক্ষমতা নাই; তুমি জড়পিণ্ড মাত্র—নিয়তির দাস।"

মুহূর্ত্তকাল থামিয়া মরিয়ন আবার বলিল, "তবে বিপদ নিবারণ করিতে দুনিয়ায় কেহ কি নাই? অকাল-মৃত্যু, রোগ-শোক দূর করিবার সামর্থ্য কি কাহারও নাই?

বিশ্বরাজ্যের সর্ব্বক্ষমতাশালী মালিক কি কেহ নাই? নিয়তিই কি প্রবল? কর্ম্মফলই কি ভাগ্য-বিধাতা?—"

"মরিয়ন, আমার একটি অনুরোধ আছে।"

মরিয়ন উত্তর করিল, "বলিতে কেন সঙ্কুচিত হইতেছ, বাবা? তোমার মরিয়ন কখন কি তোমার আদেশ অমান্য করিয়াছে?"

স্থল। আমি জানি, আমার মরিয়ন স্বর্গের পরী। মরিয়নের চিন্তাই অন্তিম কালে আমাকে অবসন্ন করিয়া তুলিয়াছে।"

মরি। কি করিলে তুমি সুখী হও, বাবা?

সুল। তুমি যখন আলিমসাকে ভালবাস না—ঘৃণা কর, তখন তাহাকে বিবাহ করিতে আমি অনুরোধ করিতেছি না; কিন্তু—

মরি। কিন্তু কি বাবা?

সুল। কিন্তু কাফেরকে বিবাহ করা উচিত হয় না।

মরি। কাফের কে?

স্থল। কুমার যদুনারায়ণ।

মরিয়ন নীরব হইল। সুলতান ক্ষণকাল উত্তরের অপেক্ষা করিয়া রহিলেন; কিন্তু যখন উত্তর পাইলেন না,

তখন তিনি বলিলেন, "মরিয়ন, আমার বংশে কেহ কখন কাফেরকে বিবাহ করে নাই।"

মরিয়ন তথাপি নীরব।

সুলতান পুনরায় বলিলেন, "শুনেছ মরিয়ন! সুলতান বংশের কেহ কখন কাফেরকে বিবাহ করে নাই।"

মরি। করিলে কি দোষ?

সুল। অপযশ—কলঙ্ক।

মরি। আর কিছু?

সুল। অধর্ম্ম।

মরি। শুধু এই?

সুল। একি সামান্য হ'ল?

মরি। যদুনারায়ণের বিনিময়ে অতি সামান্য।

সুল। তবে কি তুমি আমার অনুরোধ রক্ষা করিবে না?

মরি। যাঁর সামান্য তৃপ্তির জন্য আমি প্রাণ দিতে পারি, তাঁর শেষ অনুরোধ রক্ষা করিব না? বাবা, আমি শপথ করিতেছি, ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীকে কখন বিবাহ করিব না।

সুল। বাঁচলাম—এখন আমি সুখে মরিতে পারিব।

মরি। আমার একটি প্রার্থনা আছে, বাবা।

স্নুল। কি প্রার্থনা, মা?

মরি। বিবাহ করিতে আমাকে আদেশ করিও না।

স্নুল। কেন, মা?

মরি। আমি চিরকাল অবিবাহিতা থাকিব।

স্নুল। ছিঃ! আমি তোমার জন্য কেমন সুপাত্র স্থির করেছি।

মরি। আমাকে দ্বিচারিণী হ'তে বল?

স্নুল। দ্বিচারিণী?

মরি। হাঁ, দ্বিচারিণী। যদু নারায়ণ ছাড়া অন্য স্বামী গ্রহণ করিলে আমি ধর্ম্মভ্রষ্টা হ'ব।

স্নুল। তবে কি তুমি যদু নারায়ণকে বিবাহ করেছ?

মরি। বিবাহ করি নাই; কিন্তু মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছি। যদুনারায়ণ আমার স্বামী—তিনি ছাড়া মরিয়নের আর দ্বিতীয় স্বামী নাই।

স্নুল। যদুনারায়ণ অপেক্ষা সহস্রগুণে ধনবান্ পাত্র তোমার জন্য মনোনীত করেছি।

মরি। পৃথিবীর রাজত্বের জন্যও আমি দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করিতে পারিব না।

স্নুল। যদি আমি আদেশ করি?

মরি। যাহা আমার সাধ্যাতীত তাহা কেমন করিয়া

পারিব, বাবা? আদেশ করেন প্রাণত্যাগ করিব। যদি দেখাইবার হইত, তাহা হইলে হৃদ্‌পিণ্ড চিরিয়া দেখাইতাম, এ হৃদয় শুধু যদুনারায়ণময়—অপরের তথায় স্থান নাই।

সুলতান নীরব হইলেন। তাঁহার সকল সাধ বুঝি চূর্ণ হইয়া যায়। তাঁহার বাসনা ছিল, দিল্লীর বাদসাহের করে প্রাণপ্রতিম কন্যাকে সমর্পণ করিয়া পাঠান রাজ্য বাঙ্গালায় দৃঢ়ীভূত করেন। বাদসাহও সম্প্রতি সম্মত হইয়াছিলেন। এক্ষণে মরিয়ন তাঁহার সকল সাধ বিধ্বস্ত করিল।

ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া সুলতান বলিলেন, "তুমি কি যদুনারায়ণকে এতই ভালবাস?"

মরিয়ন উত্তর করিল, "সমস্ত পৃথিবী এক দিকে, আর যদুনারায়ণ অপর দিকে। যদুনারায়ণ আমার সখা—আমার গুরু—আমার স্বামী।"

সুল। তবে তোমার প্রাণে ব্যথা দিব না, মরিয়ন,—পাঠানের ভাগ্যে যাহাই থাকুক, তুমি কুমারকে বিবাহ কর।

মরি। না বাবা, ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীকে বিবাহ করে তোমার নাম কলঙ্কিত করিব না।

স্থল তবে কি করিবে, মরিয়ন ?

মরি চিরজীবন অবিবাহিত থাকিব।

স্থল হিন্দুকে বিবাহ করিবে না ?

মরি না।

স্থল। উত্তম। প্রহরি, কে আছ ? অবিলম্বে কুমার যদুনারায়ণকে কারামুক্ত কর।

এমন সময়ে জনৈক বিশ্বাসী বৃদ্ধ ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, জোনাব খাঁ, সুলতানের সাক্ষাৎ-অভিলাযে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান। মরিয়ন তৎক্ষণাৎ কক্ষ ত্যাগ করিল। জোনাব খাঁ অপর দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

"জোনাব খাঁ, দোস্ত, হতভাগ্য সৈয়ফ উদ্দীনকে অন্তিম কালে দেখিতে আসিয়াছ ?"

"খোদা আপনাকে দীর্ঘজীবী করিয়া রাখুন, ভৃত্যের ইহাই প্রার্থনা।"

সুলতান বলিলেন, "আমার দিন শেষ হইয়া আসিয়াছে, জোনাব খাঁ! এখন—এই অন্তিম শয্যায় শুইয়া

আমার চক্ষু ফুটিয়াছে—এখন আমি বুঝিয়াছি, এ সিংহা-সনের আমি উপযুক্ত নই। হায়, কিছুদিন আগে কেন চো'খ ফুটিল না।"

জোনাব। অনর্থক আত্মগ্লানি করিতেছেন। আপ-নার মত ন্যায়পরায়ণ রাজা কয়টা আছে?

সুল। আমি ন্যায়পরায়ণ? মিথ্যা কথা। আমি যদি ন্যায়পরায়ণ হইতাম, তাহা হইলে আজ রাজ্যমধ্যে অশান্তি জ্বলিয়া উঠিত না—পাঠান-সিংহাসন টলমল করিত না। যে রাজ্য ন্যায়ের উপর অধিষ্ঠিত, সে রাজ্য কখন লোপ পায় না।

জোনা। যদি লোপই পায় আপনার তা'তে অপরাধ কি? আপনার কোন ক্রুটি ছিল না।

সুল। তুমি জান না জোনাব খাঁ, আমার অনেক ক্রুটি ছিল। আমি স্বেচ্ছাপুর্ব্বক আলিম সার অনেক অত্যা-চারের প্রশ্রয় দিয়াছি—স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দেশে এই আগুন জ্বালিয়াছি।—একি, জোনাব খাঁ, তোমার কোষ অসি-শূন্য কেন?

জোনা। সুলতান, আমি বন্দী।

সুল। বন্দী? আমি বাঁচিয়া থাকিতে তুমি বন্দী? কে তোমায় বন্দী করিল?

জোনা। কেহ করে নাই ; আমি স্বেচ্ছায় তরবারি ত্যাগ করিয়া বন্দিত্ব স্বীকার করিয়াছি।

সুল। কেন?

জোনা। আমি আপনার আদেশ অমান্য করিয়াছি।

সুল। বিশ্বাস হয় না জোনাব খাঁ ;—তোমার মত প্রভুভক্ত ভৃত্য কখন আদেশ অমান্য করিতে পারে না !

জোনা। আপনার দুইটি আদেশ ছিল।

সুল। কি? কি?

জোনা। প্রথম, রাজা গণেশকে গোপনে হত্যা করিতে।

সুল। গণেশকে হত্যা করিতে? আমি এমন আদেশ কখন দিই নাই, জোনাব !

জোনা। আমি তাহা জানিতাম—জানিতাম বলিয়াই সে আদেশ পত্র খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছি।

সুল। দ্বিতীয় আদেশ কি?

জোনা। মহামায়ার মন্দির ধ্বংস করিয়া দেবী প্রতিমা বিধ্বস্ত——

সুল। আর শুনিতে চাই না, জোনাব খাঁ! পাঠান রাজ্য কিছুতেই আর টিকিবে না।

জোনা। আমি আরও শুনিলাম, নুর কুতুব-উল-আলম এ সম্বন্ধে সুলতান-পুত্রের পরামর্শদাতা।

সুল। ফকির সাহেব রাজনীতি বুঝেন না—শুধু ধর্ম্মই বুঝেন। তাঁহার অন্ধ বিশ্বাস আছে যে, কাফের মারিতে পারিলে অক্ষয় পুণ্য সঞ্চিত হইল।

জোনা। অন্ধ বিশ্বাসই ভক্তি।

সুল। কিন্তু এ ভক্তিত রাজ্য রক্ষা উপায় করিতে পারে না?

জোনাব খাঁ নিরুত্তর রহিলেন; সুলতানও নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ক্ষণপরে জোনাব খাঁ বলিলেন, "সুলতান, আমি বিদায় লইতে আসিয়াছি।"

সুলতান। বিদায়! কেন?

জোনাব। মক্কা যাইব ইচ্ছা করিয়াছি।

সুল। তুমি এ বিপদের সময় আমাদের ত্যাগ করিয়া যাইবে?

জোনা। আপনাকে ত্যাগ করিতেছি না—আলিমসাকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছি।

সুল। একই কথা।

জোনা। একই কথা নয়, জাঁহাপনা। আপনি ন্যায়পরায়ণ—আলিম সা অত্যাচারী। আপনার কাছে

আদর ও সম্মান—আলিম সার কাছে অপমান ও নির্য্যাতন। একই কথা কেমন করিয়া বলিব, সুলতান ?

সুল। তুমি সম্মানের প্রত্যশী ?—তা আমি জানিতাম না।

জোয়া। আমি সম্মানের প্রত্যাশী কোন কালে নই। কিন্তু কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইতে, অথবা ঘাতকের হস্তে প্রাণ দিতে অনিচ্ছুক।

সুল। সে যাই হো'ক—পাঠান রাজ্যের বিপদের সময় রাজ্যের স্তম্ভকে বিদায় দিতে পারি না।

বলিয়া তিনি প্রধান সেনাপতিকে আহ্বান করিলেন। প্রহরী তাঁহাকে ডাকিয়া আনিল।

সেনাপতির বয়স পঞ্চাশ বৎসর। তাঁহার প্রশস্ত বক্ষের উপর শুভ্র শ্মশ্রুভার বিলম্বিত। উন্নত ললাটে সৈনিকের তাজ। দীর্ঘাকার দেহ, শ্বেত বসন সমাচ্ছাদিত। তাঁহার নাম সমসের খাঁ।

সমসের সুলতানের নিকটাত্মীয়। তাঁহার সাহস ও শক্তির যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা থাকিলেও তিনি সেনাপতি পদের যোগ্য ছিলেন না। তথাপি সুলতান তাঁহাকে হিতৈষী বন্ধু জানিয়া সেনাপতি পদে বরণ করিয়াছিলেন।

সমসের কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিবা মাত্র জোনাব খাঁ

সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সুলতান, আসন গ্রহণ করিতে উভয়কে ইঙ্গিত করিলেন। উভয়ে শয্যা পার্শ্বে পৃথগাসনে উপবেশন করিলেন।

সুলতানের শয্যার উপর একখানি মণিমুক্তা-খচিত বহুমূল্য তরবারি পড়িয়াছিল। তিনি তাহা উঠাইয়া লইয়া বলিলেন, "জোনাব খাঁ, তোমার হস্তে আমার এই তরবারি অর্পণ করিলাম। পাঠান রাজ্য সংরক্ষার্থে এই তরবারি নিয়োজিত করিবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তোমার হস্তে এ খড়্গ কখন কলঙ্কিত হইবে না।"

জোনাব খাঁ আসন ত্যাগ করিয়া হর্ম্ম্যোপরি জানু পাতিয়া বসিলেন; এবং সুলতানের হস্ত হইতে সসম্মানে তরবারি গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "সুলতানের আদেশ লঙ্ঘন করিতে এ দাসের সামর্থ্য নাই। আমার জীবন ও দেহ সুলতানের। এই জীবন ও দেহ সুলতানের আদেশ প্রতিপালন করিতে নিয়োজিত ক[illegible]।"

সুলতানের অভিপ্রায়ানুসারে জোনাব খাঁ উঠিয়া আবার আসন গ্রহণ করিলেন। তখন সুলতান, সেনা-পতিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "সমসের খাঁ, এই বিশাল পাঠান রাজ্যে জোনাব খাঁর তুল্য বিশ্বাসী সুদক্ষ কর্ম্মচারী কেহ আছে কি না জানি না। উপযুক্ত ব্যক্তির

উপযুক্ত পুরস্কার প্রয়োজন ;—আমি জোনাব খাঁকে দ্বিতীয় সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিলাম। আলিম সার অজ্ঞাতসারে বহু অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছি। তোমরা সেই অর্থ দ্বারা নূতন সৈন্যদল গঠিত কর—পাঠান রাজ্য রক্ষা কর। আর কিছু বলিবার নাই—এক্ষণে যাও।"

উভয়ে অভিবাদনান্তে বিদায় হইলেন। তখন সুলতান, ফৌজদারকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ফৌজদার আসিলে, সুলতান জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজা গণেশ নারায়ণ কোথায় ?"

ফৌজদার উত্তর করিলেন, "সম্ভবতঃ দেবীকোটে—ঠিক বলিতে পারি না।"

সুল। তাঁহাকে আনিতে অবিলম্বে লোক পাঠাও। তিনি যেখানেই থাকুন, দুই দিনের মধ্যে তাঁহাকে আনা চাই।

ফৌজ। জাঁহাপনা যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

সুল। কি বলিবে বল।

ফৌজ। গণেশনারায়ণকে প্রয়োজন কি ?

সুল। তাঁহাকে আমি উজীরের পদে অভিষিক্ত করিব।

ফৌজ। গণেশনারায়ণকে ?

স্থুল। হাঁ, রাজা গণেশকে। তোমাদের কাহারও আপত্তি আছে কি ?

ফৌজ। জাঁহাপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথা কহিতে আমাদের সামর্থ্য কি ? তবে একটা কথা বলিবার আছে।

স্থুল। কি ?

ফৌজ। যে ব্যক্তি পাঠানের প্রধান শত্রু, তাহাকে উজীরের পদে নিযুক্ত করা কি যুক্তিসঙ্গত হইবে ?

স্থুল। তোমরা তবে গণেশনারায়ণকে চেন না। গণেশনারায়ণ ধার্ম্মিক—প্রভুদ্রোহী নয়। তাহাকে তফাৎ রাখ—তাহার উপর অত্যাচার কর, সে অস্ত্র ধরিয়া দাড়াইবে ; তাহার সঙ্গে সদ্ব্যবহার কর—সকল ভার তাহার উপর ন্যস্ত কর, প্রভুর জন্য সে প্রাণ দিবে। গণেশনারায়ণকে আমিও পূর্ব্বে ঠিক চিনিতে পারি নাই।

ফৌজ। শত্রুকে সম্মানিত না করিয়া নিপাত করিলেইত সকল গোল চুকিয়া যায়।

স্থুল। গোল চুকিবে না—আরও বাড়িবে। একজন গণেশনারায়ণ যেখানে মরিবে, শত গণেশনারায়ণ সেখানে

জাগিয়া উঠিবে। অত্যাচারে, পীড়নে বিজিত জাতিকে কখন বশীভূত রাখিতে পারিবে না।

ফৌজ। কেন পারিব না?—আমরা ত হীনবল নই।

সুল। তোমরা যতই কেন বলবান্ হও না, বিজিত জাতি যখন উৎপীড়িত হইয়া ধৈর্য্যচ্যুত হইবে, তখন তাহারা তোমাদের অপেক্ষা শতগুণ শক্তিশালী হইয়া উঠিবে। একজন প্রাণ লইতে যাইতেছে, অপরে আত্ম-রক্ষা করিতেছে—একজম ধর্ম্ম অপহরণে সমুদ্যত, অপরে ধর্ম্মরক্ষার্থে দণ্ডায়মান। উভয়ের মধ্যে কে বলবান্? আমি যে এই রুগ্ন, দুর্ব্বল, অন্তিম শয্যায় শয়ান রহিয়াছি, তুমি যদি এখন আমার প্রাণসংহারোদ্যত হও, তাহা হইলে দেখিবে, আত্মরক্ষা করিবার বাসনায় আমার এই ক্ষীণদেহে আশাতীত বলের সঞ্চার হইয়াছে;—যাহার অঙ্গুলি সঞ্চালনের ক্ষমতা ছিল না, সে তখন পাথর তুলিতেছে। এখন যাও, আদেশ প্রতিপালন করগে—আমি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি।

ফৌজদার চিন্তাকুল হৃদয়ে বিদায় হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—— * ——

দেবীকোট-যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া কিশোরী-মোহন রাজধানী অভিমুখে অনেকটা পথ গেল। যখন ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত্ত হইয়া পড়িল, তখন একটা বৃক্ষতলে আশ্রয় লইয়া মনুয়াকে বলিল, "মনু, আর ত যেতে পারি না।"

মনুয়া গম্ভীরবদনে উত্তর করিল, "এতটা আসাই ভাল হয় নাই।"

কিশোরী। কেন, মনু ?

মনু। যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে একটা সঠিক সংবাদ লইয়া আসা উচিত ছিল; নতুবা আলিম সাকে কি বলিবেন ?

কিশো। যুদ্ধের ফলাফল জানিতে দেবীকোটের নিকটে থাকিবার প্রয়োজন নাই—দূর হইতেই তাহা অনুমান করিয়া লইতেছি।

মনু। কি অনুমান করিয়া লইতেছেন ?

কিশো। দেবীকোটে একটিও পাঠান জীবিত নাই—গণেশ নারায়ণ এখন সেখানে রাজা।

মন্থু। তা' ঠিক বলা যায় না—যুদ্ধের গতি সামান্য কারণে পরিবর্ত্তিত হয়।

কিশো। তুমি কি আবার ফিরিয়া যাইতে পরামর্শ দাও?

মন্থু। হাঁ।

কিশো। আমি ত আর সে দিকে যাইতেছি না—বাপ্‌রে, যে লাঠির দাপট! তা' ছাড়া সন্ধ্যা হইয়া আসিল, আমি এখনও কিছু খাই নাই।

মন্থু। তবে নিকটবর্ত্তী গ্রামে আশ্রয় লইবেন চলুন।

কিশো। হিন্দুর গ্রামে যাইতে ভয় করে।

মন্থু। তবে মুসলমানের গৃহে আশ্রয় লউন্।

কিশো। ত'াও হ'তে পারে না; আমার কোনদিকেই সুবিধা নাই।

এমন সময়ে উভয়ে সচকিতে দেখিল, একজন অশ্বারোহী সৈনিক সবেগে তাহাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। কিশোরীমোহন ভীত হইয়া পলায়নপর হইল। মন্থুয়া বলিল, "ভয় কি? অশ্বারোহী একা—আমরা দুইজন।"

কিশোরী মোহন উত্তর করিল, "দু'জন হ'লে কি হয়? আমরা দু'জনেই যে ছেলে মানুষ।"

ঘৃণায় মনুয়ার মুখ বিকৃত হইল; কিন্তু সে আত্ম-সম্বরণ করিয়া নীরব রহিল। দেখিতে দেখিতে অশ্বারোহী নিকটস্থ হইল। তখন উভয়ে সবিস্ময়ে চিনিল, আগন্তুক একজন পাঠান সৈনিক কর্ম্মচারী—কিশোরী মোহনের সঙ্গে দেবীকোটে আসিয়াছিল।

উভয়েই বুঝিল, সৈনিক যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলাইয়া আসিতেছে। বস্তুতও তাই। হিন্দুরা যখন দেখিল—ইব্রাহিম খাঁ, রাজা গণেশকে আহত ও বন্দী করিয়া যুদ্ধ-ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল, তখন তাহারা কাণ্ডজ্ঞান শূন্য হইয়া সশস্ত্র ও নিরস্ত্র পাঠানদিগকে প্রচণ্ডবেগে আক্রমণ করিল। সেই আক্রমণের ফলে প্রায় সকল পাঠানই মরিল। যে দুই চারিজন অশ্বারোহণে ছিল, তাহারাই কোন গতিকে পথ করিয়া পলায়ন করিল। এই সৈনিক তাহাদের মধ্যে একজন।

সৈনিককে চিনিবা মাত্র কিশোরীমোহন আগ্রহান্বিত হইয়া অগ্রসর হইল; এবং জিজ্ঞাসা করিল, "যুদ্ধের সংবাদ কি, সাহেব?"

সৈনিক ক্ষণকাল উত্তর করিতে পারিল না। পরে একটু বিশ্রাম লইয়া অভিবাদনান্তে বলিল, "দুই চারিজন ছাড়া একজন পাঠানও যুদ্ধক্ষেত্র হইতে জীবিত ফিরে নাই।"

কিশোরী। সে কথা কিছু পূর্ব্বে আমি মনুয়াকে বলিতেছিলাম।

সৈনিক। কিন্তু একটা সংবাদ আছে।

কিশোরী। কি?

সৈনিক। গণেশ নারায়ণ বন্দী হইয়াছে।

কিশোরী। গণেশ নারায়ণ বন্দী? অসম্ভব! পাঠান যদি হারিল তবে গণেশ বন্দী হইল কিরূপে?

সৈনিক। তা' ঠিক জানিনা; তবে শুনিলাম, পাঠানেরা যখন হটিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল, তখন সেনাপতি ইব্রাহিম খাঁ, রাজাকে আচম্বিতে আক্রমণ করিয়া বন্দী করেন। হিন্দুরা কেহ তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারে নাই।

কিশোরী। গণেশ নারায়ণ এক্ষণে কোথায়?

সৈনিক। সম্ভবতঃ দেবীকোট দুর্গ মধ্যে আবদ্ধ।

কিশোরী। জয় জগন্নাথ! সেনাপতি আমার মুখ রক্ষা করিয়াছে। যে জন্য এত পরিশ্রম তাহাই সার্থক হইল।

সৈনিক। আমরা এখানে কি করিতে আসিয়াছিলাম, সর্দ্দার সাহেব?

কিশোরী। গণেশ নারায়ণকে বন্দী করিতে—তাহাকে হত্যা করিতে।

সৈনিক। মন্দির ধ্বংস করিতে নয়?

কিশোরী। না—মন্দির ধ্বংস ছলমাত্র।

সৈনিক। এ কার্য্যের জন্য আমাদের নিযুক্ত না করিয়া গুপ্ত ঘাতক নিযুক্ত করিলে ভাল হইত।

কিশোরী। গুপ্ত ঘাতকের সাধ্য কি, সে সিংহের সম্মুখীন হয়?

সৈনিক। আমি এক্ষণে চলিলাম।

কিশোরী। কোথায়?

সৈনিক। রাজধানীতে।

কিশোরী। এত তাড়াতাড়ি কেন? এক সঙ্গে যাইব।

সৈনিক। আমার একটু তাড়াতাড়ি আছে।

কিশোরী। কেন?

সৈনিক। কর্ম্মে ইস্তফা দিব।

কিশোরী। ইস্তফা? কেন? হিন্দুদের ভয়ে নাকি?

সৈনিক। যাহারা যুদ্ধ বাধিবার পূর্ব্বে রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করে তাহারা ভীরু, না যাহারা যুদ্ধের শেষ পর্য্যন্ত লড়াই করে তাহারা ভীরু?

কিশোরীমোহনের মুখ লাল হইয়া উঠিল; ভয়ে সে আর কিছু বলিল না। সৈনিক নীরবে প্রস্থান করিল।

কিন্তু মনুয়া প্রাণে বড় ব্যথা পাইয়াছিল। সে যখন

শুনিল, রাজা গণেশ দেবীকোট দুর্গে আবদ্ধ আছেন, সে তখন দেবীকোটে ফিরিয়া যাইবার বাসনা করিল। কিশোরীমোহন তাহাতে আপত্তি উঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দেবীকোট গিয়া করিবে কি ?"

মনোভাব, গোপন রাখিয়া মনুয়া উত্তর করিল, "সেখানে গিয়া দেখিব রাজা সত্য সত্যই আবদ্ধ হইয়াছেন কিনা। সঠিক সংবাদ না লইয়া সুলতানপুত্রের সম্মুখে কেমন করিয়া আপনি দাঁড়াইবেন ?"

কিশো। সঠিক সংবাদই পাইয়াছি—সে জন্য তোমার চিন্তা নাই।

মনু। তবু একবার সংবাদ লইলে ভাল হয় না ?

কিশো। না—সেখানে তোমাকে আর পাঠাইতে পারিব না। বাপ্ রে ! এখন মৌমাছির মত হিন্দুরা দুর্গের চারিদিক ঘিরিয়াছে।

কথাটা ঠিক। মনুয়া ভাবিয়া দেখিল, সহস্র সহস্র হিন্দু, রাজাকে উদ্ধার করিতে এক্ষণে চেষ্টা করিতেছে, রাণীও স্বয়ং তথায় উপস্থিত আছেন ; এরূপ ক্ষেত্রে সে গিয়া বিশেষ আর কি করিবে ? ভাবিয়া চিন্তিয়া মনুয়া অবশেষে তাহার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিল।

"তবে এখন চল, মনুয়া।"

"কোথায় যাইব ?"

"আমার শ্বশুরালয়ে।"

"আপনার শ্বশুরালয়ে ?"

"কেন, আমার কি শ্বশুরবাড়ী থাকিতে নাই ?"

"সে কোথায় ? কত দূরে ?"

"বেশী দূর নয়—দু' এক ক্রোশের মধ্যে।"

"আপনার শ্বশুর তাড়াইয়া দিবেন না ত ?"

"আমার আশ্রিত শ্বশুর আমাকে তাড়াইয়া দিবেন ?"

"কি জানি, আমরা যে হিন্দু মাত্রেরই ঘৃণ্য।"

"যদি সত্যই তাড়াইয়া দেয়, তাহা হইলে তাহাদের গৃহ শ্মশানে পরিণত করিব। এখন চল।"

উভয়ে অশ্বারোহণে পথ অতিবাহিত করিয়া চলিতে লাগিল। যাইতে যাইতে কিশোরীমোহন বলিল, "মনুয়া, আমার শ্বশুর দরিদ্র—কিন্তু স্ত্রী বড় রূপবতী।"

মনুয়া। তবে তাঁহাকে লইয়া ঘর করেন না কেন ? কোন দোষ আছে কি ?

কিশো। সে বড় মুখরা, কোপনস্বভাবা। নর্ত্তকী লইয়া আমি একটু আমোদ করি, সে তা' সহ্য করিতে পারে না।

পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিলে মেয়ে বুঝি সুখী হইবে। ক্রমে ভুল ভাঙ্গিল। তখন তিনি দেখিলেন, ঐশ্বর্য্যে সুখ নাই—হীরকমণ্ডিত অলঙ্কারে শান্তি নাই।

বিবাহের পর ভুল ভাঙ্গিলে কি হইবে? তখন ত আর বিবাহ ফিরে না। অমরনাথ অন্তরে অন্তরে পুড়িতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি যখন শুনিলেন যে, জামাতা শুধু পরদার-নিরত নহে—সে নরকুলকলঙ্ক স্বদেশদ্রোহী, তখন তিনি ঘৃণায় লজ্জায় মরমে মরিয়া গেলেন—ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া কন্যার বৈধব্য কামনা করিলেন।

সেই জামাতা আজ তাঁহার গৃহে অতিথি। গৃহস্থমাত্রেই অতিথিকে যেটুকু যত্ন করে, অমরনাথ জামাতাকে সেটুকু যত্ন করিতেও বিমুখ হইলেন। তিনি ভদ্রাসন বাটীতে কুলাঙ্গারকে স্থান দিতে অসম্মত হইলেন। গৃহিণীর অনেক অনুনয় বিনয়ে অবশেষে একটি জীর্ণ কুটীরে রাত্রি যাপন করিতে জামাতাকে অনুমতি প্রদান করিলেন।

কিশোরীমোহন রোষে গর্জ্জিয়া উঠিল। কিন্তু গর্জ্জনই সার হইল। মনুয়ার সহিত পরামর্শ করিয়া দেখিল, এ রাত্রিতে অন্য কোথাও আশ্রয় পাইবার উপায় নাই। অশ্বদ্বয় ক্লান্ত—নিজেরাও ক্ষুধার্ত্ত ও অবসন্ন। এ অবস্থায় মাথা রাখিবার স্থান ছাড়িয়া যাওয়া কোন ক্রমেই

যুক্তিসঙ্গত নহে। সহস্র অপমান সহিয়াও কিশোরীমোহন শ্বশুরালয়ে নিশিযাপন করাই স্থির করিল।

কিন্তু তাহাতেও বিধি বাদ সাধিল। মধ্য রাত্রিতে কিশোরীমোহন যখন কক্ষমধ্যে নিদ্রিত, তখন মনুয়া নিঃশব্দে উঠিয়া গিয়া বাটীর জনৈক ভৃত্যকে জাগাইল। মনুয়ার ইচ্ছানুক্রমে সে আবার কর্ত্তাকে উঠাইল। কর্ত্তা অমরনাথ আসিলে মনুয়া তাঁহার কাছে দেবীকোটের যুদ্ধের কথা আদ্যোপান্ত বিবৃত করিল। কিশোরীমোহন যে মহামায়ার মন্দির ভাঙ্গিতে আসিয়াছিলেন—রাজা গণেশকে হত্যা করিতে আসিয়াছিলেন, তাহা অন্তরালে দাঁড়াইয়া চুপি চুপি বলিতে লাগিল। শুনিয়া অমরনাথ রোষে ঘৃণায় জ্বলিয়া উঠিলেন; এবং সেই রাত্রিতেই জামাতাকে গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। মনুয়াও সেই সঙ্গে পথে আসিয়া দাঁড়াইল। অশ্ব সজ্জিত করিয়া উভয়ে অশ্বপৃষ্ঠে উঠিল। ঘোড়ায় উঠিয়া কিশোরীমোহন অনেক শাসাইতে লাগিল। অমরনাথ তদুত্তরে বলিলেন, "তোমার সাধ্যমত তুমি করিও; অমরনাথ তোমার আলিম চাচাকে ভয় করে না। আমার গৃহ শ্মশানে পরিণত করিতে পার, স্ত্রীপুত্রকে জল্লাদের হস্তে সমর্পণ করিতে পার, দস্যুবৃত্তি করিয়া আমার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিতে

পায়, কিন্তু আমার হিন্দুত্ব কাড়িয়া লইতে পার না। মরিবার সময় বলিতে পারিব—আমি হিন্দু! এ সুখের বিনিময়ে তোমার পৃথিবীর ঐশ্বর্য্যও কামনা করি না। যাও—এই বেলা পলায়ন কর—গ্রামের লোক তোমার বিদ্যাবুদ্ধি জানিতে পারিলে তুমি আর জীবন্ত ফিরিতে পারিবে না।"

কিশোরীমোহন বলিল, "তোমাদের সহিত আমার চিরদিনের মত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল। আমার স্ত্রীকে এখানে আর রাখিতে পারি না—সঙ্গে পাঠাইয়া দেও।"

অমরনাথ উত্তর করিলেন, "তোমার স্ত্রী যদি তোমার সঙ্গে যাইতে ইচ্ছুক হয়, তাহা হইলে তাহাকে পাঠাইতে আমার কোন আপত্তি নাই। কিন্তু যে তোমার অন্ন খাইবে, তোমার সংস্পর্শে আসিবে সে আর আমার কন্যা নয়।"

বলিয়া তিনি গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন; এবং ক্ষণ-কাল পরে কন্যাকে সঙ্গে লইয়া বাহিরে আসিলেন। মনুয়া দেখিল, কিরণবালা সুন্দরী বটে। রূপ-যৌবন শুক্ল দ্বাদশীর চাঁদের ন্যায় উছলিয়া উঠিতেছে। ভাবিল, এ সৌন্দর্য্য কি কিশোরীমোহনের প্রাণে বিঁধে না? রূপ ও যৌবন যদি পুরুষের কাম্য হয়, তবে কিশোরীমোহন কেন

স্ত্রীর পানে ফিরিয়া চায় না? মনুষ্য বুঝে নাই যে, চঞ্চল-মতি পুরুষের মন, ভ্রমরের ন্যায় নিত্য নূতন কামনা করে;—যাহা ভুক্ত তাহা সে আর চায় না—যাহা অপ্রাপ্য, অভুক্ত তাহাই সে কামনা করে, তাহাই সে খুঁজিয়া বেড়ায়।

স্ত্রীর সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া কিশোরীমোহন তাহাকে লইয়া যাইতে চায় নাই, শ্বশুরকে শাস্তি দিবার অভিপ্রায়ে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিল। এক্ষণে স্ত্রী সানন্দে পিতার সঙ্গে আসিল দেখিয়া সে মহা বিপদে পড়িল। ভাবিল, স্ত্রীকে কেমন করিয়া লইয়া যাইব? এ গলগ্রহ কেন জুটাইলাম? কিন্তু এক্ষণে ভাবিবার অবসর নাই। অমর-নাথ কন্যাকে পথে রাখিয়া ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন।

কিরণ বালার মুখে অবগুণ্ঠন নাই—মনে একটুও ভয় নাই। সে একবারও পিতৃগৃহ পানে ফিরিয়া চাহিল না। ভয় ভাবনাশূন্য হৃদয়ে স্বামীর পানে চাহিয়া বলিল,—"চল—এখানে আর কেন?"

"যাব ত, কিন্তু তোমাকে কিরূপে লইয়া যাইব?"

"আমি হাঁটিয়া যাইব।"

"হাঁটিয়া এতটা পথ!"

"এখন ত চল—পরে দেখা যাবে।"

মনুয়া বলিল, "আপনি ঘোড়ায় চড়িতে পারেন?"

কিরণ পূর্ব্বে মনুয়াকে লক্ষ্য করে নাই। এক্ষণে প্রশ্ন শুনিয়া তাহাকে অস্পষ্টালোকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে ধীরে ধীরে উত্তর করিল, "ঘোড়ায়? না।"

কিশোরীমোহন বলিল, "তবে তুমি আমাদের পিছনে পিছনে হাঁটিয়া এস।" বলিয়া সে অশ্ব সঞ্চালন করিল।

মনুয়া তখন অশ্ব হইতে অবতরণ করিল; এবং অশ্ব বল্‌গা ধরিয়া কিরণ বালার পিছনে পিছনে হাঁটিয়া যাইতে লাগিল। কিশোরীমোহন একবার পিছন ফিরিয়া বলিল "কেন মনু, অকারণ তুমি কষ্ট পাইতেছ?"

মনুয়া সে কথার কোন উত্তর করিল না। গ্রামান্তরে পৌঁছিয়া সে পাল্কী সংগ্রহ করিল; এবং তাহাতে কিরণকে উঠাইয়া নিজে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

—*—

মনুয়ার এ যত্ন টুকু বৃথা গেল না—কিরণের প্রাণে আঘাত করিল। বিশেষতঃ স্বামীর হৃদয়হীনতার পার্শ্বে মনুয়ার যত্ন টুকু বড়ই মিষ্ট লাগিল।

কিশোরীমোহন পাল্কীর আগে আগে—মনুয়া পিছু পিছু চলিল। কিরণ পাল্কীর ভিতর হইতে উঁকি মারিয়া মনুয়ার পানে চাহিতে চাহিতে ভাবিল, "মনুয়া যদি বালক না হইয়া বালিকা হইত, তাহা হইলে তাহাকে কত ভাল বাসিতাম।"

নিশি প্রভাতে তিনজনে রাজধানীতে আসিয়া পৌঁছিল। তথায় কিশোরীমোহনের এক সুবৃহৎ অট্টালিকা ছিল। কিরণবালা রাজধানীতে বাস করিতে অসম্মত হইয়া বলিল, "আমি এখানে থাকিব না—তোমার বিলাস ভবনে যাইব।"

কিশোরীমোহন আপত্তি উঠাইয়া বলিল, "তা' হ'তে পারে না—তোমাকে এই খানেই থাকিতে হইবে।"

কিরণ। আমি একলা থাকিব?

কিশো। একলা কেন?—দাসদাসী থাকিবে।

কিরণ। যেখানে তুমি থাকিবে সেই খানে আমি থাকিব।

কিশো। তা' কিছুতেই হ'তে পারে না।

মনুয়া এতক্ষণ নীরব ছিল; সে এখন মধ্যস্থ হইয়া বলিল, "প্রভু, আমি কোথায় থাকিব?"

কিশোরীমোহন সবিস্ময়ে উত্তর করিলেন, "কেন?—আমি যেখানে।"

মনু। তা' হ'বে না। যেখানে কর্ত্রী থাকিবেন সেখানে আমিও থাকিব।

কিশো। আমাকে পরিত্যাগ করিবে, মনু?

মনু। যদি স্থানান্তরে থাকিলে পরিত্যাগ করা হয়, তাহা হইলে আপনিও ত কর্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতেছেন?

কিশো। তবে চল, তিনজনে সেখানে একত্র থাকিগে। তোমরা অগ্রসর হও—আমি সুলতানপুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পশ্চাৎ যাইতেছি।

বলিয়া কিশোরীমোহন প্রাসাদাভিমুখে ধাবিত হইল।

আলিমসা তখনও শয্যা হইতে উঠেন নাই। কিশোরী মোহনের অবারিত দ্বার—শয্যাগৃহেই সে প্রবেশ করিল।

তাহাকে দেখিবামাত্র আলিম সা লম্ফ ত্যাগে শয্যা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন; এবং ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সংবাদ, সর্দ্দার সাহেব?"

কিশোরী। মন্দির ভাঙ্গিতে পারি নাই ——

আলিম। পার নাই?

কিশো। যুদ্ধে আমরা পরাস্ত হইয়াছি।

আলি। এই সংবাদ দিতে তুমি ব্যস্ত হইয়া আসিয়াছ?

কিশো। একটা শুভ সংবাদ আছে।

আলি। কি?

কিশো। গণেশনারায়ণ বন্দী হইয়াছে।

আলি। বন্দী? সোভান আল্লা!

কিশো। কিন্তু——

আলি। কিন্তু আবার কি?

কিশো। কিন্তু বন্দী করিয়া রাখা কঠিন,—অসংখ্য হিন্দু লাঠি লইয়া দুর্গ ঘিরিয়াছে।

আলি। লাঠিতে কি করিবে? আমি এখনই দুই হাজার ফৌজ পাঠাইতেছি—বিদ্রোহী হিন্দুদের গৃহদ্বার জ্বালাইয়া সবংশে সংহার করিবে।

কিশো। আমি তবে এক্ষণে বিদায় হই?

আলি। তোমাকে একটা সংবাদ দিব, মোহন সাহেব।

কিশো। আজ্ঞা করুন।

আলি। সুলতান মৃত্যুশয্যায় শুইয়া গণেশনারায়ণকে তলব করিয়াছেন।

কিশো। কেন?

আলি। তাহাকে প্রধান উজীরের পদ দিবেন বলিয়া।

কিশো। তা'রপর?

আলি। যাহারা গতরাত্রে গণেশনারায়ণকে আনিতে যাইতেছিল, আমি তাহাদের আটক করিয়াছি।

কিশো। আটক! কেন? গণেশকে আনিলেই বা কি ক্ষতি ছিল? আজ উজীর হইলে কাল সে পদচ্যুত হইত। সুলতান আর কতক্ষণ?

আলি। তুমি বুঝিতেছ না, সর্দ্দার। উজীরকে পদ-চ্যুত করিতে পারি; কিন্তু প্রাণে মারিতে পারি না।

কিশো। কেন পারেন না?

আলি। যে রাজা গুপ্তঘাতকের সাহায্যে উজীরকে হত্যা করে, সে রাজা অশ্রদ্ধেয়—তাহার পক্ষ কোন ন্যায়বান্ প্রজা—হিন্দু কি মুসলমান—গ্রহণ করিবে না।

কিশো। আজ গণেশকে হত্যা করিলেও ত সেই ফল ফলিবে।

আলি। না—তা' ফলিবে না। সাজাদা আলিম সা আর সুলতান আলিম সায় অনেক প্রভেদ।

কিশো। আমি এতদূর ভাবি নাই।

আলি। আমি অনেকদূর ভাবিয়াছি, মোহন সাহেব। সুলতান গণেশনারায়ণকে দেখিতে চাহিয়াছেন—আমি পিতার অবাধ্য হইব না—গণেশনারায়ণের ছিন্ন মুণ্ড পিতৃ-সকাশে সমুপস্থিত করিব।

কিশো। তবে ফৌজ পাঠাইতে আর বিলম্ব করি-বেন না।

আলি। সন্ধ্যার পূর্ব্বে দেবীকোটে দুই হাজার ফৌজ পৌঁছিবে।

কিশো। বিলাসভবনে আজ চরণধূলি পড়িবে কি?

আলি। আজ আর যাব না—কাজ আছে।

কিশোরীমোহন অভিবাদনান্তে বিদায় হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গণেশনারায়ণের যখন চৈতন্য সঞ্চার হইল, তখন তিনি দেখিলেন, সুসজ্জিত বৃহদায়তন কক্ষমধ্যে দুগ্ধফেননিভ শয্যার উপর শয়ান রহিয়াছেন। পার্শ্বে ইব্রাহিম খাঁ উপবিষ্ট—হাকিম ক্ষতস্থানে ঔষধি লেপনে বিনিযুক্ত। গণেশনারায়ণের তখন সকল কথা মনে পড়িল,—তিনি উঠিয়া বসিলেন।

তদ্দৃষ্টে ইব্রাহিম খাঁ আনন্দিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিছু খাইবেন কি?"

রাজা উত্তর করিলেন, "ম্লেচ্ছ-স্পৃষ্ট আহার্য্য ভক্ষণ করিতে পারি না।"

ইব্রা। আমরা স্থানান্তরে যাইতেছি, হিন্দুতে আপনার আহার্য্য আনিয়া দিবে।

রাজা। তা' হ'লে আপত্তি নাই। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাস্য আছে?

ইব্রা। কি?

রাজা। আমি এক্ষণে কোথায় আছি?

ইব্রা। দেবীকোট দুর্গ মধ্যে।

রাজা। মন্দির ধ্বংস হইয়াছে কি ?

ইব্রা। না।

রাজা। হিন্দুরা পরাস্ত হইয়াছে কি ?

ইব্রা। বন্দীর এত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার নাই।

রাজা। যদি আপত্তি থাকে উত্তর দিবেন না।

ইব্রা। আপনার কাছে লুকাইবার বাসনা নাই,—মুসলমানেরা পরাস্ত ও বিনষ্ট হইয়াছে।

রাজা। তবে আমি এখানে বন্দী অবস্থায় কেন ?

ইব্রা। আমার কৌশলে।

রাজা। ধরিয়া রাখিতে পারিবেন কি ?

ইব্রা। দেখিতেছি, আপনি সুস্থ হইয়া উঠিয়াছেন ; আহার করিয়া লউন—আপনাকে স্থানান্তরিত হইতে হইবে।

রাজা। কোথায় ?

ইব্রা। কারাগারে।

রাজা। আমিও তাই খুঁজিতেছিলাম।

ইব্রা। খুঁজিতেছিলেন কেন ?

রাজা। শত্রুর নিকট যত্ন ও সম্মান পাইলে আমার

হৃদয়ের জ্বালা নিবিয়া যাইবে। ওকি! বাহিরে এত গোলমাল কিসের?

ইব্রা। ফেরুপাল দুর্গ ঘিরিয়াছে।

রাজা। কা'দের ফেরুপাল বলিতেছেন?

ইব্রা। হিন্দুদের।

রাজা। ক্ষণপূর্ব্বে যাহাদের নিকট হইতে পলাইয়া জীবন রক্ষা করিয়াছেন, তাহারা ফেরুপাল?

ইব্রা। আহত বন্দীর মুখে এ কথা শোভা পায় না।

রাজা। বন্দী হইয়াছি—রক্ত ঢালিয়াছি, তবু স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করি নাই।

ইব্রাহিম খাঁ কোন উত্তর না করিয়া অপ্রীত মনে কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

অনতিকাল পরে একজন ব্রাহ্মণ কিছু আহার্য্য লইয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। প্রাতঃকাল হইতে গণেশনারায়ণ আহার করেন নাই। এক্ষণে কিছু ফলমূল উদরস্থ করিয়া দেহে আবার বল পাইলেন। অতঃপর তিনি প্রফুল্ল মনে কারাগারে প্রবেশ করিলেন।

তখন সন্ধ্যা। ক্রমে অন্ধকার আসিয়া চারিদিক ঘিরিল। দুর্গের বাহিরে হিন্দুদের কোলাহল ক্রমে থামিয়া

আসিল। দুর্গের ভিতরে মুসলমানেরা সমস্ত দিনের অবিরাম পরিশ্রমের পর ক্লান্তদেহে ঘুমাইয়া পড়িল। কেবল দুই চারিজন মাত্র প্রহরীস্বরূপ জাগিয়া রহিল। কয়জনই বা তাহারা ছিল? ভৃত্যাদি লইয়া একশতের অধিক হইবে না। এই একশত জন, সেই বিস্তীর্ণ দুর্গ-মধ্যে—সমুদ্রবক্ষে তরণীনিচয়ের ন্যায় কোথায় পড়িয়া রহিল।

রাত্রি দ্বিপ্রহর; তবু গণেশনারায়ণের নিদ্রা নাই। ছিদ্রশূন্য অন্ধকারময় কক্ষ মধ্যে কঠিন শিলাতলে শুইয়া কিছুতেই তাঁহার নিদ্রা হইল না। দ্বারে—বাহিরের দিকে—একজন প্রহরী পাহারায় ছিল। তাহার পদশব্দ ভিন্ন আর কিছুই শ্রুত হইতেছিল না। গণেশনারায়ণ কখন কক্ষমধ্যে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, কখন বা দ্বার সন্নিধানে দাঁড়াইয়া নিবিষ্ট চিত্তে প্রহরীর পদশব্দ শুনিতেছিলেন।

এমন সময়ে প্রহরী সহসা চীৎকার করিয়া উঠিল—সঙ্গে সঙ্গে একটা পতন শব্দও শ্রুত হইল। তা'র পর সব স্থির, নিস্তব্ধ। গণেশনারায়ণ বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন, প্রহরীকে মারিল কে? হিন্দুরা কি দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে? উচ্চ প্রাচীর, বিস্তীর্ণ পরিখা পার

হইয়া হিন্দুরা কিরূপে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল? রাণী করুণাময়ী কি তবে সঙ্গে আছেন?

বিস্ময় ক্ষণকালের জন্য—পরক্ষণেই কারা-দ্বার সশব্দে উদ্ঘাটিত হইল। ভিতরে যত অন্ধকার বাহিরে তত নয়। গণেশনারায়ণ দেখিলেন, অন্ধকারের মধ্যে কয়েকটি মনুষ্যমূর্ত্তি দণ্ডায়মান রহিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কে?"

বামা কণ্ঠে উত্তর হইল, "আপনারই প্রজা ও ভৃত্য। আমরা ঠিক স্থানেই আসিয়াছি;—রাজাকে অবিলম্বে মুক্ত কর।"

রাজার হস্ত পদে শৃঙ্খল ছিল না; সুতরাং তাঁহাকে মুক্ত করিবার প্রয়োজন হইল না। কারা-বাহিরে আসিয়া রাজা বলিলেন, "রাণী করুণাময়ী ব্যতীত কাহার সাহস ও শক্তি মুসলমানের দুর্গ জয় করে? রাণি, কেন তুমি এ দুঃসাহসিক কার্য্যে ব্রতী হইলে?"

রাণী। প্রভু, আমি তোমারই শিষ্যা—যা' কিছু করি তোমারই শক্তিতে। নতুবা আমি কে?

রাজা। তুমি কে? তুমি আমার শক্তি—আমার সাহস।

রাণী। তোমার তরবারি তোমাকে পৌঁছাইয়া দিতে আসিয়াছি—

রাজা। অর্থাৎ আমাকে শক্তি ফিরাইয়া দিতে আসিয়াছ — . . . .

রাণী। এখনও দুর্গ জয় হয় নাই—সময় নষ্ট করা উচিত হয় না।

রাজা। দুর্গ জয়ের আর প্রয়োজন কি, রাণি? সুলতানের সহিত অনর্থক কলহ বই আর কিছু লাভ নাই।

রাণী। কলহের আর বাকি কি আছে, রাজা? আমরা সুলতানের নয়শত ফৌজ মারিয়াছি—দুর্গ ঘিরিয়া বন্দীকে কাড়িয়া লইয়া যাইতেছি, আর বাকি কি আছে, রাজা?

রাজা একটু অন্তরালে আসিয়া বলিলেন, "রাণি, কাজটা ভাল হয় নাই!"

রাণী। ভাল হয় নাই? তুমি কি বলিতে চাও মন্দির নীরবে ভাঙ্গিতে দিলে কাজটা ভাল হইত? দেবী প্রতিমা ম্লেচ্ছ-পদতলে দলিত হইবে—তোমার মুণ্ড ঘাতকের হস্তে ছিন্ন হইবে—হিন্দুর ধন, ধর্ম্ম বলে অপহৃত হইবে, তাই আমাকে নীরবে দাঁড়াইয়া দেখিতে বল?

রাজা। তা' বলি না; আত্মরক্ষা করিতে যতটুকু শক্তি-নিয়োগ প্রয়োজন, ততটুকু কর। তদতিরিক্ত ভাল নয়। দুর্গ আক্রমণ করাটা উচিত হইয়াছে কি?

রাণী। কেন হয় নাই ?

রাজা। দুর্গ-আক্রমণ আত্মরক্ষা নয়। বিদ্রোহ-বহ্নি জ্বালাইয়া দেশকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিতেছ।

রাণী। তোমার জীবন যখন বিপদাপন্ন দেখি, তখন আমার উচিতানুচিত জ্ঞান থাকে না। এরূপ অবস্থায় বারান্তরে যদি দুর্গ আক্রমণ করিতে হয়—শুধু দুর্গ কেন, সুলতানকে আক্রমণ করিতে হয়, তাও করিব—কোন দিকে চাহিব না, কাহারও নিষেধ শুনিব না।

রাজা। তবে এতদিন কি শিখাইলাম, রাণি ? অবশেষে দেশের চেয়ে আমি বড় [illegible]াম ?

রাণী। তুমিই যে আমার দেশ, রাজা। যখন দেশের কল্পনা করি, তখন কুণ্ডল-কিরীট-পরিশোভিত, বর্ম্ম-অস্ত্র-পরিধৃত রমণীয় বীরমূর্ত্তি আমার মনে পড়ে ; আবার যখন তোমার ধ্যান করি, তখন গিরি-বন-প্রফুল্ল বিহঙ্গ-তটিনী-মুখরিত, নীলাকাশ-রঞ্জিত, শস্য-শ্যামলা জন্মভূমিকে মনে পড়ে। তুমিই যে আমার দেশ—দেশই আমার তুমি, তা' কি জান না রাজা ?

এমন সময়ে নিকটে পদশব্দ শ্রুত হইল। গণেশ-নারায়ণ ফিরিয়া দেখিলেন—ইব্রাহিম খাঁ। তিনি একা নহেন—সঙ্গে বিশ পঁচিশ জন পাঠান ছিল সঙ্গে

মশালও ছিল। হিন্দুরা আর চুপি চুপি আসিতেছিল না, সুতরাং পাঠানেরা সকলেই জাগ্রত হইয়াছিল। কিন্তু জাগ্রত হইয়া কি করিবে? তাহারা যে দিকে যায়, সেই দিকেই দলে দলে সহস্র সহস্র হিন্দু। ইব্রাহিম খাঁ দুর্গ রক্ষা করিবার আশা বিসর্জ্জন দিয়া গণেশ নারায়ণের সম্মুখীন হইলেন; বলিলেন, "রাজা, আমি অধীনতা স্বীকার করিতেছি—অস্ত্র গ্রহণ করুন।"

গণেশ নারায়ণ উত্তর করিলেন, "আপনার ন্যায় যোদ্ধাকে আমি নিরস্ত্র, অথবা বন্দী করিতে ইচ্ছা করি না;—আপনি অভিপ্রেত স্থানে গমন করুন।"

ইব্রা। রাজা, এইবার আপনি যথার্থই আমাকে পরাস্ত করিলেন। পূর্ব্বে আমি আপনাকে চিনি নাই।

গণে। এখনও চিনিতে অনেক বাকি আছে, খাঁ সাহেব; বারান্তরে আবার সাক্ষাৎ হইবে।

ইব্রা। আমার অনুচরদের কি গতি হইবে?

গণে। তাহারা অভিপ্রেত স্থানে গমন করিতে পারে, অথবা এইখানে থাকিতে পারে।

ইব্রা। এখানে আর নয়—আমরা ফিরোজাবাদ চলিলাম।

গণে। আমি আপনাদের দুর্গবাহিরে নিরাপদ স্থানে রাখিয়া আসিতেছি।

ইত্রা। আপনার সৌজন্যে মুগ্ধ হইলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

দেখিতে দেখিতে নিশি প্রভাত হইল। তখন রাজা বলিলেন, "রাণি, আমি সুলতানের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলাম।"

রাণী। সুলতান যদি তোমাকে কারারুদ্ধ করেন?

রাজা। সেও ভাল, তবু নিরপরাধ প্রজাদের সর্ব্বনাশ হইতে দিব না।

রাণী। যদি সর্ব্বনাশ করাই সুলতানের অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে তুমি ধরা দিয়া কিরূপে তাহা আটক করিবে?

রাজা। আলিম সা আমাকেই খুঁজিয়া বেড়াইতেছে; আমাকে পাইলেই সে নিবৃত্ত হইবে।

রাণী। আর সুলতান?

রাজা। তিনি ন্যায়পরায়ণ—আলিমসার মত অত্যাচারী নহেন।

রাণী। দেখিতেছি, এ ন্যায়পরায়ণ সুলতানের পরিবর্ত্তে অত্যাচার-পরায়ণ আলিম সা সিংহাসনে না বসিলে বাঙ্গালার স্বাধীনতার কোন আশা নাই।

রাজা। এমন কথা বলিও না, রাণি। সৈয়ফউদ্দীন জীবিত থাকিতেই দেশ যখন অত্যাচার-প্লাবিত, তখন তাঁহার অবর্ত্তমানে দেশের কি অবস্থা হইবে একবার ভাবিয়া দেখ দেখি।

রাণী। তখন দেশ স্বাধীন হইবে।

রাজা। কত রক্তপাতে স্বাধীনতা কিনিতে হইবে তাহাত তুমি জাননা। আমি স্বপ্নে তা' দেখেছি। দুই কূল বহিয়া রক্তনদী প্রবাহিত হইতেছে। আমি একা তোমার হাত ধরিয়া সেই রক্ততরঙ্গ সন্তরণে পার হইতেছি। সে কথা ভাবিতে গেলে আমার প্রাণ এখনও শিহরিয়া উঠে।

রাণী। বিনা রক্তপাতে কে কোথায় স্বাধীনতা পায়?

রাজা। বাঙ্গালীর রক্ত দেখিলে আমার প্রাণ যে ফাটিয়া যায় রাণি। দেশের উপর আলিম সার এক একটি অত্যাচার আমার বুকের উপর পাহাড়ের ন্যায়

বাসতেছে। তাই বলিতেছিলাম, আমি স্বাধীনতা চাহি না—সৈয়ফ উদ্দীন অনন্তকাল ধরিয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকুন।

রাণী। তবে এত উদ্যোগ করিতেছ কেন?

রাজা। শেষ দিনের জন্য—যে দিন অস্ত্র না ধরিলে চলিবে না, সেই দিনের জন্য।

রাণী। সে দিন আগতপ্রায়—আলিম সা সিংহাসনে বসিতেছে।

রাজা। কোটি কোটি হিন্দুর মঙ্গলামঙ্গল আমার বিবেচনার উপর নির্ভর করিতেছে। ভগবান, আমাকে শক্তি দেও—বুদ্ধি দেও; অকারণ বিদ্রোহ-বহ্নি জ্বালাইয়া দেশের যেন সর্ব্বনাশ করি না—বাঙ্গালীর রক্তস্রোতে ভাগীরথীকে বিবর্ণা করি না।

রাণী। এত আশঙ্কা?

রাজা। এতই আশঙ্কা। বাঙ্গালী আমার পুত্র—বাঙ্গালী আমার কন্যা—বাঙ্গালা আমার ঘর। আলিম সা নিত্য আমার ঘর ভাঙ্গিতেছে, পুড়াইতেছে,—আমার কন্যার ধর্ম্ম অপহরণ করিতেছে—আমার পুত্রকে আছড়াইয়া মারিতেছে; আমি অশ্রুভারাকুল নয়নে নীরবে দাঁড়াইয়া দেখিতেছি। কেন তা' জান, রাণি?

য় হয়, পাছে রাজার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে দেশে বিপ্লবাগ্নি লিয়া উঠে।

রাণী। জ্বলে তা'তে ক্ষতি কি? তুমি কি জান না যে, ত্মরক্ষার্থ ও পরের রক্ষার্থ যে যুদ্ধ করে, সে ধার্ম্মিক; যে করে, সে পরম অধর্ম্মাচারী? শ্রীকৃষ্ণের উক্তি কি বিস্মৃত তেছ? ধার্ম্মিক চূড়ামণিকে ধর্ম্ম শিখাইতে হইবে?

রাজা। ধর্ম্মাধর্ম্ম জানি না, রাণি। দেশের কল্যাণই আমার ধর্ম্ম—আমার সাধনা। অনন্তকাল নরকে থাকিতে হয় সেও ভাল, তবু বাঙ্গালীর চক্ষে এক বিন্দু অশ্রু যেন দেখিতে না হয়। রাণি, আমি এখন চলিলাম। তুমি প্রজা ও সৈন্য লইয়া সাতগড়ায় প্রত্যাগমন কর।

রাজার আদেশ রাণী লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না; তিনি প্রজাদের লইয়া সাতগড়ার পথ ধরিলেন। রাজা একশত মাত্র শরীররক্ষী সৈন্য লইয়া ফিরোজাবাদ অভিমুখে অশ্বারোহণে যাত্রা করিলেন। দুর্গে কেহই রহিল না।

তখনও সূর্য্যদেব পূর্ব্বাকাশে উঠেন নাই—উঠিবার আয়োজন করিতেছিলেন মাত্র। অন্ধকার অপসারিত হইতেছিল—পৃথিবী, স্বামী-সম্ভাষণে হাসিয়া উঠিতেছিল। গাছ-পালা বুকের ভিতর যাহা লুকাইয়া রাখিয়াছিল, তাহা

চুপি চুপি ধীরে ধীরে দেখাইতেছিল। বিহঙ্গমনিচয় মধুর কূজনে দিগ্‌দিগন্তে ঘোষণা করিতেছিল—অন্ধকার গিয়াছে, আলোক আসিয়াছে।

গণেশ নারায়ণ পথ অতিবাহিত করিতে করিতে ভাবিতেছিলেন, "এই বহুকালব্যাপিনী অন্ধকারময়ী নিশি অবসানে বাঙ্গালায় কি আলো আসিবে না?"

রাজা ও তাঁহার অনুচরবর্গ সকলেই অশ্বপৃষ্ঠে। পথে তাঁহারা ইব্রাহিম খাঁকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেলেন। মধ্যাহ্নকালে যখন রাজা সদলে রাজধানীর সন্নিকটস্থ হইলেন, তখন বহুসংখ্যক ফৌজ দেবীকোট অভিমুখে আসিতেছে দেখা গেল। রাজা বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন, "এত সৈন্য কোথায় যাইতেছে? দেবীকোটে? নিশ্চয় তাই। আমি যদি এখন ধরা দিই, তাহা হইলে বোধ হয় সৈন্যেরা আর দেবীকোটে যাইবে না—নিরীহ প্রজাদেরও সর্ব্বনাশ হইবে না। ধরা দেওয়াই ঠিক।"

চিন্তান্তে গণেশ নারায়ণ বেগে অশ্ব সঞ্চালন করিয়া সেনানায়কের সমীপস্থ হইলেন; এবং উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "সেনাপতি সাহেব, সম্ভবতঃ আপনারা দেবীকোটে আমার অনুসন্ধানে যাইতেছেন। আমার নাম গণেশ নারায়ণ।"

সেনানায়ক সহাস্যে অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "আপনি

যথার্থ অনুমান করিয়াছেন,—আপনার অনুসন্ধানেই আমরা যাইতেছিলাম। এক্ষণে আমাদের সহিত নগরে আসিতে সম্ভবতঃ আপনার কোন আপত্তি নাই?"

রাজা উত্তর করিলেন, "কিছুমাত্র না।"

তখন সেনানায়ক, গণেশ নারায়ণকে সঙ্গে লইয়া নগরাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বন্দীকে কেহ অসম্মান করিল না; অথবা তাঁহার কোষ হইতে অস্ত্র কাড়িয়া লইল না। তাঁহার শরীররক্ষীরাও পিছনে পিছনে আসিতে লাগিল, কেহ কোন বাধা দিল না।

এই সেনানায়কের নাম মিনা খাঁ। ইনি ইতিপূর্ব্বে যদুনারায়ণকে বন্দী করিয়া আলিমসার প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন। বীরত্বে অসাধারণ না হইলেও মিনা খাঁ বুদ্ধিমান্ ও সুচতুর ছিলেন। বুদ্ধিমান্ না হইলে তিনি কখন সামান্য সৈনিকপদ হইতে দুই হাজার অশ্বারোহীর অধিনায়ক পদে উন্নীত হইতে পারিতেন না। সকলই আলিমসার অনুগ্রহে। আলিম সা আজ্ঞা করিয়াছিলেন, গণেশ নারায়ণকে বাঁধিয়া আনিতে; কিন্তু বুদ্ধিমান মিনা খাঁ তাহা নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া গণেশ নারায়ণকে সম্মান করিলেন। রাজাকে বাঁধিতে গেলে একটু গোল বাধিবার সম্ভাবনা। গোল না করিয়া চুপি চুপি কার্য্য

সমাধা করিতে মিনা খাঁ চেষ্টিত। কেন, তা' পরে বুঝা যাইবে।

নগরে প্রবেশ করিয়া সেনানায়ক ফৌজদের বিদায় দিলেন, এবং গণেশ নারায়ণের শরীররক্ষীদের অন্য পথ গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য রাজা কতকটা বুঝিতে পারিলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেনাপতি সাহেব, আপনি কি মনে করেন, আমি বন্দী হইয়াছি জানিতে পারিলে লোকে আমাকে ছিনাইয়া লইয়া যাইবে?"

সে-না। ছিনাইয়া লইতে কাহারও সাধ্য নাই; তবে অকারণ একটা গোল হইতে পারে।

গণে। আমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ধরা দিয়াছি; কেহ আমাকে মুক্ত করিতে আসিলে আমি তাহারই বিপক্ষে দাঁড়াইব।

সে-না। আমি আপনাকে চিনি, রাজা। চিনি বলিয়াই সমস্ত সৈন্য বিদায় দিয়াছি; নতুবা সিংহকে একা ধরিয়া লইয়া যাইতে কে সাহস করিত?

গণে। সেনাপতি সাহেব, আমার একটি প্রার্থনা আছে।

সে-না। কি?

গণে। সুলতানের সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে বাসনা করি। তা'রপর আপনি যেখানে ইচ্ছা আমাকে লইয়া চলুন—কোন আপত্তি নাই।

সে-না। আমার প্রতি সেরূপ কোন আদেশ নাই, রাজা সাহেব!

গণে। তবে কি আদেশ আছে?

সে-না। দুর্গ মধ্যে আপনাকে আবদ্ধ করিবার আদেশ আছে।

গণে। কে আদেশ দিয়াছে?

সে-না। সুলতান-পুত্র।

গণে। উত্তম—আপনি আদেশ পালন করুন।

উভয়ে অচিরে দুর্গদ্বারে আসিয়া উপনীত হইলেন। গণেশনারায়ণ পূর্ব্বে কখন ফিরোজাবাদ দুর্গ দেখেন নাই। হিন্দুর তথায় প্রবেশ নিষেধ; এমন কি নিকটেও কেহ যাইতে পায় না। গণেশনারায়ণ তীক্ষ্ণনয়নে চারিদিক দেখিতে দেখিতে চলিলেন। সেনানায়ক, রাজার ভাব গতিক দেখিয়া মনে করিলেন, "গণেশনারায়ণকে এখানে আসিতে দেওয়া ভাল হয় নাই। আলিমসার এ ভুলের পরিণাম একদিন হয়ত হাড়ে হাড়ে ভুগিতে হইবে।"

কারা-দ্বারে দাঁড়াইয়া সেনানায়ক বলিলেন, "রাজা

সাহেব, এইখানে বন্দীকে নিরস্ত্র করিবার প্রথা আছে।”

গণে। আমাদের বংশে প্রথা আছে সেনাপতি সাহেব, অস্ত্র হাত হইতে খসিয়া না পড়িলে স্বেচ্ছায় অস্ত্র দিব না।

সে-না। অকারণ ঔদ্ধত্য দেখাইতেছেন কেন, রাজা সাহেব?

গণে। ঔদ্ধত্য দেখাই নাই। অস্ত্রখানা ভাঙ্গিয়া আপনার হাতে দিতাম; কিন্তু এ খড়্গ আমি নষ্ট করিতে পারি না—রাণী স্বয়ং আমাকে দিয়াছেন।

সে-না। রাজা, বরাবর আপনার সম্মান রাখিয়া আসিয়াছি।

গণে। সে জন্য আপনার নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

সে-না। অস্ত্র দিবেন না?

গণে। কিছুতেই না।

তখন গোল হইয়া পড়িল—চারিদিক হইতে লোক ছুটিয়া আসিতে লাগিল। কিন্তু সেই ভিড়ের ভিতর একজনও হিন্দু ছিল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—ঃ(*)ঃ—

সুলতানের অনুগ্রহে কুমার যদুনারায়ণ মুক্তিলাভ করিয়াছেন। তবে সুলতান যে দিন আদেশ দিয়াছিলেন, সে দিন তিনি কারামুক্ত হইতে সমর্থ হ'ন নাই ;—আলিম সা চক্রান্ত করিয়া কুমারকে ধরিয়া রাখিয়াছিল। পরদিন অপরাহ্ণে সুলতানের অভিপ্রায়ানুসারে সেনাপতি জোনাব খাঁ স্বয়ং কারাগৃহে সমুপস্থিত হইয়া কুমারকে মুক্তি প্রদান করিয়াছিলেন।

কুমার প্রাসাদে আসিয়া দেখিলেন, দেওয়ান নরসিংহ তাহার অপেক্ষা করিতেছেন। কুমার সাহ্লাদে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এতদিন কোথায় ছিলে?"

দেওয়ান সহাস্যে উত্তর করিলেন, "পৃথিবীর নীচে কি আছে পরীক্ষা করিতেছিলাম।"

কুমার। বটে? কে ফিরাইয়া আনিল?

দেও। গোবিন্দ।

কুমার। আমি কিন্তু পারি নাই।

দেও। গোবিন্দও পারিত না, যদি একটি বালক সাহায্য না করিত।

কুমার। এখন সংবাদ কি, বল।

দেও। সংবাদ দুইটা আছে।

কুমার। শুভ ?

দেও। একটা শুভ।

কুমার। শুভ সংবাদটাই আগে শুনি।

দেও। আজ সুলতান সৈয়ফ উদ্দীনের জীবনের শেষ দিন।

কুমার। এক সুলতান যাবে, আর এক সুলতান সিংহাসনে বসিবে। বাঙ্গালীর পক্ষে সংবাদটা শুভ হ'ল কিসে ?

দেও। শুভ নয় কিসে ? আলিম সা সিংহাসনে বসিলে বাঙ্গালীদের আত্মরক্ষার্থ অস্ত্র ধরিতে হইবে। একশত বৎসরের অবসাদের পর বাঙ্গালীর হাতে অস্ত্র ! শুভ সংবাদ নয় ?

যদু। দ্বিতীয় সংবাদ কি ?

দেও। রাজা বন্দী।

যদু। কোথায় ?

দেও। ফিরোজাবাদ দুর্গে।

যদু। কে বন্দী করিল?

দেও। সম্ভবতঃ আলিম সা।

যদু। তবে তাঁহার সমূহ বিপদ; কারাগৃহেই হয় ত নরাধম তাঁহাকে হত্যা করিবে।

দেও। আমারও সেই আশঙ্কা। তবে সেখানে দুর্গাধ্যক্ষ মহামতি সমসের খাঁ। তিনি হত্যার প্রশ্রয় দিবেন না।

যদু। তাই ব'লে আমরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না।

দেও। কি করিতে চাও?

যদু। দুর্গ আক্রমণ করিয়া পিতাকে উদ্ধার করিব।

দেও। বৃথা প্রয়াস। পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের কম দুর্গ জয়ের কোন আশা নাই।

যদু। তবু চেষ্টা দেখিব। মা কোথায়?

দেও। সাতগড়ায়। রাজার সঙ্গে যাহারা দেবীকোট হইতে আসিয়াছে, তাহাদের মুখে শুনিলাম, মহামায়ার মন্দির প্রাঙ্গণে এক অদ্ভুত যুদ্ধ ঘটিয়াছে।

যদু। কে যুদ্ধ করিল?

দেও। এক পক্ষে সহস্রাধিক পাঠান, অপরপক্ষে রাণী মা স্বয়ং। শুনিলাম দুই চারিজন ছাড়া একটি পাঠানও জীবিত ফিরে নাই।

যদু। মা আমার অসুরদলনী ; তিনি আজ এখানে থাকিলে——

দেও। শুধু বিপদ্ বাড়িত—ঘৃতে অগ্নি সংযোগ হইত। ধীরভাবে কার্য্য কর, কুমার।

যদু। কি পরামর্শ দেও ?

দেও। আগে সংবাদ লও, রাজা কিরূপ অবস্থায় আছেন।

যদু। কিরূপে সে সংবাদ পাইব ?

দেও। কিশোরীমোহনের উদ্যানবাটীতে একটি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালী বালক আছে। সে বালক কি বালিকা তাহা আজও আমি স্থির করিতে পারি নাই। সে রাজার অনুগত ও হিতৈষী। তাহাকে বলিলে রাজার সংবাদ সে আনিয়া দিতে পারে।

যদু। তুমি আমি থাকিতে পিতার সংবাদের জন্য একটা অপরিচিত বালকের উপর নির্ভর করিব ?

দেও। তা'তে দোষ কি ? গুপ্তচরেই সংবাদ আনিয়া থাকে।

যদু। যাহা ভাল বুঝ কর।

দেওয়ান, মন্থুয়ার অনুসন্ধানে যাত্রা করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

—৩৵৽—

"সেনাপতি, তুমি দেবীকোটে যাও নাই?"

"যাইবার প্রয়োজন হয় নাই।"

"কেন?"

"গণেশনারায়ণের সহিত পথিমধ্যে সাক্ষাৎ হইয়াছিল।"

"তাহাকে বন্দী করিয়াছ?"

"হাঁ।"

আলিমসা প্রসন্ন হইলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহাকে কোথায় রাখিয়াছ?"

"দুর্গমধ্যে।"

"নিরস্ত্র করিয়াছ?"

"না—পারি নাই।"

"পার নাই? তোমার সঙ্গে কি সৈন্য ছিল না?"

"ছিল; কিন্তু গোল হইয়া পড়িল দেখিয়া আমি নিরস্ত হইলাম।"

"গোল হইলেই বা ক্ষতি কি ছিল?"

সেনাপতি মিনা খাঁ উত্তর করিলেন, "জাঁহাপনার

আদেশ আছে, গণেশনারায়ণকে আজ রাত্রিতে হত্যা করিয়া তাহার খণ্ড খণ্ড দেহ মহানন্দার জলে ভাসাইয়া দিতে। কিন্তু প্রজারা যদি পূর্ব্বাহ্নে জানিতে পারে, গণেশনারায়ণ জাঁহাপনার আদেশে কারাবন্দী হইয়াছে, তাহা হইলে গণেশ নিরুদ্দেশ হইলে সকলেই জাঁহাপনাকে দোষী করিবে। তাই গোলমাল না করিয়া চুপি চুপি তাহাকে বন্দী করিয়াছি।"

আলিম। কথাটা ঠিক। কিন্তু গণেশের হাতে অস্ত্র থাকিলে কে তাহাকে হত্যা করিতে সক্ষম হইবে?

সেনা। দশজনে না পারে, বিশজনে পারিবে।

আলি। বিশ জনেও বুঝি পারিবে না।

সেনা। পঞ্চাশ জনে পারিবে ত?

আলি। ভাল, তোমার উপর কার্য্যভার দিয়া আমি নিশ্চিন্ত রহিলাম। দেখিও, আজ রাত্রিতেই যেন কার্য্যোদ্ধার হয়। কাল আমি সিংহাসনে বসিব, তখন গণেশনারায়ণকে আর হত্যা করিতে পারিব না।

সেনা। জাঁহাপনার আদেশ প্রতিপালিত হইবে। কিন্তু আমার পুরস্কার?

আলি। প্রধান সেনাপতির পদ।

মিনা খাঁ অভিবাদন করিয়া বিদায় হইল।

দশম পরিচ্ছেদ।

রাত্রি এক প্রহর। চারিদিক অন্ধকারাবৃত। আকাশে নক্ষত্র আছে—কিন্তু চাঁদ নাই। চাঁদের অভাবে রাজধানীর পথে পথে দীপ জ্বালা হইয়াছে। কিন্তু প্রান্তরে কেহ দীপ জ্বালে নাই। সেখানে সব অন্ধকার। এই অন্ধকারের ভিতর—প্রান্তরের মধ্যে, ফিরোজাবাদ দুর্গ।

দুর্গের বাহিরে অন্ধকার ও নিস্তব্ধতা, কিন্তু ভিতরে আলো ও কোলাহল। তখনও সৈনিকরা ঘুমায় নাই—তখনও দুর্গদ্বার বন্ধ হয় নাই।

অন্য দিন সন্ধ্যার পরই দুর্গদ্বার রুদ্ধ হয়। আজ সে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। ঘটিবার একটু কারণও ছিল। একটা জনরব উঠিয়াছে যে, সুলতান মৃত অথবা মুমূর্ষু। দুর্গাধিপতি সমসের খাঁ সন্ধ্যার পূর্ব্বে প্রাসাদে আহূত হইয়াছেন। এখনও তিনি ফিরেন নাই। তাঁহাকে বাহিরে রাখিয়া দুর্গদ্বার বন্ধ করা যাইতে পারে না।

দ্বার বন্ধ না থাকিলেও প্রশস্ত পরিখার গভীর জলরাশি, দ্বারপথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সেতু

টানিয়া লওয়া হইয়াছে—কড়া পাহারা দ্বারে সতর্ক রহিয়াছে।

রাত্রি এক প্রহর। দুর্গচূড়া হইতে নৈশ আকাশ মন্থন করিয়া ঘণ্টা নিনাদিত হইল। ঘণ্টার শব্দ প্রকৃতির বুকে মিলাইতে না মিলাইতে প্রান্তরে শিঙ্গাধ্বনি হইল। দ্বারের প্রহরীরা চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। জনৈক কর্ম্মচারী অগ্রসর হইয়া উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কে ?"

উত্তর হইল—"মিনা খাঁ।"

"কি প্রয়োজন ?"

"দুর্গে প্রবেশ করিতে চাই।"

"কেন ?"

"তাহা বলিতে বাধ্য নই।"

"পরওয়ানা আছে ?"

"আছে।"

"দেখাও।"

মিনা খাঁর সঙ্গে প্রায় এক শত লোক ছিল। তাহাদের মধ্যে একজন পরওয়ানা লইয়া পরিখার ধারে দাঁড়াইল। দুর্গের দিক হইতে এক ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া হাতার মত একটা যন্ত্র বিস্তার করিয়া দিল। পরওয়ানা তদ্দ্বারা বাহিত হইয়া কর্ম্মচারী সকাশে নীত হইল।

আলোক সাহায্যে তাহা পাঠ করিয়া কর্ম্মচারী প্রবেশ-অনুমতি প্রদান করিলেন। পরিখার উপর সেতু পড়িল—মিনা খাঁ সদলে দুর্গপ্রবেশ করিলেন।

এক ব্যক্তি অনতিদূরে দাঁড়াইয়া এই প্রবেশ-ব্যাপার সন্দর্শন করিতেছিল। সে মনুয়া। সমস্ত দেহ কৃষ্ণবসনে সমাচ্ছাদিত করিয়া মনুয়া বালকবেশে দুর্গের আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। সন্ধ্যার কিছু পরে একটা বাঁশ ও কিছু দড়ি সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু কোন মতে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া উঠিতে পারে নাই। তা'রপর যখন সেই নিস্তব্ধ প্রান্তর মধ্যে মিনা খাঁর নাম গম্ভীর কণ্ঠে সহসা নিনাদিত হইল, তখন মনুয়ার বুকের ভিতর—গণেশনারায়ণের অমঙ্গল আশঙ্কায়—কাঁপিয়া উঠিল। মনুয়া জানিত, এই মিনা খাঁ একদিন যদুনারায়ণকে বন্দী করিয়া আলিম সার নিকট পুরস্কার যাচ্ঞা করিতে আসিয়াছিল। মনুয়া শুনিয়াছিল, এই মিনা খাঁ রাজা গণেশকে বন্দী করিয়া দুর্গমধ্যে আবদ্ধ রাখিয়াছে। এক্ষণে কি উদ্দেশ্যে মিনা খাঁ দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল, মনুয়া তাহাও কতকটা বুঝিল। বুঝিয়া, অধৈর্য্য হৃদয়ে আকাশের দিকে চাহিয়া ঈশ্বরোদ্দেশে বলিল, "ভগবান, আমাকে বল দেও—শক্তি দেও!"

যখন মিনা খাঁর পশ্চাতে সেতু পড়িয়া গেল, তখন মন্নুয়া দ্বারের নিকট হইতে সরিয়া দূরে আসিল। প্রান্তর অন্ধকারময়; পরিখার জলও কৃষ্ণবসনাবৃত। তবে তাহাতে নক্ষত্র জ্বলিতেছিল। মন্নুয়া সরিয়া আসিয়া পরিখার ধারে দাঁড়াইল। কৃষ্ণ বসনের উপর মণি মুক্তা কেমন জ্বলিতেছিল, মন্নুয়া তাহা একবার চাহিয়া দেখিল না—একবার একটু দ্বিধা করিল না,—ধীরে ধীরে পরিখার জলে নামিয়া পড়িল।

জল অনেক—সন্তরণে অপর পারে সমুপস্থিত হইল। সম্মুখে প্রাচীর—সেখানে দাঁড়াইবার স্থান নাই। মন্নুয়া একটু চিন্তিত হইল। তা'রপর ফিরিয়া আসিয়া আবার প্রান্তরে দাঁড়াইল। পূর্ব্বে বলিয়াছি মন্নুয়া একটা বাঁশ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল; এক্ষণে তাহা উঠাইয়া প্রাচীরগাত্রে স্থাপন করিল। বংশদণ্ড প্রাচীর চূড়া স্পর্শ করিল। তখন সে বাঁশ বহিয়া অতি সাবধানে উপরে উঠিতে লাগিল।

যতই সাবধানে উঠুক না কেন, বংশদণ্ড কিছুতেই স্থির থাকিল না,—হেলিয়া দুলিয়া মন্নুয়াকে লইয়া সশব্দে পরিখাজলে পড়িয়া গেল।

শব্দ একজনের কাণে গেল। সে অশ্বারোহণে প্রান্তর

অতিক্রম করিয়া দুর্গাভিমুখে আসিতেছিল। শব্দ শুনিয়া অশ্বারোহী ঘোটক সংযত করিল,—কিছুই দেখিতে পাইল না। তখন যে দিক হইতে শব্দ আসিয়াছিল, সেই দিকে অগ্রসর হইল। গিয়া দেখিল, পরিখার জলের উপর এক খণ্ড বাঁশ ভাসিতেছে। চারিদিকে নেত্রপাত করিয়া দেখিল;—কাহাকেও কোথাও দেখিতে পাইল না। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া পরিখার জল উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিল; কিন্তু কিছুই দৃষ্ট হইল না। ভাবিল, "এখানে বাঁশ কেমন করিয়া আসিল? নিশ্চয় কেহ আনিয়া প্রাচীর গায় লাগাইয়াছিল। কিন্তু কাহাকেও ত দেখিতে পাইতেছি না। যা' হোক সন্ধান লইতে হইবে।" অশ্বারোহী ভাবিতে ভাবিতে প্রস্থান করিল।

অশ্বারোহী—জোনাব খাঁ। তিনি দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া সকল কর্ম্মচারীদের আহ্বান করিলেন। সকলে একত্রে হইলে বলিলেন, "সুলতান আপনাদের আহ্বান করিয়াছেন—তাঁহার মৃত্যু সন্নিকট—আপনারা বিলম্ব করিবেন না।"

কর্ম্মচারীরা অভিবাদন করিয়া প্রাসাদ অভিমুখে ধাবিত হইল। সকলে গেল, কিন্তু মিনা খাঁ গেল না। সে অন্ধকারে লুকাইয়া পড়িবার চেষ্টা করিতেছিল; কিন্তু

পারিল না,—জোনাব খাঁ ধরিয়া ফেলিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "খাঁ সাহেব, আপনি গেলেন না কেন?"

মিনা। আমি? সে কথা আর বলিবেন না। আমার কি যাবার যো আছে? নকরির মত পাজি কাজ আর দুনিয়ায় নাই।

জোনাব। এখানে যতই কেন কাজ থাকুক না, সুলতানের শেষ আদেশ অমান্য করা উচিত হয় না।

মিনা। দেখি—দেখি—পারি ত যাব।

বলিয়া প্রস্থান করিল। জোনাব খাঁ আর কালহরণ না করিয়া দুর্গত্যাগ করিলেন।

বাঁশের কথা তিনি ভুলেন নাই। প্রান্তরে উঠিয়া মুহূর্ত্তকাল দাঁড়াইলেন, এবং যে দিকে বংশখণ্ড দেখিয়াছিলেন, সেই দিকে অশ্ব সঞ্চালন করিলেন। পরিখার ধারে আসিয়া দেখিলেন, সেখানে বাঁশ আর নাই। স্থান-ভ্রম ঘটিয়াছে মনে করিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেন, কিন্তু কোথাও বংশখণ্ড দেখিতে পাইলেন না। তখন সাতিশয় বিস্মিত হইয়া জোনাব খাঁ দুর্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

পরিখার পর প্রাচীর। প্রাচীরের ও-পিঠে খানিকটা খোলা জায়গা। তা'রপর দ্বিতীয় প্রাচীর। তখনকার দিনে দুর্গের দুইটা করিয়া প্রাচীর থাকিত। কি জানি

শত্রু যদি একটা প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলে, তাহা হইলে দ্বিতীয় প্রাচীরে তাহার পথ রুদ্ধ হইবে। জোনাব খাঁ এই দুই প্রাচীরের মধ্যে খোলা জায়গায় আসিয়া দাঁড়াইলেন।

তাঁহার সঙ্গে লোক নাই—আলো নাই। তিনি নিঃশব্দে পদব্রজে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। খানিকটা দূর গিয়া দেখিলেন, সম্মুখে সেই বাঁশ। তবে এবার পড়িয়া নাই;—প্রাচীর গায় লাগান রহিয়াছে। প্রথম প্রাচীরের মূলে নয়—দ্বিতীয় প্রাচীরের গায়। জোনাব খাঁ বুঝিলেন, লোকটা প্রথম প্রাচীর অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় প্রাচীরের তলে আসিয়াছে। তীক্ষ্ন নয়নে প্রাচীরমূল অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

দেখিলেন, একটা কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ দ্বিতীয় প্রাচীর মূলে পড়িয়া রহিয়াছে। নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, সেটা মানুষ। লোকটা দেখিল, ধরা পড়িয়াছি—শুইয়া থাকিয়া আর কোন ফল নাই। তখন সে উঠিয়া দাঁড়াইল। জোনাব খাঁ দেখিলেন, লোকটা কিশোর বয়স্ক বালক। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুই?"

"মানুষ।"

"মানুষ ত দেখ্ছি—তোর নাম কি?"

"যা' হয় একটা গড়ে লও।"

"কি কর্‌তে এখানে এসেছিস্‌ ?"

"হাওয়া খেতে।"

"বটে ? এবার তোকে জল খাওয়াচ্ছি।"

"তা'ও ঢের খেয়েছি।"

"কখন খেলি ?"

"যখন তুমি আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলে।"

"তুই কোথায় লুকিয়ে ছিলি ?"

"জলের ভিতর।"

"তুইত আচ্ছা ছেলে ?"

"আজ্ঞে, সে কথা ঠিক।"

"কেমন করে এখানে এলি ?"

"বাঁশ ব'য়ে।"

"বাঁশ বইতে গিয়ে ত একবার পড়ে গিছলি ?"

"দ্বিতীয় বারও পড়েছিলাম, কিন্তু তৃতীয়বার পড়ি নাই—বাঁশের মাথায় দড়ি জড়িয়েছিলাম।"

জোনাব খাঁ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "তোমার অধ্যবসায় দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। কিন্তু সত্য করিয়া বল দেখি, কেন চোরের ন্যায় দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করেছ ?"

মনুয়া উত্তর করিল, "সত্য বলিব ; কিন্তু প্রতিশ্রুত হও আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিবে।"

জোনাব। তোমাকে দেখিয়া—তোমার কোমল কণ্ঠস্বর শুনিয়া আমার দয়া হইতেছে। প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তোমার প্রার্থনা অন্যায় না হইলে পূরণ করিব।

মনুয়া। আমি দুর্গাধিপতি সমসের খাঁর দর্শনাভিলাষী—তাঁহার কাছে আমাকে লইয়া চল।

জোনাব। তিনি এখানে নাই—রাজপ্রাসাদে আছেন।

মনুয়া। তবে সেনাপতি জোনাব খাঁর কাছে লইয়া চল।

জোনাব। কি প্রয়োজন ?

মনুয়া। প্রয়োজন তাঁহার সাক্ষাতে বলিব।

জোনাব। আমিই জোনাব খাঁ।

মনুয়া। আপনি জোনাব খাঁ ? দেখি।

বলিয়া জোনাব খাঁর নিকটস্থ হইল ; এবং মুখাবয়ব উত্তম রূপে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, "হাঁ, আপনি সেই দেবতা। দেবীকোট দুর্গে একবার আপনাকে দেখিয়াছিলাম, তারপর মহামায়ার মন্দির সম্মুখে ইব্রাহিম খাঁর বর্শামুখে বুক পাতিয়া দিতে দেখিয়াছিলাম। হাঁ আপনিই

সেই দেবতা।" তারপর জোনাব খাঁর পাদমূলে নতজানু হইয়া বসিয়া যুক্তকরে নিবেদন করিল, "দেবতা, বড় বিপদে পড়িয়া আপনার কাছে আসিয়াছি,—রাজা গণেশকে রক্ষা করুন।"

জোনাব। রাজা গণেশ? তিনি কোথায়?

মন্নুয়া। এই দুর্গ মধ্যে আবদ্ধ আছেন।

জোনাব। কে তাঁহাকে আবদ্ধ করিল?

মন্নুয়া। আলিম সা।

জোনাব। তবেত মহাবিপদ।—সুলতান বা আলিম সার আদেশ ব্যতীত তাঁহার মুক্তি নাই।

মন্নুয়া। তবে কি হবে, জনাব? আজ রাজাকে মুক্ত করিতে না পারিলে আর যে তাঁহাকে জীবিত ফিরিয়া পা'ব না।

জোনাব। কেন কি হয়েছে?

মন্নুয়া। মিনা খাঁ একশত লোক লইয়া রাজাকে হত্যা করিতে আসিয়াছে।

জোনাব। মিনা খাঁ? ওঃ এতক্ষণে বুঝিলাম কেন সে প্রাসাদে গেল না। কিন্তু তুমি এত সংবাদ কোথায় পাইলে?

মন্নুয়া। রাজার দেওয়ানের নিকট কতক শুনিয়াছি;

তার পর এখানে আসিয়া দেখিলাম মিনা খাঁ গুণ্ডার দল লইয়া দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিল।

জোনাব খাঁ চিন্তামগ্ন হইলেন। মনুয়া বাধা দিয়া বলিল, "চিন্তার আর সময় নাই,—সত্বর রাজাকে রক্ষা করুন। জানি না এতক্ষণে কি ঘটিয়াছে।"

জোনাব। যাহা আমার সাধ্যাতীত তাহা কেমন করিয়া সম্পন্ন করিব, বালক?

মনুয়া। সাধ্যাতীত? সেনাপতি জোনাব খাঁর সাধ্যাতীত? বুঝেছি, হিন্দুকে হিন্দু রক্ষা করিবে—মুসলমানের নিকট সাহায্য প্রত্যাশা করা দুরাশা মাত্র। আপনি সরিয়া দাঁড়ান—আপনাকে দেখাইব, এই নগণ্য বালিকা কি করিতে পারে।

জোনাব। তুমি বালিকা?

মনুয়া। হাঁ বালিকা! বালিকা বলিয়া উপেক্ষা করিবেন না,—আপনি নীরবে দাঁড়াইয়া দেখুন,—যাহা আপনার মত যোদ্ধা, আপনার মত পদস্থ সেনাপতি করিতে পারে না, তাহা এই সহায়শূন্য, সম্বলশূন্য বালিকা অনায়াসে সম্পন্ন করিবে।

জোনাব। কে তুমি মা?

মনুয়া। আমি? আমি বাঙ্গালীর মেয়ে। তদ্ভিন্ন আমার অন্য পরিচয় নাই।

জোনাব। জানি না কে তুমি, কিন্তু তোমাকে দেখিয়া বুঝিয়াছি—বাঙ্গালার ঘরে যখন তোমার মত নির্ভীক তেজস্বিনী রমণী জন্মাইতেছে, তখন হিন্দুর পুনরুত্থানের আর বিলম্ব নাই। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যেমন করিয়া পারি রাজাকে রক্ষা করিব; কিন্তু তাঁহাকে মুক্ত করিতে পারিব না।

মনুয়া। রক্ষা ত আমিও করিতে পারি—আমি তাঁহার মুক্তি চাই।

জোনাব। মুক্তি দেওয়া সুলতানের হাত। যা' হো'ক চেষ্টা দেখিব। এখন তোমাকে ছাড়িয়া দিতেছি—তুমি নিশ্চিন্ত মনে গৃহে যাও।

মনুয়া। আমার গৃহ? আমার গৃহ নাই—নিশ্চিন্ততা নাই। যখন দেখিব, রাজা পরিখা পার হইয়া নির্ব্বিঘ্নে প্রান্তরে দাঁড়াইয়াছেন, তখন আমি দুর্গ ত্যাগ করিব।

জোনাব। তবে তোমাকে আমি ছাড়িয়া দিতে পারি না—কর্ত্তব্যের অনুরোধে পাহারাবন্দী রাখিব।

বলিয়া তিনি দুর্গ অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন; এবং জনৈক প্রহরীকে আদেশ করিলেন, "একটি বালিকা

প্রাচীর মূলে দাঁড়াইয়া আছে, তাহাকে নজরবন্দী রাখ।”

প্রহরী চলিয়া গেল। জোনাব খাঁ তখন কারাধ্যক্ষকে আহ্বান করিলেন। সে উপস্থিত হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন, “রাজা গণেশনারায়ণ কারাগারে আবদ্ধ আছেন?”

“হাঁ।”

“কার আদেশে?”

“রাজ প্রতিনিধি সাজাদা আলিম সার আদেশে।”

“উত্তম। আমি তাঁহার মুক্তির আদেশ আনিতে প্রাসাদে চলিলাম। যতক্ষণ না ফিরিয়া আসি ততক্ষণ তুমি দেখিবে কারাগারে যেন কেহ প্রবেশ করিতে না পারে।”

কারাধ্যক্ষ সেলাম করিয়া বিদায় হইল।—তখন পিছন হইতে একজন বলিল, “তা হ’লেই হ’ল না— আপনি ফৌজ মতাইয়েন রাখুন।

জোনাব খাঁ চমকিয়া ফিরিয়া দেখিলেন; দেখিলেন, পিছনে সেই বালিকা। সাতিশয় বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি এখানে?”

মনুয়া। আজ্ঞে হাঁ।

জো। কেমন করিয়া আসিলে?

ম। আপনার পিছনে পিছনে বরাবর আসিতেছি।

জো। প্রহরীরা ধরে নাই?

ম। ধরিবে কেন? আমি যে আপনার ভৃত্য।

জো। আমাদের লোকেরা দেখিতেছি ত খুব হুঁসিয়ার!

ম। তাহাদের কোন অপরাধ নাই।—যে আপনার পিছনে পিছনে আসে সে ভৃত্য বই চোর হ'তে পারে না।

জো। আমি যে তোমাকে নজরবন্দী রাখিতে প্রহরী পাঠাইলাম। সেও তোমাকে দেখে নাই?

ম। আপনি তাহাকে বালিকার কথা বলিয়াছেন—বালকের কথা বলেন নাই।

জো। ভুল হইয়াছে বটে। এখন কি বলিতেছিলে শীঘ্র বল—আমার সময় নাই।

ম। আপনি কি মনে করেন, মিনা খাঁ যখন আলিম সার আদেশপত্র লইয়া কারা প্রবেশ করিতে চাহিবে, তখন কারাধ্যক্ষ সে আদেশ অমান্য করিয়া আপনার আদেশ প্রতিপালন করিবে?

জো। তা' করিবে না। তবে তুমি আমাকে কি করিতে বল?

ম। কারাগৃহের চতুর্দ্দিকে ফৌজ মোতাইয়েন রাখুন; আদেশ দিন, আপনার হুকুম ব্যতীত কেহ যেন কারাগারে প্রবেশ করিতে না পায়।

জোনাব দেখিলেন, যুক্তিটা মন্দ নয়। তখন তিনি সেই মত আদেশ দিয়া রাজপ্রাসাদ অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—ঃ(*)ঃ—

রাজপ্রাসাদ তখন লোকাকীর্ণ—কিন্তু নীরব, নিস্তব্ধ। দ্বারে, প্রাঙ্গণে, কক্ষে, সহস্র সহস্র প্রহরী, শত শত কর্ম্মচারী, কিন্তু সকলেই নীরব—সকলেই সংবাদের প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিত চিত্তে দণ্ডায়মান।

সুলতানের মৃত্যু সন্নিকট। হাকিম বলিয়াছেন, আজি রাত্রি কিছুতেই কাটিবে না। মৃত্যু আসন্ন হইলেও তাঁহার জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য হয় নাই।—তখনও তিনি রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গলের জন্য চিন্তাকুল।

বিস্তীর্ণ কক্ষ মধ্যে পালঙ্কোপরি সুলতান শয়ান

রহিয়াছেন। হাকিম ও মোল্লা পর্য্যঙ্কের পার্শ্বে পৃথগাসনে উপবিষ্ট। আলিম সা শিয়রে বসিয়া মার্জ্জারবৎ চারিদিকে লক্ষ্য রাখিতেছেন। আমীর ওমরাহ, উজীর সেনাপতি প্রভৃতি পদস্থ কর্ম্মচারী হর্ম্ম্যতলে দণ্ডায়মান। ঘরে লোক আর ধরে না ; কিন্তু সকলেই নীরব, নিস্তব্ধ।

রাত্রি প্রায় দেড় প্রহর। কক্ষে বহুসংখ্যক দীপ জ্বলিতেছে। সুবর্ণময় পর্য্যঙ্কে মণিমুক্তাখচিত শয্যার উপর শুইয়া সুলতান ভাবিতেছিলেন, "সকলই রহিল, আমি শুধু একা চলিলাম—কর্ম্মফল লইয়া রিক্তহস্তে অজ্ঞাত রাজ্যে একা চলিলাম। এখন সাগরগর্ভে নামিয়াছি, ভাবিলে কি হইবে ?"

মোল্লা ডাকিল,—"জনাব !"

সুলতান বলিলেন, "মোল্লার এখন প্রয়োজন নাই ;—সেনাপতি কই ?"

সমসের খাঁ অগ্রসর হইয়া অভিবাদন করিলেন।

সুলতান জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেনাপতি, গণেশ নারায়ণ আসিয়াছেন ?"

সেনা। না জাঁহাপনা ; চারিদিকে তাঁহার সন্ধানে লোক পাঠান হইয়াছে ; কিন্তু কোন সংবাদই পাইতেছি না।

সুল। আলিম সা, তুমি জান রাজা কোথায়?

আলিম সা তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, "গণেশনারায়ণের অনুসন্ধানে আমি মিনা খাঁকে পাঠাইয়াছি। ভরসা করি এখনি সংবাদ পাব।

সুলতান হতাশকণ্ঠে বলিলেন, "আর সংবাদ পাব! আমি মরিয়া না গেলে গণেশনারায়ণ আসিবে না,—সে ইচ্ছাপূর্ব্বক লুকাইয়া আছে।"

এমন সময় জোনাব খাঁ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সুলতানের শেষ কথাটা তাঁহার কাণে গেল। তিনি অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "এমন আদেশ করিবেন না জাঁহাপনা; রাজা গণেশনারায়ণ চিরদিন আপনার অনুগত।"

সুল। তবে সে আসিতেছে না কেন?

জোনাব। তিনি আসিতে ইচ্ছুক, কিন্তু—কিন্তু—

সুল। কিন্তু কি?

জোনাব। তিনি বন্দী।

সুল। বন্দী? বন্দী কোথায়?

জোনাব। দুর্গ মধ্যে।

সুল। কে বন্দী করিল?

জোনাব। জাঁহাপনা, ক্ষমা করিবেন।

সুল। বুঝিয়াছি,—আলিমসা তাঁহাকে বন্দী করিয়াছে!

আলিম, নিজের মঙ্গলামঙ্গল একবার ভাবিয়া দেখিতেছ না?—নিজের সিংহাসন পদাঘাতে চূর্ণ করিতেছ? তা' আমি আর কি করিব—তোমার অদৃষ্টে যা' আছে তাই ঘটিবে।

আলিমসা গর্জ্জিয়া উঠিল। জোনাব খাঁর প্রতি তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "তাই বলে কি বিদ্রোহীকে শাস্তি দিব না?—দেশে শান্তি রক্ষা করিব না?"

সুল। তুমিই শান্তি ভঙ্গ করিতেছ—গণেশ নারায়ণকে অকারণ দোষী করিও না।

আলিম। আপনি সকল কথা জানেন না, তাই এরূপ আদেশ করিতেছেন।

সুল। আমি সকল কথা জানি, আলিম সা। তুমি মহামায়ার মন্দির ভাঙ্গিতে চেষ্টা না করিলে গণেশ নারায়ণ অস্ত্র ধরিয়া দাঁড়াইত না।

আলিম সা বিস্মিত হইল। ভাবিল, "সুলতান কিরূপে এ সংবাদ অবগত হইলেন? নিশ্চয় জোনাব খাঁ বলিয়াছে। আগে আমাকে সিংহাসনে বসিতে দেও, তা'র পর নিমখ্-হারাম জোনাব খাঁকে দেখিব।"

সুলতান ডাকিলেন, "সেনাপতি!"

"কি হুকুম, জাঁহাপনা?"

"তুমি ও জোনাব খাঁ যাও—রাজা গণেশনারায়ণকে অবিলম্বে মুক্ত করিয়া লইয়া এস—আমার আদেশ।"

"জাঁহাপনার আদেশ প্রতিপালিত হইবে।"

উভয়ে কক্ষত্যাগ করিলেন। আলিমসাও সেই সঙ্গে বাহিরে আসিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না; সুলতানের বাসনানুসারে বসিয়া থাকিতে হইল।

সুলতান ঔষধি পান করিয়া বলিলেন, "ওমরাহগণ, রাজা গণেশনারায়ণকে আমি উজীর পদে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করি; আপনাদের কি অভিপ্রায়?"

ওমরাহগণ নীরব রহিলেন—কেহ কোন উত্তর দিলেন না। সুলতান বলিলেন, "বুঝিয়াছি, আপনাদের মত নাই। আপনারা জানেন না কেন আমি গণেশকে উজীর পদ প্রদান করিতে অভিলাষী। তাহার গুণ দেখিয়া নয়—তাহা অপেক্ষা আপনাদের মধ্যে অনেকে গুণবান্ আছেন; তাহার বীর্য্য দেখিয়া নয়—তাহা অপেক্ষা আপনাদের মধ্যে অনেকে যোদ্ধা আছেন।"

সুলতান ক্লান্ত হইয়া আবার একটু ঔষধি পান করিলেন। জনৈক ওমরাহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কেন তাহাকে উজীর পদে নিযুক্ত করিতে বাসনা করেন, জাঁহাপনা?"

স্থল। সে হিন্দু বলিয়া।

ওম। হিন্দু বলিয়া! গোস্তাকি মাফ হয়—কথাটা ঠিক বুঝিলাম না।

স্থল। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন করিবার উদ্দেশে আমি তাহাকে উজীর করিতে চাই।

ওম। জাঁহাপনার যদি সে উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে আমাদের কোন আপত্তি নাই।

স্থল। উত্তম।

এমন সময় দ্বার উন্মুক্ত হইল—সেনাপতিদ্বয় ও রাজা গণেশনারায়ণ কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

রাজাকে দেখিবার জন্য সকলেই ব্যগ্র হইয়াছিলেন। তিনি বীরশ্রেষ্ঠ ও হিন্দুশ্রেষ্ঠ। ওমরাহগণ অনেকেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। সেনাপতিদের পানে কেহ চাহিয়া দেখিল না; কিন্তু গণেশনারায়ণ যখন অগ্রসর হইলেন, তখন সকলে সসম্মানে পথ ছাড়িয়া দিল।

রাজা, শয্যাপার্শ্বে আসিয়া স্থলতানকে অভিবাদন করিলেন; তারপর ফিরিয়া ওমরাহদিগকে সেলাম করিলেন। আলিমসার পানে চাহিয়া দেখিলেন না—তাঁহাকে অভিবাদনও করিলেন না। স্থলতান তাহা লক্ষ্য করিলেন; বলিলেন, "রাজা, আলিমসাকে সেলাম কর।"

"জাঁহাপনার আদেশ শিরোধার্য্য।" বলিয়া রাজা আলিমসাকে সেলাম করিলেন।

সুলতান বলিলেন, "রাজা, আলিমসাকে আমার ভাবী উত্তরাধিকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি, তোমার কোন আপত্তি আছে?"

গণেশ। আমি একজন সামান্য প্রজামাত্র—আমার আবার আপত্তি কি?

সুল। প্রজাই দেশের রাজা নির্ব্বাচন করিয়া থাকে।

গণে। আমার যদি সে অধিকার থাকিত তাহা হইলে আমি ওমরাহদিগের মধ্যে একজনকে নির্ব্বাচন করিতাম।

এরূপ উত্তর কেহ প্রত্যাশা করেন নাই। ওমরাহদিগের মধ্যে চাঞ্চল্য পরিদৃষ্ট হইল—আলিমসা সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন—সুলতান একটু ক্রুদ্ধ, একটু অপ্রতিভ হইলেন। ক্ষণকাল সকলেই নীরব। সেই বিশাল কক্ষ মধ্যে নিশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ ব্যতীত আর কিছুই শ্রুত হইতেছিল না।

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া সুলতান বলিলেন, "সুলতানের পুত্র সুলতান হইবে—অপর কেহ হইবে না।"

গণেশ। আমাকে মতামত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাই কথাটা বলিয়াছিলাম।

সুলতান ক্রমশই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিলেন। ঔষধি পানান্তে একটু বল সঞ্চয় করিয়া পুনরায় বলিলেন, "গণেশ-নারায়ণ, প্রতিজ্ঞা কর, আলিমসার বিরুদ্ধে কখন অস্ত্র ধরিবে না?"

গণে। যাঁহার ইচ্ছা মাত্রেই আমি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইতে পারি, তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিব?

সুল। আমাকে ভুলাইতে চেষ্টা করিও না, রাজা! আমার সময় অল্প—প্রতিজ্ঞা কর।

গণে। প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যতদিন না আলিমসা নিরপরাধ হিন্দুর উপর, হিন্দুরমণীর উপর অত্যাচার করিবেন, ততদিন আমি তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিব না।

কথাটা সুলতানের ভাল লাগিল না; না লাগিলেও উপায় নাই। অতঃপর তিনি বলিলেন, "রাজা, উজীরের পদ গ্রহণ করিবে?"

গণে। আমি? গোলামকে ক্ষমা করিবেন।

সুল। না রাজা, ক্ষমা নাই—তোমাকে গ্রহণ করিতেই হইবে। আমি জানি, যতদিন তুমি নিমখ্ খাইবে, ততদিন তুমি বিদ্রোহী হইবে না।

গণে। আমার প্রতিজ্ঞা কি যথেষ্ট নয়, সুলতান? (চিন্তান্তে) উত্তম—পদ গ্রহণ করিলাম। ভরসা আছে, আলিমসার অধীনে আমাকে দীর্ঘকাল উজীরি করিতে হইবে না।

সুলতান ডাকিলেন, "আলিমসা!"

আলিমসা উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

"সম্মুখে এস।"

আলিমসা ঘুরিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন।

সুলতান বলিলেন, "প্রতিজ্ঞা কর আলিমসা, গণেশ-নারায়ণকে কখন অসম্মান করিবে না।"

"প্রতিজ্ঞা করিতেছি।"

"শপথ কর—আমার শয্যা স্পর্শ করিয়া, আমার এই মৃত্যু-কবলিত দেহ স্পর্শ করিয়া শপথ কর—হিন্দুধর্ম্মের উপর, হিন্দুরমণীর উপর কখন অত্যাচার করিবে না।"

"শপথ করিতেছি।"

"ওমরাহগণ!"

ওমরাহগণ অগ্রসর হইলেন। সুলতান বলিলেন, "ওমরাহগণ, প্রতিজ্ঞা করুন—কখন আলিমসার অসম্মান-করিবেন না।"

জনৈক বৃদ্ধ ওমরাহ অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "সুলতান-

পুত্র আমাদের অসম্মান না করিলে আমরা তাঁহার অসম্মান করিব না।”

“সেনাপতি. পাঠান সিংহাসন রক্ষা করিবে?”

“শেষ বিন্দু রক্ত দিয়াও পাঠান রাজ্য রক্ষা করিব।”

“জোনাব খাঁ—দোস্ত—চলিলাম। তুমি যাহা ভাল বুঝ তাহা করিও।”

অতঃপর সুলতানের বাসনানুসারে সকলে কক্ষ ত্যাগ করিলেন। তখন মোল্লা কোরাণ খুলিয়া বায়েত শুনাইতে লাগিলেন।

প্রভাতে নগর মধ্যে ঘোষিত হইল—সুলতান সৈয়ফ-উদ্দীন আসলতান দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, এবং আলিমসা, সুলতান সামসুদ্দীন সানি নাম লইয়া সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন।

রাজা গণেশ।

চতুর্থ খণ্ড

নৈবেদ্য।

রাজা গণেশ।

প্রথম পরিচ্ছেদ

তারপর কয়েক মাস অতীত হইয়াছে। বর্ষ শেষ হইয়া আসিয়াছে। মধুমাস সমাগত। কোমল আকাশে কোমল বাতাস হেলিয়া দুলিয়া বেড়াইতেছে। কোমল ফুলগুলি ফুটিয়া উঠিয়া কোমল বাতাসে আপন সৌরভ নীরবে মিশাইয়া দিতেছে। কোকিল চীৎকার করিয়া সে কোমলতাটুকু নষ্ট করিতেছে। কোকিল ডাকিতে জানে না—শুধু চীৎকার করিতে পারে; কোমলতায় সুর মিশাইতে জানে না—শুধু স্মৃতির তরঙ্গ সাগরগর্ভ

হইতে বহিয়া আনিয়া অপ্রাপ্য সুখের আশায় হৃদয়কে মাতাইতে পারে। কোকিলের ডাক আমার ভাল লাগে না।—সে শুধু বাসনা জাগায়—শান্তি আনে না; প্রাণে জ্বালা ঢালে—তৃপ্তি দেয় না। গভীর নিস্তব্ধ নিশীথে সৌধ-চূড়ায় শুইয়া নক্ষত্রপ্রফুল্ল কোমল আকাশের পানে চাহিতে চাহিতে যখন নিশীথিনীর কোমল কণ্ঠস্বর অলসচিত্তে শুনিতে থাকি, তখন কোকিলের চীৎকার যেন ভুজঙ্গ-গর্জ্জনের ন্যায় প্রতীতি হয়। আবার যখন প্রভাতে—অরুণোদয়ে—দিবসের প্রারম্ভে শয্যাত্যাগ করিয়া দিবসের কার্য্যে ব্রতী হইবার উদ্যোগ করি, তখন কোকিলের ঝঙ্কার শুনিলে মনে হয়, যেন আমার বহুদিন-বিস্মৃত পাপরাশি পিশাচীর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আমার গৃহ-দ্বারে চীৎকার করিতেছে। যে, সংসারের মুখ চাহিয়া আজও সুখের কামনা করে—জীবন না কমাইয়া বাড়াইবার প্রয়াস পায়, সে জীবনভোর কোকিলের ডাক শুনুক—আমার কোন আপত্তি নাই। কিন্তু যে আমার মত দাবানলদগ্ধ বৃক্ষের ন্যায় অনন্তে দেহ ভাসাইবার আশায় দাঁড়াইয়া আছে—কোকিলকে অতীতের স্মৃতি বলিয়া জানিয়াছে, চন্দ্রকে পর্ব্বতসঙ্কুল গ্রহ বলিয়া বুঝিয়াছে, সে যেন আর কোকিলের ডাক শুনিতে বাসনা করে না।

কোকিল যেমনই হউক, বসন্ত সমাগমে সে ডাকিবেই ডাকিবে। কিশোরীমোহনের উদ্যান বাটীতে বৃক্ষশাখায় বসিয়া একটা কোকিল নিরন্তর ডাকিতেছিল। কিরণবালা নয়নানন্দকর বেদীর উপর বসিয়া সুদূর আকাশপ্রান্তে চাহিয়াছিল; কোকিলের ডাক তাহার ভাল লাগিতেছিল না। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। লাল রবি, মহানন্দার কাল জলের উপর হেলিয়া পড়িয়াছে; ডুবে নাই—জল স্পর্শ করিয়াছে।—যেন কাল চুলের মধ্যে একখানি সুন্দর মুখ আবরণ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। কিরণবালা দেখিল, চুলের চেয়ে মুখ সুন্দর—কাল জলের চেয়ে ভানু সুন্দর। সৌন্দর্য্যভরা মুখ দেখিলে আর কিছু দেখিবার বাসনা থাকে না—দেখিবার অবসরও হয় না। কিরণবালা পলকশূন্যনয়নে অস্তপ্রায় ভানু পানে চাহিয়া রহিল। ক্রমে রবি ডুবিয়া গেল। তখন কিরণ, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কাল জল পানে চাহিতে চাহিতে অস্ফুট স্বরে বলিল, "আলোকের শেষ আছে, তোমার কি শেষ নাই, অন্ধকার?"

পিছনে—অতি নিকটে মনুয়া দাঁড়াইয়াছিল; সে বলিল, "অন্ধকারেরও শেষ আছে।"

কিরণবালা চমকিয়া ফিরিয়া দেখিল। দেখিল,

মন্নুয়া টিপি টিপি হাসিতেছে। জিজ্ঞাসা করিল, "মন্নুয়া, আমার দুঃখ দেখিলে কি তোমার হাসি আসে?"

মন্নুয়া। আসে বই কি।

কিরণ। কেন?

মন্নুয়া। যদি কেহ বলে নিশি আর প্রভাত হইবে না, তাহা হইলে হাসি আসে না কি?

কিরণ। আমার নিশি বুঝি আর প্রভাত হইবে না।

মন্নুয়া। হইবে, তবে বুঝি এ জন্মে নয়।

কিরণ। পরজন্মে? সেও ভাল।

মধ্যাকাশে চাঁদ উঠিয়া উভয়ের কথোপকথন শুনিতে লাগিল। কিরণ বলিল, "মন্নুয়া, আর সহ্য হয় না।"

মন্নুয়া। কোন্‌টা? পদাঘাত?

কিরণ। যদি বলি তাই?

মন্নুয়া। তাহা হইলে আমি বলিব তুমি পাপিষ্ঠা! যে দুই বেলা স্বামীর পদধূলি অঙ্গে মাখিতে পার, তা'র আবার দুঃখ? অনুযোগ?

কিরণ। তোমার বিবাহ দিয়া দেখিব, তুমি কত মার্ খাইতে পার।

মন্নুয়া। আমার বিবাহ? কথাটা বড় মিষ্ট।

কিরণ। মনুয়া, তুমি স্ত্রীলোক হ'য়ে কেন এমন লম্পটের গৃহে আশ্রয় লইয়াছ?

মনুয়া। আমাকে স্ত্রীলোক ব'লে কে জানে! তোমাকে না বলিলে তুমিই কি জানিতে পারিতে?

কিরণ। পারিতাম—কতদিন লুকাইতে?

মনুয়া। যতদিন ইচ্ছা করিতাম।

কিরণ। তবে আত্মপ্রকাশ করিলে কেন?

মনুয়া। সঙ্গিনী পাইবার আশায়।

কিরণ। এখন সঙ্গিনীকে বল দেখি, তুমি কেন এ লম্পটের গৃহে অধিষ্ঠান করিতেছ?

মনুয়া। কোথায় লম্পট নাই? জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে দেখি গৃহে গৃহে চরিত্রহীন যুবক। অনেক লাঞ্ছনা খাইয়া অবশেষে পুরুষবেশে এখানে আসিয়াছি।

কিরণ। যদি আমার স্বামী জানিতে পারেন তুমি স্ত্রীলোক, তাহা হইলে—?

মনুয়া। তাহা হইলে এ গৃহ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইব।

কিরণ। আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিব না।

মনুয়া। সে কথা পরে হইবে।

কিরণ। তবে এখন কি হ'বে?

মনুয়া। এখন একটা গান গাও।

কিরণ। গান শিখিয়াছি স্বামীর মনস্তুষ্টির জন্য—নাচ শিখিয়াছি স্বামীকে ভুলাইবার জন্য ; কিন্তু এক দিনও তিনি আমার গান শুনিলেন না, নাচ দেখিলেন না। আমার সকলি বৃথা হইল।

মনুয়া। কি ! আমি এত বড় হোম্‌রা-চোম্‌রা পুরুষ র'য়েছি, আমাকে গ্রাহ্যি হ'চ্ছে না ? আমি তোর স্বামী—গান গা।

কিরণ। কোপ করিবেন না স্বামীজি, হুকুম তামিল করিতেছি।

মনুয়া। হাঁ, শিগ্‌গীর গা ; নইলে নাচ্‌নেওয়ালী তলব কর্‌ব।

কিরণ। ওই দুঃখেই ত' মরে আছি। প্রভুর কি দাসীকে পছন্দ হয় না ?

মনুয়া। কেমন করে পছন্দ হ'বে ? দিন রাত্রি কি শোকদুঃখ দীর্ঘনিশ্বাস ভাল লাগে ? কাকাতুয়ার মত রসিক হ'বে, মশার মত প্রেমিক হ'বে, শাঁক আলুর মত দিন রাত হাস্‌বে তবে ত ভাল লাগ্‌বে।

কিরণ। একাধারে ত্রিমূর্ত্তি কিরূপে হইব প্রভু ?

মনুয়া। শিখাইয়া দিতাম, যদি আমি মনের মতন রতন পাইতাম।

কিরণ। রত্ন সংগ্রহ করিয়া দিবার ভার দাসীর উপর ন্যস্ত হউক না কেন, দয়াময়?

মনুয়া। চোপ্ রহো, আগাড়ি মেরা হুকুম তামিল করিয়ে।

কিরণ। কুপিত হইবেন না—গাচ্ছি।

কিরণ গান ধরিল। মৃদুকণ্ঠে সঙ্কুচিত ভাবে আরম্ভ করিয়া ধৈবত নিখাদে স্বর চড়াইল। জলস্থল প্লাবিত করিয়া যখন সেই স্বরতরঙ্গ নৈশ আকাশে উঠিল, তখন মনুয়াও মুগ্ধ হইল। কিন্তু যে গাহিতেছিল সে কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল। কিরণ গাহিতেছিল,—

পরাণ চাহি গো দিতে সে যে হায় লয় না;
যাচিয়া যাচিয়া ফিরি তবু ফিরে চায় না।
আকাশের চাঁদ, হৃদয়ের সাধ
এই নিয়ে আছি বসে, সেত চেয়ে গেল না;
রমণীর সাধ যত কোনটাই মিট্‌ল না।
তারকা নিবে যাবে চাঁদও ডুবে যাবে
আমি শুধু জেগে রব ল'য়ে আশা-ছলনা;
ছলনাও ভাল মোর স্মৃতি যদি থাকে না।

গান থামিলে মনুয়া বলিল, "তুমি সুকণ্ঠ।"

কিরণ। এতক্ষণে তাই বুঝিলে ?

মনুয়া। তুমি দুঃখী।

কিরণ। তারপর ?

মনুয়া। তুমি প্রেমিক।

কিরণ। মিথ্যা কথা। আমার হৃদয়ে বিন্দুমাত্র প্রেম নাই।

মনুয়া। তবে আছে কি ?

কিরণ। অঙ্গার। সে সব কথা যাক্—এখন তুমি একটা গাও।

মনুয়া। এখানে নয়।

কিরণ। তবে কোথায় ?

মনুয়া। ঘরের ভিতর।

কিরণ। ওগো আমার স্বামী ঠাকুর! আমার বেলা বাগানে—আর ওঁর বেলা ঘরের ভিতর।

মনুয়া। নারে স্ত্রী-মাগী ; এখানকার বাতাস খারাপ হ'য়েছে ; চল্—ঘরে যাই।

কিরণ। হঠাৎ কেন খারাপ হ'ল বল্ দেখি ?

মনুয়া। প্রাচীর পানে চেয়ে দেখ।

কিরণ। কি ?

মনুয়া। নরমুণ্ড।

কিরণ। কার?

মনুয়া। সুলতানের।

কিরণ। ওমা তাইত!

মনুয়া। তাই বল্‌ছি ঘরে চল্‌।

কিরণ। চল তবে। কিন্তু মনে রেখ স্বামী ঠাকুর, একদিন এর শোধ ল'ব।

মনুয়া। আগে দেখ সুলতান কিরূপে শোধ লয়।

উভয়ে উদ্যান ত্যাগ করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সত্যই সুলতান প্রাচীরমূলে দাঁড়াইয়া কিরণবালার গান শুনিতেছিলেন। পথে আসিতে আসিতে যখন সেই অপূর্ব্ব কণ্ঠস্বর তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল, তখন তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়া প্রাচীরমূলে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এমন কণ্ঠস্বর তিনি আর কখন শুনেন নাই। গীত থামিল, কিন্তু তিনি নড়িলেন না,—গায়িকার সৌন্দর্য্যভরা মুখখানি পানে চাহিয়া রহিলেন। দূর হইতে অস্পষ্ট

জ্যোৎস্নালোকে ভাল দেখা যাইতেছিল না; যতটা দেখা যাইতেছিল ততটাই যথেষ্ট;—সুলতানের হৃদয়ে বাসনা-নল প্রজ্বলিত হইল। যখন গায়িকা উদ্যান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, তখন সুলতানের ইচ্ছা হইল, প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া তাহার অনুসরণ করেন। কিন্তু সে ইচ্ছা অতিকষ্টে দমন করিয়া বিলাস ভবনের দিকে অগ্রসর হইলেন।

সুলতানকে দেখিয়া কিশোরীমোহন সাতিশয় বিস্মিত ও পুলকিত হইল। সিংহাসনে বসিবার পর আলিম সা ভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন। তিনি আর উদ্যানে আসেন না—কিশোরীমোহনের সহিত সেরূপ সখ্যভাবে আলাপও করেন না। কিশোরীমোহন দেখিল, মন্ত্রীপদ পাওয়া দূরে থাক, দরবার গৃহ ভিন্ন অন্য কোথাও আলিম-সার সাক্ষাৎ লাভ ঘটে না। তখন সে হতাশ হৃদয়ে দর-বারে যাতায়াত পরিত্যাগ করিল; এবং অলক্ষণা স্ত্রীকে নির্য্যাতন করিয়া নর্ত্তকী ও সঙ্গীতে চিত্ত নিমগ্ন করিল।

আজ সেই ভাগ্যবিধাতা আলিম সা তাহার গৃহে দণ্ডায়মান। কেহ ডাকে নাই—কেহ নিমন্ত্রণ করে নাই, তিনি উপযাচক হইয়া আসিয়াছেন। কিন্তু কেন যে আসিয়াছেন কিশোরীমোহন তাহা জানে না। সুলতানের

কিছু অর্থের প্রয়োজন; মোহন সাহেব ব্যতীত কে আর বিনা বাক্যব্যয়ে অর্থ দিবে? তাই আলিমসা বহুকাল পরে আজ সখা ও অনুচর কিশোরীমোহনকে স্মরণ করিয়াছেন।

কিশোরীমোহন সে সংবাদ অনবগত। সে আনন্দে পরিপ্লুত হইয়া সুলতানকে সাদরে অভ্যর্থনা করিল। মখমল-মণ্ডিত উচ্চাসনে উপবিষ্ট হইয়া আলিম সা মৃদু-মধুর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কার্য্যে বিব্রত থাকায় অনেকদিন আসিতে পারি নাই, মোহন সাহেব! কিন্তু আমি তোমাকে একদিনের জন্যও ভুলি নাই।"

সুলতান তাহাকে প্রতিদিন স্মরণ করিতেন! আনন্দে অধৈর্য্য হইয়া কিশোরীমোহন কি করিবে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। ভৃত্যের ন্যায় সরাপ বহিয়া সুলতানের সম্মুখে রক্ষা করিল। তাম্বুল, মাল্য আনিয়া তাঁহাকে প্রদান করিল। অবশেষে উপবেশন করিল; কিন্তু একাসনে নয়—পৃথগাসনে, দূরে।

সুলতানের মন কিন্তু সে দিকে ছিল না,—তিনি উদ্যানে যে মুখখানি দেখিয়া আসিয়াছিলেন তাহাই ভাবিতেছিলেন। সে মুখখানি অতি সুন্দর; এত সৌন্দর্য্য নর্ত্তকীতে সম্ভব নয়। 'ভ্রষ্টশ্রী বেশ্যা সে লাবণ্যরাশি কোথায় পাইবে? তবে এ রমণী কে? এ আনাঘ্রাত বন-

কুসুম কোথা হইতে আহৃত হইল?—সুলতান বলিলেন, "মোহন সাহেবের গৃহে নর্ত্তকী দেখিতেছি না কেন?"

"নর্ত্তকী? নর্ত্তকী যথেষ্ট আছে—প্রচুর আছে। উদ্যানের একাংশে তাহাদের জন্য গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছি।"

"তবে নর্ত্তকীদের তলব দেও।"

"যে আজ্ঞা।"

স্বল্পকাল মধ্যে নর্ত্তকীর দল আসিয়া আসন গ্রহণ করিল। আলিমসা দেখিলেন, যাহাকে তিনি উদ্যানে দেখিয়াছিলেন, সে আসে নাই। জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর তোমার নর্ত্তকী নাই, মোহন সাহেব?"

মোহন উত্তর করিল, "না। আদেশ করেন, নগরে লোক পাঠাইয়া যেখানে যত নাচ্‌নেওয়ালী আছে তলব করি।"

সুলতান। তা'তে আর প্রয়োজন নাই। ক্ষণপূর্ব্বে তোমার বাগানে একজনকে দেখিয়াছিলাম। তা'রই কথা বলিতেছিলাম।

কিশোরী। আমার বাগানে দেখিয়াছেন?

সুল। হাঁ।

কিশো। নর্ত্তকী?

স্থল। তা' ঠিক জানি না ; তবে সে স্থকণ্ঠ ও স্থন্দরী।

কিশো। এই কয়জন নাচ্‌নেওয়ালী ছাড়া আমার বাগানে কোন স্থন্দরী নাই, গায়িকাও নাই ; এদের ভিতর কাহাকেও দেখেন নাই ত ?

স্থল। না ; এ বাঁদীগুলা তা'র পায়ের যোগ্য নয়।

কিশো। তবে—তবে সে কে ?

স্থল। কে তা' তোমার ছোঁড়া চাকরটা জানে।

কিশো। মন্নুয়া জানে ?

স্থল। হাঁ ; সে, গায়িকার নিকটে দাঁড়াইয়াছিল।

তখন মন্নুয়ার তলব হইল। সে দ্বারান্তরালে দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল। আহূত হইয়া অবিলম্বে স্থলতানের সম্মুখে উপস্থিত হইল। স্থলতান জিজ্ঞাসা করিলেন, "একটু আগে তুই বাগানে ছিলি ?"

মন্নুয়া অভিবাদন করিয়া সসম্মানে উত্তর করিল, "ছিলাম, জাঁহাপনা।"

"তোর কাছে আর কে ছিল ?"

"কর্ত্রী ঠাক্‌রুণ।"

"কর্ত্রীঠাক্‌রুণ ! সে কে ?"

"তিনি কর্ত্রী ঠাক্‌রুণ !"

"সে যেই হো'ক তা'কে ডেকে নিয়ে আয়।"

"যো হুকুম।"

কিশোরীমোহন বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া নীরব রহিল। তাহার স্ত্রী সুন্দরী! সে সুকণ্ঠ!! এই নর্ত্তকীগুলা তাহার চরণনখর যোগ্য নয়!! মনুয়া হয়ত আর কাহারও কথা বলিতেছে; সুলতান হয়ত ভুল দেখিয়াছেন। যাই হউক, কথাটার এখনই মীমাংসা হইবে।

মনুয়া কক্ষত্যাগ করিয়া দ্রুতপদে কিরণবালার নিকট সমুপস্থিত হইল।

কিরণবালা একটা স্বতন্ত্র মহলে বাস করে। বিলাস-মন্দিরের সহিত সে মহলের কোন সংশ্রব নাই। তবে মহলটি বড় ক্ষুদ্র। চারিদিকে প্রাচীর; মধ্যে দুই তিনটি ঘর। প্রাচীর মূলে উদ্যান; উদ্যানের অপর দিকে প্রমোদ গৃহ।

কিরণবালা উদ্যান ছাড়িয়া গবাক্ষের নিকট হর্ম্ম্যতলে বসিয়াছিল। এমন সময় মনুয়া ত্বরিত পদে আসিয়া বলিল, "পালাও—যত শীঘ্র পার পালাও। আমি নৌকা সংগ্রহ করিতেছি—তুমি প্রস্তুত হও।"

কিরণবালা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "পালাব! কেন? কি হয়েছে?"

মনুয়া। সুলতান তোমাকে তলব করিয়াছে।

কিরণ। এই জন্য পালাতে বল্‌ছিস! আমি ভেবে-ছিলাম ঘরে বুঝি ডাকাত পড়েছে।

ম। ডাকাত পড়্‌লেও যে আমি তোমার জন্য এতটা চিন্তিত হইতাম না। ডাকাতে সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইতে পারে না, কিন্তু এ দস্যু যে তোমার সর্ব্বস্ব অপ-হরণ করিতে আসিয়াছে।

কি। কা'র সাধ্য হিন্দু ললনার সর্ব্বস্ব অপহরণ করে?

ম। আমিও একদিন সে গর্ব্ব করিয়া মরিতে বসিয়াছিলাম।

কি। মরিয়াছ কি?

ম। না, ভগবান্ রক্ষা করিয়াছিলেন।

কি। তবে?

ম। তুমি কি স্থির করিয়াছ?

কি। যিনি নারায়ণ ও অগ্নির সম্মুখে শপথপূর্ব্বক আমার রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি আমাকে রক্ষা করিবেন।

ম। তোমার স্বামীর কথা বলিতেছ? তিনি তোমাকে রক্ষা করিবেন না।

কি। কিরূপে জানিলে?

ম। যে সতীত্বের মূল্য জানে না—যে দস্যু ও তস্করের ন্যায় দেশময় কুলবালার ধর্ম্ম লুণ্ঠন করিয়া বেড়াইতেছে সে তোমাকে রক্ষা করিবে? ভ্রমেও এ কথা মনে স্থান দিও না, দিদি! সুলতানের অনুগ্রহ লাভার্থে তোমার স্বামী, পাপিষ্ঠের হাতে তোমাকে নিঃসঙ্কোচে সমর্পণ করিবে।

কি। আমার স্বামী এত নীচ নয়।

ম। তবে তুমি তাঁহাকে চেন না।

কি। যখন দেখিব, তিনি আমাকে রক্ষা না করিয়া দস্যুর হাতে তুলিয়া দিতেছেন তখন আমি আমাকে রক্ষা করিব।

ম। পারিবে?

কি। পারিব; শত সুলতান একত্র হইলেও আমার অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারিবে না।

ম। উত্তম—তোমার মনের বল দেখিয়া সুখী হইলাম। এখন সুলতানের কাছে যাবে কি?

কি। না।

ম। তবে সুলতানকে কি বলিব?

কি। বলগে যে, সুলতান যদি জন্মজন্ম তপস্যা করিয়া হিন্দুকুলে কখন জন্মগ্রহণ করিতে পারে, তাহা

হইলে একদিন তাহাকে দূর হইতে দর্শন দিতে পারি।

ম। সুলতান জ্বলিয়া উঠিবে।

কি। জ্বলে জ্বলুক, ক্ষতি কি? আমি ত আর তাঁর নিকট অনুগ্রহপ্রার্থী নই।

ম। উত্তম—অস্ত্র আছে?

কি। না—দিতে পার?

ম। এই লও।

বলিয়া মনুয়া বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একখানা ছোরা বাহির করিয়া কিরণবালাকে দিল। কিরণ জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি এ মূল্যবান্ অস্ত্র কোথায় পাইলে?”

মনুয়া। আমার বাগ্‌দত্ত স্বামী আমাকে দিয়াছিলেন।

কি। যখন বিবাহ ভাঙ্গিয়া গেল, তখন অস্ত্র ফিরাইয়া দাও নাই কেন?

মনুয়া। কেন দিব? স্ত্রীলোকের একটাত চাই। মানুষ গেল, তাই অস্ত্রখানা রাখিলাম।

কি। আমিও মানুষের ভরসা ছাড়িয়া দিয়া অস্ত্রখানা সম্বল করিলাম।

মনুয়া। এখন যাই—অনেক দেরী হ'য়েছে।

কি। বিলম্ব দেখিয়া সুলতান হয়ত ভাবিতেছে আমি সাজসজ্জা করিতেছি। তা' হীরা সোণা না পরিয়া লোহা ইস্পাত পরিতেছি বটে।

মনুয়া আর বিলম্ব করিল না,—সুলতানকে সংবাদ দিতে চলিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

"রাজা!"

"কি, করুণাময়ি?"

"আর কতদিন দাসত্ব করিবে?"

"দেখি, কতদিন করিতে হয়।"

রাণী করুণাময়ী, রাজার ললাটে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন, "রাজা, ললাট হইতে এ কালিমা-রেখা সত্বর মুছিয়া ফেল।"

"রাণি!"

"তিরস্কার করিতে চাও? তিরস্কার কর। কিন্তু আমি সহস্রবার বলিব, রাজা গণেশনারায়ণের অধঃপতন ঘটিয়াছে।"

রাজা উত্তর করিলেন, "কি করিব, রাণি, আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।"

রাণী। কা'র কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ?

রাজা। স্বর্গীয় সুলতানের কাছে।

রাণী। তুমি কি ওই পর্ব্বতমালার কাছে, ওই অনন্ত প্রবাহিনী ভাগীরথীর কাছে, এই শস্যশষ্পশ্যামল স্বর্ণপ্রসূ ক্ষেত্রের কাছে, ওই চন্দ্রসূর্য্য পরিশোভিত বাঙ্গালার নীল আকাশের কাছে প্রতিজ্ঞা কর নাই, তুমি তাহাদের রক্ষা করিবে? প্রতিজ্ঞা কেন বিস্মৃত হও রাজা? তুমি কি বিস্মৃত হইয়াছ, কত কুলবালা পাপিষ্ঠ পাঠানের ভয়ে পর্ব্বতকন্দরে আশ্রয় লইয়াছে—কত অনাথা প্রতিদিন ভাগীরথীগর্ভে দেহ বিসর্জ্জন দিতেছে—কত উৎপীড়িতের আর্ত্তনাদে আকাশ নিয়ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে? রাজা, রাজা, এ মোহনিদ্রা দূর কর,—জগতকে দেখাও গণেশ-নারায়ণ জীবনের ব্রত ভুলে নাই।

রাজা। যে দিন গণেশনারায়ণ ব্রত ভুলিবে, সেদিন যেন তাহার জীবনের অবসান হয়। ব্রত হৃদয়ে গাঁথা আছে—প্রতিজ্ঞাও স্মরণ আছে, কিন্তু কি করিব—

রাণী। কি করিব আবার কি? দাসত্ব শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া ফেল—ললাট হ'তে কালিমারেখা অপনয়ন কর।

রাজা। ব্যস্ত হইও না, রাণি! আর কিছুদিন ধৈর্য্যাবলম্বন কর; পঞ্চগৌড় অচিরে শৃঙ্খল-মুক্ত হইবে।

রাণী। দাসত্ব করিয়াই কি তাহার সূচনা দেখাইতেছ? ছি ছি! বলিতে লজ্জা হয় না রাজা, যাহার পায়ে শৃঙ্খল, কণ্ঠে পাদুকার মালা, ললাটে কলঙ্করেখা, সে আবার দেশকে শৃঙ্খল-মুক্ত করিবে?

রাজা। আর তিরস্কার করিও না রাণি, আমি অচিরে পদত্যাগ করিব।

এমন সময় একজন ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, সেনাপতি জোনাব খাঁ সাক্ষাৎ অভিলাষী হইয়া দ্বারে দণ্ডায়মান। গণেশ নারায়ণ ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "তাঁহাকে সসম্মানে লইয়া এস।"

"কোথায় আনিব?"

রাণীর দিকে চাহিয়া রাজা বলিলেন, "এইখানে।"

রাণী বিস্মিত হইলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, "এইখানে —আমার শয়নকক্ষে মুসলমানকে আহ্বান করিতেছ?"

"জোনাব খাঁ মুসলমান নয়, রাণি।"

"তবে কি?"

"সে আমার দোস্ত।"

"তোমার দোস্ত? তবে তাঁহাকে আমার শয্যার উপর লইয়া বসাও, আমার কোন আপত্তি নাই।"

বলিয়া রাণী কক্ষত্যাগ করিলেন।

স্বল্পকাল মধ্যে জোনাব খাঁ কক্ষদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। গণেশনারায়ণ তখন আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া তাঁহাকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিলেন; এবং নিজের আসনে তাঁহাকে বসাইয়া স্বয়ং দূরে দাঁড়াইলেন। জোনাব খাঁ বলিলেন, "রাজা, আমার মত নগণ্য প্রজাকে সম্মান দেখাইয়া আপনি নিজের মহত্ত্বেরই পরিচয় দিতেছেন। যাঁহার শয়নকক্ষে হিন্দু নরপতিরাও প্রবেশ করিতে পায় না, আমি মুসলমান হইয়াও সেখানে প্রবেশাধিকার পাইলাম।"

রাজা। আপনি মুসলমান নহেন সেনাপতি, আপনি আমার দোস্ত।

জো। উজির সাহেব, আমি ধন্য হইলাম।

রাজা। আপনাকে আমার যথাসর্ব্বস্ব দেখাইব বলিয়া এইখানে আপনাকে আহ্বান করিয়াছি। ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন।

বলিয়া তিনি দ্রুতপদে কক্ষত্যাগ করিলেন, এবং অচিরে রাণীকে সঙ্গে লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সেই

সর্ব্বসৌন্দর্য্যময়ী হীরকালঙ্কারভূষিতা তেজোদ্দীপ্তা রমণী-রত্নকে দেখিয়া জোনাব খাঁ মন্ত্রমুগ্ধবৎ স্তব্ধ রহিলেন; সম্মান দেখাইতে বা অভিবাদন করিতে বিস্মৃত হইলেন। ক্ষণপরে আত্মসংযম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; এবং যে সম্মান তিনি সুলতানকেও কখন দেখান নাই, সেই সম্মান রাণী করুণাময়ীকে দেখাইলেন;—অবনত বদনে ভূমি স্পর্শ করিয়া বারম্বার সেলাম করিতে করিতে বলি-লেন, "রাজা, আজ আমি প্রকৃতই ধন্য হইলাম।"

রাজা বলিলেন, "যিনি মনুষ্যকুলের গৌরবস্বরূপ, আজ তাঁহাকে আমার গৃহে অতিথি পাইয়া আমিও ধন্য হইলাম।"

রাণী বলিলেন,"সেনাপতি সাহেব,যিনি আমার স্বামীর বন্ধু, তিনি আমার পূজ্য,—আপনি আসন গ্রহণ করুন।"

জোনাব খাঁ উত্তর করিলেন, "রাজ্ঞি, আমি সুলতানের সম্মুখে, বাদসাহের সম্মুখে, আসন গ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু যিনি মনুষ্যকুলের অলঙ্কার, তাঁহার সম্মুখে আসন গ্রহণ করিতে পারি না।"

রাণী কোন উত্তর না করিয়া বাতায়ন সন্নিধানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তখন প্রাতঃকাল। কোমল সূর্য্যালোকে মাঠ ঘাট প্লাবিত হইয়াছে। দূরে—আকাশের

গায় মেঘবরণ পর্ব্বতমালা ; তা'র নীচে ধবলতরঙ্গা জাহ্নবী। মেঘমুক্ত নির্ম্মল আকাশে নবোদিত ভাস্কর। পাখীর গানে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত। করুণাময়ী আকাশের পানে চাহিয়া পাখীর গান শুনিতে লাগিলেন।

জোনাব খাঁ বলিলেন, "উজীর সাহেব, আমি কর্ম্মে ইস্তফা দিতে আসিয়াছি।"

রাজা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইস্তফা! কেন?"

জো। আমার পদে ইব্রাহিম খাঁকে নিযুক্ত করা হইতেছে।

রাজা। আমি ত সে সংবাদ অবগত নই।

জো। আপনাকে গোপন করিয়া সুলতান আমাকে দূরীভূত করিতেছেন। বিতাড়িত হইবার পূর্ব্বে সরিয়া পড়া ভাল ; তাই ইস্তফা দিতে আসিয়াছি।

রাজা। তা' আমার কাছে কেন?

জো। সুলতানের সহিত সাক্ষাৎ করিবার বাসনা নাই। তাই উজীরের কাছে ইস্তফা দিয়া মক্কা যাইতেছি।

রাজা। সেনাপতি, আমিও ইস্তফা দিব বাসনা করিয়াছি।

জো। আপনাকে ইস্তফা দিতে হইবে না,—দুই এক দিনের মধ্যে আপনি পদচ্যুত হইবেন।

রাজা। বটে? দেখিতেছি, এবার আলিম সা নিজ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবার বাসনা করিয়াছেন।

জো। সেনাপতি সমৃসের খাঁও বিদায় হইতেছেন।

রাজা। তাঁহার স্থানে কে আসিতেছে?

জো। মিনা খাঁ।

রাজা। তবে আর কেন? এ ক্ষেত্রে আপনার বিদায় হওয়াই ভাল।

জোনাব খাঁ নিরুত্তর রহিলেন। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া অবশেষে বলিলেন, "রাজা সাহেব, আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি, বাঙ্গালার আকাশে অচিরে ঝড় উঠিবে।"

রাজা। জানি না বাঙ্গালার অদৃষ্টে কি আছে। যে দিন দেখিলাম সামসুদ্দিন সানি সিংহাসনে বসিয়া শাসন দণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন, সেই দিনই বুঝিলাম, বাঙ্গালার অদৃষ্টাকাশ নিবিড় জলদজালে আচ্ছন্ন। জানি না কতদিনে এ মেঘ মুক্ত হইবে।

"মেঘ মুক্ত হইয়াছে, রাজা!"

উভয়ে চমকিত হইয়া ফিরিয়া দেখিলেন। দেখিলেন,

রাণী করুণাময়ী বাতায়ন সন্নিধানে দাঁড়াইয়া অঙ্গুলি সঙ্কেতে আকাশ দেখাইয়া বলিতেছেন,"মেঘ মুক্ত হইয়াছে, রাজা! বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ, প্রকৃতির বুকে চিত্রিত দেখ।"

জোনাব খাঁ চিত্র দেখিলেন না—রাণীর পানে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, সুন্দর মূর্ত্তি। রাণীর হীরক-মণ্ডিত সুবর্ণালঙ্কারের উপর সূর্য্যরশ্মি প্রতিফলিত হইয়া জ্বলিতেছে—উষাসন্নিভ ললাটের উপর বালতপন-কিরণ নিপতিত হইয়া বিচ্ছুরিত হইতেছে। আলোক তাঁহার দেহকে আশ্রয় করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সেই আলোকের মধ্যে—সেই আলোক রাশিকে নিষ্প্রভ করিয়া রাণীর তেজোদ্দীপ্ত দেহ জ্বলিতেছে। তাঁহার ওষ্ঠ-প্রান্তে অতুল উৎসাহ—স্ফীত নাসারন্ধ্রে বায়ুর গর্জ্জন—নয়নে অনলকণা—ললাটে তেজ। জোনাব খাঁ মুগ্ধ, স্তম্ভিত নয়নে রাণীর আন্দোলিত দেহ পানে চাহিয়া রহিলেন।

রাণী আবার বলিলেন, "মেঘ কাটিয়া গিয়াছে, রাজা! ওই দেখ, বাঙ্গালার আকাশে নবীন সূর্য্য সমুদিত হইতেছে। ওই শোন, জাহ্নবী আবার কলকল নাদে বেদ-গান করিতেছে—বৃক্ষে বৃক্ষে শাখায় শাখায় পাখীগণ আবার মাঙ্গলিক স্তোত্র গাহিতেছে—বিন্ধ্যাচল আবার সমুন্নত মস্তক তুলিয়া সাহঙ্কারে চাহিয়া দেখিতেছে। ওই

দেখ, নীলাকাশতলে নবরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—বাঙ্গালার ঘাটে মাঠে আর্য্যকীর্ত্তিগাথা আবার মুখরিত হইতেছে। মহারাজ, মহারাজ, আমি মনশ্চক্ষে দেখিতেছি. উদ্বেলিত জাহ্নবীগর্ভে পাঠান-সিংহাসন ডুবিয়া যাইতেছে।

বলিতে বলিতে রাণী ধীরে ধীরে অপসৃত হইলেন।

রাজা নির্ব্বাক্—জোনাব খাঁ নিস্তব্ধ। ক্ষণকাল পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া জোনাব খাঁ বলিলেন, "রাজা, ভাবিয়াছিলাম মক্কা যাইব; এক্ষণে সে ইচ্ছা পরিত্যাগ করিলাম।"

রাজা। সহসা মনের এ পরিবর্ত্তন ঘটিল কেন?

জো। পাঠানরাজের বিপদের সময় আমি দেশ ত্যাগ করিয়া যাইতে পারি না।

রাজা। বিপদ্ কিসে বুঝিলেন?

জো। যাহা শুনিলাম—যাহা দেখিলাম তাহাতেই বুঝিয়াছি।

রাজা। আমারও ইচ্ছা আপনি এখানে থাকেন। আপনার মত যোদ্ধা, আপনার মত শত্রু না পাইলে জয়ে সুখ নাই।

জো। রাজা, কার্য্যক্ষেত্রে আবার সাক্ষাৎ হইবে।

বলিয়া জোনাব খাঁ বিদায় হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কাল জলে তরঙ্গ উঠাইয়া মহানন্দা ক্ষিপ্রপদে বহিয়া চলিয়াছে। সেই কাল জলের উপর—নিবিড় মেঘের কোলে বকের মত একখানি শুভ্রবর্ণ বজরা ভাসিতেছে। বজরাখানি চিত্রময়,—বাহিরে চিত্র, ভিতরে চিত্র। সৌন্দর্য্যেরও শেষ নাই,—ভিতরে সোণার পুতুল, বাহিরে রূপার কলস। ভিতরে পুতুলের মাথায় হীরকোজ্জ্বল রত্নময় দীপাধার, বাহিরে ছাদের উপর কলসের মাথায় সুবর্ণ দণ্ড। দণ্ড হইতে দণ্ডে, রৌপ্যশৃঙ্খল চারিধারে বিলম্বিত রহিয়াছে। সেই রৌপ্যশৃঙ্খলে আবদ্ধ রত্নময় চন্দ্রাতপ।

চন্দ্রাতপের নিম্নে মখমলের কোমল শয্যা। তার উপর কোমল উপাধান। গোলাব, মল্লিকা প্রভৃতি সুগন্ধি পুষ্পনিচয় শয্যার উপর স্থানে স্থানে পড়িয়া রহিয়াছে। সুবর্ণময় পুষ্পাধারে পুষ্পরাশি সংরক্ষিত—রৌপ্য-শৃঙ্খলে চারিধারে পুষ্পমাল্য বিলম্বিত। চারিদিক সৌগন্ধে আমোদিত।

সেই সৌরভের মধ্যে—পুষ্পরাশি, রত্নরাশিকে ম্লান করিয়া মরিয়ন নেশা শয্যার উপর উপবিষ্টা। তখন সূর্য্য ডুবিয়া গিয়াছে; অন্ধকার আসিয়া চারিদিক ঘিরিয়াছে। বজ্‌রা কাল জলের উপর নাচিতে নাচিতে মন্থর-গমনে ভাসিয়া চলিয়াছে।

আকাশে চাঁদ নাই—নক্ষত্র নাই,—সব মেঘাবৃত। মেঘ অন্ধকারময়—নদী অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন—দুই কূল অদৃশ্য! আকাশ ছিদ্রশূন্য—দিগ্‌দিগন্ত ছিদ্রশূন্য—চারিদিক সূচীভেদ্য অন্ধকারে আবৃত। সেই অন্ধকারের মধ্যে সেই সৌন্দর্য্যময় বজরা মাথায় আলো বাঁধিয়া স্রোতমুখে ধীরে ধীরে ভাসিয়া চলিয়াছে।

চারিদিক নীরব, নিস্তব্ধ। পশু পক্ষীর ডাক, মানুষের চীৎকার কিছুই আর শ্রুত হইতেছে না। বায়ুর হুঙ্কার নাই, তরঙ্গের গর্জ্জন নাই—সব নীরব। সেই নীরবতার মধ্যে মরিয়ন মৃদুকণ্ঠে গান ধরিল। গান শেষ হইলে মরিয়ন ডাকিল, "বাঁদি!" লতিফন আসিয়া পদতলে বসিল। মরিয়ন বলিল, "তুই অন্ধকার দেখেছিস লতি? চেয়ে দেখ্, কি সুন্দর! আলোর চেয়ে অন্ধকার কত ভাল।"

লতি। আমার ত ভাল লাগে না। যা'কে আমি

ভালবাসি তা'র মুখখানা দেখ্‌তে না পেলে কিছুই আমার ভাল লাগে না।

মরি। যা'কে ভালবাসা যায় তা'র মুখ দেখিবার প্রয়োজন হয় না,—সে অন্তরেই নিরন্তর জাগে। মধ্যাহ্ন আকাশে সূর্য্য দেখিয়াছ ? চক্ষু মুদ্রিত করিলে সূর্য্যের রূপ ভুলিতে পার কি ? সূর্য্যের চেয়ে সুন্দর প্রণয়াস্পদের মুখ হৃদয়াকাশে সততই জাগে। সেই মুখখানি বুকের ভিতর ধরিয়া অন্ধকারে বসিয়া ভাবিতে কত সুখ !

লতি। তোমার সুখ আমি বুঝি না—তোমার প্রণয়ও বুঝিতে পারি না। দুনিয়ার সুলতান বাদসাহ গেল, অবশেষে কিনা একটা মুসলমানদ্বেষী কাফেরের প্রণয়ে উন্মত্ত হইলে !

মরি। আমার যদুনারায়ণ কাফের নয়, লতি ! যদুনারায়ণ আমার স্বামী—দেবতার উপর দেবতা।

এমন সময়ে একখানা ক্ষুদ্র পান্‌সি আসিয়া বজরার গায়ে লাগিল। মরিয়ন শব্দে সেটা উপলব্ধি করিল ; বলিল, "লতি, কুমার আসিয়াছেন।"

লতিফন ছাদ হইতে নামিয়া গেল ; এবং অচিরে যদুনারায়ণকে লইয়া ফিরিয়া আসিল। অন্ধকারে কেহ কাহাকেও দেখিতে পাইতেছিল না। তবু মরিয়ন দীপ

আনিতে বলিল না ; বাঁদীকে শুধু বলিল, "লতি, তুই নীচে যা।"

লতিফন বিদায় হইল। মরিয়ন উঠিয়া দাঁড়াইয়া যদুনারায়ণের সমীপস্থ হইল ; এবং মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া অতি কোমল কণ্ঠে ডাকিল, "কুমার!"

কুমারের বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল ; তিনি জড়িত অস্পষ্ট কণ্ঠে উত্তর করিলেন, "আমার মরিয়ন!"

সে ডাকের ভাষা, সে কোমলতার অর্থ আমরা বুঝি না। যাহার বয়স আছে—হৃদয়ে প্রণয় আছে, সে বুঝুক। মরিয়ন সে ভাষা বুঝিল ;—সে যদুনারায়ণের স্কন্ধের উপর মাথা রাখিয়া নীরবে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না ; কিন্তু উভয়ে উভয়ের সকলই দেখিল।

ক্ষণপরে যদুনারায়ণ ডাকিলেন, "মরিয়ন!"

মরিয়ন বলিল, "কি, কুমার?"

যদু। তোমাকে যে আমি দেখিতে পাইতেছি না ; আলো কই?

মরি। অন্ধকার কি ভাল লাগে না?

যদু। না ; অন্ধকারে তোমার মুখ দেখিতে পাই না।

মরি। আমি ত পাই!

বলিয়া মরিয়ন স্বহস্তে দীপ জ্বালিল।

কুমার বলিলেন, "আজ আর আমি তোমাকে ছাড়িয়া যাইব না।"

মরি। ছাড়িতেই যে হইবে, কুমার!

যদু। ও কথা আর বলিও না।

মরি। তবে কি করিতে চাও?

যদু। আমি তোমাকে বিবাহ করিব।

মরি। তুমি সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর—বিবাহ কিছু-তেই হইবে না।

যদু। কেন হ'বে না?

মরি। হিন্দু মুসলমানে বিবাহ হ'তে পারে না।

যদু। আমাদের মধ্যে কেহই হিন্দু মুসলমান নয়;—আমি যদুনারায়ণ, তুমি মরিয়ন।

মরি। তা' বুঝিলাম; কিন্তু—

যদু। কিন্তু আর নাই মরিয়ন!—তুমি আমার। তোমার হৃদয় কি বলিয়া দেয় না আমাদের ধর্ম্ম এক?

মরিয়ন নিরুত্তর রহিল। ক্ষণকাল পরে স্কন্ধ হইতে মাথা তুলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে বলিল, "যদু, আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।"

যদু। কা'র কাছে প্রতিজ্ঞা করেছ?

মরি। পিতার কাছে।

যদু। কি প্রতিজ্ঞা করেছ?

মরি। শুনিয়া কি করিবে, কুমার?

যদু। বিবাহ করিবে না, আবার প্রতিজ্ঞাটাও বলিবে না?

মরি। রাগ করিও না, বলিতেছি।

যদু। বল।

মরি। পিতা যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত, তখন আমি তাঁহার শয্যার উপর বসিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি——

যদু। কি প্রতিজ্ঞা করিয়াছ?

মরি। আমি হিন্দুকে বিবাহ করিব না।

যদু। আমি যদি আজ মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করি, তা' হ'লে?—

মরি। যদু!

যদু। কি মরিয়ন?

মরি। এমন কথা মুখে আনিও না।

যদু। কথাটা কি এমনি গুরুতর?

মরি। হাঁ।

যদু। গুরুতর নয় মরিয়ন,—তোমার জন্য আমি ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলি ত্যাগ করিতে পারি।

মরি। কিন্তু পিতামাতাকে ত্যাগ করিতে পার না—দেশকে ত্যাগ করিতে পার না।

যদু। তাও পারি।

মরি। যদু, এ কথা তোমার মুখে শুনিব কখন মনে করি নাই ;—আজ প্রাণে বড় ব্যথা পাইলাম।

যদু। মরিয়ন, তবে তুমি আমাকে ভালবাস না।

মরি। ভালবাসি বলিয়াই তোমার ব্যবহারে আমি কাতর হ'তেছি। তুমিই না একদিন আমাকে বলেছিলে, "যে স্নেহময় পিতার নিকট বিশ্বাসহন্তা হইতে পারে, সে স্বামীর কাছে বিশ্বাসহন্তা হইবে না, কে বলিতে পারে ?" সে কথা কি তুমি ভুলে গেছ ? তুমি যদি আজ দেশের উপর—ধর্ম্মের উপর—স্নেহময় পিতামাতার উপর আমাকে স্থান দেও, তাহা হইলে বুঝিব, তুমি মনুষ্যত্ব হারাইয়া ইন্দ্রিয়াধীন হইয়াছ। যদুনারায়ণ, মোহ দূর কর ;—পিতামাতার কথা—দেশের কথা স্মরণ কর।

যদু। স্মরণ করিয়া কি করিব ?—তোমাকে না পাইলে আমি বাঁচিব না।

মরি। তুমি বাঁচ বা না বাঁচ, তা'তে দেশের ক্ষতি কি ?—হিন্দু ধর্ম্মের ক্ষতি কি ? কিন্তু তুমি যদি বাঁচিয়া আজ ধর্ম্মত্যাগ কর—পিতৃ আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া হিন্দু

সমাজের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন কর, তাহা হইলে তোমার দেশের অনেক ক্ষতি হইবে।

যদু। ক্ষতির ভয় আমাকে দেখাইও না, মরিয়ম! সমাজ যদি আমাকে পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে পৃথিবীর অপর প্রান্তে কুটীর বাঁধিয়া তোমাকে লইয়া বাস করিব; তবু তোমাকে আমি কোনমতে ছাড়িতে পারিব না। তুমিই আমার দেশ—তুমিই আমার ধর্ম্ম; তোমাকে ছাড়িয়া ছায়া লইয়া থাকিব?—কিছুতেই নয়।

মরি। তোমার মুখে এ উক্তি! জন্মভূমির চেয়ে, ধর্ম্মের চেয়ে আমি বড়!! ছি ছি! আমি যদি দূরে—বহুদূরে থাকিয়া শুনিতাম, তুমি দেশের জন্য, ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিয়াছ, আমি তাহা হইলে প্রফুল্লচিত্তে বেহেস্তের দ্বার পর্য্যন্ত তোমার অনুগমন করিতাম। যদি আমি শুনিতাম, তুমি তোমার পিতার ইচ্ছানুক্রমে হৃদয় হইতে আমার স্মৃতি মুছিয়া ফেলিয়াছ, কীটের ন্যায় আমাকে পদতলে দলিত করিতেছ, তাহা হইলে আজীবন তোমাকে আমি দেবতা জ্ঞানে পূজা করিতাম। কিন্তু একি দেখিতেছি? কুমার, এ নির্জ্জীবতা, এ ইন্দ্রিয় সাধনা দূর কর—মানুষের মত তরবারি ধরিয়া দেশ ও ধর্ম্মরক্ষার্থে দণ্ডায়মান হও।

যদু। দাঁড়াইতাম, যদি তোমাকে না দেখিতাম। তুমি আমার সকল শক্তি, সকল গুণ অপহরণ করিয়াছ। যখন আমি তোমাকে দেখি নাই—তোমার রূপে উন্মত্ত হই নাই, তখন আমি দেশের জন্য প্রাণ দিতে বদ্ধপরিকর ছিলাম। দেশ আমার মূলমন্ত্র ছিল, এখন তুমি আমার মূলমন্ত্র হইয়াছ। মরিয়ন, আমাতে যে পরিবর্ত্তন দেখিয়া তুমি আক্ষেপ করিতেছ, সে পরিবর্ত্তন তুমিই ঘটাইয়াছ। এ জন্য তুমি দায়ী—আমি নই।

মরি। আমি দায়ী! আমার জন্য—আমার রূপে উন্মত্ত হইয়া তুমি দেশ, ধর্ম্ম, পিতামাতা ত্যাগ করিতে বসিয়াছ? আমি কি এতই সুন্দর?—আমার কি এতই রূপ?

যদু। তুমি এতই সুন্দর, মরিয়ন——

আকাশ ঘোর হুহুঙ্কারে ডাকিয়া উঠিল; মেঘ আরও আড়ম্বর করিয়া গগন ছাইয়া ফেলিল—নিবিড়তর অন্ধকারে চারিদিক আচ্ছন্ন হইল। মেঘের হুঙ্কার যখন থামিয়া গেল, তখন যদুনারায়ণ আবার বলিলেন, "তুমি এতই সুন্দর—তোমার এতই রূপ, মরিয়ন!"

মরি। তবে এ রূপ আর দেখাইব না।

কড়কড়নাদে আকাশ আবার ডাকিয়া উঠিল; দূরে—

বহুদূরে বায়ুর গর্জ্জন শ্রুত হইল ; নদী ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল।

কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "মরিয়ন, তুমি হিন্দুকে বিবাহ করিবে না ?"

"না।"

"আমি তবে মুসলমান হ'ব।"

ভয়ঙ্কর গর্জ্জনে বায়ু ছুটিয়া আসিয়া বজরার উপর পড়িল। রত্নময় চন্দ্রাতপ মুহূর্ত্ত মধ্যে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া কোথায় অন্তর্হিত হইল। সুবর্ণদণ্ড, রৌপ্যশৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া নদীজলে পড়িয়া গেল। নদী কাঁপিয়া উঠিয়া লোল বদনে সকলই গ্রাস করিতে সমুদ্যত হইল। দীপ নির্ব্বাপিত হইয়া বিরাট অন্ধকার-ক্রোড়ে মুখ লুকাইল। মরিয়ন কোন দিকে দৃকপাত না করিয়া অন্ধকারের মধ্যে চীৎকার করিয়া ডাকিল, "কুমার !"

"কি, মরিয়ন !"

"কিছুতেই তুমি সঙ্কল্প ত্যাগ করিবে না ?"

"কিছুতেই নয়।"

"তবে আর আমাকে দেখিতে পাইবে না।"

"কোথায় যাইবে মরিয়ন ?"

"যেখানে গেলে এ রূপ আর দেখাইতে হইবে না।"

বলিতে বলিতে মরিয়ন নদী-হৃদয়ে ঝাঁপাইয়া পড়িল। যদুনারায়ণ ডাকিল, "মরিয়ন!"

উত্তর নাই।

পর মুহূর্ত্তে বজরা ডুবিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মনুয়া বদন বিষণ্ণ করিয়া সুলতানের সম্মুখে দাঁড়াইল। সুলতান জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সংবাদ?—সে কই?"

"তিনি আসিলেন না।"

সুলতান চটিয়া লাল হইলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন এল না?—কি বল্‌লে?"

"জাঁহাপনা, বান্দাকে ক্ষমা করিবেন।"

"ক্ষমা নাই—বল্‌।"

"রোষ করিবেন না?"

"না।"

মনুয়া তখন স্পষ্ট কণ্ঠে বলিল, "তিনি বলিলেন, সুলতান যদি জন্ম জন্ম তপস্যা করিয়া হিন্দু কুলে কখন

জন্ম গ্রহণ করিতে পারেন, তাহা হইলে একদিন তাঁহাকে দূর হইতে দর্শন দিতে পারি।"

সুলতান গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিলেন, "কেঁও—বজ্জাত!"

মন্নুয়া। জাঁহাপনা আমাকে অভয় দিয়াছিলেন না, তাই সকল কথা খুলিয়া বলিয়াছি। বান্দার অপরাধ কি?

সুল। তুই কেন তারে ধরে নিয়ে এলি না?

ম। তিনি যে আমার প্রভুপত্নী।

সুল। প্রভুপত্নী?

ম। হাঁ।

সুল। মিথ্যা কথা।

ম। সম্মুখে আমার মনিব ব'সে রয়েছেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করুন।

সুলতান তখন ঘুরিয়া কিশোরীমোহনকে ডাকিলেন। কিশোরী মোহন আসন ত্যাগ করিয়া সুলতানের সমীপস্থ হইল। আলিম সা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিশোরীমোহন, বালক যা' বলিতেছে সত্য?"

"সত্য।"

"আমি জানিতাম তুমি বিবাহ কর নাই।"

"বহুকাল পূর্ব্বে আমার বিবাহ হ'য়েছে।"

"স্ত্রী এতদিন কোথায় ছিল?"

"পিত্রালয়ে।"

"আন নাই কেন?"

"আনিতে ইচ্ছা হয় নাই।"

"এখন আনিলে কেন?"

"ইচ্ছাপূর্ব্বক আনি নাই—শ্বশুর গলগ্রহ জুটাইয়া দিয়াছেন।"

"শ্বশুরের কোথায় সাক্ষাৎ পাইলে?"

"দেবীকোট হইতে ফিরিবার সময়—পথে।"

সুলতান চিন্তামগ্ন হইলেন। মনুয়া নিঃশব্দে প্রস্থান করিল; কিশোরীমোহন সরিয়া আসিয়া আসন গ্রহণ করিলেন; নর্ত্তকীরা আবার তান ধরিল।

ক্ষণকাল পরে সুলতান মাথা তুলিয়া রুক্ষস্বরে বলিলেন, "কিশোরীমোহন, এই বাঁদীগুলাকে তাড়াইয়া দেও—একটা মাগীও গাহিতে পারে না।"

নর্ত্তকীর দল বিদায় হইল। সুলতান দেখিলেন, কক্ষে কিশোরীমোহন ব্যতীত আর কেহ নাই। তখন তিনি তাহাকে সস্নেহে ডাকিয়া নিজের আসনের একপ্রান্তে বসিতে আমন্ত্রণ করিলেন। কিশোরীমোহন পুলকিত চিত্তে বহুকাল পরে আলিমসার সহিত একাসনে বসিল।

সুলতান বলিলেন, “কিশোরীমোহন, বড় বিপদে পড়েছি।”

কিশো। আজ্ঞা করুন।

সুল। তুমি ভিন্ন আমার প্রকৃত বন্ধু কেহ নাই, তাই উপদেশ নিতে তোমার কাছে ছুটে এসেছি।

কিশো। এ দাস চিরদিনই আপনার অনুগত।

সুল। আমার সন্দেহ হইতেছে, গণেশ নারায়ণ আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছে।

কিশো। নিশ্চয় করিতেছে।

সুলতান মনে মনে একটু হাসিলেন; বলিলেন, “আমার ইচ্ছা তাহাকে দূর করিয়া দিই।”

কিশো। এখনি দিন।

সুল। আমার ইচ্ছা, সেই পদে—

কিশো। আজ্ঞে—

সুল। তোমাকে নিযুক্ত করি।

কিশো। জাঁহাপনা, খোদাবন্দ!

সুল। কিন্তু তা'ত এখন হ'বার নয়।

কিশো। হুজুর!

সুল। একেবারে কেহ উজীর হ'তে পারে না।

কিশো। সুলতান দুনিয়ার মালিক।

সুল। আমি তাই মনে করিতেছি—

কিশো। কি মনে করিতেছেন?

সুল। তোমাকে আগে মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করি।

আসন হইতে লাফাইয়া উঠিয়া কিশোরীমোহন সাত সেলাম করিল।

সুলতান মনে মনে হাসিয়া অশেষ গাম্ভীর্য্য সহকারে বলিলেন, "তুমি তবে পদ গ্রহণ করিতে সম্মত আছ?"

কিশো। খুব সম্মত।

সুল। ভাই, বন্ধু, তুমি আমার বড় উপকার করিলে। ভাবিয়াছিলাম, তুমিও বুঝি আমাকে পরিত্যাগ করিবে।

কিশো। তা' কি আমি পারি? আপনি যদি জাহান্নমে যান সেখানেও আমি আপনার সঙ্গে যাব।

সুলতানের চাতুরী কিশোরীমোহন এককালে বুঝিতে পারিল না। তাহার বুদ্ধি বিবেচনা যাহা কিছু ছিল, তাহাও এই কয়মাস নিরন্তর বিলাসে উন্মত্ত থাকিয়া মদের তরঙ্গ মুখে ভাসাইয়া দিয়াছে।

সুলতান বলিলেন, "তুমি স্ত্রী আনিয়াছ শুনিয়া বড় সুখী হইলাম। আমার বাসনা, বন্ধুর স্ত্রীকে আমার এই মুক্তামালা উপহার দিই।"

বলিয়া তিনি কণ্ঠ হইতে হার উন্মোচন করিলেন।

কিশোরীমোহন সানন্দে বলিল, "এ সম্মানে আমি ও আমার স্ত্রী উভয়ই ধন্য হইব।"

সুল। যদি আমি তাঁহার গলায় মালা পরাইতে পাই, তাহা হইলে আমিও ধন্য হইব।

কিশো। এ আর বেশী কথা কি? আমি আপনার ভৃত্য—সে আপনার বাঁদী।

সুল। বাঁদী নয়—তিনি আমার ভগ্নীতুল্যা।

কিশো। তা'কে এখানে আনিব কি?

সুল। না, কষ্ট দিবার প্রয়োজন নাই—চল আমরাই যাই।

উভয়ে উঠিলেন; এবং অবিলম্বে যে কক্ষে বসিয়া কিরণবালা ফুল ছিঁড়িয়া গবাক্ষপথে নিক্ষেপ করিতেছিল, সে কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিরণবালা চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। দীপ নিবাইল না, অথবা অবগুণ্ঠন টানিয়া মুখ ঢাকিল না। ক্রুদ্ধা সিংহীর ন্যায় ফুলিয়া উঠিয়া স্থির নয়নে স্বামীর পানে চাহিয়া রহিল।

কিশোরী মোহন বলিল, "কিরণবালা, সুলতান আসিয়াছেন, তাঁহাকে সেলাম কর।"

কিরণবালা বলিল, "সেলাম করিতে হয় তুমি কর—আমি করিব না।"

সুলতান অতৃপ্ত নয়নে কিরণবালার রূপসুধা পান করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন "আমিই আমার বন্ধু-পত্নীকে সেলাম করিতেছি।"

সুলতান সেলাম করিলেন; কিন্তু কিরণবালা তাঁহার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না।

কিশোরী। কিরণ, আমার স্ত্রী হইয়াও তুমি এ সম্মানের মর্ম্ম বুঝিতে পারিলে না?

কিরণ। কখনও যেন বুঝিতে না হয়।

কিশোরী। তুমি অসভ্য বর্ব্বর।

কিরণ। নিশ্চয়; নইলে এখনও এখানে দাঁড়াইয়া আছি!

সুলতান বুঝিলেন, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সম্প্রীতি কত। তিনি মৃদুহাস্যে অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "কিশোরী-মোহন, স্ত্রীর সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় তুমি জান না। একটু অন্তরালে যাও, সুন্দরীকে আমি বুঝাইতেছি।"

সুপ্তা সিংহী যেমন গর্জ্জিয়া উঠিয়া তাহার বিশ্রাম-ব্যাঘাতকারীর পানে ক্রোধদীপ্ত নয়নে চাহিয়া দেখে,

কিরণবালা তেমনই ভাবে সুলতানের দিকে চাহিয়া দেখিল ; এবং জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে ?"

সে তেজোদ্দীপ্ত মূর্ত্তি দেখিয়া সুলতান একটু ভীত হইলেন। এক পা পিছাইয়া গিয়া উত্তর করিলেন, "আমি ?—আমি সুলতান।"

কিরণ। তুমি সুলতান নও—তুমি রাক্ষস! যে সুলতান হইবে—যে দেশের রাজা হইবে, সে দেশকে রক্ষা করিবে—অত্যাচার করিবে না।

সুল। আমি অত্যাচার করি ?

কিরণ। যদি অত্যাচার না কর—যদি অত্যাচার করিবার বাসনা না কর, তবে এ স্থান এখনি ত্যাগ কর।

সুলতান ফিরিয়া দেখিলেন ; দেখিলেন কক্ষে কিশোরী মোহন নাই। তখন তিনি এক পা অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "আমি তোমাকে উপহার দিতে এসেছি।"

কিরণ। উপহার দূর করিয়া ফেল।

সুল। দেখ, কেমন মুক্তামালা।

কিরণ। হিন্দুর মেয়েকে তুমি মুক্তামালার লোভ দেখাইতেছ ? তুমি মূর্খ—নির্ব্বোধ।

সুল। এ মুক্তামালা পাইলে দিল্লীশ্বরীও কৃতার্থ হ'ন।

কিরণ। তবে তাঁহাকে দাওগে—এখানে আর আসিও না।

সুল। তুমি কি চাও কিরণ? যা' চাহিবে তাহাই দিব।

কিরণ। তুমি যদি তোমার স্বর্ণসিংহাসন মাথায় করিয়া বহিয়া আনিয়া আমাকে উপহার দিতে লইয়া এস, তাহা হইলে তোমার সিংহাসন পদাঘাতে চূর্ণ করিয়া তোমার মুখের উপর বলিব, "সুলতান, তুমি অতি ক্ষুদ্র—তুমি অতি ঘৃণিত।"

সুল। কি, এত অহঙ্কার! যে আমার বাঁদীর যোগ্য নয়, তা'র এত দর্প! শীঘ্রই প্রতিফল দিব।

বলিয়া তিনি রোষভরে কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রভাতে সুলতান একটি সুসজ্জিত ক্ষুদ্রায়তন কক্ষমধ্যে বসিয়া একখানা পত্র পাঠ করিতেছিলেন। তাহাতে লেখা ছিল ঃ——

"কিশোরীমোহনের পূর্ব্বপুরুষেরা যে সমুদয় অর্থ ও রত্ন সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া গিয়াছে, তাহা ন্যায়তঃ সুলতানেরই

প্রাপ্য। কিশোরীমোহন তাহা গভীর গহ্বর মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছে। আমি সে স্থান দেখিয়াছি। স্বতন্ত্র কাগজে একটা বিবরণ লিখিয়া দিলাম। তাহা পাঠ করিলে স্থানের নির্দ্দেশ সহজেই হইবে।"

পত্রে কোন স্বাক্ষর নাই। না থাকিলেও আমরা জানি, পত্রখানা মন্নুয়া লিখিয়াছিল। সুলতান পত্র রাখিয়া বিবরণ পাঠ করিতে লাগিলেন। পড়িতে পড়িতে তাঁহার মুখ প্রফুল্ল হইল। তিনি অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "আর আমাকে কিশোরীমোহনের কাছে হাত পাতিতে হ'বে না। ভাবিতেছিলাম কি করে অর্থ চাই। বেশ সময়ে পত্রখানা এসেছে। এখন কিরণকে হাত করতে পারলে হয়। বাপ্‌রে! ছুঁড়িটার কি ঝাঁজ! কিন্তু বড়ই খাপ্‌সুরত। এখন পেলে হয়। পাব না কি?—দুইই পাব,—ধনও পাব, ধনীকাও পাব। তারপর গর্দ্দভটাকে——"

এমন সময় কিশোরীমোহন আসিয়া দর্শন দিল। সুলতান তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া নিজের আসনের একাংশে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। কিশোরীমোহন আহ্লাদে স্ফীত হইয়া বারম্বার সেলাম করিতে লাগিল। সুলতান বলিলেন, "কিশোরীমোহন, আজ হ'তে তোমাকে পদগ্রহণ করতে হ'বে।"

কিশোরী। আমিত সেই জন্যেই এসেছি।

সুল। বেশ করেছ। এখন কিছুদিন তোমাকে পরিশ্রম করে কাজ বুঝে নিতে হ’বে।

কিশো। আমি খুব পরিশ্রম করতে পারি।

সুল। বাঃ বাঃ! তোমার এত গুণ আমি জানতাম না। তা’ তুমি এখন যাও—অপরাহ্নে এস।

কিশো। কখন কাজ বুঝে নেব?

সুল। সন্ধ্যার পর।

কিশো। এখন নয়?

সুল। না; এখন গণেশ নারায়ণ আসিবে, রাত্রে তোমাতে আমাতে প্রাসাদে বসিয়া একত্র আহার বিহার করিব।—নিমন্ত্রণ রহিল।

কিশোরী মোহন এই নিমন্ত্রণ লইয়া গর্ব্বভরে হেলিতে দুলিতে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। শুনা যায় সেদিন নাকি সে আনন্দভরে স্ত্রীকে প্রায় চুম্বন করিয়া ফেলিয়াছিল। কথাটা বিশ্বাস না হওয়ায় মনুয়াকে আমরা তলব করিয়াছিলাম। সে সাক্ষ্য দিল যে, কিশোরীমোহন স্ত্রীকে সে দিন প্রহার বা তিরস্কার না করিয়া সুলতানের সম্মুখে গান গাহিতে অনুরোধ করিয়াছিল।

এদিকে সুলতান কাল বিলম্ব না করিয়া কিশোরী-

মোহনের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য মিনাখাঁকে ডাকাইয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। মিনা খাঁ নিমখের চাকর,—হুকুম তামিল করিতে তা'র একটু সঙ্কোচ বা দ্বিধা নাই। যে কিশোরীমোহনকে সে একদিন খাতির করিত, আজ তাহারই স্ত্রী ও ধন দস্যুর ন্যায় লুণ্ঠন করিতে সঙ্কোচশূন্য হৃদয়ে অগ্রসর হইল।

মিনাখাঁকে বিদায় দিয়া সুলতান জনৈক কর্ম্মচারীকে ডাকিলেন। সে আসিলে সুলতান জিজ্ঞাসা করিলেন, "দরবার বসিয়াছে ?"

"হাঁ।"

"উজির সাহেব আসিয়াছেন ?"

"আসিয়াছেন।"

"তাঁহাকে এখানে পাঠাইয়া দেও।"

কর্ম্মচারী অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল; এবং অনতিবিলম্বে রাজা গণেশ নারায়ণকে লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল। সুলতানের অভিপ্রায়ানুসারে কর্ম্মচারী কক্ষ ত্যাগ করিল।

কক্ষে আর কেহ নাই। সুলতান বলিলেন, "উজির সাহেব, আপনার কি মনে হয় বাঙ্গালীরা কখন অস্ত্র ধরিয়া আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে ?"

গণেশ নারায়ণ চমকিয়া উঠিলেন। একটু ভাবিয়া স্থির নয়নে সুলতানের পানে চাহিতে চাহিতে উত্তর করিলেন, "ভবিষ্যতের কথা কে বলিতে পারে?"

সুল। আপনি উজির—রাজ্যের শাসন কর্ত্তা—বাঙ্গালীর মাথা, আপনি সে কথা অনায়াসে বলিতে পারেন।

গণে। আমার বিশ্বাস, তাহারা উৎপীড়িত না হইলে কখন অস্ত্র ধরিবে না।

সুল। উৎপীড়ন হইতেছে কি?

গণে। কিছু কিছু হইতেছে বই কি।

সুল। আপনি প্রতিকার করেন না কেন?

গণে। প্রতিকার আমার সাধ্যাতীত।

সুল। কেন আপনি ত উজির?

গণে। যেখানে সুলতান স্বয়ং অত্যাচারী, সেখানে কর্ম্মচারীরা কি করিবে?

সুল। আপনার স্পষ্ট কথায় আমি সন্তুষ্ট হইলাম।

কিন্তু একটুও সন্তুষ্ট হন নাই, গণেশনারায়ণও তাহা বুঝিলেন।

সুলতান ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "উজির সাহেব, প্রজারা যাহাতে বিদ্রোহী না হইতে পারে আমি তাহার উপায় করিতেছি।"

গণে। কি উপায় ?

সুল। প্রত্যেকের গৃহ হইতে একজন করিয়া বলিষ্ঠ যুবক ধরিয়া আনিয়া কারাগারে আবদ্ধ রাখিব।

গণেশনারায়ণ শিহরিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "তাহা হইলে যে আগুন নিবাইতে আপনি চেষ্টা পাইতেছেন তাহা অচিরে জ্বলিয়া উঠিবে।"

সুল। জ্বলে জ্বলুক, তা'তেই বা ক্ষতি কি ? আগে কারারুদ্ধ প্রজাদের সংহার করিব, পরে বিদ্রোহীদের ঘর দ্বার জ্বালাইয়া পুড়াইয়া মারিব।

গণেশ নারায়ণের নয়ন জ্বলিয়া উঠিল; কিন্তু তিনি ক্রোধ দমন করিয়া নতমুখে বসিয়া রহিলেন।

সুলতান বলিলেন, "উপায়টা কেমন,উজীর সাহেব ?"

গণেশ। আপনার উপযুক্তই হইয়াছে।

সুলতান হাসিয়া বলিলেন, "বেশ। এখন এ সব সেনাপতিগুলা লইয়াত কাজ চলে না।"

গণেশ। তা' ঠিক,—তা'রাত মানুষ ঠেঙ্গাবে না।

সুল। আমি তাই মনে করিতেছি, সম্‌সের খাঁ ও জোনাব খাঁকে দূর করিয়া তাহাদের স্থানে মিনা খাঁ ও ইব্রাহিম খাঁকে নিযুক্ত করি।

গণেশ। আরও কিছু পরিবর্ত্তন প্রয়োজন।

সুল। উজীরের পদে?

গণেশ। হাঁ।

সুল। রাজা গণেশনারায়ণের বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ।

গণেশ। তবে আর চক্ষু লজ্জার প্রয়োজন কি?—আমাকে বিদায় দিন্।

সুল। বেশ।

গণেশনারায়ণ প্রস্থান করিলেন, এবং দরবার গৃহে ফিরিয়া আসিয়া সমবেত কর্ম্মচারী ও জনমণ্ডলীকে উচ্চকণ্ঠে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমি আর আপনাদের উজীর নই, সুলতান আমাকে পদচ্যুত করিয়াছেন।"

বৃদ্ধ সমৃসের খাঁ সেখানে বসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "আমি ও জোনাব খাঁ পদচ্যুত হইয়াছি।"

কারাধ্যক্ষ উঠিয়া বলিল, "আমিও বিতাড়িত হ'য়েছি।

সমস্ত দরবার গৃহমধ্যে কেমন একটা আতঙ্কের সঞ্চার হইল। ওমরাহগণ পরস্পর পরস্পরের দিকে নীরবে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

"পুত্র, তোমার এ পরিবর্ত্তন কেন ?"

"কি বলিয়া কি বলিব মা ?—আমি সর্ব্বস্ব মহানন্দার জলে হারায়ে এসেছি।"

"সর্ব্বস্ব !"

"হাঁ মা, সর্ব্বস্ব।"

রাণী বলিলেন, "সর্ব্বস্ব তোমার দেশ, সর্ব্বস্ব তোমার ধর্ম্ম ; তাহা কি মহানন্দার জলে বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়াছ ?"

কুমার যদুনারায়ণ উত্তর করিলেন, "যে আমার দেশের চেয়ে, ধর্ম্মের চেয়ে বড়, তা'কে আমি মহানন্দার জলে হারায়ে এসেছি।"

রাণী। সে কে ?

যদু। সুলতান-কন্যা মরিয়ন।

রাণী। মরিয়ন মরিল কেন ?

যদু। সে আত্মহত্যা করেছে।

রাণী। আত্মহত্যা ! কেন ?

যদু। পাছে আমি তা'র জন্য ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করি,

তাই সে আমার ধর্ম্মরক্ষার্থে নিজের জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছে।

রাণী। মরিয়ন রমণীরত্ন; কিন্তু তুমি নরকুলকলঙ্ক।

যদু। আমি সকলই বুঝি; কিন্তু কি করিব মা, মরিয়ন আমার সকলের চেয়ে বড়। যদি জন্মজন্মান্তরে কখন তাহাকে পাই, এই আশায় আমি ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিব। *

রাণী উত্তর না করিয়া ঘৃণাভরে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।

যদু নারায়ণ বলিলেন, "রাগ করিও না, মা; যতদিন তুমি জীবিত থাকিবে, ততদিন হিন্দুর যা কর্ত্তব্য—রাজা গণেশনারায়ণের পুত্রের যা' কর্ত্তব্য, তা' আমি করিব।"

বলিয়া যদুনারায়ণ মায়ের পদধূলি মাথায় লইয়া বিদায় হইলেন।

তখন প্রাতঃকাল—বেলা এক প্রহর অতীতপ্রায়। পুত্রকে বিদায় দিয়া রাণী বিষণ্ণ অন্তরে বাতায়নে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তথা হইতে ফটক দেখা যায়। রাণী ফটক পানে চাহিয়া রাজার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

---

* যদু নারায়ণ পরে ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া জালাল উদ্দীন নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

রাজা দরবারে গিয়াছেন। আজ মন্ত্রীপদে ইস্তফা দিয়া আসিবার কথা, না জানি কি ঘটে। রাণী তাই একটু উদ্বিগ্ন।

রাণী সহসা দেখিলেন, এক ব্যক্তি দ্রুতবেগে অশ্ব সঞ্চালন করিয়া ফটকের ভিতর প্রবেশ করিল। এ ব্যক্তি রাজা নয়। সন্নিকটস্থ হইলে রাণী তাহাকে চিনিলেন। সে—মন্নুয়া। রাণী তাহাকে উপরে আসিতে আদেশ দিলেন।

মন্নুয়া আসিয়া প্রণাম করিল। রাণী সহাস্যে বলিলেন, "মন্দাকিনি, তোমাকে বালকবেশে বেশ দেখাইতেছে; তুমি বালিকা না হ'য়ে যদি বালক হ'তে!"

মন্নুয়া। কেন, মা?

রাণী। তা'হলে তোমাকে ভাল বাসিতে পারিতাম।

মন্নুয়া। এখন পারেন না?

রাণী। না, তবে তোমার অশ্বচালনা কৌশল দেখে তোমার উপর শ্রদ্ধা হ'য়েছে।

মন্নুয়া। শৈশবে আমি পিতার কোলে ব'সে ঘোড়ায় চড়িতে শিখেছি।

পিতার নামে মন্নুয়ার মুখের উপর বিষাদ ছায়া পড়িল—যেন স্বচ্ছ সরসীবক্ষে কাল মেঘ আঁধার রাশি

ঢালিয়া দিল। রাণী তাহা লক্ষ্য করিলেন। মন্দাকিনীর পিতৃভক্তি দেখিয়া তাহার উপর আর একটু শ্রদ্ধা বাড়িল। রাণী বলিলেন, "তুমি কি জন্য আমার কাছে এসেছ, মন্দাকিনী ?"

মনুয়া। মা, একটি অভাগীকে আশ্রয় দেবে ?

রাণী। কা'র জন্য আশ্রয় চাও ?

মনুয়া। কিশোরীমোহনের স্ত্রী কিরণের জন্য।

রাণী। কেন. কিশোরীমোহন ত আজও জীবিত আছে।

মনুয়া। সে জীবিত না থাকিয়া মরিয়া গেলেই ভাল হইত।

রাণী। কেন, কি হয়েছে ?

মনুয়া। মা, আপনার কাছে বল্‌তে লজ্জা হয়,—পাপিষ্ঠ সুলতান কিরণবালার রূপে মুগ্ধ হ'য়ে তা'কে নষ্ট কর্‌বার অভিপ্রায় করেছে। মূঢ় স্বামী, স্ত্রীকে রক্ষা না করে সুলতানকে সাহায্য কর্‌ছে। আর কি বল্‌ব মা ?—দু'এক দিনের মধ্যে কিরণকে যদি স্থানান্তরিত করা না হয় তা'হলে সর্ব্বনাশ হবে।

রাণী। এতদূর ? কিশোরীমোহন এত নীচ ! মানুষ এত জঘন্য হয় !

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া রাণী আবার বলিলেন, "তুমি তা'কে লয়ে এস—আমি আশ্রয় দিব।"

মন্নুয়া। গভীর রাত্রে যখন সকলে সুপ্ত থাক্‌বে তখন তা'কে লয়ে আস্‌ব। কে জানে আজই কি ঘটে! এখন মা, বিদায় হই।

কিন্তু বিদায় হইবার পূর্ব্বেই রাজা আসিয়া পড়িলেন। মন্নুয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইল। রাজা তাহাকে লক্ষ্য না করিয়া বাতায়ন সন্নিধানে রাণীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। করুণাময়ী দেখিলেন, রাজার বদনমণ্ডল চিন্তাচ্ছন্ন। জিজ্ঞাসা করিলেন "পদত্যাগ করেছ?"

রাজা উত্তর করিলেন, "হাঁ।"

রাণী। এতদিনে চন্দ্র কলঙ্কমুক্ত হ'ল।

রাজা। কি হ'ল তা' জানি না রাণি! কিন্তু এইবার ঘোর পরীক্ষা।

রাণী। বাহুবলের পরীক্ষার কথা বলিতেছ? সেত ভাল কথা; তা'তে তুমি ভীত কেন?

রাজা। ভীত নই রাণি!

রাণী। তবে কি?

রাজা। সুদূর ভবিষ্যতে বঙ্গভাগ্যে কি আছে জানি না—

রাণী। এখনও আশঙ্কা!

রাজা। শুন রাণি, সুলতান অভিপ্রায় করেছে, বাঙ্গালার প্রত্যেক গৃহ হ'তে একজন করে লোক ধরে এনে কারাগারে আবদ্ধ রাখ্‌বে। দেশে যদি কখন বিদ্রোহ-বহ্নি জ্বলে উঠে, তবে আগে তা'দের সংহার কর্‌বে।

রাণী। তবে প্রজারা আবদ্ধ হ'বার আগে তুমি সুলতানকে ধরে আন।

রাজা। তা' কর্‌ব না; আমার অভিপ্রায় আছে সুলতানের ফাঁদে সুলতান্‌কে ফেল্‌ব।

রাণী। যেমনই অভিপ্রায় কর না কেন, দেখিও যেন প্রজার শোণিতপাত না হয়।

রাজা। তা' আমাকে বলিতে হবে না, রাণি! প্রজা আমার পিতা—প্রজা আমার পুত্র, আমার বুকের শোণিত দিয়া, সর্ব্বস্ব ঢালিয়া আমি আগে প্রজাদের রক্ষা করিব।

রাণী নিরুত্তর রহিলেন। মন্নুয়া তখন অগ্রসর হইয়া রাজার চরণে প্রণত হইল। রাজা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে মন্দাকিনী!"

মন্নুয়া নত মুখে উত্তর করিল, "হাঁ, আপনার কন্যা মন্দাকিনী।"

রাজা। এসেছ মা! বেশ করেছ। আমি ভুলি

নাই মা, কে রাণীকে আমার সাহায্যে পাঠাইয়া দিয়া মহামায়ার মন্দির রক্ষা করিয়াছিল—কে মুসলমানের অস্ত্র কাড়িয়া লইয়া হিন্দুকে সাজাইয়াছিল। আমি ভুলি নাই যখন আমি ফিরোজাবাদ দুর্গে আবদ্ধ ছিলাম, তখন কে আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল। রাণি! মন্দাকিনী আমার কন্যা—আমার জননী।

রাণী, মন্দাকিনীর হাত ধরিয়া স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "আগে আমি তোমাকে চিনিতাম না, মা। কত রূঢ় কথা—"

মনুয়া আর স্থির থাকিতে পারিল না,—প্রস্থানোদ্যত হইল। তদ্দৃষ্টে রাজা বলিলেন, "কোথা যাও মা?"

"যেখানে থাকি।"

"আমি থাকিতে পরগৃহে কেন?"

"কাজ আছে।"

"আমি যেতে দিব না।"

"ক্ষমা কর্‌বেন—আবার আস্‌ব।"

মন্দাকিনী থাকিল না—চলিয়া গেল। যাইবার আগে রাণী তাহার হাতে একটা অঙ্গুরীয় দিয়া বলিলেন, "বিপদে পড়িলে, অর্থাভাব ঘটিলে কোন হিন্দুকে এই অঙ্গুরীয়

দেখাইও, সে নতমস্তকে তোমার আদেশ প্রতিপালন করিবে।”

অষ্টম পরিচ্ছেদ

রাত্রি দেড় প্রহর। সুসজ্জিত বৃহদায়তন কক্ষমধ্যে সুলতান উপবিষ্ট। পার্শ্বে কিশোরীমোহন—সম্মুখে দিল্লীর শ্রেষ্ঠ নর্ত্তকীবৃন্দ। চারিদিকে পুষ্পমালা—দীপমালা। প্রাচীরে প্রাচীরে চিত্র ও দর্পণ। পাত্রে পাত্রে সরাপ। আধারে আধারে কুসুমস্তবক। নয়নে নয়নে অনলকণা—অধরে অধরে হাসি।

নাচগান চলিতেছে। সুরতরঙ্গে কক্ষ প্লাবিত। রমণীর রূপে চারিদিক উদ্ভাসিত। এমন গান কিশোরীমোহন কখন শুনে নাই—এমন রূপযৌবনপ্রফুল্লা নর্ত্তকীও কখন দেখে নাই। সে তন্ময়—উন্মত্ত।

কিন্তু সুলতান আজ কিছু অন্যমনস্ক। বারম্বার দ্বার পানে চাহিয়া দেখিতেছেন—যেন কা’র প্রতীক্ষা করিতেছেন। সে আসিল না দেখিয়া সুলতান আবার নৃত্য-গীতে মনঃসংযোগ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু

মন কিছুতেই বসিতেছে না। একজন চতুরা নর্ত্তকী তাহা লক্ষ্য করিল। সে গান ধরিল ঃ—

মালতী হাম নেহিঁ মাঙ্গত, উত লাগত
গোড় মোরি!
গোলাব লাগি ঘূরত ফিরত হাম্ উত নেহিঁ
নেহায়ত আঁখি জোড়ি॥
বরষ বরষ আগে ধায়নু মালতী প্রণয় পিয়াসে।
উপবন লুঠি মালতী লায়নু অব্ কুছ
কাম নাহি উসে॥

গীত শেষ হইতে না হইতে দ্বার খুলিয়া গেল—মিনা খাঁ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। সুলতান জিজ্ঞাসা করিলেন. "কোন সংবাদ আছে, সেনাপতি?"

"আছে, জাঁহাপনা?"

সুলতান ইঙ্গিত করিলেন—নর্ত্তকীবৃন্দ প্রস্থান করিল। কিন্তু কিশোরীমোহন গেল না। সুলতান বলিলেন, "ওমরাহ সাহেব, আজ গৃহে যাও—কাল প্রাতে আসিও।"

অগত্যা কিশোরীমোহন কক্ষ ত্যাগ করিল। তখন সুলতান ব্যগ্রভাবে মিনা খাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সংবাদ সেনাপতি?"

"সংবাদ শুভ।"

"মেয়েটাকে এনেছ?"

"এনেছি, জাঁহাপনা।"

"কোথায় রেখেছ?"

"রঙ্গিন প্রাসাদে।"

"উত্তম। ধন-রত্ন পেয়েছ?"

"পেয়েছি।"

"কত?"

"অনেক।"

"বেশ—বেশ! কোথায় রেখেছ?"

"যেখানে রাখিতে আদেশ করেছিলেন।"

"আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট হইলাম।"

মিনা খাঁ ভূমি স্পর্শ করিয়া সেলাম করিল।

সুলতান জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঘর-দ্বার জ্বালাইয়া পুড়াইয়া দিয়াছ?"

মিনা। হাঁ, জাঁহাপনা।

সুল। উত্তম; তোমাদের কেহ চিনিতে পারে নাই?

মিনা। না, সকলের মুখ ঢাকা ছিল।

সুল। তোমাদের কেহ অনুসরণ করে নাই?

মিনা। সম্ভবত নয়; তবে পিছনে যেন একবার

ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনেছিলাম। বোধ হয় সেটা আমার শুনিবার ভুল।

স্নুল। তাই সম্ভব। তুমি এখন যেতে পার।

মিনা খাঁ বিদায় হইল। সে ভুল শুনে নাই, ঠিকই শুনিয়াছিল। মনুয়া ঘোড়ায় চড়িয়া তাহার পশ্চাদনুসরণ করিতেছিল। সে যখন দেখিল, মিনা খাঁ শিবিকারূঢ় কিরণকে লইয়া রঙ্গিন প্রাসাদে প্রবেশ করিল, তখন সে ঘোড়া হইতে নামিল ; এবং অশ্ব ছাড়িয়া দিয়া মিনা খাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ করিল। অন্ধকারে বড় একটা কেহ তাহাকে লক্ষ্য করিল না। দ্বারে এক-জন প্রহরী ছিল ; সে মনুয়াকে দেখিয়া ভাবিল, ছোঁড়াটা বুঝি সেনাপতিরই লোক। অতএব সে কোন বাধা দিল না। মনুয়া বিনা বাধায় অট্টালিকা মধ্যে প্রবেশ করিল।

নিঃশব্দে অন্ধকারে দাঁড়াইয়া মনুয়া লক্ষ্য করিল, সেনাপতি কোন্ স্থানে কিরণকে রাখিয়া যায়। যখন দেখিল, মিনা খাঁ কিরণকে রাখিয়া প্রাসাদ ত্যাগ করিল, তখন সে দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া যে কক্ষ মধ্যে কিরণ বালা আবদ্ধ ছিল, সেই কক্ষে প্রবেশ করিল।

কিরণবালা তাহাকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। সাহ্লাদে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোথা হ'তে এলে ?"

মনুয়া উত্তর করিল, "আমি তোমাদের পিছনে পিছনে বরাবর আসিতেছি।"

কিরণ। দ্বারে প্রহরী ছিল না?

মনুয়া। ছিল; সে ভাবিল, আমি বুঝি মিনা খাঁর লোক।

কিরণ। মনুয়া, তোমার বুদ্ধি ও সাহস অতুলনীয়।

মনুয়া। সে সব কথা পরে হবে; এখন বল, পলাইতে চাও?

কিরণ। পলাইয়া কোথায় যাব, মনুয়া?

মনুয়া। কেন, পতিগৃহে?

কিরণ। তোমার সাম্‌নেই ত সে গৃহ পুড়িয়া গেল।

মনুয়া। তোমার স্বামীর আশ্রয়ই তোমার গৃহ।

কিরণ। সেখানে ফিরিয়া গেলে আবার ত এই খানেই আসিতে হইবে।

মনুয়া। তবে কি কর্‌তে চাও?

কিরণ। এই খানেই থাকব।

মনুয়া। এইখানে?—সুলতানের কাছে?

কিরণ। হাঁ।

মনুয়া। কেন বল দেখি?

কিরণ। একবার সুলতানকে দেখিবার বাসনা আছে।

মন্নুয়া। কিরণ!

কিরণ। কি মন্নুয়া?

মন্নুয়া। তুমি সুলতানকে হত্যা করিবার অভিপ্রায় করেছ?

কিরণ। যদি তাই করে থাকি?

মন্নুয়া। তা হলে তোমার অস্ত্র কাড়িয়া লইব—প্রয়োজন হয় তোমাকেও হত্যা করিব।

কিরণবালা বিস্মিত হইল। জিজ্ঞাসা করিল, "সুলতান কি তোমার এতই আপনার!"

ম। হাঁ, আমার এতই আপনার।

মন্নুয়ার মনোভাব কিরণ কতকটা বুঝিল; জিজ্ঞাসা করিল, "সুলতান তোমার কি করেছে?"

মন্নুয়া উত্তর করিল না। কিরণ দেখিল, মন্নুয়ার নয়ন জ্বলিতেছে। সে তখন সে কথা চাপা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সুলতান যদি তোমার এতই আপনার, তবে আমার হাতে অস্ত্র দিয়াছিলে কেন"?

মন্নুয়া। সুলতানকে মারিতে দিই নাই।

কিরণ। তবে কি জন্য?

মন্নুয়া। আত্মহত্যা করিয়া ধর্ম্মরক্ষা করিবে বলিয়া দিয়াছিলাম।

কিরণ। ভাল, আমি প্রতিশ্রুত হইলাম তোমার সুলতানকে হত্যা করিব না।

মনুয়া। তবে এখন কি করিবে?

কিরণ। তুমি আমাকে উদ্ধার করিতে পার কি?

মনুয়া উত্তর না করিয়া বাহিরে আসিল। একবার চারিদিকে নেত্রপাত করিয়া দেখিল। তার পর ফিরিয়া গিয়া বলিল, "না, উপায় নাই—দ্বারে প্রহরী বসিয়াছে।"

কি। তবে তুমি যাবে কেমন করে?

ম। আমি! আমি তোমার ভৃত্য—ভৃত্যের পথ কেহ রোধ করিবে না।

কিরণ নিরুত্তর রহিল; নীরবে আপন অবস্থা পর্য্যা-লোচনা করিতে লাগিল। পরে বলিল, "মনুয়া, আমায় শিখাইয়া দেও, আমি কি করিব।"

মনুয়া। আপাততঃ তুমি এইখানে থাক।

কি। সুলতানের শয্যাসঙ্গিনী হইয়া?

ম। ছি!

কি। তবে?

ম। যে রকমে পার সুলতানকে কিছু দিন ভুলাইয়া রাখ।

কি। আমি তা পারব না।

ম। তবে মর।

কি। সেও ভাল।

ম। আমি এখন চলিলাম।

কি। আবার কবে দেখা হ'বে?

ম। সাক্ষাৎ চাও? ভাল, কাল আস্‌ব।

কি। এইখানে? এই ঘরে?

ম। না—বাগানে। তুমি সেখানে সন্ধ্যার পর থেকো।

বলিয়া মনুয়া বিদায় হইল।

নবম পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রভাতে কিশোরী মোহন, সুলতানের পায়ের উপর আছাড় খাইয়া বলিল, "সুলতান, প্রভু, আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে।"

সুলতান উৎকণ্ঠা দেখাইয়া বলিলেন, "কেন, কি হয়েছে?"

কিশোরী। গত রাত্রে কে আমার ঘর দ্বার জ্বালাইয়া দিয়া আমার ধনরত্ন, আমার যথাসর্ব্বস্ব লুঠিয়া লইয়া গিয়াছে।

স্থল। নিশ্চয় এ কাজ গণেশ নারায়ণের।

কিশোরী। আমারও তাই সন্দেহ হয়। আপনি ফৌজ পাঠাইয়া এখনি তাহাকে বাঁধিয়া আনুন।

স্থল। তাহাকে বাঁধিয়া আনা সহজ কাজ নয়, মোহন সাহেব! তুমি দরবারে অভিযোগ আনিতে পার।

কিশোরী। আমার সর্ব্বস্ব যে লুণ্ঠিত হয়েছে—আমার যে আর এক কপর্দ্দকও নাই।

স্থল। তোমার স্ত্রী কোথায়?

কিশো। পুড়ে মরেছে।

স্থল। আহা, মেয়েটা বেশ ছিল।

কিশোরী। আপনি আমাকে স্নেহ করেন ব'লে আমার উপর গণেশ নারায়ণের এত আক্রোশ।

এমন সময় নব নিয়োজিত উজীর মিরজা আলি তথায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। স্থলতান বলিলেন, "এই যে উজীর সাহেব এসেছে, ভালই হয়েছে—আমি তোমাকে খুঁজিতেছিলাম।"

উজীর। কেন, জনাব?

স্থল। পাপিষ্ঠ গণেশনারায়ণ গতরাত্রে কিশোরী মোহনের সর্ব্বস্ব লুঠিয়া লইয়া গিয়াছে।

উজীর। আজ্ঞা করুন তাহাকে শাস্তি দিই।

স্থল। দরবারে অভিযোগ না উঠিলে কিছু করিতে পারি না।

কিশোরী মোহন বলিলেন, "আমি আজই অভিযোগ আনিব।"

স্থল। বেশ, তখন আমি বিচার করিব।

কিশো। জাঁহাপনা, একটা কথা স্মরণ করাইয়া দিব কি?

স্থল। কি কথা?—বল।

কিশো। কই, আমিত আজও মন্ত্রী হ'লাম না?

স্থল। বেশ কথা মনে করাইয়া দিয়াছ—তুমি আজই মন্ত্রীর কার্য্যে প্রবৃত্ত হও।

বলিয়া তিনি উজীরের পানে চাহিলেন। উজীর সেলাম করিয়া বলিল, "জাঁহাপনা, অধীনের একটা নিবেদন আছে।"

স্থল। কি বলতে চাও?

উজীর। ওমরাহদিগের অভিপ্রায়, যে ব্যক্তি মুসলমান না হইবে, সে মন্ত্রীপদ পাইবে না।

সুল। তবেই ত বড় গোল।

উজীর। মোহন সাহেব ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেই ত সকল গোল চুকিয়া যায়।

কিশোরীমোহনের মুখ শুকাইয়া গেল। সে বলিল, "য়ঁ্যা, মুসলমান হ'ব! কই সুলতান ত আগে কিছু বলেন নাই।"

সুলতান। ওমরাহরা আপত্তি তুলিবে তাহা ত আমি পূর্ব্বে জানিতাম না।

কিশোরী। ওমরাহদের আপত্তিতে কি হয়?— আপনি ত মালিক।

সুল। তাদের অমতে আমি কিছু করতে পারি না।

কিশোরী। গণেশনারায়ণ হিন্দু, তা'র বেলায় কোন আপত্তি উঠে নাইত।

সুল। তাকে আমার পিতা মৃত্যুশয্যায় উজীরি দিয়াছিলেন, তাই কেহ কোন গোল তুলে নাই। ইদানীং গোল উঠিয়াছিল, তাই তা'কে জবাব দিয়াছি।

উজীর সাহেব, কিশোরীমোহনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আপনি কেন ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন? যে ধর্ম্মে দিল্লীর সম্রাট, বাঙ্গালার সম্রাট দীক্ষিত, সে ধর্ম্ম কি ঘৃণিত?"

কিশোরী। ঘৃণিত! কখনই নয়। সে ধর্ম্ম সব ধর্ম্মের চেয়ে বড়।

সুলতান। তবে তুমি মুসলমান হ'তে সম্মত আছ?

কিশোরী। তা—তা আছি বই কি।

সুলতান। তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। উজীর সাহেব, মোল্লা হাজির আছে—সত্য-ধর্ম্মে মোহন সাহেবকে দীক্ষিত করিয়া আন।

উজীর অগ্রসর হইয়া কিশোরীমোহনের হাত ধরিলেন। কিশোরী উঠিল; এবং টলিতে টলিতে উজীরের অনুগমন করিল।

সুলতান তখন মিনাখাঁকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মিনা খাঁ আসিলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিশোরীমোহনের কোন সম্পত্তি আছে?"

মিনা। ভূসম্পত্তি কিছু নাই; তবে এখানে একটা অট্টালিকা আছে।

সুল। সেই অট্টালিকা দখল কর—আমার বিনানুমতিতে কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিবে না।

মিনা। গোস্তাকি মাফ্ হয়—একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব কি?

সুল। কি?

মিনা। কিশোরীমোহনের অপরাধ কি ?

সুলতান ভ্রূকুটি সহকারে বলিলেন, "তা জানি না। জানি শুধু, সে আমার চক্ষুশূল হইয়া উঠিয়াছে। কেন, তা'ও জানি না! যে দিন আমি তাহার স্ত্রীকে দেখিলাম, সেই দিন হইতেই আমি তা'র উপর খড়্গ-হস্ত। তা'রপর তার স্ত্রীকে ধরিয়া আনিলাম, ধনরত্ন লুঠিয়া লইলাম—তবু জ্বালা কমিল না, বরং বাড়িয়া উঠিল! এখন তাহার মুখ দেখিতে আমার আর প্রবৃত্তি নাই।"

মিনা খাঁ মনে মনে বলিল, "তোমার লজ্জা হয়েছে, সুলতান? তাই মুখ দেখিতে বা দেখাইতে আর প্রবৃত্তি নাই।" প্রকাশ্যে কিছু না বলিয়া মিনা খাঁ অভিবাদনান্তে বিদায় হইল।

সুলতান উঠিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন, উজীরের সঙ্গে কিশোরীমোহন ফিরিয়া আসিতেছে। তাহার মুসলমানের বেশ। মস্তক মুণ্ডিত করিয়া তা'র উপর টুপি পরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। পায়ে ইজার—অঙ্গে কুর্ত্তা ও আচ্‌কান্। একটা কৃত্রিম দাড়ি বদন মণ্ডলে শোভা পাইতেছিল। এই নববেশে তাহাকে অপূর্ব্ব দেখাইতেছিল। কিশোরীমোহন টলিতে টলিতে আসিয়া বলিল, "সুলতান, আমি মুসলমান হ'য়েছি—এইবার আমাকে মন্ত্রী করুন।"

স্থলতান দেখিলেন, কিশোরীমোহনের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছে—পা টলিতেছে। স্বেদোদ্গমে অঙ্গবস্ত্র ভাসিয়া যাইতেছে—কণ্ঠ শুকাইয়া কথা জড়াইয়া আসিতেছে। তবু তাঁহার দয়া হইল না;—তিনি নিষ্করুণ কণ্ঠে বলিলেন, "যে ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারে, সে প্রভুকেও ত্যাগ করিতে পারে।"

কিশোরী। আমি আপনাকে ত্যাগ করিব? কখনই নয়—কখনই নয়। আমি আপনারই জন্য ধর্ম্ম ত্যাগ করে মুসলমান হয়েছি।

স্থল। তুমি আমার জন্য মুসলমান হওনি—মন্ত্রী হবার আশায় মুসলমান হয়েছ। আমি তোমাকে মন্ত্রী করিতে পারি না।

কিশোরী। কে—কে—কেন, জাঁহা—পনা?

স্থল। তোমার কোন বিষয় সম্পত্তি আছে?

কিশোরী। একটা বড় বাড়ী আছে।

স্থল। সে বাড়ী তুমি পাইবে না। যখন ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছ তখন পৈত্রিক সম্পত্তি হইতেও বঞ্চিত হইয়াছ। তোমার স্ত্রী যদি জীবিত থাকে তবে সেই তোমার সম্পত্তির অধিকারিণী হইবে।

কিশো। মহারাজ—সোলতান—জাঁহাপনা!

স্থুল। যে পথের ভিক্ষুক—যাহার এক কপর্দ্দকেরও সংস্থান নাই, তাহাকে আমি মন্ত্রীপদ দিতে পারি না।

সুলতান প্রস্থানোদ্যত হইলেন। কিশোরীমোহন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "তবে আমার কি হবে? হায় হায়! আমার যে সকলি গেল।—ধর্ম্ম গেল—ধনরত্ন গেল—স্ত্রী গেল—সম্পত্তিগেল; অবশেষে মন্ত্রী হওয়াও ঘুচিয়া গেল। হায় হায়! আমার সকলি গেল। মহারাজ, মহারাজ, আমাকে ক্ষমা কর——"

বলিতে বলিতে হতভাগ্য চৈতন্য হারাইয়া ভূপৃষ্ঠে লুটাইয়া পড়িল।

দশম পরিচ্ছেদ

——ঃ+ঃ——

"বল মন্নুয়া, কথাটা কি সত্য?"

"তুমি যখন সকলই জান তখন আমায় আর জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন?"

"তবু তোমার মুখে শুনতে চাই।"

মন্নুয়া একবার ভাবিল—একবার চারিদিক পানে

চাহিয়া দেখিল। কেহ কোথাও নাই। নির্জ্জন উদ্যান। থরে থরে ফুল চারিদিকে ফুটিয়া রহিয়াছে; ফুলের উপর জ্যোৎস্না পড়িয়াছে। আকাশে কৃষ্ণ প্রতিপদের চাঁদ। কখন এক একখানা ক্ষুদ্র মেঘ চাঁদকে ঢাকিয়া ফেলিতেছে—যেন কে দীপের সম্মুখে নবোদ্গত কোমল বৃক্ষপত্র ধরিতেছে। চাঁদ ঢাকা পড়িয়াও ঢাকা পড়িতেছে না; শুধু পৃথিবীর উপর বিষাদ কালিমা ঢালিয়া দিতেছে। প্রিয়তমের মুখ ম্লান দেখিয়া বসুধা সুন্দরী লজ্জা-সঙ্কুচিত হৃদয়ে অলঙ্কার-বিশোভিত দেহের উপর আবরণ টানিতেছে। তখন ফুল ফল সব লুকাইতেছে।

মনুয়া আকাশ হইতে নয়ন ফিরাইয়া কিরণের দিকে চাহিয়া বলিল, "যাহা শুনিয়াছ সব সত্য।"

কিরণ একটু তেজের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "সত্য? সুলতান বলপূর্ব্বক আমার স্বামীকে মুসলমান করিয়াছে?"

মনুয়া। বলপূর্ব্বক করে নাই।

কিরণ। তবে?

ম। সুলতান তোমার স্বামীকে মন্ত্রীপদ দিতে প্রতিশ্রুত ছিল। আজ প্রাতে বলিল, 'মুসলমান না হইলে তোমাকে মন্ত্রী করিতে পারি না।' লোভে পড়িয়া তোমার স্বামী অবশেষে মুসলমান হইলেন।

কিরণের তেজ নিবিয়া গেল; মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "মন্ত্রী হইয়াছেন কি?"

ম। না—সুলতান মন্ত্রী করে নাই—বিতাড়িত করিয়াছে। তোমার স্বামী মূর্চ্ছিত হইয়া সুলতানের পদতলে লুটাইয়া পড়িল। সেই অবস্থাতেই তাহার দেহ পথের পারে নিক্ষিপ্ত হইল।

কি। পথে কেন, তাঁহার ত গৃহ আছে?

ম। সে গৃহও সুলতান কাড়িয়া লইয়াছে; ধন, ধর্ম্ম, স্ত্রী, গৃহ সকলই সুলতান কাড়িয়া লইয়াছে।

কিরণ নিরুত্তর। নীরবে বসিয়া আকাশ পৃথিবী চাঁদ দেখিতে লাগিল।

মনুয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাবিতেছ, কিরণ?"

কিরণ। ভাব্‌ছি, আমি মুসলমান হ'য়েছি কিনা।

ম। হ'তে চাও?

কি। নিশ্চয়। আমার স্বামীই আমার ধর্ম্ম। তিনি যে পথে যাবেন আমিও সে পথে যা'ব।

ম। কিরণ, তোমারি যথার্থ পতিভক্তি। এমন স্বামীকে যে ভাল বাসিতে পারে, সে দেবী।

কি। আমার স্বামী কোথায়?

ম। তা' জানি না; একটা বাড়ীতে আনিয়া তাঁহাকে

আহার করাইয়াছিলাম। আহারান্তে কোথায় তিনি চলিয়া গিয়াছেন।

কি। যেখানেই যান তাঁহাকে আমি খুঁজিয়া লইব; মনুয়া, এ নরক হইতে আমাকে উদ্ধার কর।

ম। সে সামর্থ্য আমার নাই।

কি। তবে আমার কি হ'বে মনুয়া?

ম। এখানে ত বেশ আছ—কোথায় পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াবে?

কি। আমার স্বামী নিঃসহায় নিঃসম্বল অবস্থায় পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, আর আমি রাজভোগে নিশ্চিন্ত হৃদয়ে এখানে দিন কাটাব? ছি, ছি! নিজের উপরই ঘৃণা হইতেছে।

ম। যে রূপরাশি গৃহের ভিতর লুকাইয়া রাখিতে পার নাই, সে রূপরাশি পথের মাঝে বাহির করা কি ভাল?

কি। তবে এ রূপ আগে ধ্বংস করিব।

ম। তখন তোমার স্বামীও তোমায় গ্রহণ করিবেন না।

কি। না করেন, আমি ত তাঁহার সেবা করিতে পাইব।

ম। তুমি তবে নিজের তৃপ্তি খুঁজিতেছ,—তাঁহার তৃপ্তি লক্ষ্য করিতেছ না।

কিরণ নিরুত্তর হইল। ক্ষণকাল পরে জিজ্ঞাসা করিল, "তবে আমি কি করিব, মনুয়া? আমি যে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

মনুয়া। তোমার স্বামী যা'তে সন্তুষ্ট হ'ন, সেই কাজ কর।

কি। কি করিলে তিনি সন্তুষ্ট হ'বেন?

ম। যে তাঁহার সর্ব্বনাশ করেছে তাহার সর্ব্বনাশ কর।

কি। সে প্রবৃত্তি এখন আর দিও না, মনুয়া।

ম। কেন?

কি। এক দিন ভাবিয়াছিলাম, সুলতানকে মারিয়া এ নিষ্প্রয়োজনীয় জীবন আত্মবিসর্জ্জনে ধ্বংস করিব; এখন আমার সে বাসনা আর নাই। এখন আমার জীবন আর নিষ্প্রয়োজনীয় নয়—সম্মুখে অনেক কাজ পড়িয়া আছে।

ম। আমি কাজের কথাই বলিতেছি। তোমার স্বামী জানিতেন, তুমি আগুনে পুড়িয়া মরিয়াছ। আমি তাঁহাকে বলিয়াছি যে তুমি মর নাই—সুলতানের বিলাসগৃহে আবদ্ধ আছ।

কি। শুনিয়া তিনি কি বলিলেন?

ম। কি আর বলিবেন?—আপন অদৃষ্টকে ধিক্কার দিলেন; আর তোমাকে কতকগুলা গালি দিলেন।

কি। গালি দিন আর যাই করুন, আমি চিরদিনই তাঁহার পদাশ্রিতা দাসী। আমাকে উদ্ধার কর মনুয়া, আমি তাঁর কাছে ছুটে যাই।

ম। তবু যেতে চাও? বেশ। যখন সুবিধা পা'ব তখন তোমায় উদ্ধার করিব।

কি। এখন পার না?

ম। না।

কি। তবে আমি কি ক'রে দিন কাটাব?

ম। সুলতানকে ভুলাইয়া রাখ।

কি। সে জঘন্য কাজে আমায় আর প্রবৃত্তি দিও না।

ম। তদ্ভিন্ন আর উপায়ান্তর নাই। আমি ভাবিয়াছিলাম, তোমার দেহ রক্ত মাংসে গঠিত। স্বামীর নির্য্যাতনের কথা শুনিয়া তুমি সুলতানের সর্ব্বনাশে কৃতসঙ্কল্প হইবে। এখন দেখিতেছি, তুমি মানুষ নও, তুমি মাটীর পুতুল—জড়পিণ্ড মাত্র।

কি। সুলতানের সর্ব্বনাশের ভার তুমি ত লইয়াছ।

ম। সে ভার তোমাকে লইতে বলিতেছি না;

লইতে চাইলেও দিব না। আমি চাই, তুমি এখানে থাকিয়া সুলতানের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ কর—রাজা গণেশ নারায়ণ সম্বন্ধে সুলতানের অভিপ্রায় জানিয়া মাঝে মাঝে সংবাদ পাঠাও।

কি। আমি তা' পারিব না।

ম। তবে আমাকে এখানে থাকিতে হইবে।

এমন সময় উভয়ে জ্যোৎস্নালোকে দেখিল, সুলতান দ্রুতপাদ বিক্ষেপে তাহাদের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। কিরণবালা বেদীর উপর উপবিষ্টা ছিল। মনুয়া সন্নিকটে একটা বৃক্ষশাখা ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে পলাইবার অবসর পাইল না, অথবা ইচ্ছা করিয়া পলাইল না। সুলতান তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কে?"

মনুয়া অগ্রসর হইয়া ভূমি স্পর্শ করিয়া সেলাম করিল, বলিল "আমি মনুয়া।"

সুলতান তাহাকে চিনিলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে কেন?"

মনুয়া। প্রভুপত্নীর নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি।

সুল। কে তোকে বলিল, তোর প্রভুপত্নী এখানে আছে?

ম। জনৈক প্রহরীর কাছে শুনিলাম।

সুল। কে সেই প্রহরী ?

ম। তা'কে আমি চিনি না।

সুল। তুই এখানে আশ্রয় পাবি না।

ম। না পাই, অন্যত্র যাব।

বলিয়া মনুয়া কিরণের দিকে ফিরিল ; এবং সেলাম করিয়া সসম্মানে বলিল, "আপনি শাহানশাহ সুলতানের নেক্ নজরে পড়িয়াছেন ; আপনার ভাগ্যের মত কা'র ভাগ্য ? যে সুলতানের অনুগ্রহ পাইবার আশায় শত শত আমীর ওমরাহ প্রতিদিন আল্লার নিকট মাথা কুটিতেছে, সেই সুলতান আপনার নিকট প্রণয়প্রার্থী। এ সৌভাগ্য পদদলিত করিবেন না—সুলতানের চিত্তবিনোদন করিবেন। আমি এখন বিদায় হইলাম।"

মনুয়া প্রস্থানোদ্যত হইল। সুলতান তখন বলিলেন, "আচ্ছা, তুই এখানে থাক্।"

মনুয়ার অধরে একটু হাসি ভাসিয়া গেল। সে সসম্মানে সেলাম করিয়া কুঞ্জান্তরালে দাঁড়াইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—— ঃ*ঃ ——

সুলতান তখন অগ্রসর হইয়া বেদীর উপর উপবেশন করিলেন। কিরণ চকিতা হরিণীর ন্যায় লম্ফত্যাগে উঠিয়া দূরে দাঁড়াইল; বলিল, "আমায় ক্ষমা কর, সুল-তান—আমায় ক্ষমা কর।"

সুলতান হাসিয়া বলিলেন, "তোমায় ক্ষমা করিবার কিছু নাই সুন্দরি! অপরাধী আমি,—কাল হ'তে এক-বারও তোমায় দেখিতে আসিতে পারি নাই।"

কিরণ একটু তেজের সহিত বলিল "তুমি না আসি-লেই সুখী হইতাম।"

সুল। জোর ক'রে ধরে এনেছি ব'লে রাগ কর্‌ছ? তা তুমি সহজে এ'লে ত জোর কর্‌তে হ'ত না।

কি। সুলতান, তুমি পিশাচ।

সুল। পিশাচ নই—আমি প্রেমিক।

কি। তোমার মুখ দেখিতে ঘৃণা হয়।

সুল। তোমার মুখ দেখিতে আমার আনন্দ হয়। কিরণ, তুমি কি সুন্দর!

কি। তুমিই না পিশাচ, আমার স্বামীর ধন রত্ন অপহরণ করেছ?

সুল। তোমায় দিব ব'লে ব'য়ে এ'নেছি।

কি। তুমিই না আমাদের ঘর দ্বার জ্বালাইয়া দিয়াছ?

সুল। পাছে তুমি আবার সেথা ফিরে যেতে চাও তাই পুড়াইয়া দিয়াছি।

কি। তুমিই না আমার স্বামীকে ছলনা পূর্ব্বক মুসলমান করিয়াছ?

সুল। করিয়াছি—তোমাদের মধ্যে চির-বিচ্ছেদ ঘটাইব বলিয়া করিয়াছি।

কি। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কখন বিচ্ছেদ ঘটে না—জীবনে না, অন্তে না। তুমি মুসলমান, সে কথা বুঝিবে না। শুধু বুঝিয়া রাখ, আমার স্বামী পথের ভিখারী হইলেও আমি তাঁহার দাসানুদাসী—বাদসাহ, সম্রাট আমার কাছে কীটানুকীট।

সুল। বটে? এখনও অহঙ্কার ঘুচে নাই! একদিন দর্প করিয়াছিলে, তার ফলে তোমায় এখানে আসিতে হইয়াছে। আবার দর্প! দেখিবে?

কি। কি ভয় দেখাও, সুলতান? মনে কর কি

হিন্দুর মেয়ে প্রাণের ভয় করে? তুমি ত অতি তুচ্ছ, পৃথিবীর শক্তি একত্র হইলেও হিন্দুর মেয়েকে ভয় দেখাইয়া ধর্ম্মচ্যুত করিতে পারে না।

সুল। ভাল, দেখা যাক্।

বলিয়া বংশীধ্বনি করিলেন। অনতিবিলম্বে জনৈক প্রহরী আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। সুলতান তাহাকে বাঁদীর দল ডাকিয়া আনিতে আদেশ করিলেন। ক্ষণকাল মধ্যে দশ পনরজন তাতারী রমণী আসিয়া সুলতানের আজ্ঞাপ্রার্থী হইল। তিনি তাহাদের ইঙ্গিত করিলেন। তাহারা সে ইঙ্গিতের অর্থ বুঝিল; এবং সহসা ঘুরিয়া কিরণবালার হাত দুইটি চাপিয়া ধরিল। সুলতান আদেশ করিলেন, "বস্ত্র মধ্যে অস্ত্র আছে কিনা অন্বেষণ কর।"

কিরণের কাপড়ের ভিতর একখানা ছোরা লুকান ছিল, অবিলম্বে তাহা বাহির হইয়া পড়িল। সুলতান তখন তাতারী রমণীদের আদেশ করিলেন, "এই আওরতকে তোমরা সর্ব্বদা চো'খে চো'খে রাখিবে—ক্ষণেকের জন্য নয়নান্তরাল করিবে না। এখন ঘরের মধ্যে আবদ্ধ রাখগে—আমি যাইতেছি।"

তখন কিরণ বালার তেজ নিবিয়া গেল; সে কাঁপিতে

কাঁপিতে মাটীর উপর বসিয়া পড়িয়া কাতর কণ্ঠে বলিল, "কোথায় আছ ভগবান, আমাকে রক্ষা কর।"

সুলতান হাসিয়া বলিলেন, "ভগবানের সাধ্য নাই আমার হাত হ'তে তোমাকে রক্ষা করে।"

কিরণ যুক্তকরে নতজানু হইয়া বলিল, "দোহাই তোমার সুলতান, আমায় ছাড়িয়া দাও—তোমার ধর্ম্মের দোহাই, তোমার আল্লার দোহাই আমায় ছাড়িয়া দাও।"

সুল। আমি রাজ্য ছাড়িয়া দিতে পারি; কিন্তু তোমায় ছাড়িয়া দিতে পারি না, সুন্দরি!

কিরণ। ছাড়িয়া দিবে না?

সুল। কিছুতেই না।

কিরণ বালা তখন ভূমি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; এবং সদর্পে বলিল "দেখিব কেমন করে ধরে রাখ।"

সুলতান কিছু না বলিয়া তাতারীদের ইঙ্গিত করিলেন। তাহারা অগ্রসর হইয়া কিরণবালাকে বেষ্টন করিল।

তখন কোথা হইতে মনুয়া আসিয়া সুলতানের সম্মুখে দাঁড়াইল; এবং ভূমি স্পর্শ করিয়া সেলাম করিতে করিতে বলিল, "বান্দার গোস্তাকি মাফ্ হয়, জাঁহাপনা।"

সুলতান একটু বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কি চাস্ ?"

মনুয়া। মেহেরবাণী করে যদি পাঁচ সাত দিন সময় দেন, তা'হলে আমি প্রভুপত্নীকে দোরস্ত করে দিই।

সুল। পার্‌বি?

ম। সাত দিনের মধ্যে জাঁহাপনা যদি গান শুনিতে না পান তা হ'লে আমাকে তাড়াইয়া দিবেন।

সুল। ভাল, সাতদিন সময় দিলাম।

পরে তাতারীদের পানে ফিরিয়া বলিলেন, "তোমরা এখন যাও, কিন্তু অলক্ষ্যে পাহারা দিবে। আওরত যদি আত্মহত্যা করে বা পলায়ন করে, তা' হ'লে তোমাদের কাহাকেও জীবিত রাখিব না।"

বলিয়া সুলতান প্রস্থান করিলেন। তাতারীর দলও কোথায় অদৃশ্য হইল। মনুয়া তখন অগ্রসর হইয়া মৃদুস্বরে বলিল, "কেমন কিরণ, বলিয়াছিলাম ত সুলতানকে কোন প্রকারে ভুলাইয়া রাখ। আমার কথা শুনিলে তোমাকে এ নিগ্রহ সহ্য করিতে হইত না।"

কিরণ আর দাঁড়াইতে পারিল না—কঙ্করময় ভূমির উপর বসিয়া পড়িল। বলিল, "তখন যদি আত্মহত্যা করিতাম।"

মন্নুয়া। তা' হ'লে কি হ'ত ?

কিরণ। তা'হ'লে ধর্ম্ম হারাইবার ভয় থাকিত না।

মন্নুয়া। এখনি কি আছে ?

কি। মন্নুয়া, আমাকে এ নরক হ'তে পরিত্রাণ কর—আমি চিরদিন তোমার ক্রীতদাসী হ'য়ে থাক্‌ব।

মন্নুয়া। তবে আমি যা' বলি মন দিয়া শুন।

কিরণ উঠিয়া দাঁড়াইল। মন্নুয়া তখন মৃদুকণ্ঠে তাহাকে উপদেশ দিতে লাগিল।

রাজা গণেশ।

পঞ্চম খণ্ড

পূজা

রাজা গণেশ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।
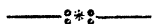
হতভাগ্য কিশোরীমোহন সর্ব্বস্ব হারাইয়া রাজধানীর পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার আর সে দাস দাসী নাই—সে অট্টালিকা নাই। সে এক্ষণে কপর্দ্দকশূন্য পথের ভিখারী। পরিধানে সে মূল্যবান পরিচ্ছদ নাই—মাথায় সে তাজ নাই; সব ঘুচিয়া একটা জীর্ণ যাবনিক পরিচ্ছদ তাহার সম্বল হইয়াছে। যাহারা সম্পদ কালে তাহার আত্মীয় ও বন্ধু বলিয়া পরিচিত ছিল, তাহাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া কিশোরীমোহন আপন ভাগ্য-বিপ-

র্য্যয়ের কথা জানাইল। কেহ কোন সাহায্য করিল না,—মুসলমানেরা মুখ ফিরাইল, হিন্দুরা ঘৃণার সহিত তাড়াইয়া দিল। কিশোরী মোহন দেখিল, ঐশ্বর্য্য ও ধর্ম্মের সহিত সে, আত্মীয় স্বজনও হারাইয়াছে।

তখন সে ফিরিয়া, সম্পদকালে যাহাদের অর্থ সাহায্য করিয়াছিল বা কর্জ্জ দিয়াছিল তাহাদের নিকট গেল। কিন্তু তাহারা স্মরণ করিতে পারিল না, কেহ কোন কালে কিশোরীমোহনের কাছে অর্থ সাহায্য গ্রহণ করিয়াছে কি না। সকল দিকে বিফল-মনোরথ হইয়া হতভাগা অবশেষে পথে আসিয়া দাঁড়াইল।

মাথার উপর নীল চন্দ্রাতপ, পদনিম্নে পাষাণময়ী হৃদয়হীনা বসুন্ধরা, পার্শ্বে প্রস্তরগঠিত গর্ব্বস্ফীত অট্টালিকা নিচয়। হতাশহৃদয়ে করুণাপ্রার্থী নয়নে কিশোরীমোহন একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। কোন দিকে কোন আশা পাইল না; বজ্রাহত বৃক্ষশাখার ন্যায় ভাবিল, "এত বড় বিশ্বে আমার স্থান হ'ল না।"

কিশোরী মোহন বাসনা করিল, একবার তাহার পৈতৃক ভিটা দেখিয়া আসে। তথায় কি তাহাকে প্রবেশ করিতে দিবে না? মূল্যবান আসবাব নিচয় বহিয়া আনিতে দিবে না? ভাল একবার দেখা যাক্।

কিশোরীমোহন অনতিবিলম্বে তাহার ভবনের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, দুইজন সশস্ত্র প্রহরী দ্বার-পথ রোধ করিয়া পাহারা দিতেছে। কিশোরীমোহন অগ্রসর হইয়া বিনীত ভাবে তাহাদের নিকট জানাইল যে, সে এ গৃহের মালিক—ভিতরে প্রবেশ করিতে অভিলাষী। প্রহরীরা তাহাকে "পাগ্‌লা হায়" বলিয়া তাড়াইয়া দিল।

তখন সে ভাবিয়া দেখিল, সুলতানের অননুগ্রহই তাহার ভাগ্য বিপর্য্যয়ের মূল কারণ। সুলতান দয়া করিলে আবার তাহার ভাগ্য ফিরিয়া আসিবে। ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে স্থির করিল, "আর একবার সুলতানের পায়ে ধরিয়া দেখিব।"

কিশোরীমোহন আর কালবিলম্ব না করিয়া প্রাসাদ অভিমুখে চলিল। যেস্থানে তাহার চৈতন্যশূন্য দেহ নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, সে স্থান দেখিল। কিন্তু তাহার মনের উপর কোন অঙ্কপাত হইল না,—সে অবিচলিত হৃদয়ে প্রাসাদ-দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু প্রবেশ করিতে পাইল না,—জনৈক কর্ম্মচারী পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। কিশোরীমোহন জানাইল, "আমি সুলতানের দর্শনপ্রার্থী।"

কর্ম্মচারী উত্তর করিল, "দর্শন মিলিবে না।"

কিশোরী। কে—কেন?

কর্ম্ম। সুলতানের হুকুম।

কিশোরী। আমি—আমি পায়ে ধরিয়া তাঁহার কাছে ক্ষমা চাহিব।

কর্ম্ম। দর্শন মিলিলে ত?

কিশোরীমোহন চারিদিক পানে একবার চাহিয়া দেখিল। তখন অপরাহ্ন—সন্ধ্যা আগতপ্রায়। কিশোরী ক্ষণকাল নীরবে চিন্তা করিল; পরে বলিল, "এক কপর্দ্দকও আমার আর সম্বল নাই।"

কর্ম্মচারী। এখানে কি ভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছ?

কিশোরী। না—ঠিক ভিক্ষা নয়—আমার প্রাপ্য চাহিতে আসিয়াছি।

কর্ম্ম। সুলতানের কাছে প্রাপ্য?

কিশোরী। হাঁ; তাঁহাকে আমি মধ্যে মধ্যে অনেক অর্থ দিয়াছি। যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহাও তিনি বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়াছেন।

কর্ম্ম। বেশ করিয়াছেন; তোমাকে যে প্রাণে মারেন নাই, ইহাই যথেষ্ট। নির্ব্বোধ, আবার অর্থ চাহিতে আসিয়াছ?

নির্ব্বোধ কিসে হইল তাহা কিশোরীমোহন ভাবিয়া

স্থির করিতে পারিল না। সে কটক ধরিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল। কর্ম্মচারী বলিল, "এখানে আর কেন?—যাও।"

কিশোরী। আমার—আমার স্ত্রী এখানে আছে।

কর্ম্ম। তোমার স্ত্রী এখানে? মিথ্যা কথা।

কিশোরী। মিথ্যা নয়,—সুলতান তাঁকে ধরে এনেছেন।

কর্ম্ম। সে ত তোমার পরম সৌভাগ্য। এখন যাও'—আর জ্বালাতন ক'র না।

কোন্ খানটায় তাহার সৌভাগ্য, কিশোরী মোহন তাহা খুঁজিয়া পাইল না। তাহার দাঁড়াইবার স্থান নাই—পরিচয় দিবার উপায় নাই, এই কি তার সৌভাগ্য? কিশোরীমোহন সেখানে আর দাঁড়াইল না,—যে তাহার ধন ধর্ম্ম, ভার্য্যা কাড়িয়া লইয়াছে, তাহার দ্বার হইতে নিরাশা-নিপীড়িত হৃদয়ে ফিরিল।

কিন্তু কোথায় যাইবে? এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে তাহার স্থান কোথা? সমস্ত রাত্রি নগরের পথে পথে ঘুরিয়া নিশিশেষে কিশোরীমোহন রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া চলিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

—— * ——

তারপর অষ্টাহ অতীত হইয়াছে। আজ রঙ্গিন-প্রাসাদে বড় ধূম; প্রাসাদ সাজিতেছে; কিরণবালা সাজিতেছে। সুলতান আসিয়া আজ দর্শন দিবেন।

সন্ধ্যা অতীতপ্রায়। কৃষ্ণাষ্টমীর চাঁদ তখনও উঠে নাই—উঠিতে অনেক বিলম্ব। উদ্যান অন্ধকারাচ্ছন্ন। কিন্তু প্রাসাদের ভিতর একটুও অন্ধকার নাই;—সর্ব্বস্থান আলোকিত।

শুধু আলোকিত নয়—সুসজ্জিত। আমরা কিরণবালার ঘরের কথা বলিতেছি; সে কক্ষের প্রাচীরে প্রাচীরে কত ফুল, কত পাতা, কত লতা। সেই লতাপাতার মধ্যে কত বিচিত্রবর্ণ ক্ষুদ্রকায় পাখী। প্রাচীরমূলে সুবর্ণময় আধারে সলিল; তাহাতে নানা বর্ণের কত ছোট ছোট মাছ। আলোকে জল জ্বলিতেছে; সেই আলোর সাগরে স্বর্ণবরণ মাছ ছুটিয়া বেড়াইতেছে; শ্যামললতার শাখায় বসিয়া হরিদ্রাবরণ পাখিরা নিরন্তর গান গাহিতেছে।

সেই পত্রপুষ্প-প্রফুল্ল বিহঙ্গমকূজিত দীপাবলী-উদ্ভাসিত বৃহদায়তন কক্ষ মধ্যে বসিয়া কিরণবালা স্পন্দিত

হৃদয়ে সুলতানের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। আনায়-বদ্ধা হরিণী যেমন ব্যাধের আগমন প্রতীক্ষা করে, কিরণ-বালাও তেমনই সুলতানের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। মনুয়া নিকটে দাঁড়াইয়া মৃদুকণ্ঠে কত উপদেশ দিতেছিল। কিরণ চঞ্চল মনে তাহা শুনিতেছিল। মাঝে মাঝে তাহার দেহযষ্টি কাঁপিয়া উঠিতেছিল। মনুয়া তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল, "তুমি বড় কাঁপিতেছ—জানালার ধারে উঠিয়া এস।"

মনুয়ার বাহু অবলম্বন করিয়া কিরণবালা ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিল। বাতায়নের অনেক নীচে পুষ্পোদ্যান। অন্ধকারে কিছুই দেখা যাইতেছিল না। মনুয়া গবাক্ষ দিয়ে অন্ধকার পানে অঙ্গুলী সঙ্কেত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "পারিবে?"

কিরণবালা অন্ধকার পানে একবার চাহিল, একবার আকাশপানে চাহিয়া দেখিল। পরে দৃঢ় স্বরে বলিল, "পারিব।"

ক্ষণকাল উভয়ে নীরব। মনুয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাবিতেছ?"

কিরণ উত্তর করিল, "আমার স্বামী কোথায়, তাই ভাবিতেছি।"

মনুয়া বুঝিল, কিরণ এ দৃঢ়তা কোথায় পাইল। সে আর কিছু না বলিয়া কিরণের হাত ধরিয়া আনিয়া মখমলমণ্ডিত ক্ষুদ্র আসনের উপর বসাইল। অনতি-বিলম্বে সুলতান আসিয়া দর্শন দিলেন। মনুয়া একধারে সরিয়া দাঁড়াইল।

সুলতান দেখিলেন, কিরণ একখানি ক্ষুদ্র আসনের উপর উপবিষ্ট; তথায় দ্বিতীয় ব্যক্তির বসিবার স্থান নাই। তিনি চারিদিকে চাহিয়া একখানি রত্নালঙ্কৃত আসনের উপর উপবেশন করিলেন।

তখন কোথা হইতে চারিজন সুদর্শনা, রত্নালঙ্কার-বিভূষিতা যুবতী আসিয়া সুবাসিত চামর হস্তে সুলতানকে বীজন করিতে লাগিল। সুলতান সাতিশয় প্রীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত আয়োজন কে করিল?"

মনুয়া সেলাম করিতে করিতে তিনপদ অগ্রসর হইল; বলিল, "বান্দা করিয়াছে।"

সুল। বেশ সাজাইয়াছ, মনুয়া!—আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট হইলাম।

মনুয়া সেলাম করিতে করিতে আবার তিন পদ পিছাইয়া গেল। সুলতান তখন কিরণবালার পানে ফিরিয়া বলিলেন, "তুমিও বেশ সাজিয়াছ, কিরণ।"

কিরণ উত্তর না করিয়া বাতায়নের দিকে মুখ ফিরাইল। মনুয়া দেখিল, মহা বিপদ। তখন সে একটা সারঙ্গ উঠাইয়া লইয়া তাহাতে ঘা দিল। কিন্তু সুলতানের অনুমতি ব্যতীত গান আরম্ভ করিতে পারিল না। সুলতান দেখিলেন, কিরণের সহিত বাক্যালাপের চেষ্টা করা বৃথা। তখন তিনি মনুয়ার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আচ্ছা গান ধর।"

মনুয়া সারঙ্গে ঝঙ্কার উঠাইয়া গান ধরিল। যে কণ্ঠ শুনিয়া এক দিন কিশোরীমোহন ও সুলতান বিমোহিত হইয়াছিলেন, মনুয়া আজ সেই কণ্ঠ সপ্তমে উঠাইয়া গান ধরিল। ঘর দ্বার প্রতিধ্বনিত করিয়া যখন সেই সুরতরঙ্গ আকাশপথে উঠিল, তখন সুলতানের মনে হইল, এমন গান বুঝি তিনি কখন শুনেন নাই। কিরণও বিমোহিত চিত্তে, বিস্মিত নয়নে মনুয়ার পানে চাহিয়া রহিল।

কিন্তু মনুয়ার কোন দিকে লক্ষ্য নাই। সে আত্মহারা হইয়া গাহিল,—

> আমি দেখি নাই কভু, তুমি দেখিতে কেমন,
> আমি শুনি নাই কভু, তুমি কিরূপ কেমন;
> অনুমানে বুঝিয়াছি, তুমি বিশ্ব-বিমোহন,
> অনুভবে জানিয়াছি, তুমি অখিল ভুবন।

গান থামিল। কিন্তু তখনও সুর থামে নাই,—সকলের কাণে বাজিতেছিল, 'অনুভবে জানিয়াছি তুমি অখিল ভূষণ।' সুলতান নর্ত্তকীর মুখে গান শুনিয়াছেন, কিন্তু এমন গান কখন শুনেন নাই। তিনি পরম প্রীত হইয়া বলিলেন, "মন্নুয়া, তুমি এমন সুন্দর গান গাও, তা' আমি জানিতাম না।"

মন্নুয়া অগ্রসর হইয়া কুর্ণিশ করিল। সুলতান বলিলেন, "মন্নুয়া, তুমি যদি মেয়ে মানুষ হইতে "

মন্নুয়া সারঙ্গে ঝঙ্কার তুলিয়া আবার গান ধরিল। কিরণকে ইঙ্গিত করিল; কিন্তু কিরণ গাহিতে পারিল না। তখন মন্নুয়া ভ্রূকুটি করিয়া তাহাকে নীরবে তাড়না করিল। কিরণ গাহিবার উদ্যম করিল, কিন্তু কণ্ঠ শুকাইয়া আসিতে লাগিল। অবশেষে অনেক চেষ্টার পর কিরণ, মন্নুয়ার সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া গাহিল,—

চন্দ্রমা সুন্দর সূরয সুন্দর, তদধিক সুন্দর তুমি হে,
বসুধা সুন্দর, সাগর সুন্দর পরশনে তোমারি নাথ হে!

সুলতান বিমুগ্ধ, আত্মহারা। যখন কিরণবালা কোকিল-বিনিন্দিত কণ্ঠে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে সুর চড়াইয়া গমক, মূর্চ্ছনা সহযোগে গান গাহিল, তখন

মনুয়াও বিস্মিত ও মুগ্ধ হইল। সারঙ্গ কাঁদিতে কাঁদিতে সেই কণ্ঠের সঙ্গে সুর মিলাইয়া গাহিল,—

যমুনার তটে বুলে ছিলে বলে যমুনা এতই সুন্দর হে,
রাধা রাধা বলে ডেকেছিলে বলে রাধার এতই গরব হে।

মনুয়া সারঙ্গ রাখিল। তখন সুলতান বলিলেন, "কিরণ, তুমি যদি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ কর, তা'হলে আমি মরিয়নকে পরিত্যাগ করিয়া তোমাকে বিবাহ করি।"

কিরণের নয়ন জ্বলিয়া উঠিল; সে কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু মনুয়া সে সুযোগ দিল না,—সুলতানের সম্মুখে নতজানু হইয়া বসিয়া যুক্তকরে নিবেদন করিল, "হীরা সোণার অভাবে ভবিষ্যৎ বেগমকে ফুলের গহনায় সাজাইতে হইয়াছে।"

সুলতান দেখিলেন, কথাটা সত্য। তিনি তখন কণ্ঠ হইতে মুক্তামালা উন্মোচন করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মনুয়া সেইভাবে বসিয়া জানাইল যে, মুক্তামালা পূর্ব্বে একবার দেওয়া হইয়াছে। সুলতান বলিলেন, "আমার কাছে ত আর কিছু নাই; কি দিব?"

মনুয়া। আপনার হাতের অঙ্গুরীয় কয়টা পাইলে দিল্লীশ্বরীর অলঙ্কার কিনিতে পারা যাইবে।"

সুলতান হাসিতে হাসিতে হাতের দুটা আঙ্গটি খুলিয়া

মনুয়ার হাতে দিলেন;—এবং মুক্তামালা-হস্তে কিরণবালার দিকে অগ্রসর হইলেন। মনুয়া দেখিল, সমূহ বিপদ। সে ঝটিতি ঘুরিয়া কিরণবালার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল; এবং তাহার নয়নে নয়ন স্থাপন করিয়া তীব্র কটাক্ষপাত করিল। কিরণবালা সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিল,—নীরব নিস্পন্দভাবে শ্বেতপ্রস্তর-বিনির্ম্মিত পুত্তলিকার ন্যায় বসিয়া রহিল। কিন্তু সুলতান যখন তাহার কণ্ঠ স্পর্শ করিয়া মুক্তামালা পরাইয়া দিলেন, তখন সে আর হৃদয়বেগ সম্বরণ করিতে পারিল না,—চৈতন্য হারাইয়া ছিন্ন কমলের ন্যায় ভূতলে লুটাইয়া পড়িল।

সুলতান কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। মনুয়া ক্ষিপ্রপদে জল আনিয়া কিরণের মুখে চোখে সিঞ্চন করিতে লাগিল। যাহারা বীজন করিতেছিল তাহারা মনুয়ার ইঙ্গিত পাইয়া নিঃশব্দে কক্ষত্যাগ করিল।

ধীরে ধীরে কিরণের চৈতন্যোদয় হইল। সুলতান তখন বলিলেন, "আজ আর তোমাকে কষ্ট দিব না—বিশ্রাম করগে; আমি এখন চলিলাম।"

বলিয়া সুলতান বিদায় হইলেন। মনুয়াও তাঁহার অনুসরণ করিল। যাইবার পূর্ব্বে কিরণকে ইঙ্গিতে কি বলিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।
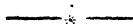
কক্ষ বাহিরে আসিয়া সুলতানের পিছু পিছু চলিতে চলিতে মনুয়া বলিল, "জাঁহাপনা, বান্দা আজ আবার অপমানিত হ'য়েছে।"

সুলতান চলিতে চলিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে অপমান করিল ?"

মনুয়া। গণেশনারায়ণের মন্ত্রী—দেওয়ান নরসিংহ।

সুলতান। অকারণ ?

মনুয়া। আমার অপরাধ, আমি হিন্দু হ'য়ে আপনার দাসত্ব করিতেছি।

সুল। কোন্ হিন্দু দাসত্ব করে নাই ?

ম। আমি ত সেই কথা ব'লেছিলাম ; তা'র ফলে প্রহৃত হ'য়েছি।

সুল। গণেশনারায়ণের দর্প সত্বরই চূর্ণ করিব।

ম। আমি কিন্তু অপেক্ষা করিতে পারিতেছি না,—অনুমতি করুন পাঁচশত ফৌজ লইয়া গণেশ-নারায়ণকে অবিলম্বে বাঁধিয়া আনি।

সুল। বালক, তোমার সাহস ও উৎসাহ দেখিয়া প্রীত হইলাম। তুমি মুসলমান হও না কেন?

ম। হ'ব, কিন্তু এখন নয়; আগে গণেশনারায়ণ ও তাহার মন্ত্রীকে মুসলমান করি; তা'র পর ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিব।

সুল। বাহবা!

ম। যতদিন না তা' পারি, ততদিন আমি স্থির হইতে পারিতেছি না,—দয়া করিয়া ফৌজের আদেশ দিন্।

সুল। এখনও সে সময় উপস্থিত হয় নাই; আগে দলে দলে হিন্দু ধরিয়া আনিয়া আমার কারাগৃহ পূর্ণ করি; তা'র পর গণেশনারায়ণকে দেখিব।

ম। আপনি সে দিনও এই কথা ব'লেছিলেন; কিন্তু কতদিনে নিমখ্‌হারাম হিন্দুদের ধরিয়া আনিয়া কারাগৃহ পূর্ণ করিবেন?

সুল। আগামী অমাবস্যার দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে দেখিবে, কাতারে কাতারে হিন্দু আমার কারাগৃহ পূর্ণ করিতেছে।

ম। বহুৎ খোব। জাঁহাপনা যেন বান্দাকে চরণ হ'তে ঠেলেন না।

বলিয়া মনুয়া কুর্ণিশ করিতে করিতে পিছাইয়া গেল। কিন্তু কিরণের কাছে গেল না ;—ঘুরিয়া উদ্যানে আসিল। কিরণের ঘরে আলো জ্বলিতেছিল, বাতায়নও মুক্ত ছিল। মনুয়া সেই বাতায়ন লক্ষ্য করিয়া তন্নিম্নে আসিয়া দাঁড়াইল। পরে বাতায়নে ক্ষুদ্র ইষ্টক নিক্ষেপ করিয়া সঙ্কেতে কিরণকে তাহার উপস্থিতি জানাইল।

কিরণ সঙ্কেতটা বুঝিল, বুঝিয়া ঘরের আলো নিবাইয়া দিল ; এবং দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া জানালায় মই লাগাইল। মইটা রেশমের তৈয়ারি। মনুয়া ইতিপূর্ব্বে তাহা রাণী করুণাময়ীর নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া কিরণ বালাকে দিয়াছিল। এখন কিরণ, মই জানালায় লাগাইয়া ঝুলাইয়া দিল। মনুয়া নীচে হইতে তাহা টানিয়া ধরিল। কিরণ ধীরে ধীরে সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া নামিতে লাগিল।

যখন কিরণ ভূমিস্পর্শ করিল, তখন মনুয়া তাহার কাণে কাণে বলিল, "তোমার খুব সাহস ত ?—ভাবিয়াছিলাম তুমি পারিবে না।"

কিরণ উত্তর করিল, "যখন আমার স্বামীকে মনে পড়ে, তখন কোথা হইতে আমার হৃদয়ে শক্তি আসে। যখন তাঁহাকে না ভাবিয়া নিজের কথা ভাবি তখন আমি ভয়ে আশঙ্কায় অবসন্ন হইয়া পড়ি।"

মন্নুয়া কোন উত্তর না করিয়া নীরবে অন্ধকারে পথ দেখাইয়া চলিতে লাগিল। একটা ঝোপের নিকট আসিয়া মন্নুয়া একটু দাঁড়াইল। একবার চারিদিকে নেত্রপাত করিল; কাহাকেও দেখিতে পাইল না। তখন উভয়ে ঝোপের ভিতর প্রবেশ করিল। সেখানে কাপড়ের একটা ছোট পুঁটুলি ছিল। মন্নুয়া ইতিপূর্ব্বে তাহা রাখিয়া গিয়াছিল। এক্ষণে পুঁটুলিটা বাহির করিয়া মন্নুয়া কিরণকে বিবসনা করিল।

ঝোপের ভিতর নিবিড় অন্ধকার। সেই অন্ধকারের ভিতরে দাঁড়াইয়া মন্নুয়া, কিরণকে ক্ষিপ্রহস্তে পুরুষ বেশে সাজাইতে লাগিল। পায়ে ইজের টানিয়া দিল—গায়ে কোর্ত্তা ও আচকান পরাইল—মাথায় পাগড়ি দিল। নিবিড় কেশ, পাগড়ির অন্তরালে লুকাইল; কিন্তু একটা বড় মুস্কিল হইল।—কোর্ত্তা বা আচ্‌কান্ কিছুতেই সে উন্নত বক্ষ চাপিয়া রাখিতে পারিল না। মন্নুয়া অনেক টিপাটিপি করিল, কিন্তু সে মন্দিরের চূড়া বাঁধনের চাপাচাপির ভিতর কিছুতেই থাকিল না,—সরোষে বাঁধন ছিঁড়িয়া মাথা জাগাইল। তখন কিরণও হাসিয়া ফেলিল।

সে যা হউক, কোন রকমে বুকের উপর কাপড় জড়াইয়া উভয়ে আবার রাস্তা ধরিল; এবং অবিলম্বে

প্রাচীর-দ্বারে আসিয়া পৌঁছিল। সেখানে সতর্ক প্রহরী ছিল; তাহারা হাঁকিল। মনুয়া সে জন্য প্রস্তুত ছিল; কিন্তু কিরণের বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল।

মনুয়া অগ্রসর হইয়া প্রহরীদের সম্মুখে দাঁড়াইল। তাহাদের কাছে একটা আলো ছিল। সেই আলোক সাহায্যে তাহারা মনুয়াকে চিনিল। মনুয়া প্রায়ই যাইত, আসিত। তাহাকে অনেকেই চিনিত এবং একটু স্নেহ করিত। জনৈক প্রহরী হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এত রাত্রে কোথায় যাচ্ছ, মনুয়া?"

মনুয়া উত্তর করিল, "কিকর্‌ব চাচা, সুলতানের হুকুম।"

প্রহরী। সুলতানকে ত তুমি গোলাম ক'রে ফেলেছ। এখন মতলবটা কি বল দেখি?

মনুয়া। ফিরে এসে বল্‌ব।

প্রহরী। হুকুম না দেখলেত এত রাত্রে দ্বার ছাড়তে পারি না।

মনুয়া। হুকুম দেখাব বই কি;—এই লও।

বলিয়া মনুয়া দুইটা অঙ্গুরীয় প্রহরীর হাতে দিল। তাহাতে পারসি অক্ষরে সুলতানের নাম লিখিত ছিল। ক্ষণপূর্ব্বে মনুয়া এই আঙ্গটি দুইটা সুলতানের নিকট পুরস্কার স্বরূপ পাইয়াছিল। প্রহরী লেখা পড়া জানিত;

এক্ষণে সুলতানের নাম তাহাতে খোদিত দেখিয়া সসম্মানে পথ ছাড়িয়া দিল। মনুয়া ও কিরণবালা, দ্বার অতিক্রম করিয়া সড়কে আসিয়া দাঁড়াইল।

পথ চলিতে চলিতে মনুয়া, কিরণকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এখন কোথায় যাইতে চাও?"

কিরণ। এ প্রশ্ন তোমার মুখে শোভা পায় না, মনুয়া।

ম। তুমি যদি রাণী করুণাময়ীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে অভিলাষ কর, তাহা হইলে আমার সঙ্গে এস।

কিরণ। যেখানে আমার স্বামী আছেন, আমি সেইখানে যা'ব; তাঁহার চরণতলই আমার একমাত্র আশ্রয়স্থল।

ম। তুমি হিন্দুর মেয়ে হ'য়ে মুসলমানের পদসেবা করিবে?

কিরণ। আমিও যে মুসলমান হ'য়েছি, মনুয়া! যে দিন শুনিলাম, আমার স্বামী ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেছেন, সেইদিন হ'তে আমিও মুসলমান হ'য়েছি।

মনুয়া নিরুত্তর রহিল। উভয়ে নীরবে পথ অতিবাহন করিতে লাগিল। কিরণ পথ চিনে না, মনুয়া পথ দেখাইয়া চলিতে লাগিল। কিরণ ক্ষণকাল পরে বলিল,

"আমার মনে হয় মনুয়া, তুমি ইচ্ছা করিলে ওই নরক হইতে আমাকে বহু পূর্ব্বে উদ্ধার করিতে পারিতে।"

মনুয়া। না, তা' পারিতাম না; আঙ্গ‌্টি দুইটা না পাইলে কিছুই হইত না।

আঙ্গ‌্টির কথায় হারের কথা কিরণের মনে পড়িল। তখন সে কণ্ঠ হইতে মুক্তামালা সজোরে ছিঁড়িয়া পথের ধারে ফেলিয়া দিল। মনুয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'য়েছে?"

কিরণ উত্তর করিল, "গলায় সাপ জড়িয়ে ধরেছিল—ফেলে দিলাম।"

উভয়ে নগর ছাড়িয়া মাঠে পড়িল। কিছু দূর যাইবার পর মনুয়া দেখিল, দুই জন লোক পথের ধারে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। মনুয়া অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "নৌকা প্রস্তুত আছে?"

"হাঁ, হুজুর।"

"উত্তম—আমার ভাইকে লইয়া যাও। রাত্রি প্রভাতে নৌকা যেখানে পৌঁছিবে সেইখানে ইহাঁকে নামাইয়া দিবে।"

"যে আজ্ঞা, হুজুর।"

কিরণ জিজ্ঞাসা করিল, "এরা কে?"

মন্নুয়া। রাজার লোক।

কি। আমায় কোথায় নিয়ে যাবে?

ম। যেখানে তুমি যেতে চাও।

কি। আমি একা যাব?

ম। রাজার লোকের কাছে বিপদের আশঙ্কা নাই; কিন্তু এখানে যতক্ষণ থাকিবে ততক্ষণ তোমার সমূহ বিপদ।

বলিয়া মন্নুয়া প্রস্থান করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া সুলতান যখন শুনিলেন, কিরণবালা পলাইয়াছে, তখন তিনি মধ্যাহ্ন ভাস্করতুল্য জ্বলিয়া উঠিলেন। রাগটা প্রথমে হইল—মন্নুয়ার উপর; কিন্তু যখন তাহাকে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না তখন সমগ্র হিন্দুজাতির উপর রাগটা গিয়া পড়িল। তিনি সরোষে গর্জ্জিয়া উজীরকে আদেশ দিলেন, “প্রত্যেক হিন্দু-গৃহ হ'তে এক এক জন বলিষ্ঠ যুবক ধরিয়া আন।”

আদেশ, কেহ কেহ শুনিল—গণেশনারায়ণেরও কর্ণগোচর হইল। হিন্দুর বিপদ্ দেখিয়া তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না,—দুই শত শরীররক্ষী সৈন্য সমভিব্যাহারে দরবারে আসিয়া দর্শন দিলেন। তথায় আমীর ওমরাহ, জোনাব খাঁ মিনা খাঁ সকলেই উপস্থিত ছিলেন। সুলতান জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ প্রয়োজনে এখানে আসিয়াছ গণেশনারায়ণ?"

গণেশনারায়ণ আসন গ্রহণ না করিয়া সিংহাসনের পাদমূলে দাঁড়াইয়া উত্তর করিলেন, "একি শুনিতেছি, সুলতান!"

সুলতান। কি শুনিতেছ?

গণেশ। নিরপরাধ হিন্দুদের ধরিয়া আনিবার আদেশ প্রচার হইয়াছে নাকি?

সুল। রাজকীয় সংবাদ তোমায় বলিতে প্রস্তুত নহি; তুমি কে?

গণে। আমি প্রজা, আমার জানিবার অধিকার আছে।

সুল। আমার কাছে অধিকারের দাবী করিতেছ? ব্যাঘ্রকে ভয় দেখাইতে আসিয়াছ?

গণে। যদি ভয় না থাকে তবে সত্য কথা জানাইতে এত ইতস্ততঃ কেন?—এত আশঙ্কা কেন?

সুল। আশঙ্কা! তোমায় আমি কীটাণুকীট জ্ঞানে অবজ্ঞা করি; তোমার কাছে আশঙ্কা! তবে শুন গণেশনারায়ণ,—আমি আদেশ প্রচার করিয়াছি, প্রত্যেক হিন্দু গৃহ হ'তে এক একজন বলিষ্ঠ যুবক ধৃত হ'য়ে আমার কারাগৃহে নীত হইবে। তুমিও অব্যাহতি পাইবে না; আদেশ অমান্য কর—প্রতিফল পাইবে।

গণে। প্রজাদের অপরাধ কি?

সুল। অপরাধ তাদের নয়—অপরাধ তোমার।

গণে। আমার! তবে তা'দের অব্যাহতি দিয়া আমাকে দণ্ড দিন্।

সুল। দিব, এখন নয়।

গণে। সুলতান, আমাকে কারাগারে আবদ্ধ করুন; নিরপরাধ প্রজাদের আর শাস্তি দিবেন না।

সুল। তোমার কাছে যখন পরামর্শ চাহিব,—তখন দিও।

গণে। পরামর্শ দিতেছি না—প্রজার জীবন ভিক্ষা চাহিতেছি।

সুল। গর্ব্বিত গণেশনারায়ণ আমার দ্বারে ভিক্ষা-প্রার্থী!—তবু ভাল।

গণে। সুলতান, যুক্তকরে প্রার্থনা করিতেছি, দেশে অশান্তি জ্বালিবেন না।

সুল। অশান্তি জ্বলে জ্বলুক, পাঠান সুলতান তাহাতে ডরায় না।

গণে। সুলতান, সকাতরে মিনতি করি, হিন্দুর প্রাণে ব্যথা দিবেন না। আপনি শত শত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালা শাসন করুন, আমি আপনার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া চিরকাল আপনার সিংহাসন রক্ষা করিব।

সুলতান একটুও বিচলিত হইলেন না। তিনি হাসিয়া বলিলেন, "তোমাকেই বা বিশ্বাস কি, গণেশ নারায়ণ?"

গণে। বিশ্বাস না করেন, আমাকে সংহার করুন; কিন্তু যাহারা আপনার হিংসা করে না—রাজ্য আকাঙ্ক্ষা করে না, তাহাদের অকারণ উৎপীড়ন করিবেন না।

সুলতান কোন উত্তর করিলেন না। জোনাব খাঁ নিম্নে, দূরে উপবিষ্ট ছিলেন; তিনি উঠিয়া অভিবাদনান্তে সুলতানকে বলিলেন, "রাজা গণেশনারায়ণ সত্য কথাই বলিয়াছেন,—যাহারা পাঠানের হিংসা করে না তাহাদের উৎপীড়িত করা উচিত হয় না।"

সুলতান রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "উচিতানুচিত তোমায় জিজ্ঞাসা করা হয় নাই, জোনাব খাঁ।"

জোনাব। জিজ্ঞাসা না করিলেও রাজ্যের হিতার্থী মাত্রেরই পরামর্শ দিবার অধিকার আছে।

সুলতান। হিতার্থীর অধিকার থাকিতে পারে, কিন্তু তোমার নাই। তুমি চিরদিন কাফের ভক্ত—গণেশ নারায়ণের দোস্ত।—আজ হ'তে তুমি আর দরবারে স্থান পা'বে না—দূর হও।

জোনাব। আমাকে অপমান করুন—কারারুদ্ধ করুন, কিন্তু পাঠানের নাম কলঙ্কিত করিবেন না।—যে সিংহাসনে আপনি অধিষ্ঠিত, সে সিংহাসনের অবমাননা করিবেন না।—

সুলতান। তোমাকে পদচ্যুত করিলাম—তুমি এখনি দরবার গৃহ পরিত্যাগ কর।

জোনাব খাঁ অভিবাদন করিয়া ধীরে ধীরে মন্থর গমনে দরবার গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। সুলতান তখন উঠিয়া বলিলেন, "আজ দরবার ভঙ্গ হ'ল।"

গণেশনারায়ণ তেমনই ভাবে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "গরীব প্রজাদের উপর দয়া হ'ল না, সুলতান? অসন্তোষের আগুন প্রজ্বলিত করাই আপনার অভিপ্রেত

হ'ল? ভাবিবেন না, সে আগুনে শুধু হিন্দুরই সুখ শান্তি পুড়িবে; পাঠানের মান যশ খ্যাতি প্রতিপত্তি সকলই সেই সঙ্গে পুড়িয়া ছাই হইবে। সুলতান, সুলতান, সময় থাকিতে সাবধান হউন,—হিন্দুকে পীড়ন করিবেন না—বখ্তিয়ার খিলিজির সিংহাসন পদাঘাতে চূর্ণ করিবেন না।"

সুলতান রোষকষায়িতলোচনে গণেশনারায়ণের পানে একবার চাহিয়া দেখিলেন; তা'রপর পদভরে সিংহাসন কাঁপাইয়া দরবার-গৃহ ত্যাগ করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

আজ অমাবস্যা। সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। চারিদিক অন্ধকারাচ্ছন্ন। আকাশ মেঘমুক্ত—নির্ম্মল। প্রকৃতি স্পন্দহীন্। গাছপালা—স্থির, নীরব। বিহঙ্গমকুল শব্দহীন। জীবজন্তু, আকাশ পৃথিবী সব যেন সুপ্ত। পাছে নিদ্রামগ্ন বসুন্ধরার ঘুম ভাঙ্গে, তাই মহানন্দা ধীরে ধীরে, চুপি চুপি বহিয়া চলিয়াছে।

মহানন্দা এমনই বহিয়া চলিয়াছিল, যে দিন সার্দ্ধ একাদশশত বৎসর পূর্ব্বে আদিশূর গৌড় জয় করিয়াছিলেন। এমনই সে বহিয়া চলিয়াছিল, যে দিন ভূ-শূরকে পরাজিত করিয়া ধর্ম্মপাল গৌড়রাজ্য অধিকার করেন। আবার যখন বিজয় সেন আসিয়া গৌড়ে চিরস্মরণীয় সেনবংশ স্থাপন করেন, তখনও মহানন্দা এমনই বহিয়া চলিয়াছিল। তারপর—তা'রপর সে স্মৃতি—সে রাজকুল-কলঙ্ক লক্ষ্মণসেনের স্মৃতি—সে শঠচূড়ামণি বখ্‌তিয়ার খিলিজির স্মৃতি তুলিয়া আর কাজ নাই;—মহানন্দার কাল জলে চিরকালের মত ডুবিয়া যাক্।

বহুকাল পরে মহানন্দা আজ আবার তেমনই বহিয়া চলিয়াছে। দুই কূল নীরব, নিস্তব্ধ; কিন্তু বক্ষে অসংখ্য তরণী। তরণীনিচয় শূন্য নয়—লোকে পরিপূর্ণ। একে একে নৌকাগুলি আসিয়া রাজধানীর অদূরে মহানন্দার কূলে লাগিতেছে। ঘাটে লাগিতেছে না;—যেখানে খুব জঙ্গল, সেইখানে লাগিতেছে। নৌকা ভিড়িলে আরোহীরা নীরবে উঠিয়া জঙ্গলের ভিতর আশ্রয় লইতেছে। তারপর নৌকাগুলি তট ছাড়িয়া অন্ধকারে কোথায় চলিয়া যাইতেছে।

আরোহীরা, রাজা গণেশের প্রজা ও সৈন্য—ভাদুড়িয়া

ও বর্দ্ধনকোট হইতে আহূত হইয়াছে। সকলেরই হাতে তরবারি—পৃষ্ঠে ধনুর্ব্বাণ ; কিন্তু আর কোন অস্ত্র নাই। জঙ্গলের এক স্থানে স্তূপীকৃত বর্শা ছিল। সকলে তাহাই এক একখানা উঠাইয়া লইল। কুমার যদুনারায়ণ তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি এইরূপে প্রায় পনর হাজার সৈন্য সজ্জিত করিয়া রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় নগরাভিমুখে নিঃশব্দে অগ্রসর হইলেন।

নগর আজ লোকাকীর্ণ। সহস্র সহস্র হিন্দু আসিয়া কারাগৃহ পূর্ণ করিয়াছে। কারাগারে যাহাদের স্থান সঙ্কুলান হইল না, তাহারা নগরমধ্যে যেখানে সেখানে প্রহরীর জিম্মায় রক্ষিত হইল। আবার যাহাদের নগরেও স্থান হইল না, তাহারা রাজধানীর বাহিরে উন্মুক্ত প্রান্তরে নজরবন্দী রহিল।

সুলতান ভাবেন নাই, হিন্দুরা এত সহজে তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিতে ছুটিয়া আসিবে। তিনি জানিতেন না যে, রাজা গণেশনারায়ণের অনুচরেরা রাজ্যময় ঘুরিয়া উপদেশ দিয়া বেড়াইয়াছে, 'সুলতানের আদেশ কেহ অমান্য করিও না।' যদি তিনি ইহা জানিতেন—যদি একটু তলাইয়া বুঝিতেন, তাহা হইলে তাঁহার সন্দেহ জন্মিতে পারিত। কিন্তু গণেশনারায়ণ সে সুযোগ দেন

নাই;—তাঁহার অনুচরেরা গ্রামে গ্রামে দেশে দেশে ঘুরিয়া রাজভক্তি প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছে। সুলতানের কর্ম্মচারীরা ভ্রমে পড়িয়া সুলতানকে আর কোন সংবাদ দেয় নাই—অথবা দিবার প্রয়োজন মনে করে নাই।

অমাবস্যার দিন সন্ধ্যাকালে সুলতান সচকিতে দেখিলেন, প্রায় ত্রিশ চল্লিশ হাজার হিন্দু আসিয়া নগরমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। কারাগারে অল্পাংশের স্থান সঙ্কুলান হইল। বাকি লোকেরা বৃক্ষতলে পথের উপর আশ্রয় লইল। কাহারও হাতে লাঠি বা অস্ত্র ছিল না; তবু সুলতান চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

চিন্তার কারণও ছিল। গভীর রাত্রে সুলতান, গুপ্তচর মুখে সংবাদ পাইলেন, গণেশনারায়ণের প্রাসাদের ভিতর হিন্দুরা সাজসজ্জা করিতেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ মিনা খাঁকে তলব করিলেন। মিনা খাঁ আসিয়া পৌঁছিতে না পৌঁছিতে সংবাদ আসিল, গণেশনারায়ণ এক সহস্র সৈন্য লইয়া কারাগার বেষ্টন করিয়াছেন। সুলতান ভীত হইলেন; এবং মিনা খাঁকে খুব খানিকটা তিরস্কার করিয়া গণেশনারায়ণকে অবিলম্বে বাঁধিয়া আনিতে আদেশ করিলেন। মিনা খাঁ প্রস্থান করিল। এমন সময় ভয়ানক একটা গোলমাল উঠিল। ক্ষণকাল পরে

জনৈক প্রহরী ছুটিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, গণেশনারায়ণ কারাগৃহ ভাঙ্গিয়া বন্দীদের মুক্ত করিয়াছেন।

এবার সুলতান বড়ই ভীত হইলেন। তিনি উৎকর্ণ হইয়া শুনিলেন, নগরের চারিদিক হইতে কলরব উঠিতেছে। ক্রমে নগর ছাড়িয়া নগরের বাহিরেও গোলমাল শ্রুত হইল। সুলতান তখন কক্ষ ছাড়িয়া প্রাসাদ চূড়ায় উঠিলেন। সেখান হইতে গোলমাল আরও ভীষণ শুনাইতে লাগিল। ঘাট মাঠ পথ চারিদিক হইতে চীৎকার শব্দ উঠিয়া আকাশতল প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দেখা গেল না। সুলতান চিন্তাক্ষুব্ধ হৃদয়ে নীচে নামিয়া আসিলেন।

শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া প্রাসাদ রক্ষককে আহ্বান করিলেন। সে আসিলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার অধীনে কত সৈন্য এখানে আছে?"

"দুই হাজার।"

"শুনিয়াছ কি, গণেশনারায়ণ বন্দীদের মুক্ত করিয়াছে?"

"শুনিয়াছি, জাঁহাপনা।"

"যদি সে প্রাসাদ আক্রমণ করে?"

সৈনিক উত্তর না দিয়া একটু হাসিল মাত্র। সুলতান

বলিলেন, "হাসির কথা নয়। গণেশনারায়ণ যদি এই ত্রিশ হাজার বন্দীকে অস্ত্রে সজ্জিত করিতে পারে, তাহা হইলে প্রাসাদ কেন, দুর্গও জয় করিতে পারে।"

সৈনিক। গণেশনারায়ণ অস্ত্র কোথায় পাইবে?

সুলতান। সেই যা' ভরসা।

সৈনিক। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন; চাষারা লাঠি কোদাল ল'য়ে প্রাসাদের কি করিবে? আমরা তা'দের পিপীলিকার মত টিপিয়া মারিব।

কিন্তু সুলতান নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না; মিনা খাঁর সংবাদের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তাহার কোন সংবাদ কেহ আনিয়া দিতে পারিল না। যাহাকে পাঠান, সে আর ফিরিয়া আসে না। সুলতান ব্যাকুল হৃদয়ে প্রাতঃকালের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু সূর্য্য উঠিবার পূর্ব্বেই প্রাসাদ আক্রান্ত হইল। সে কথা এখন থাক্—আগে মিনা খাঁর কথা বলি।

মিনা খাঁ, সুলতানের আদেশ পাইয়া ত্বরিত পদে দুর্গে ফিরিয়া গেলেন, এবং এক সহস্র সৈন্য ক্ষণকাল মধ্যে সজ্জিত করিয়া নগরাভিমুখে ধাবিত হইলেন। কিন্তু দুর্গ ছাড়িয়া সম্মুখস্থ প্রান্তরে উপস্থিত হইবামাত্র কোথা হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর আসিয়া তাঁহার সৈন্যদলকে বিপর্য্যস্ত

করিতে লাগিল। ব্যাপারটা কি বুঝিবার পূর্ব্বে মিনা খাঁ দেখিলেন, তাঁহার অধিকাংশ সৈন্য ধরাতলে লুণ্ঠিত হইয়াছে। অন্ধকারে কিছুই দেখা যাইতেছে না। শত্রুরা কোথায় লুক্কায়িত আছে, বুঝিবার উপায় নাই। তখন দাঁড়াইয়া প্রাণ দেওয়া অপেক্ষা দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করা মিনা খাঁ যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিলেন।

দুর্গমধ্যে ফিরিয়া আসিয়া মিনা খাঁ, সহস্র মশাল জ্বালিবার আদেশ দিলেন। মশাল জ্বালা হইল; সেই সঙ্গে আরও দুই হাজার ফৌজ প্রস্তুত হইল। মিনা খাঁ এতদ্‌সহ দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

কিন্তু এবার অতি সতর্কতার সহিত অগ্রসর হইতে লাগিলেন।—সৈন্য-দেহ বিস্তার করিয়া চারিদিক দেখিতে দেখিতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যখন মিনা খাঁ সদলে প্রান্তরের মধ্যস্থলে সমুপস্থিত, তখন আবার সম্মুখ পিছন পার্শ্ব চারিদিক হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে সহস্রে সহস্রে তীর আসিয়া পাঠান সৈন্যের উপর পড়িতে লাগিল। মিনা খাঁ এবার পিছাইলেন না—পিছাইবার সঙ্কল্পও ছিল না। তিনি তীক্ষ্ণ নয়নে চারিদিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সম্মুখে—দূরে—প্রান্তরের অপরপ্রান্তে মনুষ্যাবয়ব দৃষ্ট হইল। মিনা খাঁ তখন সাহ্লাদে সৈন্য-

দিগকে আদেশ দিলেন, "আগে বাড়ো—জল্‌দি কদম উঠাও।"

পাঠানেরা দ্রুতপদে অগ্রসর হইল। তখন পিছন ও দুই পার্শ্ব হইতে অগণিত বর্শা, তোমর, শূল সন্ সন্ শব্দে ছুটিয়া আসিয়া পাঠান সৈন্যদলের উপর পড়িতে লাগিল। সম্মুখের শত্রুদলও অন্ধকার ছাড়িয়া অসিহস্তে পাঠান সৈন্যের উপর নিপতিত হইল। মিনা খাঁ দেখিলেন, তিনি চতুর্দ্দিক হইতে আক্রান্ত হইয়াছেন। শত্রু আর দূরে নয়—অদৃশ্য নয়,—নিকটে—পার্শ্বে—সম্মুখে— পিছনে ; মিনা খাঁ যে দিকে চাহিয়া দেখেন সেই দিকেই দেখিতে পান, শত্রু দৃঢ় মুষ্টিতে অসি ধরিয়া পাঠানকুল ধ্বংস করিতেছে পাঠানেরা যুদ্ধ করিল বটে, কিন্তু চারিদিক হইতে আক্রান্ত হইয়া তাহারা কেমন ভগ্নোদ্যম হইল।

মিনা খাঁ দেখিলেন, যে শত্রুদল, আড়াই হাজার পাঠানকে বেষ্টন করিয়া আক্রমণ করিতে পারে সে শত্রুদল সংখ্যায় বড় কম নয়। তখন তিনি বংশীধ্বনি করিয়া দুর্গমধ্য হইতে সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। সাহায্য আসিতে বিলম্ব হইতে লাগিল। প্রতি মুহূর্ত্তে পাঠান সৈন্য দলে দলে নিহত হইয়া ভূপৃষ্ঠে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল মিনা খাঁ আর ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিলেন না,—

পিছনে ঘুরিয়া দুর্গ মধ্যে আশ্রয় লইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সে উদ্যমে তাঁহার অনেক সৈন্য বিনষ্ট হইল। অবশেষে চারি পাঁচশত মাত্র সৈন্য লইয়া তিনি দুর্গদ্বারে আসিয়া পৌঁছিলেন।

মিনা খাঁ সে রাত্রিতে নূতন সৈন্যদল লইয়া নগর রক্ষা করিতে আর অগ্রসর হইলেন না; অরুণোদয়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কুমার যদুনারায়ণ দুর্গ সম্মুখে সসৈন্যে বসিয়া রহিলেন।

মিনা খাঁর সংবাদ লইবার জন্য সুলতান যাহাদের পাঠাইয়াছিলেন তাহারা শত্রুহস্তে বন্দী অথবা নিহত হইল। সুলতান জানিতে পারিলেন না যে, শত্রুরা দুর্গ অবরোধ করিয়াছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

-০:*:০-

অরুণোদয়ের কিছু পূর্ব্বে প্রাসাদ আক্রান্ত হইল। তখনও পূর্ব্বাকাশ পরিষ্কার হয় নাই—তখনও পৃথিবী হাসিয়া উঠে নাই। পূর্ব্ব দিকে অন্ধকার ধীরে ধীরে

অপসারিত হইতেছে মাত্র। গৃহে, মন্দিরে, বৃক্ষতলে, ঝোপে ঝাপে তখনও অন্ধকাররাশি পুঞ্জীকৃত রহিয়াছে। অনন্ত নীলাকাশের কণ্টক, বিলাসের চিত্র তারকাবলী একে একে চুপি চুপি নিবিয়া যাইতেছে। প্রকৃতির স্থির অবসাদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য জাগিয়া উঠিতেছে। কিন্তু সব সুপ্ত। দুই চারিজন জাগিয়াছে মাত্র। তাহারা জাগিয়া, যাহারা জাগে নাই তাহাদের জাগাইতেছে। বৃক্ষচূড়ে বিহঙ্গমকুল জাগিয়াছে, কিন্তু তখনও গান ধরে নাই। চারিদিকে—প্রকৃতির বুকে শুধু একটু চাঞ্চল্য পরিদৃষ্ট হইতেছে মাত্র।

এমনই সময়ে গণেশনারায়ণ সদলে প্রাসাদ আক্রমণ করিলেন। আক্রমণকারীরা নিরস্ত্র নয়। যে লাঠি ধরিতে জানে তাহার হাতে লাঠি, যে তরবারি ধরিতে পারে তাহার হাতে খড়্গ, যে ধনুকে গুণ দিতে জানে তাহার হাতে তীর ধনুক, যে কিছুই পারে না তাহার হাতে শুধু বর্শা। এইরূপে গণেশ নারায়ণ প্রায় ত্রিশ হাজার বাঙ্গালীকে সজ্জিত করিয়া পাঠান সুলতানের প্রাসাদ আক্রমণ করিলেন।

তাঁহার সঙ্গে কিছু শিক্ষিত সৈন্যও ছিল। তাহারা সংখ্যায় এক সহস্রের বেশী হইবে না। গণেশ নারায়ণ এই

মুষ্টিমেয় সৈন্যের সাহায্যে বন্দীদিগকে ইতিপূর্ব্বে মুক্ত করিয়াছিলেন। সৈন্যেরা বলিষ্ঠ, কার্য্যকুশলী ও শিক্ষিত। গণেশ নারায়ণ স্বয়ং তাহাদের শিক্ষাদাতা। তাহারা রাজার প্রাসাদেই থাকিত—বাহিরে বড় একটা আসিত না। গণেশ নারায়ণ বলিয়াছিলেন, এই সৈন্যতুল্য পঞ্চাশ হাজার সেনা যদি সংগৃহীত হইতে পারে, তাহা হইলে তিনি সমগ্র ভারতবর্ষ জয় করিতে পারেন।

বাঙ্গালী তখনও নির্জীব হয় নাই; তখনও বাঙ্গালীর ভুজে অতুলনীয় শক্তি। বাঙ্গালীর অসাধ্য কিছুই ছিল না। শিল্পে, কারুকার্য্যে, হলাকর্ষণে, গৃহনির্ম্মাণে, রণক্ষেত্রে, নৌকাগঠনে, বাণিজ্যে, মল্লযুদ্ধে বাঙ্গালী এক দিন অতুলনীয় ছিল। বাঙ্গালী ধর্ম্ম হারাইয়া একে একে সব হারাইল। বাঙ্গালী তখন বিশ্বাসঘাতক রাজদ্রোহী ছিল না,—দেবতা জ্ঞানে রাজাকে পুজা করিত; এখন বাঙ্গালী দেবত্বে মনুষ্যত্বে জলাঞ্জলি দিয়া ঘৃণিত গুপ্তঘাতক হইয়াছে, রাজ্যেশ্বরকেও হত্যা করিতে সঙ্কোচশূন্য হইয়াছে। হায়, সে বাঙ্গালী কোথায় গেল? আমাদের সে পূর্ব্ব পুরুষ—সে পুণ্যাত্মা—সে স্বার্থত্যাগী পরহিত ব্রতাশ্রয়ী—সে বীরকুল-গৌরব বাঙ্গালী কোথায় গেল? আর কি জন্মিবে না?

পাঠান, বাঙ্গালীদের দেখিয়াছে—তাহাদের বীর্য্যও দেখিয়াছে। বিষ্ণুপুরের জঙ্গলে ঘা খাইয়া পাঠান বা মোগল সে দিকে আর ঘেঁসে নাই। পাঠানেরা ত্রিপুরা, নেপাল জয় করিল—জাজপুর, কটকে ইসলাম পতাকা উড়াইল; কিন্তু বিষ্ণুপুরের কাছে আর গেল না। তার পর সে দিন সীতারাম রায় ও প্রতাপাদিত্য, মোগলকে যে শিক্ষা দিল, তাহা ইতিহাস ভুলিলেও বাঙ্গালী কখন ভুলিবে না।

ইতিহাস, বাঙ্গালীর কলঙ্কের কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছে; কিন্তু বীর্য্যগাথা লিখিতে বিস্মৃত হইয়াছে। ১৪০৯ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালী রাজা কিরূপে পঞ্চাশ হাজার মাত্র সৈন্য লইয়া লক্ষ সৈন্যের অধিপতি জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম-ই-সরকীকে পরাস্ত করিয়াছিলেন, ইতিহাস সে কথা লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছে। ১৪১০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালী রাজা কিরূপে রাজ্যভ্রষ্ট, বিতাড়িত আরাকানের মগরাজা মেঙ্গ সৌমুনকে স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, ইতিহাস সে কথা লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছে। ইতিহাস এমনই অনেক কথা লিখিয়া যাইতে বিস্মৃত হইয়াছে। আমরা আজ ইতিহাস হারাইয়া ভাবিতেছি, বাঙ্গালীর ভুজে কোন কালে বুঝি শক্তি ছিল না।

শক্তি যে ছিল, গণেশ নারায়ণ তাহা প্রতিপন্ন করিতে অগ্রসর হইলেন। অশিক্ষিত অস্ত্রবিহীন ত্রিশ হাজার বাঙ্গালী লইয়া তিনি দুর্দ্ধর্ষবেগে পাঠান নরপতির প্রাসাদ আক্রমণ করিলেন। অচিরে ফটক ভাঙ্গিয়া পড়িল।—বাধামুক্ত নদীপ্রবাহের ন্যায় বাঙ্গালীরা সেই পথে প্রবেশ করিল।

কিন্তু সেখানে প্রবল বাধা পাইল। ফটকের পর বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিতে না করিতে গণেশ নারায়ণ দেখিলেন, প্রায় দুই হাজার শিক্ষিত ও সশস্ত্র পাঠান দলবদ্ধ হইয়া সদর্পে অগ্রসর হইতেছে। তখন তিনি একটু হটিয়া আসিয়া, যাহাদের হাতে লাঠি ছিল তাহাদের আগু বাড়াইয়া দিলেন; এবং বামে তীরন্দাজ ও শূলীদিগকে স্থাপনা করিয়া, দক্ষিণদিকে স্বয়ং শিক্ষিত সৈন্যসহ অগ্রসর হইলেন।

পাঠানেরা দেখিল, গণেশ নারায়ণ তাহাদের ঘিরিয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছে। তবু তাহারা পিছাইল না! অগ্রসরও হইতে পারিল না।—সে দিকে বড় বড় বাঁশের লাঠি চক্রবৎ ঘুরিতেছিল। দক্ষিণেও সুবিধা দেখিল না, সেখানে গণেশ নারায়ণের শিক্ষিত সৈন্যেরা অচল অটল ভূধরের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বামে

যে দিকে অশিক্ষিত শূলী ও তীরন্দাজরা জ্বালাতন করিতেছিল, সেই দিকে পাঠানেরা অগ্রসর হইল। গণেশ নারায়ণও তাই খুঁজিতে ছিলেন। যে মুহূর্ত্তে পাঠানেরা, গণেশ নারায়ণের দিকে পিছন করিয়া বামদিকে অগ্রসর হইল, সেই মুহূর্ত্তে তাহাদের ধ্বংস অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। পাঠান সৈন্যাধ্যক্ষ যখন তাঁহার ভ্রম বুঝিলেন, তখন তাঁহার পাশে দুই শতের অধিক পাঠান দণ্ডায়মান ছিল না। সেই দুই শত পাঠান, গণেশ নারায়ণের সৈন্য সম্মুখে, খরস্রোতা নদীবক্ষে তৃণের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া কোথায় অদৃশ্য হইল।

বাঙ্গালীরা, "জয় পাটলা দেবীর জয়" "জয় রাজা গণেশ নারায়ণের জয়" বলিতে বলিতে জলপ্রপাতের ন্যায় প্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ করিল। নিবারণ করিতে কেহ আর নাই। দ্বারের পর দ্বার ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল—গৃহের পর গৃহ লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। কিন্তু সুলতানকে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। গণেশনারায়ণ পাতি পাতি করিয়া অন্বেষণ করিলেন; কিন্তু কোথাও তাঁহাকে পাইলেন না। হতাশ হইয়া অবশেষে স্থির করিলেন, সুলতান কোন গুপ্ত পথে পলায়ন করিয়াছেন।

সত্যই সুলতান সুড়ঙ্গপথে পলাইয়াছেন। যখন তিনি

দেখিলেন, প্রাসাদ রক্ষা পাইবার আর কোন সম্ভাবনা নাই, তখন তিনি জনৈক মাত্র ভৃত্য সঙ্গে লইয়া দীপ হস্তে সুড়ঙ্গপথে অবতরণ করিলেন। এই পথ, প্রাসাদ হইতে দুর্গ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার অস্তিত্ব দুই এক জন ছাড়া বড় একটা আর কেহ জানিত না। সংস্কার অভাবে স্থানে স্থানে মাটী পড়িয়া পথ বন্ধ হইয়াছিল। সুলতান স্বহস্তে সেই সকল মাটী সরাইতে সরাইতে ভাবিতে ছিলেন, "কখন ভাবি নাই এই পথে একদিন আমাকে প্রাণভয়ে পলাইতে হইবে। হায়, কেন মরিতে আমি গণেশ নারায়ণের কথা শুনিলাম না—কেন আপনার সর্ব্বনাশ করিতে এত হিন্দুকে রাজধানীতে আহ্বান করিলাম! নিজের মৃত্যুর হেতু নিজে হইলাম—লৌহশলাকা পুঁতিয়া বজ্রকে আমন্ত্রণ করিলাম! হায়, হায়, আমি এ কি করিলাম।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

——:*:——

অমাবস্যার রাত্রি। চারিদিকে অন্ধকার। তবে অন্ধকার তত গাঢ় নয়। আকাশে সহস্র সহস্র তারকা;—কে যেন কলঙ্কী চন্দ্রমাকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া আকাশ-

ময় ছড়াইয়া দিয়াছে। নক্ষত্ররাজি-প্রদীপ্ত ক্ষীণালোকে, রাণী করুণাময়ী কয়েকজন দাস দাসী সঙ্গে লইয়া রাজধানী পরিত্যাগ করিলেন। মহানন্দা তটে একখানা তরণী সজ্জিত ছিল; রাণী সদলে আসিয়া তাহাতে উঠিলেন।

নৌকা মহানন্দা ছাড়িয়া ভাগীরথীতে প্রবেশ করিল। কূলে—দক্ষিণে আদিশূরের গৌড়, বামে বল্লাল সেনের গৌড়। নৌকা বামে ভিড়িল। রাণী নৌকা ত্যাগ করিয়া তটে উঠিলেন।

তীরে—একটু দূরে পাটলাদেবীর বিখ্যাত মন্দির। দেবী আজিকার নহে;—পৌরাণিক * কাল হইতে তাঁহার পূজা চলিয়া আসিতেছে। দেশ দেশান্তর হইতে কত সাধু সন্ন্যাসী আসিয়া পাটলাদেবীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিত; কত সাধক, কত ভক্ত, ছাগ মহিষ বলি দিয়া ষোড়শোপচারে দেবীর পুজা করিত। আজ আর সে মন্দির নাই,—মুসলমানেরা তাহা ভাঙ্গিয়া আদিনা মসজিদের সোপানাবলী নির্ম্মাণ করিয়াছে; সে দেবী প্রতিমা নাই,—মোগলেরা তাহা চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়াছে। এক্ষণে শুধু বেদী মাত্র আছে। হিন্দুরা সেই বেদীর

* স্কন্দপুরাণে পাটলা দেবীর উল্লেখ আছে।

চারিদিকে আজও বৎসর বৎসর সমবেত হইয়া পাটলা দেবীর উদ্দেশে প্রণাম করে।

রাণী আজ দেশের সৌভাগ্য কামনায় দেবীর পূজা করিতে আসিয়াছেন। সঙ্গে লোক জন যথেষ্ট। যথেষ্ট হইলেও রাণী একজন মাত্র দাসী সঙ্গে লইয়া তটোপরি উঠিলেন। পথ জানা নাই; তাতে আবার অন্ধকার। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে না হইতে রাণী শুনিতে পাইলেন, কে একজন পথে পথে চীৎকার করিয়া বেড়াইতেছে। কি বলিতেছে রাণী তাহা বুঝিতে পারিলেন না। কৌতুহলী হইয়া একটু দাঁড়াইলেন। লোকটা ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইল। রাণী তখন শুনিলেন—লোকটা বলিতেছে, "কে কোথায় হিন্দু আছ, হিন্দুকে সাহায্য করিতে ছুটিয়া এস। যদি ধর্ম্ম, মান রক্ষা করিতে চাও—যদি হিন্দুস্থানে আবার সনাতন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিতে অভিলাষ কর, তাহা হইলে নিদ্রালস্য পরিত্যাগ করিয়া রাজা গণেশনারায়ণের প্রাসাদে ছুটিয়া এস।"

কণ্ঠস্বরে রাণী চিনিলেন, এ ব্যক্তি মন্নুয়া। উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন, "মন্নুয়া!"

মন্নুয়া অশ্বপৃষ্ঠে ছিল, আহূত হইয়া নিকটে আসিল। রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি করিতেছ, মন্নুয়া?"

মন্নুয়া উত্তর করিল, "লোক সংগ্রহ করিতেছি। অনেকেই জানে না রাজা গণেশনারায়ণ আজ মুসলমানের দুর্গ আক্রমণ করিবেন। তাই গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া হিন্দুদের সংবাদ দিয়া বেড়াইতেছি।"

রাণী। তুমি সংবাদ দিয়া বেড়াইতেছ না—অগ্নিকণা ছড়াইয়া বেড়াইতেছ। মন্দাকিনি, তুমি ধন্য—তোমার স্বদেশপ্রীতিও ধন্য।

মন্নুয়া। স্বদেশ প্রীতি! আপনি ভুল বুঝিয়াছেন। বাঙ্গালী অধঃপাতে যাক্—বাঙ্গালা রসাতলে যাক্, আমার কিছুমাত্র দুঃখ নাই।

বলিয়া মন্নুয়া অশ্ব সঞ্চালন করিল; এবং সত্বর অন্ধকার মধ্যে অদৃশ্য হইল।

রাণী দাঁড়াইয়া রহিলেন; যে দিকে মন্নুয়া গিয়াছিল সেই দিক পানে চাহিয়া রাণী ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিলেন। তা'র পর ধীরে ধীরে মন্দির অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু মন্দিরের পথ খুঁজিয়া পাইলেন না; পথ হারাইয়া অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। দাসী পথ জানে না, সেও সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে লাগিল। রাণী অবশেষে ক্লান্ত হইয়া সকাতরে ডাকিলেন, "মা দশভুজে! পথ দেখাইয়া দাও মা।"

রাণীর পার্শ্বে—অতি নিকটে শ্রুত হইল, "কোথায় যাবে ?"

রাণী চমকিয়া উঠিলেন ; ফিরিয়া দেখিলেন, নিকটে জনৈক সন্ন্যাসী দণ্ডায়মান। কিন্তু স্পষ্ট কিছু দেখিতে পাইলেন না। উত্তর করিলেন, "মন্দিরে যাব—কিন্তু পথ হারাইয়াছি।"

সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন, "আলো ধরিয়া যাও, সেখানে আলো জ্বলিতেছে।"

রাণী। আলো ত দেখিতে পাইতেছি না।

স। তবে শব্দ ধরিয়া যাও—অনেকেই আজ পূজার্থে তথায় সমবেত হইয়াছে।

রাণী। কোন শব্দই ত শুনিতে পাইতেছি না।

স। তবে আর উপায় নাই, যেখানে আছ সেইখানে থাক।

রাণী ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে ?"

সন্ন্যাসী। আমি পথিক।

রাণী। এখানে কেন ?

স। তুমিই বা এখানে কেন, রাণী করুণাময়ি ?

রাণী দেখিলেন, সন্ন্যাসী অন্ধকারেই তাঁহাকে

চিনিয়াছে। একটু বিস্মিত হইলেন। কথাটার উত্তর না দিয়া রাণী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

স। বেশ দেখিয়াও চিনিতে পারিতেছ না?

রাণী। অনেক ভণ্ড, সাধুর বেশ পরিগ্রহ করিয়া থাকে।

স। আমি ভণ্ড হই, বা সাধুই হই তা'তে তোমার কি ক্ষতি মা?

রাণী। তুমি আমার প্রণম্য কিনা তাহাই বুঝিতেছিলাম।

স। আমি তোমার প্রণামের প্রত্যাশী নই মা! যে প্রশ্ন করিয়াছি তাহারই উত্তর দেও।—তুমি কোথায় চলিয়াছ?

রাণী। দেবী দর্শনে।

স। প্রার্থনা কি?

রাণী। যে অন্ধকারে মানুষ চিনিতে পারে, সে কি মনের কথা জানিতে পারে না?

স। মা, আমার ঐশ্বরিক শক্তি নাই—আমি সামান্য সন্ন্যাসী মাত্র। তোমার মনের কথা কেমন করিয়া জানিব?

রাণী। তুমি কি জান না সন্ন্যাসি, দেশ মধ্যে কি

অত্যাচার প্রবাহ বহিয়া চলিয়াছে? হিন্দুর ধন মান ধর্ম্ম ছলে বলে অপহৃত হইতেছে, হিন্দুর দেবালয় মসজিদে পরিণত হইতেছে, তুমি কি তা' দেখ নাই? বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে কি মর্ম্মভেদী ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছে তুমি কি তা' শুন নাই? শুনিয়া এস—আগে দেখিয়া এস, তা'র পর জিজ্ঞাসা করিও, হিংসাদ্বেষদলনী জগদম্বার কাছে আমার প্রার্থনা কি?

স। তোমরা কি দেশের রাজা হ'তে চাও?

রাণী উত্তর না দিয়া সন্ন্যাসীর নিকটবর্ত্তিনী হইলেন, এবং তীক্ষ্ণ নয়নে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, সন্ন্যাসীর বিশাল জটাভার ভূপৃষ্ঠে লুটাইতেছে। তাঁহার পরিধানে বসন নাই—শুধু ব্যাঘ্র চর্ম্ম। হাতে চিম্‌টা নাই—একটা ক্ষুদ্রকায় ত্রিশূল মাত্র। অঙ্গ বিভূতি-বিলেপিত, রুদ্রাক্ষ-বিশোভিত। সন্ন্যাসীকে দেখিয়া রাণীর মনে ভক্তির সঞ্চার হইল। তিনি বলিলেন, "সন্ন্যাসী ঠাকুর, দেবতা ও স্বামী ছাড়া আমি কাহাকেও প্রণাম করি নাই; আজ আপনাকে করিলাম।"

স। তুমি যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছ মা, সে ব্রত সফল হউক; আশীর্ব্বাদ করি, তুমি রাজ্যেশ্বরী হও।

রাণী। আমরা রাজ্যের অভিলাষী নই।

স। তবে কি চাও?

রাণী। আমরা দেশের মঙ্গল চাই।

স। দেশের মঙ্গল? দেশের কিছুতেই আর কল্যাণ নাই মা, শতাব্দীর পর শতাব্দী মুসলমান অত্যাচার করিতে থাকিবে।—তোমাদের ধন সম্পত্তি লুণ্ঠন করিবে—রমণীর সতীত্ব অপহরণ করিবে—মন্দির দেবালয় বিধ্বস্ত করিয়া বলপূর্ব্বক তোমাদের মুসলমান করিবে। দেশ হ'তে ধর্ম্ম আচার সমাজবন্ধন সকলই অন্তর্হিত হইবে—হিন্দুর কিছুই থাকিবে না। তা'র পর এমন দিন আসিবে, যেদিন পুরুষেরা স্বেচ্ছায় ধর্ম্মত্যাগ করিয়া মুসলমান হইবে—রমণীরা কুলত্যাগ করিয়া যবনগামিনী হইবে। হিন্দু, হিন্দুর উপর অত্যাচার করিবে—প্রতিবেশীর ঘর জ্বালাইয়া দিয়া দস্যুতা করিবে—তাহার কন্যাকে ধরিয়া আনিয়া ধর্ম্মভ্রষ্ট করিবে—ভ্রূণহত্যায় নরহত্যায় সঙ্কোচশূন্য হইবে—*

রাণী। আর শুনিতে চাই না সন্ন্যাসী, যথেষ্ট হয়েছে। দেশের এমন অধঃপতন ঘটিবার পূর্ব্বে বাঙ্গালা যেন সমুদ্র গর্ভে ডুবিয়া যায়।

স। কিন্তু একদিন বাঙ্গালায় শুভদিন আসিবে। যে দিন পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্ত হইতে শ্বেতদ্বীপবাসী বণিকবেশে

* পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে হিন্দুর অধঃপতন এমনই হইয়াছিল।

ভারতে আসিয়া রাজ্য স্থাপন করিবে, সে দিন হিন্দুস্থানে সুখ-সূর্য্য সমুদিত হইবে। তখন তোমরা যুগ যুগান্তরব্যাপী অত্যাচারের কবল হ'তে মুক্ত হইবে—তোমাদের ধন মান ধর্ম্ম সংরক্ষিত হইবে—ধর্ম্মাধিকরণে তোমরা সুবিচার পাইবে—

রাণী বাধা দিয়া বলিলেন, "বিদেশী আমাদের বিচার করিবে!—বিদেশী আমাদের ধন ধর্ম্ম রক্ষা করিবে!—"

স। না করিলে তুমি তোমার ধন ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পার কই মা? তোমার বাহুতে সে শক্তি, হৃদয়ে সে অধ্যবসায়, সমাজে সে ঐক্য কই?

রাণী। শক্তি, অধ্যবসায় আছে কিনা রজনী প্রভাতেই দেখিতে পাইবে।

স। ক্ষণেকের জন্য দীপ জ্বালিতেছ মা!—যে অন্ধকারে বাঙ্গালা এতদিন আচ্ছন্ন আছে, সেই অন্ধকারে বাঙ্গালা আবার নিমজ্জিত হইবে।

রাণী। তবে কি আমাদের এ উদ্যম, এ অধ্যবসায় বৃথা যাইবে?

স। জগতে কিছুই বৃথা যায় না মা! তোমার ক্ষুদ্র চিন্তা, তোমার ক্ষুদ্র কার্য্যেরও বিনাশ নাই। তুমি আজ যাহা ভাবিবে, আজ যাহা করিবে, তাহা যুগযুগান্তরের পর

আবার যখন তুমি পৃথিবীতে আসিবে, তখন তোমাকে আশাতিরিক্ত, কল্পনাতীত ফল প্রদান করিবে।

বলিতে বলিতে সন্ন্যাসী অন্ধকার মধ্যে অদৃশ্য হইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পাঠান নরপতির কোষাগার হস্তগত করিয়া গণেশ নারায়ণ যখন প্রাসাদ চূড়ায় উঠিলেন, তখন রজনী প্রভাত হইয়াছে। অমাবস্যার অন্ধকার অপসারিত হইয়া চারিদিকে আলোক ফুটিয়া উঠিয়াছে। লালরবি অতীতের গর্ভ হইতে ধীরে ধীরে উঠিয়া বাঙ্গালার পানে উঁকি মারিয়া দেখিতেছে। গণেশনারায়ণ প্রাসাদশিরে বাঙ্গালীর জাতীয় পতাকা প্রোথিত করিয়া একবার ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন—স্নেহময়ী জননী যেমন অপহৃত সন্তানকে বহুকাল পরে ফিরিয়া পাইয়া বুকের ভিতর জড়াইয়া ধরেন—কত দুঃখের কথা কত ব্যথার কথা একে একে বলেন, তেমনই মরীচিমালীর

রক্তিমাভ কিরণ শুভ্র পতাকাকে স্নেহালিঙ্গনে জড়াইয়া ধরিয়া অতীতের কত কথা চুপি চুপি বলিতেছে। গণেশ নারায়ণ পতাকামূলে দাঁড়াইয়া মুগ্ধচিত্তে অতীতের ইতিহাস শুনিতে লাগিলেন।

সহসা তাঁহার স্মরণ হইল, এমনই সময় একদিন রাণী করুণাময়ী বলিয়াছিলেন,—"বাঙ্গালার আকাশ মেঘমুক্ত হইয়াছে রাজা, আমি মনশ্চক্ষে দেখিতেছি, উদ্বেলিত জাহ্নবীগর্ভে পাঠান-সিংহাসন ডুবিয়া যাইতেছে।" কথাটা স্মরণ মাত্রেই গণেশনারায়ণের দেহ কণ্টকিত হইল;—তিনি হর্ষোৎফুল্ল নয়নে চারিদিকে নেত্রপাত করিলেন।

দেখিলেন, দূরে অস্পষ্ট-দৃষ্ট ধূম্রবরণ পর্ব্বতচূড়া মহানন্দার কাল জল উঠাইয়া লইয়া আকাশের গায়—অনন্তের গায় বাঙ্গালার মানচিত্র অঙ্কিত করিতেছে। বৃক্ষরাজি,উপাসকবৃন্দের ন্যায় ভূধরকে বেষ্টন করিয়া তাঁহার চরণে ফুল পাতা ভক্তি উপহার ঢালিতেছে। শৈলরাজ তাহা কুড়াইয়া লইয়া ইতিহাসের এক একটী পাতা লিখিয়া যাইতেছেন। স্রোতস্বতী কালিন্দী, দুই কূলের দুই গৌড়ের পদ ধৌত করিয়া তাহাদের চরণরজ কুড়াইয়া লইয়া নূতন নগর, নূতন রাজ্য স্থাপন করিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। সমীরণ দ্রুতবেগে ছুটিয়া আসিয়া, গভীর

ব্যাকুলভাবে কিশোরীমোহন বলিল, "কই সে দেবী মন্দির?—কই সে প্রাঙ্গণ? কিরণ, কিরণ, আমাকে সেখানে একবার ল'য়ে চল। যে প্রাঙ্গণ একদিন আমি নররক্তে সিক্ত ক'রেছিলাম আজ তাহা চো'খের জলে ধুয়ে দেব।"

কিরণ উত্তর করিল, "আমরা ত প্রাঙ্গণেই দাঁড়াইয়া আছি।"

কিশোরীমোহন, কিরণের হাত ছাড়িয়া দিয়া প্রাঙ্গণে বসিল; ক্রমে শুইয়া পড়িল। তা'রপর সেই প্রাঙ্গণের ধূলার উপর গড়াগড়ি দিয়া অনেকক্ষণ কাঁদিল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রাণ যখন কতকটা শান্ত হইল, তখন সে ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। গায়ের ধূলা ঝাড়িল না,—পবিত্র ধূলা অঙ্গে মাখিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

তখন মধ্যাহ্ন। মাথার উপর নিদাঘের জ্বালাময় সূর্য্য—পদনিম্নে কঙ্কর-সমাকুল উত্তপ্ত বালুকা—চারিদিকে শুষ্ক, হৃদয়হীন, দগ্ধকারী বায়ু। ক্ষুধাতুর, পিপাসাতুর কিশোরীমোহন শান্তির আশায় সেই উত্তপ্ত বালুকার উপর বসিয়া রহিল। কিরণবালা, অন্ধ স্বামীকে ধরিয়া পাশে বসিয়া রহিল।

কিশোরীমোহন শুধু অন্ধ নয়—খঞ্জ। যেরূপে সে

সহসা অন্ধ ও খঞ্জ হইল, তা' বলিতেছি। হতভাগ্য রিক্তহস্তে রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া চলিল; এবং গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। অবশেষে একদিন পুনর্ভবা তীরে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম মধ্যে ভিক্ষা করিতে উপস্থিত হইল। দুর্ভাগ্যক্রমে গ্রামবাসীরা তাহাকে চিনিতে পারিল। তখনও হতভাগ্যের অঙ্গে যাবনিক পরিচ্ছদ ছিল। গ্রামবাসীদের অনেকেই জানিত যে, কিশোরীমোহন মুসলমান পক্ষ অবলম্বন করিয়া একদিন মহামায়ার মন্দির ভাঙ্গিতে আসিয়াছিল। এক্ষণে তাহার অঙ্গে যাবনিক পরিচ্ছদ দেখিয়া তাহারা সাতিশয় রোষপরবশ হইল; এবং ভিক্ষুককে ভিক্ষা না দিয়া প্রহারে জর্জ্জরীভূত করিল। ফলে, হতভাগ্যের একটা পা ভাঙ্গিয়া গেল, এবং চক্ষুর্দ্বয়ও বিনষ্ট হইল।

কিরণবালা, কিশোরীমোহনকে তদবস্থায় পুনর্ভবা তীরে দেখিতে পায়। কিরণ, স্বামী পাইল, এবং মানুষের যাহা সাধ্য, কিরণবালা স্বামীর জন্য তাহা করিল।—পঙ্গুকে বুকে করিয়া ধরিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে লাগিল—অন্ধকে নিজের চক্ষু দিয়া গ্রাম বন নদী দেখাইতে লাগিল। স্বামীর মুখে অন্ন জল তুলিয়া দিয়া খাওয়াইতে লাগিল; এবং নিজের পরিধীত

বসনের অর্দ্ধাংশ স্বামীকে পরাইয়া আপনি অর্দ্ধবসনে রহিল।

একদা মধ্যাহ্নে কিরণ যখন তাহার নিদ্রাভিভূত স্বামীর পার্শ্বে বৃক্ষাশ্রয়ে উপবিষ্ট, তখন কোন উচ্ছৃঙ্খল-চরিত্র যুবক, কিরণের রূপে বিমুগ্ধ হইয়া তাহাকে আক্রমণ করিবার প্রয়াস পায়। কিরণ, বৃক্ষের একটা শাখা ভাঙ্গিয়া লইয়া যুবককে উত্তমরূপে শিক্ষা দিল। যুবক পলাইল; কিরণও সেই দিন তাহার নিতম্বচুম্বি কৃষ্ণ কেশ দন্তসাহায্যে কাটিয়া ফেলিয়া দিল; এবং তপ্ত অঙ্গার দ্বারা মুখ, বক্ষ, বাহু পুড়াইয়া বিকৃত করিল।

একদিন অপরাহ্নে কিরণবালা ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল পাক করিয়া স্বামীকে খাওয়াইয়া নিজে যখন ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন-ভোজনে ব্যাপৃতা, তখন বৃক্ষতলশায়ী দৃষ্টিবিহীন কিশোরী-মোহন জিজ্ঞাসা করিল, "কিরণ, তুমি কোথায়?"

কিরণ অন্ন ফেলিয়া ছুটিয়া গিয়া উত্তর করিল, "এই যে আমি তোমার কাছে আছি।"

কিশোরী। কি করিতেছিলে কিরণ?

কিরণ একটু ইতস্ততঃ করিয়া উত্তর করিল, "ভাত খাইতেছিলাম।"

কিশোরী। ভাত কোথায় পেলে?

কিরণ। তোমার পাতে ছিল।

কিশোরী। পাতে ত কিছুই ছিল না!

কিরণ। যা' ছিল তাই ঢের।

কিশোরীমোহন ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "কিরণ, তুমি কেন আমার উচ্ছিষ্ট খাও?"

কিরণ। দোষ কি?

কিশোরী। আমি যে মুসলমান।

কিরণ। আমিও ত মুসলমান।

কিশোরীমোহন ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল, "কিরণ, মানুষের চক্ষু না গেলে কি ভ্রম যায় না?"

কথাটা কি, কিরণ বুঝিল। সে কোন উত্তর না করিয়া নীরবে স্বামীর পাশে বসিয়া রহিল। কিশোরী মোহন বলিল, "কিরণ, আমি অন্ধ না হইলে ত বুঝিতে পারিতাম না, তুমি দেখিতে কেমন—তুমি সুন্দর কেমন। আজ আমি চক্ষু হারাইরা দেখিতেছি, তুমি কত সুন্দর।"

কিরণ কাঁদিয়া ফেলিল। কিশোরীমোহন তাহা বুঝিল; সে আর কিছু বলিল না।

একদিন কিশোরীমোহন বলিল, "কিরণ, এক স্থানে যে'তে আমার বাসনা হয়।"

কিরণ। কোথায়? বল।

কিশোরী। মহামায়ার মন্দিরে। যে মন্দির-প্রাঙ্গণ একদিন আমি হিন্দুরক্তে রঞ্জিত ক'রেছিলাম, সেই প্রাঙ্গণের ধূলা অঙ্গে মাখিতে আমার বাসনা হয়। কিন্তু—কিন্তু—

কিরণ। কিন্তু কি?

কিশো। কিন্তু আমার যে পা নাই।

কিরণ। তোমার না থাকে আমার ত আছে; আমি তোমাকে বুকে করে ল'য়ে যাব।

কিরণবালা স্বামীর ইচ্ছা অপূর্ণ রাখিল না,—তাহাকে বুকে করিয়া লইয়া চলিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

গণেশনারায়ণ আজও ফিরোজাবাদ দুর্গ অধিকার করিতে পারেন নাই। দিনের পর দিন অতীত হইল, গণেশনারায়ণ দুর্গের কিছুই করিতে পারিলেন না। তিনি বর্দ্ধনকোট, মহাস্থানগড়, ভাদুড়িয়া প্রভৃতি স্থান হইতে

অস্ত্র ও সৈন্য আনাইলেন ; কিন্তু দুর্গপ্রাচীর কিছুতেই ভাঙ্গিতে পারিলেন না। পরিখার উপর সেতু নির্ম্মাণ করিলেন, কিন্তু দ্বারভেদ করিতে পারিলেন না। তিনি ষাট সত্তর হাজার সৈন্য সহ দুর্গ ঘিরিয়া বসিয়া রহিলেন।

এমন সময় সংবাদ আসিল, ফকির নুর কুতুব-উল আলম, হিন্দু ও মুসলমান সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন। গণেশনারায়ণ চিন্তিত হইলেন। তিনি ভাবিয়া দেখিলেন, যদি অচিরে দুর্গজয় না হয়, তাহা হইলে দুই দল পাঠান সৈন্যের মধ্যে পড়িয়া—শিলাখণ্ডের পেষণে মক্ষিকাবৎ তাঁহাকে প্রাণ হারাইতে হইবে।

দেওয়ান নরসিংহ পরামর্শ দিলেন, "একদল সৈন্য অগ্রসর হইয়া ফকির সাহেবকে পথিমধ্যে আক্রমণ করুক ; তাহা হইলে তিনি আর সুলতানের সহিত মিলিত হইতে পারিবেন না।"

রাজা, সে প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন না ; বলিলেন, "ফকির সাহেবের সঙ্গে হিন্দু সৈন্য আছে, আমি হিন্দু হ'য়ে হিন্দুর অঙ্গে হাত তুলিতে পারিব না।"

দেওয়ান। তবে কি করিবেন ?

রাজা। আমরা আজ যেমন করিয়া পারি দুর্গ জয়

করিব। দুর্গ অধিকৃত হইলে ফকির সাহেব আর অগ্রসর হইবেন না।

দেও। সে কথা ঠিক। কিন্তু দুর্গজয় করিব কি প্রকারে? এতদিন ত পারিলাম না।

রাজা। আজ হাতী আনাইব; দেখিব, হাতী দুর্গ-দ্বার ভাঙ্গিতে পারে কি না।

হিন্দুরা আবার আজ দুর্গ আক্রমণ করিল। আক্র-মণের বেগটা দ্বারের উপরই বেশী। কিন্তু সে স্থূলকায় লৌহ নির্ম্মিত দ্বারের কিছুই করিতে পারিল না। হিন্দুরা যখনই দ্বার সম্মুখে একত্র হইয়া বড় বড় কুঠার হস্তে দ্বার ভাঙ্গিবার প্রয়াস পায়, তখনই অদৃশ্য হস্তনিক্ষিপ্ত শর ও শূলে তাহাদের জ্বালাতন করিতে থাকে,—তাহারা ক্ষণকালও দ্বারমূলে তিষ্ঠিতে পারে না।

প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিবার চেষ্টাও গণেশনারায়ণ করি-লেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। মই লাগাইয়া প্রাচীরচূড়ে কেহ উঠিলে বিপক্ষেরা শূল বা শরাঘাতে তাহাকে পাতিত করে। তখন গণেশনারায়ণের আদেশে শত শত মই, প্রাচীর গাত্রে এককালে লাগান হইল। মুসলমানেরা প্রথমে কিছু বলিল না; পরে যখন হিন্দুরা দুর্গমধ্যে লাফাইয়া পড়িল, তখন কোথা হইতে পাঠানেরা

ছুটিয়া আসিয়া মুষ্টিমেয় হিন্দুদের টিপিয়া মারিল। যাহারা প্রাচীরচূড়ে ছিল তাহারা আর নামিল না;—পরিখার জলে লাফাইয়া পড়িয়া আত্মরক্ষা করিল, তা'র পর আর কেহ প্রাচীরচূড়ে উঠিল না।

এইরূপে গণেশনারায়ণ সকল দিকে বিফল মনোরথ হইয়া হস্তী-সাহায্যে দুর্গদ্বার ভাঙ্গিবার সঙ্কল্প করিলেন। কয়েকটা হাতী আসিল; রাজা একটার পিঠে উঠিলেন। সেটা তাঁ'র প্রিয় হাতী—নাম মৈনাক; বোধ হয় তাহার বৃহৎ দেহ ও উচ্চতাদৃষ্টে মৈনাক নাম রাখা হইয়াছিল। যখন গণেশনারায়ণ অশ্ব ছাড়িয়া হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন তখন হিন্দুরা চারিদিকে হরিধ্বনি করিয়া উঠিল।

দুইটা বলবান হাতী, দ্বার ভাঙ্গিবার জন্য অগ্রসর হইল; কিন্তু দ্বারের নিকট গিয়া তাহারা পিছাইয়া আসিল। কপাটের গায় শত শত তীক্ষ্ণধার লৌহ কীলক বা শলাকা প্রোথিত ছিল, তদ্দৃষ্টে হস্তীদ্বয় পিছাইয়া আসিল। মাহুত তাড়না করিতে লাগিল, কিন্তু তাহারা কিছুতেই আর অগ্রসর হইল না। তখন আর দুইটা হাতী আসিল। তাহারা সহজে পিছাইল না—দ্বারগাত্রে পৃষ্ঠ-রক্ষা করিয়া দাঁড়াইল।

মাথার উপর শত্রুরা শরশূল নিক্ষেপ করিতে লাগিল—

মাহুতও গতাসু হইল। এ দিকে শলাকায় হস্তীদ্বয়ের দেহ ক্ষতবিক্ষত হইতে লাগিল ;—তাহারা আর দাঁড়াইল না, বৃংহতি নিনাদ করিতে করিতে ছুটিয়া পলাইল।

তখন গণেশনারায়ণ তাঁহার মাহুতকে অগ্রসর হইতে আদেশ করিলেন। মাহুত, গজমস্তক ও নিজের দেহ বর্ম্মে আচ্ছাদিত করিয়া অগ্রসর হইল। কিন্তু দ্বারের নিকট আসিয়া হাতী আর অগ্রসর হইতে চাহিল না। মাহুত অনেক তাড়না করিল, কিন্তু গজরাজ কিছুতেই দ্বারে পৃষ্ঠ দিল না। অনেক চেষ্টার পর অকৃতকার্য্য হইয়া মাহুত জানাইল যে, কীলকবিদ্ধ দ্বারে হাতী কিছুতেই পৃষ্ঠ দিবে না। তখন রাজা গণেশনারায়ণ হস্তিপৃষ্ঠ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন ; এবং ত্বরিতপদে অগ্রসর হইয়া দ্বার-গাত্রে পৃষ্ঠ রক্ষা করিলেন। মাথার উপর অজস্রধারে শর শূল বর্ষিত হইতে লাগিল ; কিন্তু তিনি তাহা গ্রাহ্য না করিয়া মাহুতকে আদেশ করিলেন, "আমার বুকের উপর হাতী চালাও।"

আদেশ প্রতিপালন করিতে মাহুত ইতস্ততঃ করিল। তদ্দৃষ্টে গণেশনারায়ণ বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে পুনরায় আদেশ করিলেন, "হাতী চালাও।"

এবার মাহুত আদেশ অমান্য করিতে সাহস পাইল

না ;—হাতী চালাইল। হাতী ধীরপদে অগ্রসর হইয়া গণেশনারায়ণের সম্মুখে দাড়াইল। এমন সময় সৈন্যদল হইতে একজন ছুটিয়া আসিয়া গণেশনারায়ণকে বলপূর্ব্বক দূরে সরাইয়া দিল ; এবং স্বয়ং দ্বারে পিঠ দিয়া মাহুতকে বলিল, "হাতী চালাও।"

এ ব্যক্তি অমরনাথ—কিশোরীমোহনের শ্বশুর। অমর নাথ মহাগৌরবের স্থান অধিকার করিয়া প্রশান্ত বদনে অবিকম্পিত কণ্ঠে মাহুতকে আদেশ করিলেন, "হাতী চালাও।"

মাহুত এবার নিঃসঙ্কোচে হস্তী চালনা করিল। গজ-রাজ, অমরনাথের বুকের উপর পিঠ দিয়া দ্বার ঠেলিল। লৌহ কপাট অচিরে ঝন্ ঝন্ শব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িল। হিন্দু-সৈন্য জলপ্রপাতের ন্যায় দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু যে বীরশ্রেষ্ঠ স্বেচ্ছায় প্রাণ দিল, তাহার পানে কেহ চাহিয়া দেখিল না—চাহিয়া দেখিবার অবসরও ছিল না। চাহিয়া না দেখিলেও অমরনাথ যে শিক্ষা দিয়া গেল, তাহা হিন্দু-মাত্রেরই হৃদয়ে গাঁথা রহিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

যখন দ্বার ভাঙ্গিয়া পড়িল, তখন সুলতান শয্যার উপর উপবিষ্ট ছিলেন। শব্দে চমকিত হইয়া জনৈক প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসের শব্দ?"

প্রহরী উত্তর করিল, "দুর্গদ্বার ভাঙ্গিয়া পড়িল।"

সুলতান প্রমাদ গণিলেন। তিনি ঝটিতি বাহিরে আসিয়া দুর্গচূড়ায় উঠিলেন।

তথা হইতে দেখিলেন, দ্বিতীয় প্রাচীরের বাহিরপৃষ্ঠে ভয়ানক যুদ্ধ বাধিয়াছে। একদিকে গণেশনারায়ণ, অপর-দিকে ইব্রাহিম খাঁ। হিন্দুরা সংখ্যায় বেশী; পাঠানেরা শিক্ষিত ও কৌশলী। দ্বারসম্মুখে হিন্দদের দাঁড়াইতে হইল,—আর তাহারা অগ্রসর হইতে পারিল না।

গণেশনারায়ণ বাঙ্গালীদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হিন্দুগণ, এই কয়জন পাঠান মারিতে পারিলেই বাঙ্গালার রাজ্য তোমাদের।"

প্রত্যুত্তর স্বরূপ ইব্রাহিম খাঁ তাঁহার সৈন্যদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মুসলমানগণ, তোমাদের পিছনে পথ নাই—কপাট রুদ্ধ; হিন্দুদের তাড়াইতে না পারিলে তোমাদের একজনেরও পরিত্রাণ নাই।"

উভয়দলে তুমুল সংগ্রাম বাধিল। গণেশনারায়ণ দেখিলেন, ইব্রাহিম খাঁকে মারিতে না পারিলে যুদ্ধের শীঘ্র অবসান হইবে না। তখন তিনি পথ করিয়া অগ্রসর হইলেন; এবং ইব্রাহিম খাঁকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মনে আছে খাঁ সাহেব, দেবীকোটে মহামায়ার মন্দির সম্মুখে আমি কি প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলাম?"

ইব্রাহিম। কি প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলে, রাজা?

রাজা। তোমাকে না মারিয়া মরিব না।

ইব্রা। কাথাটা বিস্মৃত হ'য়েছিলাম। একদিন তুমি বন্দীর হাতে তরবারি তুলিয়া দিয়াছিলে; তাই প্রতিজ্ঞার কথাটা ভুলিয়া তোমার মহত্বই স্মরণ রাখিয়াছিলাম।

রাজা। সে সব কথা এখন ভুলে যাও। বাহুতে যদি শক্তি থাকে তবে তাহারই এখন পরিচয় দেও।

বলিয়া রাজা গণেশনারায়ণ অসিহস্তে ইব্রাহিম খাঁকে আক্রমণ করিলেন। ইব্রাহিম তরবারি উঠাইয়া বলিলেন, "রাজা সাহেব, আজিকার যুদ্ধ মন্দির লইয়া নয়—রাজ্য লইয়া।—সাবধান!"

তরবারির আঘাত প্রতিহত করিতে করিতে রাজা বলিলেন, "রাজ্য লইয়া নয়—প্রাণ লইয়া। তোমরা আমাদের ধন প্রাণ ধর্ম্ম কাড়িয়া লইতে আসিতেছ, আমরা

আমাদের ধনপ্রাণ ধর্ম্ম রক্ষা করিতে চাহিতেছি। বলবান কে? রাক্ষস, না দেবতা? অধর্ম্ম, না ধর্ম্ম?”

ইব্রাহিম খাঁ প্রচণ্ডবেগে গণেশনারায়ণকে আক্রমণ করিয়া উত্তর করিলেন, “ধর্ম্মের দোহাই দিও না রাজা,—ওই দেখ, তোমার খড়্গ ভাঙ্গিয়া পড়িল।”

সত্যই রাজার খড়্গ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তখন তিনি একটা বর্শা উঠাইয়া লইয়া বলিলেন, “খড়্গ ভাঙ্গুক, শূল ত আছে। এই শূল যদি নিবারণ করিতে পার তবে বুঝিব, পাঠানকুলে যোদ্ধা আছে।”

গণেশনারায়ণ শূল উঠাইলেন। ইব্রাহিম খাঁ শিরস্ত্রাণ উত্তমরূপে বাঁধিয়া তরবারি হস্তে দাঁড়াইলেন। গণেশ-নারায়ণ দুই হস্তে ধরিয়া প্রচণ্ডবেগে শূলত্যাগ করিলেন। শূল সন্ সন্ শব্দে ছুটিল; ইব্রাহিম খাঁ কিছুতেই তাহা নিবারণ করিতে পারিলেন না; তাঁহার বর্ম্ম কাটিয়া বক্ষ ভেদ করিল। বীরচূড়ামণি ইব্রাহিম খাঁ কাঁপিতে কাঁপিতে ধরাপৃষ্ঠে লুটাইয়া পড়িলেন।

মুসলমান সৈন্য মধ্যে হাহাকার উঠিল। তাহারা আর যুদ্ধ করিল না,—ছত্রভঙ্গ হইয়া পলাইতে লাগিল। হিন্দুরা হাতী আনিয়া দ্বিতীয় দ্বারে লাগাইল।

দুর্গ-শিখর হইতে সুলতান সকলই দেখিলেন। দেখিয়া

বুঝিলেন, পাঠানের আর কল্যাণ নাই। তখন তিনি মাথা হইতে রাজমুকুট ফেলিয়া নিরাশানিপীড়িত হৃদয়ে বলিলেন, "আর কেন? রাজমুকুট আর কেন?" তা'র পর নীচে নামিয়া আসিয়া একবার মিনা খাঁর অন্বেষণ করিলেন। শুনিলেন, সে ক্ষণপূর্ব্বে সুড়ঙ্গপথে পলাইয়াছে। সুলতান বুঝিলেন, পাঠানের আশা ভরসা নির্ম্মূল হইয়াছে। তবু তিনি একবার শেষ চেষ্টা করিবার অভিপ্রায়ে সৈন্য সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন।

এমন সময় সশব্দে দ্বার ভাঙ্গিয়া পড়িল। সুলতান দেখিলেন—দূরে, উন্মত্ত দস্যুদলের ন্যায় হিন্দুরা ছুটিয়া আসিতেছে। বাধা দিবার জন্য একটী পাঠানও নাই,—সকলেই পলায়নতৎপর। অতঃপর সুলতান সহসা দেখিতে পাইলেন, একজন দীর্ঘকায় পাঠান, হিন্দুদের বাধা দিবার জন্য রিক্তহস্তে ছুটিয়া চলিয়াছে। তাহার হাতে পায়ে লৌহশৃঙ্খলের ভগ্নাংশ ঝুলিতেছে। অঙ্গে কোর্ত্তা বা কোন আবরণ নাই—চরণে পাদুকা নাই—মাথায় তাজ নাই—হাতে অস্ত্র নাই। নগ্নদেহে নগ্নপদে, রিক্তহস্তে এই মহাকায় পাঠান, হিন্দুদের মারিতে একাকী ছুটিয়াছে, আর চীৎকার করিয়া বলিতেছে, "যে, শত্রু মারিয়া মরিতে চাও—যে বেহেস্ত চাও, সে আমার সঙ্গে এস।"

এ ব্যক্তি জোনাব খাঁ। নির্ব্বোধ, অনুদারচিত্ত সুলতানের রোষানলে পড়িয়া তিনি কারাগৃহে আবদ্ধ ছিলেন। সেখানে থাকিয়া জোনাব খাঁ যখন শুনিলেন, হিন্দুরা দ্বার ভাঙ্গিয়া দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তখন তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না,—হস্তপদের শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া, কারাদ্বার ভাঙ্গিয়া হিন্দুকে বাধা দিবার উদ্দেশ্যে উন্মত্তবৎ ছুটিলেন।

তাঁহার পরিধানে, শুধু একটা পায়জামা। তা'ও আবার জীর্ণ, মলিন। তিনি তদবস্থায় ছুটিতে ছুটিতে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "যে, শত্রু মারিয়া মরিতে চাও—যে বেহেস্ত চাও, সে আমার সঙ্গে এস।"

যাহারা পলাইতেছিল তাহারা দাঁড়াইল; কিন্তু বড় একটা কেহ জোনাব খাঁর অনুবর্ত্তী হইল না। সুলতান তখন অগ্রসর হইয়া তাঁহার সৈন্যদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমরা কোথায় পলাইবে মনে করিয়াছ, পাঠান-যোদ্ধা? হিন্দুরা চারিদিক ঘিরিয়াছে—পলাইবার পথ নাই। ভিতরে বাহিরে, সুড়ঙ্গপথে রাজপ্রাসাদে, সর্ব্বস্থানে হিন্দু। মরিতে হয় বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিয়া মর—জোনাব খাঁর অনুবর্ত্তী হও।"

পাঠানেরা ফিরিল। সুলতান তাহাদের সঙ্গে লইয়া

জোনাব খাঁর পিছনে পিছনে ছুটিলেন। কিছু দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, জোনাব খাঁ একজন অস্ত্রধারী হিন্দুকে রিক্তহস্তে ভূতলে পাতিত করিয়া তাহার খড়্গ কাড়িয়া লইতেছেন। সুলতানের আদেশে দুই চারি জন পাঠান অগ্রসর হইয়া জোনাব খাঁর শৃঙ্খল খুলিয়া দিল। সুলতান তখন নিজের তরবারি জোনাব খাঁর হাতে তুলিয়া দিয়া বলিলেন, "জোনাব খাঁ! সেনাপতি! পিতা! পুত্রকে ক্ষমা কর।"

জোনাব খাঁর তখন কথা বলিবার সময় ছিল না; কে তাঁহার হাতে তরবারি তুলিয়া দিল, তাহাও লক্ষ্য করিবার অবসর ছিল না।—তিনি ভীমদর্পে অগ্রসর হইয়া বাঙ্গালীদের মধ্যে লাফাইয়া পড়িলেন।

বাঙ্গালীরা তাঁহার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিল না,—ছত্রভঙ্গ হইয়া পলাইতে লাগিল। কিন্তু তাহারা সংখ্যায় অনেক; কয়জনকে জোনাব খাঁ ফিরাইতে পারেন? বাঙ্গালীরা একদল হটিয়া যায়, অপরদল আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করে। অচিরে জোনাব খাঁর খড়্গ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তখন তিনি একজন হিন্দুর হাত হইতে কুঠার কাড়িয়া লইয়া শত্রুধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বাঙ্গালীরা পিছাইয়া গেল;—বড় একটা আর কেহ

তাঁহার সম্মুখীন হইল না। জোনাব খাঁ মত্তমাতঙ্গবৎ কমলবন দলিত করিতে লাগিলেন।

গণেশনারায়ণ দূর হইতে জোনাব খাঁকে লক্ষ্য করিলেন। লক্ষ্য করিয়া উচ্চকণ্ঠে সৈন্যদের আদেশ করিলেন, "সেনাপতি জোনাব খাঁকে বন্দী কর - প্রাণে মারিও না। যে মারিবে, সে আমার শত্রু।"

পাঠান-সেনাপতি তখন মৃগমধ্যে সিংহের ন্যায় লম্ফে লম্ফে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। তাঁহার উন্মত্ত নর্ত্তনে,তাঁহার আকাশ-প্রতিঘাতী হুঙ্কারে রণাঙ্গন প্রকম্পিত হইতে লাগিল। বড় বড় হিন্দু যোদ্ধা,—যদুনারায়ণ, নরসিংহ প্রভৃতি পরাস্ত হইয়া দূরে পলাইলেন। হিন্দুরা ক্রমে ক্রমে পিছাইতে লাগিল। পাঠানগণ, আনন্দ কোলাহলে আকাশতল প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। সুলতান আশান্বিত হইলেন, বুঝি হিন্দুরা পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিল।

গণেশনারায়ণ দূর হইতে জোনাব খাঁর অদ্ভুত বীরত্ব দেখিয়া গজপৃষ্ঠে তাঁহার সম্মুখীন হইলেন ; এবং তাঁহাকে সসম্মানে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "সেনাপতি সাহেব, আমি ইচ্ছা করিলে বহুপূর্ব্বে আপনাকে মারিতে পারিতাম। কিন্তু আপনার মত বীরকে মারিতে প্রবৃত্তি নাই, আপনি বর্ম্ম অস্ত্র গ্রহণ করুন।"

জোনাব খাঁ উত্তর করিলেন, "শত্রুর নিকট দান গ্রহণ করা আমার অভ্যাস নাই, রাজা সাহেব! আপনার নিকট অস্ত্র চাই না, জীবন ভিক্ষাও চাই না। সাধ্য থাকে, আমাকে মারিয়া আপনার পথ নিষ্কণ্টক করুন।"

গণেশ। নগ্নদেহ, অস্ত্রহীন যোদ্ধাকে মারিয়া কোন পৌরুষ নাই, সেনাপতি সাহেব!

জোনাব। বৃথা গর্ব্বেও কোন পৌরুষ নাই, রাজা সাহেব!

গণেশনারায়ণ গজপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলেন; এবং তরবারি রাখিয়া কুঠার গ্রহণ করিলেন। দুই শ্রেষ্ঠ বীর দ্বার-সন্নিকটে পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইলেন। উভয়ের হাতে কুঠার, তদ্ব্যতীত অন্য অস্ত্র নাই। তবে রাজার অনেকটা সুবিধা ছিল। তাঁহার দেহ অক্ষত—জোনাব খাঁর আপাদমস্তক রুধিরাপ্লুত। রাজার দেহ বর্ম্মাচ্ছাদিত—জোনাব খাঁর দেহ নগ্ন। রাজার মাথায় শিরস্ত্রাণ—জোনাব খাঁর মাথায় একটা তাজ বা টুপিও নাই। না থাকিলেও—বর্ম্ম বা শিরস্ত্রাণ না থাকিলেও জোনাব খাঁ নির্ভীকচিত্তে রাজা গণেশ-নারায়ণকে আক্রমণ করিলেন। রাজা তখন অঙ্গ হইতে

কবচ, মাথা হইতে শিরস্ত্রাণ খুলিয়া ফেলিয়া নগ্নদেহে জোনাব খাঁর সম্মুখে দাঁড়াইলেন।

হিন্দু মুসলমান সরিয়া দাঁড়াইল। যাহারা পলাইতেছিল তাহারাও ফিরিয়া এই দুই বীরসিংহের যুদ্ধ দেখিতে লাগিল। উভয়ই তুল্যযোদ্ধা। তাঁহাদের মত রণকুশলী বীরপুরুষ তৎকালে বাঙ্গালায় ছিল না। চারিদিক হইতে লোক ছুটিয়া আসিয়া লড়াই দেখিতে লাগিল।

লড়াই ক্ষণকালের মধ্যেই শেষ হইল। জোনাব খাঁর ক্লান্ত, অবসন্ন হস্ত হইতে কুঠার ছিন্ন হইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইল। তিনি অস্ত্রপ্রত্যাশায় একবার চারিদিকে নেত্রপাত করিলেন। নিকটে হিন্দু বা মুসলমান কেহ নাই—ভূতলে সন্নিকটে কোন অস্ত্রও নাই। দূরে—দুর্গচূড়ে অর্দ্ধচন্দ্রাঙ্কিত ইস্‌লাম পতাকা উড়িতেছিল; তাহার পানে জোনাব খাঁ নিরাশা-নিপীড়িত হৃদয়ে মুহূর্ত্তের জন্য চাহিয়া দেখিলেন।

রাজা তখন নিজের কুঠার জোনাব খাঁর হাতে তুলিয়া দিয়া বলিলেন, "সেনাপতি সাহেব, অস্ত্র গ্রহণ কর।"

সেনাপতি অস্ত্র গ্রহণ করিলেন না—বিমুখ হইয়া দাঁড়াইলেন। রাজা পুনরায় বলিলেন, "জোনাব খাঁ, দোস্ত, ভাই, কুঠার লও।"

জোনাব খাঁ, রাজার পানে ফিরিয়া চাহিলেন; পরে ধীরে ধীরে হাত উঠাইয়া অস্ত্র গ্রহণ করিলেন। রাজা তখন নগ্ন বক্ষের উপর বাহুদ্বয় নিবদ্ধ করিয়া জোনাব খাঁর সম্মুখে স্থির পদে দাঁড়াইলেন; এবং মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "আমাকে মার, ভাই! আমাকে মারিয়া যদি ক্ষণেকের জন্যও শান্তি পাও, তবে আমাকে মার ভাই!"

জোনাব খাঁ মারিলেন না—হাতও উঠাইলেন না। অস্ত্রখানি বুকে করিয়া ধরিয়া তিনি শুধু নীরবে রাজার পানে চাহিয়া রহিলেন। সকলে বিস্মিত নয়নে দেখিল, জোনাব খাঁর গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা গড়াইতেছে। তিনি একবার ইস্‌লাম পতাকা পানে চাহিলেন, একবার গণেশনারায়ণের পানে অশ্রুপূর্ণ নয়নে দৃষ্টিপাত করিলেন। তা'রপর চৈতন্য হারাইয়া ধরাপৃষ্ঠে লুটাইয়া পড়িলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

—*—

দুর্গের বাহিরে—অনেকটা দূরে দাঁড়াইয়া মনুয়া দেখিল, দুর্গশিরে হিন্দুপতাকা উড়িতেছে। অস্তগমনোন্মুখ লাল রবি, পতাকাপাদমূলে হেলিয়া পড়িয়াছে; কে যেন

চাপিয়া ধরিয়া সূর্য্যকে পশ্চিমসাগরে ডুবাইয়া দিতেছে। কোলাহলের তখনও বিরাম নাই—মনুয়া বুঝিল, দুর্গমধ্যে তখনও লড়াই চলিতেছে। সে একটা বৃক্ষকাণ্ডের উপর বসিয়া চারিদিকে লক্ষ্য রাখিতে লাগিল।

দুর্গের উত্তরে একটা বিস্তীর্ণ প্রান্তর, তার পর বন। মনুয়া এই বনের ভিতর, পথ আগুলিয়া বসিয়াছিল। সে জানিতে যে, কোন পাঠান যদি দুর্গ হইতে পলায়ন করে তাহা হইলে তাহাকে এই বনপথ অবলম্বন করিতে হইবে। কেন না, অন্য পথ পাঠানের পক্ষে নিরাপদ নহে।

ক্রমে সূর্য্য ডুবিয়া গেল। তখন মনুয়া সহসা দেখিল, একজন যোদ্ধ‌্‌পুরুষ অশ্বারোহণে বনের দিকে তীরবৎ ছুটিয়া আসিতেছে। মনুয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার পিছনে—একটু দূরে—কয়েকজন অস্ত্রধারী হিন্দু ভূপৃষ্ঠে শয়ান ছিল। তাহাদের মধ্যে একজন মাথা তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'য়েছে ?"

যে ব্যক্তি কথাটা বলিল, সে একটা দস্যুদলের অধিপতি—নাম কালীচরণ। অর্থলোভে দস্যুপতি, মনুয়ার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়াছিল। মনুয়াকে উঠিতে দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, কি হ'য়েছে ?"

মনুয়া সে কথার কোন উত্তর না দিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অশ্বারোহীকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অশ্বারোহী ক্রমে নিকটতর হইল। তখন মনুয়া তাহাকে চিনিল ;—যাহার অপেক্ষায় সে বনের ভিতর ফাঁদ পাতিয়া বসিয়া আছে, এ ব্যক্তি সেই হতভাগ্য সুলতান সামসুদ্দীন সানি।

মনুয়া কাঁধের উপর হইতে ধনুক নামাইয়া তাহাতে শরযোজনা করিল। যাহারা শুইয়াছিল, তাহারা উঠিয়া ঝোপের অন্তরালে লুকাইল। সুলতান ক্রমে প্রান্তর ছাড়িয়া বনের ভিতর প্রবেশ করিলেন। মনুয়া তখন লক্ষ্য স্থির করিয়া শরত্যাগ করিল। তীর সন্ সন্ শব্দে ছুটিল ; কিন্তু অশ্ব বা অশ্বারোহীর অঙ্গ স্পর্শ করিল না,—সুলতানের সম্মুখ দিয়া গিয়া এক বৃক্ষদেহে আঘাত করিল। সুলতান ভীত হইয়া অশ্ববেগ সংযত করিলেন ; এবং ভয়চকিত নয়নে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তন্মুহূর্ত্তে দ্বিতীয় শর, অশ্বললাট বিদীর্ণ করিল। এবার অব্যর্থ সন্ধান,—ঘোটকরাজ ধরাশায়ী হইল।

সুলতান পতনোন্মুখ অশ্ব হইতে লাফাইয়া পড়িয়া তরবারি কোষোন্মুক্ত করিয়া দাঁড়াইলেন ; এবং চতুর্দ্দিক

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, সম্মুখে—বৃক্ষান্তরালে—একটু দূরে, ধনুকে শরযোজনা করিয়া একটি কিশোর বয়স্ক বালক দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তাহার পরিধানে পায়জামা—অঙ্গে ঢিলা কোর্ত্তা—মাথায় প্রকাণ্ড পাগ্‌ড়ি। সুলতান তাহাকে চিনিলেন,—সে মনুয়া।

চিনিবামাত্র সুলতান উত্থিত কৃপাণহস্তে তৎপ্রতি ধাবমান হইলেন। মনুয়া বলিল, "যেখানে আছ সুলতান, সেইখানে থাক—পাদভূমিও আর অগ্রসর হইও না।"

সুলতান সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া অগ্রসর হইতে হইতে বলিলেন, "এতদিনে তোকে পাইয়াছি কাফের, আর তোর নিস্তার নাই।"

মনুয়া নড়িল না, কথাটিও কহিল না,—শুধু ধনুক উঠাইয়া সুলতানের দক্ষিণ বাহুমূল লক্ষ্য করিল। সুলতান অচিরে আহত হইয়া পিছাইয়া গেলেন;—তাঁহার হাত হইতে তরবারি খসিয়া পড়িল।

মনুয়া তখন ক্ষিপ্রপদে অগ্রসর হইয়া সুলতানের কৃপাণ ভূপৃষ্ঠ হইতে উঠাইয়া লইল। সুলতান একটু ভীত হইলেন। সাহায্যপ্রত্যাশায় চারিদিকে একবার নেত্রপাত করিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, কেহ কোথাও নাই।

সম্মুখে, সুদূরবিস্তৃত অরণ্য—পশ্চাতে, হিন্দুপতাকা বিমণ্ডিত ফিরোজাবাদ দুর্গ। সুলতান হতাশহৃদয়ে ফিরিয়া মনুয়ার পানে আবার চাহিলেন।

মনুয়া মৃদু অথচ গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে চিনিতে পার, সুলতান?"

সে কথার উত্তর দেওয়া নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া সুলতান বলিলেন, "পথ ছাড়িয়া দাও—আমি তোমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিতেছি, মনুয়া!"

মনুয়া। আমি মনুয়া নই।

সুলতান। তবে তুমি কে?

মনুয়া। আমি মন্দাকিনী।

সুলতান। স্ত্রীলোক? বিশ্বাস হয় না।

মনুয়া। তবে একটু অপেক্ষা কর; কিন্তু সাবধান, পলাইবার চেষ্টা করিও না; যদি কর, তাহা হইলে তৃতীয় শরে তোমাকে প্রাণে মারিব।

বলিয়া মনুয়া একটা ঝোপের অন্তরালে গেল; এবং ক্ষণমধ্যে বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া ফিরিয়া আসিল। সুলতান দেখিলেন, মনুয়া পায়জামা ছাড়িয়া কাপড় পরিয়াছে, কোর্ত্তা রাখিয়া কাঁচুলি ও ওড়না গ্রহণ করিয়াছে, পাগ্‌ড়ি ত্যাগ করিয়া চুল এলাইয়া দিয়াছে; সুলতান বিস্মিতনয়নে

মন্দাকিনীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার প্রতীতি হইল, মন্দাকিনীকে যেন কোথায় দেখিয়াছেন। কিন্তু কোথায়, কবে, তাহা স্মরণ করিতে পারিলেন না।

মন্দাকিনী কৃপাণ বা ধনুর্ব্বাণ ছাড়ে নাই; সে, কৃপাণের উপর ভর দিয়া সুলতানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এখন চিনিতে পার কি আলিম সা? এমনি বেশে কখন আমায় দেখেছিলে বলে স্মরণ হয় কি? এই ছিন্ন বসন, এই ছিন্ন কাঁচুলি দেখে অতীতের কোন স্মৃতি মনে উদয় হয় কি? সেই ভাগীরথী উপকূলে—সেই গৌড়ের ভগ্নাবশেষ মধ্যে,—মনে পড়ে না? ঠিক্ এমনি সময়ে, লালরবি পশ্চিমে ডুবিয়া যাইতেছে—পূর্ণিমার চাঁদ পূর্ব্বাকাশে সমুদিত হইতেছে, তুমি ও তোমার পাপ সহচর কিশোরীমোহন — "

সুলতান বাধা দিয়া বলিলেন, "এইবার মনে পড়েছে; তুমি সেই—?"

মনুয়া। হাঁ, আমি সেই—আমি সেই দুর্ব্বল বাঙ্গালীর মেয়ে। যা'র ধর্ম্ম, ক্রীড়নক মনে করে একদিন পদদলিত কর্‌বার চেষ্টা করে'ছিলে, আজ সেই নগণ্য বালিকা, রাজাধিরাজ সুলতান সৈয়ফ উদ্দীনের সম্মুখে ভাগ্য-বিধাত্রীরূপে দণ্ডায়মান।

সুলতান। মন্দাকিনী, আমি চেষ্টা করে'ছিলাম মাত্র ; কিন্তু কোন অপকার ত করি নাই।

এবার মন্দাকিনীর ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য ভাসিয়া গেল,—ব্যাঘ্রিনীর ন্যায় ফুলিয়া উঠিয়া গর্জ্জিয়া বলিল, "অপকার কর নাই, নরাধম কাফের ? আমার পিতাকে জলে ডুবাইয়া মারিয়াছ—আমাকে স্পর্শ করিয়া কলঙ্কিত্ করিয়াছ—আমার বাগ্‌দত্ত স্বামীর সহিত চিরবিচ্ছেদ ঘটাইয়াছ, আবার বলিতেছ অপকার করি নাই !"

সুলতান। মন্দুয়া—মন্দাকিনী, ক্ষমা—

মন্দা। ক্ষমা ! ক্ষমা কাহাকে বলে আমি তা' জানি না। পিতার শব স্পর্শ করিয়া শপথ করিয়াছি, তোমার ও কিশোরীমোহনের সর্ব্বনাশ করিব ; কিছুতেই তোমাদের পরিত্রাণ নাই।

বলিয়া মন্দাকিনী পিছনে ফিরিয়া ডাকিল, "কালীচরণ !"

কালীচরণ অদূরে বৃক্ষান্তরালে লুক্কায়িত ছিল ; আহূত হইয়া সে সদলে অগ্রসর হইল। মন্দাকিনী তখন সুলতানের দিকে অঙ্গুলি হেলাইয়া আদেশ করিল, "লোকটাকে বাঁধ।"

দস্যু-সর্দার সুলতানকে চিনিল। চিনিয়া সে আর

অগ্রসর হইল না; ভাবিয়া দেখিল, সুলতানকে সাহায্য করিলে সে অধিকতর লাভবান হইতে পারে; তা' ছাড়া আর একটা কথা ছিল,—যিনি সমগ্র বাঙ্গালার অধিপতি, তাঁহার অঙ্গে হস্তক্ষেপ করিতে একজন সামান্য দস্যু সাহস পাইল না। মন্দাকিনী বারম্বার আদেশ করিল—ভয় দেখাইল—প্রলোভন দেখাইল, কিন্তু কালীচরণ কিছুতেই আজ্ঞা পালন করিতে সম্মত হইল না। তখন মন্দাকিনী শেষ উপায় অবলম্বন করিল,—রাণী করুণাময়ী প্রদত্ত অঙ্গুরীয় দস্যুদলপতিকে দেখাইল। দস্যু কালীচরণ লেখা পড়া জানিত। অঙ্গুরীয়তে সে গণেশনারায়ণের নাম খোদিত দেখিল। তখন ঘৃণিত দস্যুসর্দ্দার কালীচরণ পাদভুমি পিছাইয়া গিয়া সসম্মানে বলিল, "কি করিতে হইবে আদেশ করুন।"

সুলতান দেখিলেন, তাঁহার আর নিস্তার নাই। তখন তিনি দস্যু সর্দ্দারকে প্রলুব্ধ করিবার আশায় বলিলেন, "কালীচরণ, আমি তোমাকে ধন দিব, চাক্‌লা দিব, পরগণা দিব, আমাকে ছাড়িয়া দাও।"

কালীচরণ উত্তর করিল. "সুলতান, তোমার অর্থের চেয়ে—তোমার পরগণার চেয়ে আমার বাঙ্গালীরাজার আদেশ বড়।"

সে দিকে হতাশ হইয়া সুলতান, মন্দাকিনীর দিকে ফিরিলেন; বলিলেন, "মন্দাকিনী, তুমি আমাকে যা' বলিবে তাই করিব—যা' চাহিবে তাই দিব, তুমি আমাকে ছাড়িয়া দাও।"

মন্দা। বলিতে লজ্জা করে না, পামর! আমার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া এখন আমাকে অর্থের প্রলোভন দেখাইতেছ?

সুল। মনুয়া—মন্দাকিনী, আমাকে প্রাণে মারিও না—

মন্দা। তোমাকে প্রাণে মারিতে বাসনা নাই; সে ইচ্ছা থাকিলে বহুদিন পূর্ব্বে তোমাকে সংহার করিতে পারিতাম।

সুল। তবে আমাকে লইয়া কি করিবে?

মন্দা। তাহা সত্বরই দেখিবে।

সুলতান সত্বরই তাহা দেখিলেন। দস্যু-স্কন্ধে বাহিত হইয়া প্রহরেকের মধ্যে তিনি কিশোরীমোহনের বিলাস ভবনে উপনীত হইলেন। উদ্যানের আর সে শ্রী নাই, সে সজীবতা নাই,—অনলমুখে সব ধ্বংস হইয়াছে। জ্যোৎস্নালোকে সুলতান দেখিলেন, দগ্ধাবশিষ্ট গৃহপ্রাচীর ও বৃক্ষকাণ্ড, কৃষ্ণবর্ণ পিশাচীর ন্যায় স্থানে স্থানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। যেন তাহারা বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি পরিগ্রহ

করিয়া সুলতানকে বলিতেছে, তুমিই আমাদের এ দুর্দ্দশা ঘটাইয়াছ। সুলতান দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলেন, যে স্থান একদিন আমার বিলাসভূমি ছিল, আজ বুঝি সে স্থান আমার বধ্যভূমি হইবে।

মন্দাকিনী পিছনে পিছনে আসিতেছিল। সুলতান তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মন্দাকিনী, পৃথিবীতে এত স্থান থাকিতে আমায় এখানে আনিলে কেন? এই মশানে কি আমায় বলি দিবে?"

মন্দাকিনী, দস্যুদলকে বিদায় দিয়া উত্তর করিল, "তোমায় বলি দিব না—প্রাণেও মারিব না। পৃথিবীর তলদেশে যে পূতিগন্ধময় কারাগারে তুমি ও কিশোরী-মোহন একদিন দেওয়ান নরসিংহকে আবদ্ধ রাখিয়াছিলে সেইখানে তোমায় আবদ্ধ রাখিব। জীবনে তুমি আর চন্দ্র সূর্য্যের মুখ দেখিতে পাবে না—মানুষের সহিত বাক্যালাপ করিতে পাবে না—এই নির্ম্মল বাতাস আর স্পর্শ করিতে পাবে না। সেখানে যাহাদের তুমি অনাহারে যন্ত্রণা দিয়া মারিয়াছ, তাহাদের অস্থি তোমার সহচর হইবে—তাহাদের প্রেতাত্মা তোমার সাথী হইবে। তোমায় অনাহারে মরিতে দিব না—আমার অনুচর আসিয়া প্রত্যহ তোমাকে আহার্য্য দিয়া যাইবে।"

মন্দাকিনীর কথা শেষ হইতে না হইতে এক ব্যক্তি দগ্ধ প্রাচীরের অন্তরাল হইতে ধীরে নিঃশব্দে আসিয়া সুলতানের পিছনে দাঁড়াইল। সুলতান ভাবিলেন, লোকটা বুঝি তাঁহাকে হত্যা করিতে আসিয়াছে। তিনি ভীত হইয়া ছুটিয়া পলাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না—হস্তপদে রজ্জুর বন্ধন,—সশব্দে ভূপৃষ্ঠে পড়িয়া গেলেন।

লোকটা তখন সুলতানকে স্কন্ধোপরি উঠাইয়া কূপ-মুখে ছুটিয়া আসিল। পূর্ব্ব হইতে সে একটা ঝোড়া ও রজ্জু সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল ; এক্ষণে সুলতানকে সেই ঝোড়ার উপর বসাইয়া হাত পায়ের বাঁধন কাটিয়া দিল। সুলতানের যে টুকু সাহস ও আশা ছিল তাহাও অন্তর্হিত হইল ! তিনি চক্ষের জলে গণ্ড বক্ষ প্লাবিত করিয়া যুক্ত-করে বলিলেন, "মনুয়া আমি চিরদিন তোমার ক্রীতদাস হইয়া থাকিব—আমায় ক্ষমা কর।"

মন্দাকিনী উত্তর করিল, "আমার হৃদয়ে দয়া, ক্ষমা, স্নেহ, প্রীতি কিছুই নাই ; এই উদ্যানের মত পুড়িয়া সব ছাই হইয়া গিয়াছে।"

সুলতান ক্রমে কূপ-পথে অবতরণ করিতে লাগিলেন। নীচে নিবিড় অন্ধকার—দীপ্তি শূন্য, ছিদ্র শূন্য, অনন্ত অন্ধ-

কার। সুলতান ভীত হইয়া চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, "মনুয়া মনুয়া, তোমাকে রাজ্য দিব—সর্ব্বস্ব দিব—সিংহাসনে বসাইয়া আজীবন তোমার দাসত্ব করিব,—আমায় ক্ষমা কর—ছাড়িয়া দাও।"

বজ্রসম কঠিন কণ্ঠে মন্দাকিনী উত্তর করিল, "ভাগীরথী কূলে যখন তোমার পায়ে ধরিয়া বলিয়াছিলাম, 'প্রভু, জনাব, আমায় ক্ষমা কর, ছাড়িয়া দাও, আমি চিরদিন তোমার বাঁদী হ'য়ে থাক্‌ব,' তখন কি তুমি আমায় ক্ষমা করেছিলে ?—ছাড়িয়া দিয়াছিলে ?"

সুলতান ক্রমে নামিতে লাগিলেন ; ক্রমে তাঁহার কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হইয়া আসিল। ক্ষীণ হইলেও মন্দাকিনী উপর হইতে শুনিতে পাইল, সুলতান কাতরকণ্ঠে বলিতেছেন, "মনুয়া আমায় ক্ষমা কর।" ক্রমে কণ্ঠস্বরও আর শুনা গেল না,—একটা অস্ফুট শব্দ শুধু নৈশ আকাশে উঠিতে লাগিল। অবশেষে কূপ মুখে কপাট পড়িল—লোকটাও চলিয়া গেল। কিন্তু মন্দাকিনী গেল না, যেখানে ছিল সেই খানেই বসিয়া রহিল। নিশিভোর যেন সে শুনিল, সুলতান কাঁদিয়া বলিতেছেন, "মনুয়া আমায় ক্ষমা কর।"

মন্দাকিনী উঠিল না—নড়িল না, তেমনই ভাবে বসিয়া নিশি যাপন করিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

"কিরণ, সূর্য্য উঠেছে কি ?"

"না, এখনও উঠে নাই।"

"তবে আমার চোখের সাম্‌নে এত আলো কেন ? তোমার মুখখানা কি আমার সমুখে ধরেছ ?"

কিরণ উত্তর করিল না ; স্বামীর হাত দু'টি নিজের হাতের ভিতর লইয়া তৃণশয্যার উপর নীরবে বসিয়া রহিল।

কিরণ আর স্বামীর হাত ধরিয়া পথে পথে বেড়ায় না। সে এখন বৃক্ষতলে একখানি কুটীর বাঁধিয়াছে—গাছের ডাল পালা ভাঙ্গিয়া আনিয়া কিরণ স্বহস্তে এক খানি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছে। নীচে, কৃষ্ণবর্ণা পুনর্ভবা বহিয়া চলিয়াছে ; অনতিদূরে শুভ্রবরণা মহানগরী দেবীকোট ; দূরে সবুজকায় শৈলমালা ; শৈল মালার মাথার উপর অনন্ত নীলাকাশ। কিরণ সেই অনন্তবিস্তৃত নীলাকাশতলে অনন্তপ্রবাহিনী পুনর্ভবাতটে কুটীর বাঁধিয়া মহাসুখে দিন যাপন করিতেছে।

কিশোরীমোহন ডাকিল, "কিরণ !"

কিরণ। কি ?

কিশোরী। না, বল্‌ব না।

কিরণ। না বলিলেও আমি বল্‌তে পারি।

কিশোরী। বল দেখি।

কিরণ। তোমার সাধ হয়েছে আমাকে একবার দেখিতে।

কিশোরী। ঠিক বলেছ কিরণ, তোমায় দেখিতে একবার সাধ হ'য়েছে। বহু দিন তোমায় দেখি নাই, বুঝি জীবনে কখনও তোমায় দেখি নাই। কিরণ, তুমি দেখিতে কেমন ?

কিরণ কোন উত্তর না দিয়া স্বামীর আরও নিকটে সরিয়া বসিল। কিশোরীমোহন কিরণের মুখখানি হাতের ভিতর ধরিয়া বলিল, "কিরণ, মুখখানি পুড়াইয়া কেন বিকৃত করিলে ?"

কিরণ। যে সৌন্দর্য্য তুমি দেখিলে না সে সৌন্দর্য্য রাখিয়া ফল কি ?

কিশোরীমোহন কোন উত্তর না করিয়া নীরব রহিল। উভয়ে উভয়ের হাত ধরিয়া, অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া অনেকক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল। সূর্য্য সমুদিত হইল—মাথার উপর পাখী ডাকিয়া গেল, কিন্তু কাহারও সে দিকে লক্ষ্য

নাই,—তন্ময়চিত্তে উভয়ে নীরবে বসিয়া রহিল। অনেক-ক্ষণ পরে কিশোরীমোহন সহসা বলিল, "কিরণ আজ গান শুনা'লে না?"

"শুনাইতেছি," বলিয়া কিরণ হাত মুখ ধুইতে উঠিল। নদীতটে আসিয়া দেখিল, ঘাটে একখানা নৌকা বাঁধা রহিয়াছে। এ ঘাটে সচরাচর নৌকা ভিড়ে না,—ভিড়িবার প্রয়োজনও হয় না; কেন না, নিকটে লোকালয় নাই। কিরণ একটু বিস্মিত হইল; তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুইয়া কুটীরে ফিরিয়া আসিল। কিশোরীমোহন বলিল, "কিরণ এইবার একটা গান গাও।"

কিরণ গান ধরিল। কিশোরীমোহন কিরণের হাত দুইখানি নিজের হাতের ভিতর লইয়া গান শুনিতে লাগিল। বেলা ক্রমে বাড়িতে লাগিল; কিন্তু সে দিকে কাহারও লক্ষ্য নাই; একজন গাহিতেছে—অপরে শুনিতেছে; একজনের শুনাইয়া তৃপ্তি—অপরের শুনিয়া তৃপ্তি। গান শেষ হইল। কিরণ উঠিল। কিশোরী-মোহন জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা যাও?"

"ভিক্ষায়।"

"আজ আর গিয়া কাজ নাই।"

"ঘরে যে কিছু নাই?"

কিশোরীমোহন ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল, "কিরণ, আমি মনে করিতেছি—"

কিরণ। কি মনে করিতেছ?

কিশোরী। দেশে ফিরিয়া যাব।

কিরণ। কেন, এই ত আমাদের দেশ। যেখানে তুমি আছ, আমি আছি—যেখানে আমাদের সুখের স্মৃতি আছে, সে স্থানের চেয়ে প্রিয় স্থান জগতে কোথায়?

কিশোরী। তোমার পিত্রালয়ে যাইতে ইচ্ছা কর না কি?

কিরণ। না।

কিশোরী। সেখানে থাকিলে তোমাকে আর পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে হইবে না।

কিরণ। সেখানে রাজভোগে থাকা অপেক্ষা আমার ভিক্ষান্ন সহস্রাংশে ভাল।

কিশোরী। তবে চল রাজধানীতে ফিরিয়া যাই।

কিরণ। আবার সেখানে?

কিশোরী। কেন, দোষ কি? শুনিয়াছি সুলতান মরিয়াছে, গণেশনারায়ণ রাজা হইয়াছে; সে কি হিন্দু হ'য়ে আমার জন্যে কিছু করিবে না?

কিরণ। করে করুক, সেখানে আর যাব না।

কিশোরী। তুমি ভিক্ষা করিয়া বেড়াও কিরণ, আমার প্রাণে যে তা সহ্য হয় না।

কিরণ। আমি যে সুখে আছি সে সুখ বুঝি দেবতাদের ভাগ্যেও জুটে না।

কিশোরীমোহন নিরুত্তর রহিল। কিরণ কিসে এত সুখী তাহাই সে নীরবে ভাবিতে লাগিল। বেলা বাড়িয়া ক্রমে মধ্যাহ্ন হইল। কিরণ আর বিলম্ব না করিয়া ভিক্ষায় প্রস্থান করিল।

কিশোরীমোহন একা রহিল। নিকটে লোকালয় নাই—চারিদিক জনশূন্য। সম্মুখে কল্লোলিনী নদী—মাথার উপর, বৃক্ষচূড়ায় অসংখ্য পাখী। কিশোরী মোহন একা বসিয়া নদীর কান্না, পাখির ভগ্ন হৃদয়ের চীৎকার শুনিতে লাগিল। কল্লোলিনীর সেই মর্ম্মস্পর্শী কান্না শুনিতে শুনিতে তাহার মনে হইল, কে যেন প্রাণের যাতনায় অধীর হইয়া গভীর উচ্ছ্বাসে নিরন্তর কাঁদিতেছে, যেন কোন প্রেম-বিগলিতা রমণীকে স্বামীর কণ্ঠ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কে ধরিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে, তাই সে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া দুই কূলে আছাড় খাইয়া বন্ধন ভাঙ্গিবার নিরন্তর প্রয়াস পাইতেছে।

কিশোরীমোহন আর নদীর কান্না শুনিতে পারিল

না,—তাহার বুকের ভিতর কেমন করিয়া উঠিল। সে তখন নদীর দিকে পিছন ফিরিয়া বৃক্ষতলে বসিয়া পাখির গান শুনিতে লাগিল। পাখীরাও কি কেহ সুখী নয়? কোন পাখী যথাসর্ব্বস্ব হারাইয়া পঞ্চমে কণ্ঠ উঠাইয়া নিরন্তর ঘোষণা করিতেছে, জগতের সকলই 'কু'; কেহ বা প্রণয়ে নিরাশ হইয়া আকাঙ্ক্ষার বহ্নি হৃদয়ে জ্বালিয়া জগৎময় প্রণয়িনীকে সাধিয়া বেড়াইতেছে, 'বউ কথা কও'; কেহ বা রূপের জ্বালায় অন্ধ হইয়া আকাশময় ছুটিয়া বেড়াইতেছে, আর বলিতেছে "ওগো আমার চো'খ্ গেল—আমার চো'খ্ গেল।"

পাখির সেই আর্ত্তনাদ শুনিতে শুনিতে কিশোরী মোহন ভাবিল, "জগতের কেহই কি সুখী নয়—সকলেই কি আমার মত দুঃখী?—সকলেই কি ভগ্ন হৃদয় লইয়া জগৎময় কাঁদিয়া বেড়াইতেছে? হা, ভগবান! পশু পক্ষী নদী মানুষ কাহারও কপালে কি সুখ লিখ নাই?"

এমন সময় পার্শ্বে দাঁড়াইয়া একব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, "এত সুখেও সুখী নও?"

কিশোরীমোহন বিস্মিত হইয়া ঘাড় ফিরাইল; এবং হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "একি! কা'র কণ্ঠস্বর? মনুয়া এসেছ কি?"

আগন্তুক মনুয়াই বটে। সে উত্তর করিল; "আমি কে, তা' পরে বলিব; এখন বল দেখি, তোমার দুঃখটা কি?"

কিশোরী। আমার দুঃখ অনেক মনুয়া! তুমি ত সকলই জান;—আমি সর্ব্বস্ব হারায়ে পথের কাঙ্গাল্ হ'য়েছি—

মনুয়া। তুমি সর্ব্বস্ব হারায়ে জগতের শ্রেষ্ঠ রত্ন পেয়েছ।

কিশোরী। আমার স্ত্রীর কথা বলিতেছ? হাঁ, তিনি একটি রত্ন বটে; কিন্তু—

মনুয়া। কিন্তু নাই মূর্খ! যে কিরণের মত স্ত্রী পেয়েছে সে সকল সম্পদ, সকল সুখের অধিকারী। আমি তোমার সে সম্পদ, সে সুখ নষ্ট করিতে আসিয়াছি।—উঠিয়া এস।

কিশোরী। তবে তুমি মনুয়া নও কি? আমার মনুয়া ত এমন রূঢ়, এমন হৃদয়শূন্য ছিল না।

মনুয়া। আমি মনুয়া নই—আমি মন্দাকিনী। যা'র পিতাকে তুমি একদিন ভাগীরথী গর্ভে ডুবাইয়া মারিয়াছিলে—যা'কে তুমি একদিন আলিঙ্গসার সহায়তায় ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট করবার চেষ্টা করেছিলে, আমি সেই পদদলিতা

অনাথিনী মন্দাকিনী। এতদিন তোমার গৃহে মনুয়া ব'লে পরিচিত ছিলাম—তোমার সর্ব্বনাশ করিবার অভিপ্রায়ে তোমার মত কক্কুরের দাসত্ব করিয়া আসিতেছিলাম; আজ আমার দিন আসিয়াছে;—মানুষ, মানুষকে যে যাতনা কখন দেয় নাই, আমি সে যাতনা দিয়ে তোমাকে একটু একটু করিয়া মারিব।

বলিয়া মন্দাকিনী ঘাটে ফিরিয়া আসিল; সেখানে একখানা নৌকা বাঁধা ছিল। নৌকাখানা ক্ষুদ্র; কিন্তু মাঝি মাল্লা অনেক। মন্দাকিনীর আদেশে কয়েকজন মাঝি উঠিয়া আসিল; এবং ধরাধরি করিয়া হতভাগ্য কিশোরীমোহনকে নৌকার উপর আনিয়া ফেলিল। সে কত চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল; কিন্তু কেহ তাহাতে কর্ণপাত করিল না।—মাঝিরা নঙ্গর তুলিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল; এবং তীরের ধারে ধারে লগি ঠেলিয়া চলিতে লাগিল।

কিয়দ্দুর অগ্রসর হইতে না হইতে মাঝিরা সবিস্ময়ে দেখিল, একজন স্ত্রীলোক উন্মাদিনীবেশে নৌকার পিছনে পিছনে নদীকূল বহিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। মন্দাকিনী তাহাকে চিনিল,—সে কিরণ। হতভাগিনী ছুটিয়া আসিতে আসিতে কখন লতায়, কখন পাথরে পা বাধিয়া

পড়িয়া যাইতেছিল—কখন বা কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত হইয়া রুধিরাক্ত হইতেছিল। উন্মাদিনীর লক্ষ্য পথের পানে নাই—শুধু নৌকার পানে। নৌকা পানে চাহিয়া কাতর-কণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিতেছিল, "ওগো, তোমাদের পায়ে পড়ি, আমার স্বামীকে ছাড়িয়া দাও।"

একজন মাঝি নৌকা হ'তে উত্তর করিল, "কে তোর স্বামীকে এনেছে, মাগী!"

কিরণ সে কথায় ভুলিল না; বলিল, "তোমাদের পায়ে পড়ি, তাঁকে ছেড়ে দাও। তিনি যে নড়িতে পারেন না—দেখিতে পান না—আমাকে ছাড়িয়া একপাও যাইতে পারেন না—"

নৌকা হইতে কিশোরীমোহন চীৎকার করিয়া বলিল, "কিরণ, মনুয়া আমাকে ধরে এনেছে, আমাকে রক্ষা কর—এ রাক্ষসীর কবল হ'তে আমাকে পরিত্রাণ কর।"

কিরণ। মনুয়া?—সে কে?

কিশোরী। মনুয়াকে ভুলে গেছ? যে কাল সাপকে রাস্তা হ'তে কুড়িয়ে এনে গৃহে আশ্রয় দিয়াছিলাম—

কিরণ। সে মনুয়া কখন তোমার আমার অনিষ্ট করিতে পারে না। তুমি দৃষ্টিশক্তিবিহীন—ঠিক দেখিতে পাও নাই। মনুয়া যে আমার সখী, আমার মা, আমার

ভগ্নী। ঈশ্বরের নিকট তাহার মঙ্গল কামনা না করিয়া আমি জলগ্রহণ করি না।

কিরণ ক্রমে নৌকার নিকটবর্ত্তিনী হইল; তখন সে, আরোহীদিগকে বেশ চিনিতে পারিল। কিরণ দেখিল, ধারের দিকে কিশোরীমোহন বসিয়া রহিয়াছে, আর তাহার পাশে—একি, এ যে মনুয়া!—এ যে সেই মন্দাকিনী! কিরণ চক্ষু মুছিল—আবার চাহিয়া দেখিল; দেখিল, সত্যই মনুয়া। কিরণ চীৎকার করিয়া বলিল, "মন্দাকিনী, ভগিনী, একবার তুমি আমায় রক্ষা করেছিলে, এবারও কি তুমি আমাদের কোন বিপদ হ'তে রক্ষা করিতে এসেছ?"

মন্দাকিনী কোন উত্তর করিল না,—অধোমুখে জলের পানে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। নীরবে বসিয়া বুঝি জলের তরঙ্গ গণিতেছিল; অথবা, সেই স্বচ্ছসলিলে পিতার মৃতদেহ অন্বেষণ করিতেছিল। সেখানে—নদীগর্ভে—পিতাকে দেখিতে পাইল না; ফিরিয়া আকাশপানে চাহিল; সেখানেও পিতার শব নাই। তখন সে চক্ষু মুদ্রিত করিল।

ইত্যবসরে মাঝিরা লগি ছাড়িয়া দাড় ধরিল—তীর ছাড়িয়া মধ্যনদীর দিকে নৌকা চালনা করিল। কিরণ

দেখিল, স্বামীকে লইয়া নৌকা চলিয়া যায়; তখন সে, নৌকা ধরিবার অভিপ্রায়ে নদীতে ঝাঁপ দিয়া পড়িল।

কিরণ সাঁতার জানিত; সাঁতার কাটিয়া নৌকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিল। নৌকা থামিল না—চলিতে লাগিল; কিরণ নৌকার পানে দৃষ্টি রাখিয়া কৃষ্ণ-নীল জলরাশি বিদীর্ণ করিতে করিতে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল। কিন্তু হতভাগিনী সত্বর অবসন্ন হইয়া পড়িল; ক্রমে তা'র সন্তরণের শক্তিও বিলুপ্ত হইল। কোন রকমে জলের উপর ভাসিয়া রহিল; কিন্তু তাহাও বুঝি আর পারে না। কিরণ বুঝিল, তা'র মৃত্যু সন্নিকট। তখন সে স্বামীর পানে চক্ষু রাখিয়া বারেক ডাকিল, "স্বামিণ—"

কিশোরী মোহন নৌকা হইতে উত্তর করিল, "কিরণ, তুমি যে পিছাইয়া পড়েছ; কাছে এস, আমাকে উদ্ধার কর।"

কিরণ এবার অতি ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "আর পারিলাম না—প্রভু, বিদায়।"

কিরণ ডুবিয়া গেল।

তখন মন্দাকিনী উঠিয়া দাঁড়াইল; তীক্ষ্ণ নয়নে চারি দিক দেখিতে লাগিল। কিন্তু কিরণকে দেখিতে পাইল

না। মন্দাকিনীর মাথায় পাগড়ি ছিল ; তাহা সে নদী-জলে নিক্ষেপ করিয়া ছুটিয়া আসিয়া হাল ধরিল ; এবং কিরণ যেখানে ডুবিয়াছিল, নৌকা চালনা করিয়া অচিরে সেইখানে আসিল। কিন্তু কোথা কিরণ? নদী যেমন তরঙ্গের উপর তরঙ্গ ছুটাইয়া বহিয়া চলিতেছিল তেমনই বহিয়া চলিয়াছে, কোথাও একটু চিহ্ন নাই—আবর্ত্তন নাই।

কিশোরীমোহন বুঝিল, কি একটা ঘটিয়াছে ; সে চীৎকার করিয়া ডাকিল, "কিরণ!"

উত্তর নাই। চারিদিক নিস্তব্ধ। মাঝি মাল্লা নীরব। সেই নীরবতার মধ্যে শুধু নদীর কল্লোল--অবরুদ্ধা প্রণয়িনীর কান্না—শুনা যাইতে লাগিল। মাথার উপর একটা চিরদুঃখী—একটা চিরতৃষ্ণাতুর পাখী ডাকিয়া গেল, "ফটিক জল!" কিশোরী মোহন আবার ডাকিল, "কিরণ, কোথা তুমি?"

উত্তর নাই। একজন মাঝি বলিল, "ডুবে গেছে।" "ডুবে গেছে?" উন্মত্তপ্রায় কিশোরীমোহন জিজ্ঞাসা করিল, "ডুবে গেছে?"

মাঝি বলিল, "হ্যাঁ ডুবে গেছে—অনেকক্ষণ হ'ল ডুবে গেছে।"

তখন কিশোরীমোহন—যে জলে কিরণ ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল, সেই জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

কিশোরী মোহন ডুবিয়া গেল—যেখানটায় ডুবিয়াছিল, সেখানকার আলোড়ন মিলাইয়া গেল—তরঙ্গের উপর তরঙ্গ ছুটিয়া আসিয়া সকল চিহ্ন মুছিয়া ফেলিল; স্পন্দহীন নয়নে মন্দাকিনী তাহা দাঁড়াইয়া দেখিল।

সব নীরব—চারিদিকে শুধু কান্নার রোল। নদী কাঁদিতেছে—বৃক্ষপত্র কাঁদিতেছে—পাখী কাঁদিতেছে; আকাশ পৃথিবী, জল স্থল সব কাঁদিতেছে। মন্দাকিনী যে দিকে চায়, সেই দিকেই কান্নার রোল। তখন সে কোন দিকে না চাহিয়া মুদিত নয়নে নদী জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

সমাপ্ত।